অমিয় নিমাই চরিত।

চতুর্থ খণ্ড।

—০—

শ্রী শিশির কুমার ঘোষ দাস কর্ত্তৃক

গ্রন্থিত।

কলিকাতা।

বাগবাজার, ২নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন,
স্মিথ এণ্ড কোং যন্ত্রে শ্রীকেশবলাল
রায় দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

শ্রীমঙ্গলাচরণ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লোমকূপে যাঁর।
পরমাণু মাঝে বিরাজ যাঁহার॥
নিরাশ্রয়ে ভাসে যত জীবগণ।
জীব দুঃখে যাঁর দ্রবীভূত মন॥
মনুষ্যে অভয় দান করিবারে।
উদিলেন ভবে মানুষ আকারে॥
রূপ আর গুণে ভুবন মোহিয়া।
লুকালেন যিনি জীবে আশ্বাসিয়া॥
এ হেন ঠাকুর সুন্দর সুজন।
বলরাম দাস করয়ে ভজন॥

ভূমিকা।

আমাকে অনেক সময় একটি ভাবে অভিভূত করে, সেটি এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের ন্যায় বৃহৎ ঘটনা জগতে অদ্যাপি হয় নাই। দেখুন, শ্রীভগবানের ন্যায় বৃহৎ বস্তু কিছুই নাই, বলিতে কি, তিনিই সব, তাঁহা ব্যতীত এ সংসারে কিছুই নাই। সেই বৃহৎ বস্তুটি, কি সংসারের সেই কেবল মাত্র বস্তুটি, আমাদের নিকট গুপ্তভাবে রহিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে যে জ্ঞান ইহার ন্যায় বহুমূল্য সম্পত্তি জীবের আর কিছু হইতে পারে না। কত বৃহৎ সাম্রাজ্যের পতন হইতেছে, কত প্রকাণ্ড সমর হইতেছে, কত নৈসর্গিক বিপ্লব হইতেছে, এমন কি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত লয় হইতেছে। এ সমুদায় বৃহৎ ঘটনা সন্দেহ নাই। কিন্তু বলিতে কি, সে সমুদায় ঘটনার সহিত আমাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। যদি আমাদের গতি শ্রীভগবান হইলেন, অর্থাৎ যদি মৃত্যুর পরে জীবন থাকে, তবে এই সৌরজগৎ নাশ হইলেই বা আমাদের ক্ষতি কি? যদি থাকে, তবে এ জগতে মহারাজ্য পাইলেই বা আমাদের লাভ কি? কারণ এ জড় জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্ষণিক বই নয়।

অতএব শ্রীভগবান সম্বন্ধে যে জ্ঞান ইহাই আমাদের কেবল মাত্র সম্পত্তি; এমন কি ইহা ব্যতীত আমাদের আর কোন সম্পত্তি হইতে পারে না। এই সংসারের অনিত্যতা যাঁহাদের সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাঁহারা অস্থির হইয়া সংসারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া "কোথা যাব, কি করিব" করিয়া দিবা নিশি যাপন করেন। এইরূপে চেতন জীব মাত্রে যে কেন অস্থির না হয়েন ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা। কারণ সংসার যে অনিত্য ইহা জীব মাত্রে প্রতিক্ষণে অনুভব করিতে পারিতেছেন। তাই আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তাগণ মায়া বলিয়া একটি কথার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই মায়ারূপ শক্তি কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া জীব নিশ্চিন্ত হইয়া জগতে বিচরণ করিতেছে। এই মায়া না থাকিলে জীব ক্ষণমাত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না। দেখুন, প্রীতি বিচ্ছেদ হইবে জানিয়াও লোক স্বচ্ছন্দে উহা কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইতেছে; আপনি অতি ক্ষুদ্র ও নিরাশ্রয় জানিয়াও অন্যের উপর আধিপত্য করিতেছে; মরিবে নিশ্চিত জানিয়াও অমরের ন্যায় কার্য্য করিতেছে।

দেখিবেন, জগতে অনেক বুদ্ধিমান, বিদ্বান, পণ্ডিত লোক আছেন। সব বুঝেন, কেবল আপনার প্রকৃত স্বার্থের বেলা অন্ধ থাকেন। প্রকৃত কথা,

পরম পণ্ডিত লোক যিনি অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন, অতি বিদ্বান যিনি সমুদয় শাস্ত্র মন্থন করিতেছেন, অতি চতুর যিনি আপন বুদ্ধিবলে জগৎ করতলে আনয়ন করিতেছেন, অথচ আপনি যে মরিবেন তাহা ভুলিয়া সেই মহা প্রস্থান পথের সম্বল করিতেছেন না, তিনি পণ্ডিতও নয় বুদ্ধিমানও নয়। তিনি প্রকৃত পক্ষে অতি অন্ধ ও অভাগ্য। তাঁহার বৃথা জ্ঞানকে আমরা প্রশংসা করি না।

জীবমাত্রে প্রায় এইরূপ। বাজারে যাও, পথে বেড়াও, সভায় যাও, দেখিবে জীবে কেবল বাজে কথা বলিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গের এক উপদেশ এই যে, "গ্রাম্য কথা কহিও না, গ্রাম্য কথা শুনিও না।" কিন্তু এই জগৎ কেবল গ্রাম্য কথা লইয়া বিভোর। আলু, পটল, মকর্দ্দমা, আপনার আধিক্য, পরের কুৎসা, এই সমুদয় লোকের সময় কাটাইবার উপায়। কিসে স্বার্থ-সাধন হইবে, কিসে শত্রু দমন করিবে, ইহা লইয়া জীব মাত্র ব্যস্ত।

যাঁহারা মায়ারূপ কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া একটু অগ্রে দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারা সমুদায় কার্য্য ফেলিয়া, আমি কে, আমি কার, আমার কর্ত্তব্য কি, ইত্যাদি অনুসন্ধানে প্রবর্ত্ত হয়েন। ইঁহাদের কেহ কেহ পরিশেষে জগতে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করেন। যাঁহাদের কিছু প্রাপ্তি হয়, তাঁহারা সরস, যাঁহাদের তাহা না হয়, তাঁহার অসরস শাস্ত্র প্রচার করিয়া থাকেন। সংসার অনিত্য, এ জ্ঞান ভারতবর্ষে যেরূপ প্রবল, এরূপ আর কোথাও নহে, সুতরাং এখানে এই ধর্ম্মশাস্ত্র বহুল পরিমাণে কর্ষিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণকে আমরা মুনি বলিয়া থাকি। ইঁহারা সাধন বলে ধর্ম্মশাস্ত্র আবিষ্কার ও বিকসিত করেন। জীবের প্রকৃতি ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং এই বহুল পরিমাণে শাস্ত্র মধ্যে নাস্তিকতা আছে, আস্তিকতা আছে, ভক্তির কথা আছে, ভক্তির বিরোধী কথাও আছে। লোকে আপনার প্রকৃতি কি, শিক্ষা কি, অধিকারানুসারে এই সমুদায় আবিষ্কৃত ধর্ম্মের মধ্যে আপনার ধর্ম্ম বাছিয়া লয়। এইরূপে আমাদের দেশে নাস্তিকতা হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম পর্য্যন্ত নানা প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে।

কিন্তু জীবে অন্য আর এক উপায়ে ধর্ম্ম কথা শিখিয়া থাকে, সে অবতার দ্বারা। কোন বস্তু বনে না যাইয়া, তপস্যা না করিয়া, এমনি কোন শক্তি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া জীবকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই বস্তুর বহুতর শিষ্য হইল, পরিশেষে তিনি অবতার বলিয়া, অর্থাৎ ভগবানের

কৃপাপাত্র, কি তাঁহার প্রেরিত বলিয়া, পরিগণিত হইলেন। অবতার কি না, যিনি শ্রীভগবানের দূত, কি সমাচার-বাহক, কি কোন নিজজন, কি তিনি স্বয়ং। যেমন উদ্ধব মথুরা হইতে শ্রীমতী রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন, তেমনি অবতারগণ শ্রীভগবানের সংবাদ লইয়া জীবগণকে তাঁহার প্রকৃতি ও তাহাদের কর্ত্তব্য কি, অবগত করিয়া থাকেন। গীতা গ্রন্থখানি এখন সর্ব্বত্র গ্রাহ্য। কি স্বদেশে, কি বিদেশে, কি হিন্দু, কি অহিন্দু, সকলেই শ্রীগীতা গ্রন্থখানিকে পূজা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ইহাতে প্রকাশিত কথাগুলিকে পরম শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সেই গীতা গ্রন্থ বলিতেছেন যে, যেখানে ধর্ম্ম গ্লানি হয়, সেখানে জীবকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীভগবানের অবতার হইয়া থাকে।

এ কালের তিনটি অবতারের কথা বলিব, যথা যীশু, পরে মহম্মদ, পরে গৌরাঙ্গ। যীশুর মতাবলম্বীরা বলেন যে, তাঁহাদের প্রভু ঈশ্বরের পুত্র; মুসলমানগণ বলেন, তাঁহাদের প্রভু ঈশ্বরের বন্ধু; গৌরাঙ্গের গণ বলেন, তাঁহাদের প্রভু স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

অবতারের নাম শুনিয়া আপনারা অবজ্ঞা করিবেন না। এই জগতের মধ্যে সকলেই অবতারের অনুগত। রুষিয়ার সম্রাট্ ও গ্লাডষ্টোন অবতার মানেন, জাপান দেশের সম্রাট্ অবতার মানেন, তুর্কীর সুলতান অবতার মানেন, আর হিন্দুগণ যাঁহারা জগতে গীতা গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, অবশ্য তাঁহারা অবতার মানেন। অতএব জগতের যখন সকল জাতি অবতার মানেন, তখন অবতারকে অবজ্ঞা করিবার কাহারও অধিকার নাই। যেহেতু যে বিষয়ে সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব সময়ে একরূপ বিশ্বাস, তাহা অবশ্য সত্য ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।

এই সমস্ত অবতার একই স্থানের (পরকালের) সংবাদ একই স্থানে (এই জগতে) প্রচার করেন। সুতরাং যদি অবতার প্রকরণ সত্য হয়, তবে অবতারগণ যে সমুদায় সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন, তাহা একরূপ হওয়া উচিত। মনে ভাবুন, যীশু শ্রীভগবানের নিকট হইতে সংবাদ আনিয়াছেন, মহম্মদও আনিয়াছেন। কিন্তু যদি তাঁহাদের বাক্যের অনৈক্য হয়, তবে বিষম গণ্ডগোল হইবে। তাহা হইলে হয়, উভয়েই কৃত্রিম, না হয় অন্ততঃ একজন কৃত্রিম, ইহা প্রমাণিত হইবে। কিন্তু অবতারগণের কথায় অমিল

নাই। শ্রীভগবান আছেন, পরকাল আছে, ও ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়, ইহা অবতার মাত্রের শিক্ষা।

ভগবান মানে ঈশ্বর নহেন, ভক্তের উপাস্য ধন। অর্থাৎ পরিমিত কি সাকার পুরুষ। অবশ্য খ্রীষ্টিয়ান কি মুসলমানগণ শ্রীভগবানকে অপরিমিত নিরাকার বলিয়া বর্ণনা করেন, কিন্তু সে মুখে, হৃদয়ে নয়। যখন তাহারা শ্রীভগবানকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার পাত্র মিত্র সদালাপ বর্ণনা করেন, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা ভগবানকে পরিমিত বলিয়া স্বীকার করেন। অবতার প্রকরণ যে সত্য ইহার অতি আশ্চর্য্য প্রমাণ এই যে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবতারের উদয় দেখা যায়, তবুও তাঁহাদের শিক্ষা এক জাতীয়। আর এই শিক্ষার অনেক অননুভবনীয় নূতন সামগ্রী পূর্ব্বে জগতে ছিল না। ধর্ম্ম মুনিগণ ও অবতার কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়া থাকে। মুনি কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্ম জগতে আর কোথাও নাই, কেবল ভারতবর্ষে আছে। পৃথিবীর অন্য সকল স্থানে যে সমুদায় ধর্ম্ম প্রচলিত, ইহা অবতার কর্ত্তৃক। ভারতে মুনি কর্ত্তৃক প্রচারিত বহুতর ধর্ম্ম শাস্ত্ররূপে প্রচলিত আছে। যথা—বৈদান্তিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি। একটু বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এ সমুদায় ধর্ম্মের সহিত অবতার প্রচারিত ধর্ম্মের বিশেষ ঐক্য নাই। তাহার কারণ অবতার প্রচারিত ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি ভগবান ও ভক্তি, অন্যান্য ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি শক্তি ও প্রক্রিয়া।

এই অবতারগণের মধ্যে আমরা শ্রীগৌরাঙ্গকে সর্ব্ব প্রধান বলি, কারণ—

১। তিনি যখন নবদ্বীপে উদয় হয়েন, তখন পাণ্ডিত্যে সে নগরের যেরূপ উন্নত অবস্থা এরূপ কোন স্থানে কোন কালে হয় নাই। সেখানে তখন আবাল বৃদ্ধ, নর নারী, বড় ছোট কেবল বিদ্যা, শুধু বিদ্যা নয়, অতি সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম চর্চ্চা লইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন। তখন যে সমুদায় অতি দুর্ব্বোধ্য, অতি সূক্ষ্ম চর্চ্চা, সাধারণের খেলার সামগ্রী ছিল, বালকগণ পর্য্যন্ত যাহা লইয়া তর্ক ও বিচার করিতেন, এখন মহা পণ্ডিত লোকে উহা বুঝিতে পর্য্যন্ত পারেন না। সেই সময় সেই সমাজের মধ্যস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত হয়েন। অন্যান্য অবতারগণ অপেক্ষাকৃত অসভ্য লোক কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন।

২। তখনকার যে কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি, সকলেই তাঁহাকে ভগবান বলিয়া পূজা করিয়াছেন। যথা, শ্রীহরিদাস—যিনি বেত্রাঘাতে যখন মরিতে-

ছেন তখন আপনার বেদনা ভুলিয়া শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার হত্যাকারী-গণের মোচন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীবাসুদেব দত্ত,—যিনি জগতের যত জীব সকলের পাপ নিজ স্কন্ধে লইয়া তাহাদিগকে নিষ্পাপ করিবেন, এই প্রার্থনা শ্রীভগবানের নিকট করিয়াছিলেন। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম,—যিনি তখনকার সর্ব্ব প্রধান নৈয়ায়িক। প্রকাশানন্দ সরস্বতী,—যিনি তখন ভারত-বর্ষের শঙ্করাচার্য্যের প্রতিনিধি। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য—যিনি গৌড়ের, ও বল্লভাচার্য্য—যিনি পশ্চিমের বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান। এই সমস্ত লোকের শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে শ্রীভগবান বলিয়া এরূপ বিশ্বাস ছিল যে তাঁহারা হিন্দু হইয়া গঙ্গাজল তুলসী লইয়া তাঁহার চরণ পূজা করিতেন।

৩। তিনি বল দ্বারা, কি তর্ক দ্বারা, কি বক্তৃতা দ্বারা ধর্ম্ম-প্রচার করেন নাই। জীবে তাঁহাকে দর্শন, কি তাঁহার দুই একটি কথা শুনিয়া, কি তাঁহা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিত।

প্রকাশানন্দ দশ সহস্র শিষ্য লইয়া বিরাজ করিতেন ও তখন ভারত-বর্ষের সর্ব্ব প্রধান সন্ন্যাসী বলিয়া পূজিত ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় প্রেমধন পাইয়া বলিতেছেন, যথা—

> ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সতত পরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে,
> দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিষু কাপি নো সন্।
> যদ্দত্ত শ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্য
> ত্যুচ্চৈ র্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশম্॥

"যে জনকে কদাপি পুণ্য স্পর্শ করে নাই, যে সর্ব্বদা উৎকট পাপাসক্ত, এবং যে কোন সাধুজন দৃষ্টপথ বা সজ্জন রচিত স্থান গত হয়ঃ নাই, সে ব্যক্তিও যদ্দত্ত শ্রীকৃষ্ণ রসরূপ সুধাস্বাদনে প্রমুগ্ধ হইয়া নৃত্য, গীত ও বিলুণ্ঠন করে, সেই অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরকে (গৌরাঙ্গকে) আমি স্তুতি করি।"

তাঁহার আর এক শ্লোক শ্রবণ করুন্—

> দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতোবা, দূরস্থৈরপ্যানতো বা দৃতো বা।
> প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য একঃ শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্॥

"যিনি একমাত্র দৃষ্ট ও আলিঙ্গিত বা কীর্ত্তিত হইলেই, অথবা দূরস্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নমস্কৃত বা বহু মানিত হইলেই, প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব প্রদান করেন, সেই একমাত্র দয়ালু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার করি।"

৪। তিনি প্রকট থাকিতে লক্ষ লক্ষ লোকে তাঁহাকে খুঁজিয়া পূজা করিতেন। এরূপ কোন অবতার জীবকে মুগ্ধ করিতে পারেন নাই।

৫। যাঁহারা অবতার, তাঁহারা আপনার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যীশু বলিতেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। মহম্মদ ঈশ্বরের সখা। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং চিন্ময় দেহ ধারণ করিয়া চিন্ময় রত্ন সিংহাসনে শতশত ভক্তের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া বারম্বার বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং ভগবান, আদি ও অন্ত, তিনি জীবের দুঃখ দেখিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা ও অভয় প্রদান করিতে মনুষ্য সমাজে আগমন করিয়াছেন। এরূপ অদ্ভুত অননুভবনীয় ঘটনা কোন অবতার সম্বন্ধে শুনা যায় না।

৬। অবতারের যত কাহিনী উহা জনশ্রুতি হইতে সংকলিত, উহার প্রত্যক্ষ কি বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু গৌরাঙ্গ প্রভুর কাহিনী তাঁহার ভক্তগণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া অতি বিস্তার রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, আমরা নবদ্বীপে দেখিতেছি, প্রভুর অবতারের চিহ্ণ চারি দিকে ছড়ান রহিয়াছে; আমরা নিত্যানন্দ, অদ্বৈত বংশ দেখিতেছি; আমরা প্রভুর বিগ্রহ দেখিতেছি; আমরা দেখিতেছি প্রভু যেখানে গমন, অবস্থান, কি উপবেশন করিয়াছেন, তাহা তীর্থ স্থান হইয়া রহিয়াছে। আমরা দেখিতেছি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে সার্ব্বভৌম কৃত অঙ্কিত ষড়ভুজ মূর্ত্তি রহিয়াছে।

৭। প্রভুর লীলা ও চরিত্র বড় মধুর। সাধুসঙ্গ জীবের উপকারী ধন। সাধুসঙ্গ অপেক্ষা ভগবৎ সঙ্গ আরও উপকারী। কিন্তু ভগবৎ সঙ্গ সম্ভবে না। তাই জীবে শ্রীভগবানের লীলার দ্বারা তাঁহার সহিত সঙ্গ করিয়া থাকেন। যীশু ঈশ্বরের পুত্র, তাঁহার লীলা খেলা অতি অল্প। মহম্মদেরও ঐরূপ, তিনি ঈশ্বরের সখা। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ, যিনি স্বয়ং বলিয়া আপনি পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার জন্মাবধি শেষ পর্য্যন্ত যে লীলা রহিয়াছে, ইহা জলধির ন্যায় বিস্তীর্ণ, এবং চুমুকে চুমুকে সমান মিষ্ট। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইবেন না এমন জীব কোথা আছেন?

৮। অন্যান্য ধর্ম্মের যাহা শেষ, শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্মের তাহা আরম্ভ। অন্যান্য ধর্ম্মে ব্রজের নিগূঢ় রস নাই। শ্রীনন্দনন্দন বলিয়া শ্রীভগবান অন্য কোন ধর্ম্মে পূজিত হয়েন না। আমরা খ্রীষ্টিয়ান অর্থাৎ যীশুকে অবতার বলি, ও তাঁহার উপদেশ মান্য করি। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানগণ বৈষ্ণব নহেন, যেহেতু তাঁহারা ব্রজের নিগূঢ় রস অবগত নহেন, তাঁহারা মাধুর্য্যময় নন্দসুতকে উপাসনা করেন

না, ঐশ্বর্য্য সম্বলিত ঈশ্বরকে উপাসনা করেন। আমরা খ্রীষ্টিয়ান মন্দিরে যাইয়া মনের সাধে ভজনা করিতে পারিব, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানগণ আমাদের রস-কীর্ত্তনে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অন্যান্য ধর্ম্মে যাহা আছে, উহা বৈষ্ণব ধর্ম্মে আছে, বৈষ্ণব ধর্ম্মে যাহা আছে, তাহা অন্য ধর্ম্মে নাই। তাহার পর আর এক কথা বলি, যেখানে রোগ, ঔষধ সেইখানেই পাওয়া কর্ত্তব্য। কারণ শ্রীভগবানের কার্য্যে জটিলতা নাই। আমরা ভারতবর্ষীয়, আমাদের যদি অবতার মানিতে হয়, তবে আমাদের য়িহুদীর দেশে কি আরব দেশে যাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের অবতার এখানেই পাইব। সর্ব্ব জাতি অপেক্ষা হিন্দুগণ আধ্যাত্মিক উন্নতি অধিক করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের মধ্যে যে অবতার হইয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বড় হওয়া উচিত।

গৌরাঙ্গ অবতারের ন্যায় বৃহৎ ঘটনা জগতে নাই বলিয়া এই প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছি। যদি আমরা শ্রীভগবানের শ্রীচরণ পাই, তবে আমাদের কিসে বা কে কি করিতে পারে? যদি না পাই, তবে সাম্রাজ্যে কি ঐশ্বর্য্যে কি লাভ? অতএব যিনি গৌর অবতার সত্য ভাবেন, তাঁহার ইহার ন্যায় বৃহৎ ঘটনা আর অনুভূত হইবে না। এই গৌর অবতার বর্ণনারূপ বৃহৎ ভার আমার ঘাড়ে পড়িল।

আমি ইচ্ছা করিয়া এ ভার লই নাই। যাঁহারা এ বিষয়ে শক্ত, আমি তাঁহাদিগকে উপাসনা করিলাম, কিন্তু তাঁহারা স্বীকার করিলেন না। ভাবিলাম যে এরূপ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার কি জগতে চিরদিন লুপ্ত থাকিবে? অতএব যাহা পারি লিখিব, তাই লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ প্রভৃতি জীবগণকে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে পশ্বাচার হইতে দেবাচারে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কালে ভক্তিযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জগতে কেবল কাটাকাটি ও মারামারি। আধিপত্যের নিমিত্ত জীবে ব্যস্ত হইয়া তাহাদের পরকাল ভুলিয়া গিয়াছে। ইউরোপে এইরূপ শ্রীভগবান সিংহাসন চ্যুত হইয়াছেন। তাহাদের দেখাদেখি এ দেশেও প্রায় সেইরূপ। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা আস্বাদ কর, নিয়ত চিন্তা কর, পবিত্র ও শান্ত হইবে। যিনি দুঃখী ও তাপী, তিনি এই মধুর লীলারূপ সুধা-সমুদ্রে অবগাহন করুন, অবশ্য জুড়াইবেন।

এই চতুর্থ খণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স সাতাইশ বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত তিন বৎসরের, অর্থাৎ সন্ন্যাস লইয়া মাতৃভূমি বা শ্রীনবদ্বীপ দর্শন পর্য্যন্ত লীলা বর্ণিত আছে।

প্রথম অধ্যায়।

মুখ খানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে।
বিম্ব বিড়ম্বিত ঠোঁট কেন সদা কাঁপে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দুই বৎসর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। করিয়া, তাঁহার শুভাগমন বৃত্তান্ত লোক দ্বারা নবদ্বীপ-ভক্তগণকে পাঠাইয়া দিলেন। ইহা বলিয়া তৃতীয় খণ্ড গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছি, এবং গ্রন্থ সমাপন কালে, প্রভুর সঙ্গে ভক্তগণের যে মিলন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। এখন শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহে নবদ্বীপ-ভক্তগণের অবস্থা ও নীলাচলে তাঁহাদের আগমন উদ্যোগ, ইত্যাদি বিস্তার করিয়া বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উপরে যে দুই চরণ দেওয়া গেল, উহা গদাধরের শিষ্য নয়নানন্দের কৃত, শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনার পদ হইতে উদ্ধৃত। শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম "গদাধরের প্রাণনাথ।" সেই গদাধরের পশ্চাতে তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয় শিষ্য নয়নানন্দ দাঁড়াইয়া, নানা ছলে প্রভুর মুখ দর্শন করিতেছেন। দেখিতেছেন যে, মুখ খানি এমন সুন্দর যে উহার তুলনা কেবল চন্দ্র হইতে পারে। শুধু চন্দ্র নয়, পূর্ণিমার চন্দ্র। নয়নানন্দ দেখিতেছেন যে, প্রভুর ঠোঁট দুটি যেন হিঙ্গুলে রঞ্জিত, আর অল্প অল্প কাঁপিতেছে। নয়নানন্দ ভাবিতেছেন, প্রভুর ঠোঁট কাঁপিতেছে কেন? উনি কি কোন মন্ত্র জপ করিতেছেন? উনি কাহার নিমিত্ত এরূপ উতলা হইয়াছেন? প্রভুর মুখ দেখিয়া, তাঁহার মনে যে প্রবল বেগ রহিয়াছে, তাহা নয়নানন্দ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন।

কথা হইতেছে, প্রভুর অন্তর দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার মত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ। শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ সরল ও নম্র, ও সেইরূপ লাজুক। তাঁহার অন্তরে যে তরঙ্গ খেলিতেছে, তাহা তিনি অবশ্য লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইতেছে, অর্থাৎ সেই তরঙ্গের বেগ বাড়িয়া যাইতেছে। এত বাড়িতেছে যে, সে বেগ সমুদায়ই মুখে,-কি প্রত্যেক অঙ্গ ভঙ্গিতে, প্রকাশ

পাইতেছে। প্রভুর এই ঠোঁট কম্পন দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ খেলিতেছে, আর উহা তিনি নিবারণ করিতে পারিতেছেন না।

নয়নানন্দের উপরের দুটি চরণ উদ্ধৃত করার কারণ এই যে, উহার দ্বারা, নবদ্বীপবাসীগণ প্রভুতে কিরূপ আকৃষ্ট ছিলেন, তাহা কতক বুঝা যাইবে। বাসুঘোষ তাঁহার এক পদে বলিতেছেন, "গোরা গোরা, পরাণের পরাণি।" প্রকৃতই শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপবাসীগণের "পরাণের পরাণ" ছিলেন। যখন শুকদেব বলিলেন যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের নিজ পুত্র অপেক্ষা অধিক প্রীতি করিতেন, রাজা পরীক্ষিত এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাহাতে শুকদেব বুঝাইয়া বলিলেন যে, শ্রীভগবান প্রাণের প্রাণ, তাঁহাতে ও জীবে যেরূপ গাঢ় সম্বন্ধ, জীবে জীবে সেরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। কাজেই ব্রজবাসীগণের, তাঁহাদের নিজ সন্তান অপেক্ষা, শ্রীকৃষ্ণের উপর অধিক প্রীতি ছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে নদেবাসীগণের ঠিক ঐরূপ ভাব ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার ভক্তগণের হৃদয়ঃ এরূপে অধিকার করিয়াছিলেন যে, সেরূপ কেহ কস্মিন্ কালে করিতে পারেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ ইচ্ছা করিলে, তাঁহার ভক্তগণ শত বার প্রাণ দিতে পারিতেন। তখনকার শঙ্করাচার্য্যের প্রতিনিধি স্বরূপ সর্ব্ব প্রধান সন্ন্যাসী প্রবোধানন্দ স্বরস্বতী, তাঁহার চৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থে বলিতেছেন—

পতন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ করতলে স্বয়ং দুর্ল্লভাঃ
স্বয়ঞ্চ যদি সেবকী ভবিতুমাগতাঃ স্যুঃ সুরাঃ।
কি মন্যদিদমেব বা যদি চতুর্ভুজং স্যাদ্বপু
স্তথাপি মম নো মনাক্ চলতি গৌরচন্দ্রাত্মনঃ॥

"যদি দুর্ল্লভ সিদ্ধি সকল (অনিমা লঘিমা অর্থাৎ নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতা) আপনা আপনি আমার করতল গত হয়, অর্থাৎ হঠাৎ যদি আমি আমার বিনা চেষ্টায় সিদ্ধপুরুষ হইয়া পড়ি, যদি সুরনারীগণ আপনারা আসিয়া আমার কিঙ্করী হন, অধিক আর কি বলিব, আমার এই বপু যদি চতুর্ভুজ হয়, অর্থাৎ আমি সশরীরে যদি বৈকুণ্ঠে যাইতে পারি, তথাপি আমার মন শ্রীগৌরচন্দ্র হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইবে না।"

এই "প্রাণের প্রাণ" শ্রীনবদ্বীপ হইতে হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়াছেন। যাঁহাকে "দণ্ডে দণ্ডে, তিলে তিলে" না দেখিলে ভক্তগণ বাঁচিতেন না, তিনি

এখন একেবারেই অদর্শন। শুধু তাহা নয়, তিনি নীলাচলে বাস করিবেন এই ভরসায় ভক্তগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। প্রভু যদি এরূপ প্রতিশ্রুত না হইতেন, তবে বহুতর ভক্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। তাহার পর নবদ্বীপবাসীগণ শুনিলেন, প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া গিয়াছেন, শুধু তাহা নয়, কোথা গিয়াছেন ঠিক নাই। তাহার পর আরো শুনিলেন, প্রভু গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কোন ভক্তকে লয়েন নাই। অর্থাৎ যে প্রভুকে নবদ্বীপে তাঁহারা শত লোকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তিনি এখন, একটি ভৃত্য মাত্র সঙ্গে লইয়া, কৌপীন করঙ্গ সম্বল করিয়া, কোন্ দেশে চলিয়া গিয়াছেন তাহার ঠিক নাই! তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, কে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে? তিনি প্রেম বিহ্বলতায়-উপবাস করিলে, কে তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক খাওয়াইতেছে? ঝড় বৃষ্টিতে তিনি কিরূপে আপনাকে রক্ষা কবিতেছেন?

যাঁহারা প্রভুর ভক্ত, তাঁহারা শ্রীনবদ্বীপে এক প্রকার উন্মাদ অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। তবুও শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে ভক্তগণ প্রেমভক্তিতে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ঘোর বিয়োগ যেরূপ কষ্টকর, সেইরূপ উহার মত উপকারী সামগ্রী আর জগতে নাই। যেমন স্বর্ণ উত্তাপে পরিস্কৃত হয়, সেইরূপ জীবাত্মা ঘোর বিয়োগানলে ক্রমে নির্ম্মল দশা প্রাপ্ত হয়।

আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা আনন্দময়। উহা মলিন হইলে, সেই আনন্দ লহরী চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়, তাহাতে উহা দ্বারা, আনন্দ খেলিতে পারে না। বিয়োগানলে, যোগ প্রক্রিয়া কি অন্য উপায় দ্বারা এই আত্মার মলিনতা দূরীকৃত হইলে, অন্তরে আপনা আপনি আনন্দের উদয় হয়। অতএব ঘোর বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক আনন্দ আপনি আসিয়া থাকে। এই গেল শ্রীভগবানের আশ্চর্য্য রঙ্গ। তাই লোকে বলে, যতটুকু কাঁদিবে তত টুকু হাসিবে। অতএব যাঁহারা কথঞ্চিৎ নির্ম্মলতাও লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে দুঃখ বলিয়া সামগ্রী জগতে কিছুই নাই। এই যে শ্রীনবদ্বীপ-বাসীগণ ঘোর বিয়োগানলে দগ্ধ হইতেছেন, তবু তাঁহারা মাঝে মাঝে আবার আনন্দের তরঙ্গেও পরিপ্লুত হইতেছেন।

কিন্তু কেহ কেহ গৌরশূন্য নদীয়ায় আর বাস করিতে পারিলেন না। যখন প্রভু নীলাচলে গমন করেন, তখন অবশ্য গদাধর সঙ্গে যাইতে চাহেন।

গদাধর গৌর-মুখ না দেখিলে এক দণ্ড বাঁচেন না। কিন্তু তিনি অতি নবীন, কখন কোন সাংসারিক দুঃখ ভোগ করেন নাই। প্রভু তাই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান নাই। প্রভু নীলাচলে গমন করিলে, গদাধর বিরহ জ্বালায় প্রভুকে দর্শন করিতে সে মুখো ছুটিলেন। শ্রীনরহরিরও ঠিক সেইরূপ। তিনিও শ্রীগৌর-মুখ না দেখিলে এক তিল বাঁচেন না। এই কারণে উভয়ে পরম সম্প্রীতি। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে ও অন্যান্য প্রেমে এই বিশেষ বিভিন্নতা। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে ঈর্ষা ভাব নাই, তাই নরহরি ও গদাধর একত্রে ছুটিলেন। অনেক গৃহী ভক্ত প্রভুর সহিত শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গমন করিতেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাদিগকে সঙ্গে যাইতে দেন নাই এ সম্বন্ধে জীবের ধর্ম্ম কি, তাহা আমাদের প্রভু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। যিনি গৃহী, তাঁহার সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাতুলতা করিয়া বেড়াইলে চলিবে না। তাঁহাকে অবশ্য স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পালন করিতে হইবে। যিনি সংসারে আদৌ মন নিবিষ্ট করিতে না পারেন, তিনি সন্ন্যাসী হউন কোন আপত্তি নাই। যিনি একবার সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহাকে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম কঠোররূপে পালন করিতে হইবে। কিন্তু জীবের সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ প্রেমই জীবের সর্ব্ব প্রধান পুরুষার্থ। উহার নিমিত্ত সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ প্রয়োজন করে না।

এইরূপে শ্রীনরহরি, শ্রীগদাধর, ও শ্রীভগবান প্রভৃতি জন কয়েক নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। শ্রীভগবান আচার্য্যকে পাঠক চেনেন না। চন্দ্রোদয় নাটকে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে, যথা—

ন্যায় আচার্য্য একজন ভগবান নামে।
যাবজ্জীবন আসি রহিলেন পুরুষোত্তমে॥
প্রভু সনে সখ্য ভাব না দেখিলে মরে।
গৃহ বন্ধু সব ছাড়ি রহে নীলাচলে॥

সেখানে যাইয়া তাঁহারা শুনিলেন যে প্রভু দক্ষিণ দেশে গিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতিকে আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তাঁহারা যেন সেখানে প্রতীক্ষা করেন। তাঁহারা প্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া নীলাচলে প্রভুর প্রতীক্ষায় বাস করিতে লাগিলেন।

যাঁহারা নীলাচলে গমন করিয়া, তথায় প্রভুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা অবশ্য কতকটা শান্ত হইলেন, কিন্তু যাঁহারা নদীয়ায় রহিলেন তাঁহারা

নিরাশ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। আর কি তিনি ফিরিয়া আসিবেন? আর কি তাঁহার নদীয়া মনে আছে? এই সমুদায় দুর্ভাবনায় নবদ্বীপবাসীগণ মৃতবৎ হইয়া থাকিলেন। মরিলেন না কেন, তাহার কারণ এই যে, দুর্ভাবনার সঙ্গে মনে মনে প্রবল আশাও ছিল যে প্রভুকে আবার দেখিবেন। এখন বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি এই পদের রস আস্বাদন করুন, যথা—

কোন্ দেশে প্রভু গেল মোর। ধ্রু

যাঁহারা নবদ্বীপে রহিলেন, তাঁহারা অর্দ্ধ-মৃতের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন। ভক্তগণের কিরূপ অবস্থা হইল, তাহা বাসুঘোষ তাঁহার গীতে বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির আর বলিবার কিছু রাখিয়া যান নাই। যথা পদ—

গোরা গুণে প্রাণ কান্দে, কি বুদ্ধি করিব।
সে হেন গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া॥ ইত্যাদি।

বাসুঘোষ বলিতেছেন যে, প্রভু ভক্তগণকে "ধনে প্রাণে" মারিয়া গিয়াছেন। একে তিনি অদর্শন হইয়া মর্ম্মে আঘাত করিয়াছেন। আবাব প্রভু ব্যতীত আমাদের ন্যায় পতিতগণকে দয়া আর কে করিবে? কে আর পতিত দেখিয়া চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিবে.? এইরূপ যখন নবদ্বীপের অবস্থা, তখনই সংবাদ আসিল যে প্রভু পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, স্বচ্ছন্দে আছেন, ও ভক্তগণের দ্বারা রক্ষিত হইতেছেন।

তখন সকলে তাঁহাদের পূর্ব্বকার যত দুঃখ ছিল সমস্ত ভুলিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তখন সকলে এক-বাক্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা প্রভুকে নীলাচলে দর্শন করিতে যাইবেন। রথযাত্রাও নিকটে। যদিও নীলাচল নবদ্বীপ হইতে বহু দূরের পথ, কিন্তু তাহা তাঁহারা ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। স্বয়ং প্রভু যখন নীলাচলে গমন করেন, তখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধের জন্যে পথ বন্ধ ছিল, তাহাও এখন নাই। যখন সকলেই নীলাচলে যাইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন প্রধান উদ্যোগী-গণ ভাবিলেন যে এ সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য। প্রভু যখন গৃহত্যাগ করেন, তখন ভক্তগণকে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। অন্য প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ, তিনি তখন নীলাচলে মহাপ্রভুর

সঙ্গে আছেন। কাজেই সকলে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের নিকট চলিলেন। ভক্তগণ তখন এরূপ চঞ্চল হইয়াছেন যে, সকলেরই মনের ভাব যেন ঐ পথেই অমনি নীলাচলে গমন করেন।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, প্রভুর শুভ প্রত্যাগমন সংবাদ শুনিয়া, সুখে হুহুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তখনই নৃত্য আরম্ভ হইল। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের বিষয় সম্পত্তির সীমা ছিল না। তিনি ভক্তগণকে লইয়া মহোৎসব আরম্ভ করিলেন। এইরূপ প্রথমে দুই তিন দিবস ভক্তগণ আনন্দোৎসব করিলেন। সকলে স্থির হইলে পরামর্শ করিতে বসিলেন। ইহা স্থির হইল যে, সকলে শ্রীনবদ্বীপ হইতে শ্রীশচী মাতার পদ-ধূলি লইয়া নীলাচলে যাইবেন। তখন আবার সেই সমস্ত ভক্তগণ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও তাঁহার ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া, প্রভুর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রভুর নিজ বাটীতে আবার মহোৎসব আরম্ভ হইল। যদিও শচী বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পত্তিহীন, তবু তাঁহাদের কোন অভাব ছিল না। প্রভু, যাইবার সময়, শচী মাতাকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, "তোমার সাংসারিক ও পারমার্থিক সমুদায় ভার আমার উপর রহিল।" প্রভু গৃহত্যাগ করিলে, তাঁহার অসংখ্য ভক্তগণ ভারে ভারে তাঁহার আলয়ে দ্রব্যাদি পাঠাইতে লাগিলেন। তাহাতে শুধু শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার অভাব দূর হইল এমন নয়, তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যহ যে বহুতর লোক প্রভুর স্থান দর্শন করিতে আসিতেন, তাঁহারাও প্রসাদ পাইতেন। প্রভুর বাড়ীতে যখন মহোৎসব আরম্ভ হইল, তখন নবদ্বীপের নিকটস্থ ভক্তগণ নীলাচল যাইবেন বলিয়া একে একে আসিয়া জুটিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে কাচনাপাড়া হইতে শিবানন্দ সেন, কুলীন গ্রাম হইতে গুণরাজ ও সত্যরাজ প্রভৃতি, আর শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীনরহরির জেষ্ঠভ্রাতা মুকুন্দ, সুলোচন প্রভৃতি আসিলেন। এইরূপে প্রভুর পুরাতন ভক্তগণ প্রভু-দর্শনে চলিলেন। আবার যাঁহারা প্রভুকে দর্শন করেন নাই, অথচ তাঁহার ভক্ত হইয়াছেন, এরূপ লোকও অনেক চলিলেন। যথা, বাসুদেব দত্ত, ইনি মুকুন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ও শঙ্কর, ইনি দামোদরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দামোদর পণ্ডিতেরা পঞ্চ ভ্রাতা, সকলেই উদাসীন, সকলেই পরম পণ্ডিত ও সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের নিতান্ত ভক্ত। যাঁহারা উদাসীন, তাঁহারা প্রভুর নিকট চিরকাল বাস করিবেন বলিয়া চলিলেন। যাঁহারা গৃহী

তাঁহারা চারি মাসের জন্য বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া চলিলেন। তাঁহারা এই চারি মাসের জন্য বাড়ীর সংস্থান রাখিয়া, আর পঞ্চ বিংশতি দিনের পথে যাওয়া আসার, ও নীলাচলবাসের চারি মাসের সম্বল সংগ্রহ করিয়া, শুভ যাত্রা করিলেন।৵

হরিদাস মুসলমান, এই নিমিত্ত প্রভুর সহিত নীলাচলে গমন করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ নীলাচলে মুসলমান যাইবার অধিকার ছিল না। এখন শুনিলেন যে, মহারাজা প্রতাপ রুদ্র প্রভুর ভক্ত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রভুর সহিত বাস করিবেন সংকল্প করিয়া, ভক্তগণের সঙ্গে নীলাচলে চলিলেন।

ভক্তগণ প্রভুর নিমিত্ত কি লইয়া যাইবেন তাহার বিচার করিতে লাগিলেন। প্রভুর এমন প্রিয় দ্রব্য চাই, যাহা এক মাসে নষ্ট হইবে না। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া মহা আনন্দে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দত্ত দ্রব্য সকল শ্রীবাসের হস্তে ন্যস্ত হইল। আর শচী তাঁহার নিমাইকে যে কথা, (সে এক কথা বই নয়) তাহা শ্রীবাসকে বলিয়া দিলেন। সে কথা এই যে, একবার যেন তিনি দেখা দিয়া যান। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারও এই এক কথা, সুতরাং প্রভুকে তাঁহার পৃথক সন্দেশ পাঠাইবার যেরূপ সুবিধা ছিল না, সেইরূপ প্রয়োজনও হইল না।

নীলাচলে রথ উপলক্ষে পূর্ব্বে গৌড়দেশ হইতে অধিক লোক যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। যেহেতু পথ অতি দুর্গম, এবং হিন্দু মুসলমানে বিবাদ হওয়ায়, উহা কখন কখন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। বিশেষতঃ শ্রীক্ষেত্রের যে রথযাত্রা, ইহা প্রভু কর্ত্তৃক অধিক খ্যাতাপন্ন হয়। তাহার পূর্ব্বে ইহার এত সৌরভ ছিল না—এই প্রথম গৌড়িয়গণ নীলাচলে রথ অধিকার করিতে চলিলেন।

প্রভুর ভক্ত প্রায় দুই শত চলিলেন। তাঁহাদের সুবিধা এই ছিল যে, উপবাসে তাঁহারা ক্লিষ্ট হইতেন না, এক মুষ্টি চিপিটক কি চণক পাইলেই দিন কাটাইতে পারিতেন। বিশেষতঃ সমস্ত পথে দেবস্থলী। এইরূপে কোন কোন দেবস্থানে সকল অতিথিই অন্ন পাইতেন। বাড়ী হইতে চিপিটক, জল পাত্র, কম্বল, কিছু স্বর্ণ, ও এক বোঝা কড়ি মুটিয়ার ঘাড়ে দিয়া, তখনকার যাত্রীগণ গমন করিতেন। গৌর-ভক্তগণের আর একটী

নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী—খোল, মাদল, করতাল ও মন্দিরা,—অবশ্য চলিল। প্রভুর ইচ্ছায় বিনা বিপদে ভক্তগণ পুরীধামে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গের কাণ্ড শ্রবণ করুন। স্নান-যাত্রার তিন দিন থাকিতে মহারাজা প্রতাপ রুদ্র পুরীধামে আইলেন। এই সমস্ত উৎসব বড় জাঁকের সহিত বরাবর হইয়া থাকে, এবার প্রভুর সন্তোষের নিমিত্ত আয়োজন আরও অধিক হইয়াছে। স্নান-যাত্রা পর্ব্ব সমাধা হইল, শ্রীজগন্নাথ অতি গ্রীষ্মের সময় স্নান করিলেন, নূতন বস্ত্র পরিলেন। স্নান-যাত্রার পরে পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শন নাই, তিনি জীবকে দর্শন দেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার নিত্য নিয়মানুসারে ঠাকুর দর্শন করিতে যাইয়া দেখেন, শ্রীমন্দিরের কপাট বন্ধ !

শ্রীগৌরাঙ্গ অমনি বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া অতি দুঃখে কান্দিতে লাগিলেন। কেন কান্দিতেছেন, তাহা ভক্তগণ তখন বুঝিতে পারিলেন না, শুধু প্রভুর রোদন দেখিয়া সকলে সেই সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন যে, শ্রীমুখ না দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। শেষে প্রভুর নীলাচল বাস অসহনীয় হইল, তিনি জগন্নাথ-শূন্য পুরীতে থাকিতে না পারিয়া, অমনি মন্দির দ্বার হইতে আলালনাথের দিকে ছুটিলেন !

শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন, এ কথা তিনি জানেন, পুরী গোঁসাই তাঁহাকে অগ্রে এ সংবাদ দিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের প্রাণ, তাঁহারাও তাঁহার প্রাণ। এক দিক হইতে এরূপ প্রীতির সৃষ্টি হয় না। দুই বৎসর পরে তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন, তিনিও তাহাদিগকে দেখিবেন। তাঁহার তনু খানি প্রেমে গড়া, তিনি যে এখন—যখন তাঁহার নিজজন বহুদিন পরে নয়ন গোচর হইতেছেন—তাঁহাদিগকে ফেলিয়া আলালনাথে প্রস্থান করেন, এ তাঁহার কি ভঙ্গী? যান কেন, তাহা বিচার করিলে, আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের হাসি পাইবার কথা। শ্রীজগন্নাথের মুখ দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া দুঃখ হইয়াছে, ভাল। কিন্তু জগন্নাথ ত ভিতরে আছেন, না হয় পঞ্চদশ দিন শ্রীমুখখানি নাই দেখা হইল? শাস্ত্রে বলে স্ত্রী পুরুষে যে মধুর প্রণয়, ইহার ন্যায় গাঢ় সম্বন্ধ আর নাই। পতি যদি বহির্ব্বাটীতে থাকেন, তবে অন্তঃপুরে থাকিয়া, দুই চারি দিন তাঁহাকে না দেখিয়া, কবে, কোন্ সতী নারী, কোথায় প্রাণত্যাগ

পরিয়াছেন? অতএব প্রভুর যে কৃষ্ণপ্রেম, ইহা স্ত্রী পুরুষের প্রেম হইতেও
াঢ়। অর্থাৎ ইহা রাধার প্রেম, ইহা এজগতে সম্ভবে না, ইহা কেবল
াং রাধা, কি স্বয়ং কৃষ্ণ দেখাইতে পারেন।

প্রভুর অদ্ভুত দর্শন ভঙ্গী এখানে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি। ইহাতে
তক বুঝা যাইবে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কেন পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্নাথ দর্শন
থে হইতে বঞ্চিত রূপ দুঃখে জর্জ্জরীভূত হইয়া, সে স্থান ত্যাগ করিয়া দূর দেশে
লায়ন করেন। প্রভুর এই অদ্ভুত দর্শন ভঙ্গির দ্বারা জানা যাইবে যে,
তনি কিরূপ প্রকাণ্ড বস্তু,—কেন তিনি শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত। যদি শুধু
অলৌকিক কার্য্যের দ্বারা প্রভু জীবের মন মুগ্ধ করিতেন—যেমন আম্র
ীজ হইতে সদ্য সদ্য আম্র সৃষ্টি করিয়া,—তবে নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা, কি
ত ভাল লোক, তাঁহাকে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। যেমন
কুন্দ উপরি উক্ত আম্র সৃষ্টি লীলা দেখিয়া উহাকে ইন্দ্রজাল বলিয়াছিলেন।
কন্তু প্রভুর শক্তি অন্যরূপ। তিনি তাঁহার গুণে মোহিত করিতেন।
াকে বুঝিত, শ্রীগৌরাঙ্গে যে গুণ, উহা জীবে সম্ভবে না। অতএব প্রভু
াশ্চর্য্য দেখাইয়া স্তম্ভিত করিতেন না, গুণ দেখাইয়া বশীভূত, অর্থাৎ
া প্রাণ হরণ করিতেন।

প্রভু প্রত্যূষে অতি ব্যগ্র হইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। ভিতরে যাইবেন
. বাহির হইতে গরুড়ের স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, উহাতে হস্ত অবলম্বন
রিয়া, দর্শন করিতেছেন। দর্শন মাত্র প্রভুর বদন আনন্দে প্রফুল্ল হইল।
ন ভাবুন, সাধারণ লোকে শ্রীজগন্নাথের মুখে সুখকর কিছু দেখিতে
ইবেন না, বরং হাস্য-উদ্দীপক অনেক দেখিতে পাইবেন। সাধারণ লোকে
। কোন ঠাকুরের মূর্ত্তিতে কিছু খুঁত দেখে, তবে মনে কষ্ট পায়। কিন্তু
ু, শ্রীজগন্নাথের সাধারণের সেই হাস্য-উদ্দীপক মুখ দর্শন মাত্র আনন্দে বিহ্বল
লেন। প্রভু নিমিষহারা হইয়া বদন দেখিতে লাগিলেন। অনতি-
লম্বে নয়ন-তারা ফুটিয়া জল আইল, জল আসিয়া ধারার সৃষ্টি হইল।
ক্রমেই সে ধারার বিরাম নাই। এই ধারা অঙ্গ বাহিয়া আসিয়া বক্ষ
াস্ত আইল, সেখান হইতে প্রস্তরে পড়িল। এইরূপে প্রস্তরের উপর
ন জল জমিতে লাগিল, তাহার পরে একটী স্রোতের সৃষ্টি হইল। সেই
াত যাইয়া নিকটে একটি গর্ত্ত ছিল, তাহা পূর্ণ করিতে লাগিল। প্রভুর

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কত দিনে হেরব গোরাচাঁদের মুখ।
কবে মোর মনের মিটব সব দুখ॥
কত দিনে গোরা পঁহু করবহিঁ কোর।
কত দিনে সদয় হইব বিধি মোর॥
কত দিনে শ্রবণে হইব শুভ দিন।
চাঁদ মুখের বচন শুনিব নিশি দিন॥
বাসু ঘোষ কহে গোরা গুণ সোঙরিয়া।
ঝরয়ে নদীয়ার লোক গোরা না দেখিয়া॥

বাণীনাথ পট্টনায়ক ভবানন্দের পুত্র, রামানন্দের কনিষ্ঠ, প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আছেন। ভবানন্দ যখন প্রথম প্রভুকে দর্শন করেন, তখনই আপনাকে, আপনার পঞ্চপুত্রকে, ও আপনার সমুদায় বিষয়-বৃত্তি প্রভুর চরণে সমর্পণ করেন; আর বলেন যে, "বাণীনাথ তোমার নিকটে থাকিবে, থাকিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিবে।" কিন্তু প্রভুর আবার কি আজ্ঞা? বা অর্থবৃত্তির প্রয়োজন কি আছে? সুতরাং রামানন্দের অতুল ঐশ্বর্য্য, কিম্বা বাণীনাথের সেবা, প্রভুর বিশেষ কোন উপকারে আসিতেছিল না। প্রভুর ভক্তগণ এখন আসিতেছেন, আসিতেছেন প্রভুর নিকট। এই দুই শত ভক্ত এক প্রকার প্রভুর অতিথি। তাঁহাদিগকে থাকিবার বাসা দিতে হইবে, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুদায় যোগাইতে হইবে। বাণীনাথ সেই সমুদায় উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রভু কিছু আজ্ঞা করেন না। কিন্তু স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রভুর মন জানেন, সুতরাং প্রভুর অভিপ্রায় কি, বাণীনাথ তাহা তাঁহাদের দুই জনের দ্বারা জানিতে পারেন। ভক্তগণ আসিতেছেন, বাণীনাথ চন্দন ও ফুলের মালা প্রভৃতির ও তাঁহাদের বাসার সংস্থান করিতে লাগিলেন।

প্রভুর ভক্তগণ আসিতেছেন, এ কথা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে। সকলে প্রভু ও ভক্তে মিলন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ভক্তগণ আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের আগমন সংবাদ আইল, তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পুরীবাসীগণ অনেকে ধাইলেন। এদিকে সার্ব্বভৌম অতক্তিতে রাজার নিকট দৌড়িলেন, যাইয়া

লিলেন, ভক্তগণ আগতপ্রায়, অতএব যাহাতে তাঁহারা সচ্ছন্দে ঠাকুর দর্শন রিতে পারেন, ও যাহাতে সচ্ছন্দে বাসা পান, তাহার সুবিধা করিয়া দিতে ইবে। রাজা এই কথা শুনিয়া সহর্ষে এই সমুদায় কার্য্যের ভার লইয়া কাশীমিশ্র ও পরীক্ষা মহাপাত্র, এই দুই জনকে ডাকাইয়া সেইরূপ আদেশ করিলেন। তাঁহারা যে আজ্ঞা বলিয়া সেই কার্য্য করিতে চলিলেন। এদিকে মহারাজা বলিলেন যে, তিনিও প্রভু-ভক্তে মিলন দর্শন করিবেন। তখন সার্ব্বভৌমের সহিত পরামর্শ করিয়া, যে স্থান হইতে তাঁহারা প্রভুর সহিত ভক্তগণের মিলন সচ্ছন্দে দেখিতে পান, এইরূপ একটী অট্টালিকা বাছিয়া নির্ণয় করিলেন। রাজার বাসনা এই যে, সেখানে দাঁড়াইয়া ভক্তগণ ও প্রভু-ভক্তে মিলন দর্শন করিবেন। রাজা বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, আমাকে প্রভুর সকল ভক্তকে চিনাইয়া দিতে হইবে।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, তিনি তাহা পারিবেন না, কারণ তিনি সকলকে জানেন না, তবে গোপীনাথ পারিলেও পারেন, অতএব তাঁহাকে ডাকা যাউক। ইহা বলিয়া তিনি গোপীনাথকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

এ দিকে ভক্তগণ ক্ষুধা, পিপাসা, রৌদ্র, এ সমস্ত দুঃখ, তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া, প্রভুকে দর্শন করিবেন সেই আনন্দে ভাসিতেছেন। তাঁহারা উপবাসে কি অনিদ্রায় ক্লেশ বোধ করিতেছেন না। প্রতি ক্ষণে প্রভুর নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, এই আনন্দে প্রতি পদবিক্ষেপে প্রচুর শক্তি পাইতেছেন। তাঁহারা এইরূপে, নগরের প্রান্তভাগে, নরেন্দ্র সরোবরে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়া ধৈর্য্যহারা হইলেন। প্রভুর বাসা তখন অতি অল্প দূরে। নরেন্দ্র তীরে আসিয়া সকলে "প্রভু, প্রভু" বলিয়া আনন্দে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন যেন খোল ও মাদল আপনি বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণ আবেশিত চিত্তে পায়ে নূপুর পরিলেন, আর এই দুই শত ভক্তে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত গান করিতে লাগিলেন।

ভক্তগণকে আমি বলি, "এটি বিদেশ স্থান, তোমরা কখন এ স্থানে আগমন কর নাই, কাহারও সহিত তোমাদের পরিচয় নাই, রাজা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত, তোমাদের ভজন পদ্ধতি নূতন। বাহিরের লোকের নিকট তোমাদের ভজন কিরূপ, না, পাগল হইয়া নৃত্য ও গীত করা। যেমন সুরাভিভূত ব্যক্তির কাণ্ড দেখিলে ভদ্রলোকে হাস্য করে, তোমাদের কাণ্ড দেখিলেও সেইরূপে বাহিরের লোকে হাস্য করিতে পারে। ভদ্রলোকে,

শ্রীভগবানের ভজন ও সাধন মানে বুঝেন যে, চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যান করা, কি মন্ত্র পড়া, কি ফুল দিয়া তাঁহাকে পূজা করা। কিন্তু পায়ে নূপুর পরিয়া ও হাত তুলিয়া নৃত্য, ও চীৎকার করিয়া গীত গাইয়া ভজন করিতে থাকিলে, ভব্য লোকে কিরূপে সহিবে? তোমরা সেখানে—সেই ভিন্ন ও অপরিচিত স্থানে—যে, পায় নূপুর পরিয়া, নাচিতে নাচিতে ও গাইতে গাইতে গমন কর, তোমাদের সাহস কি?"

কিন্তু আমার প্রভুর গণের আবার ভয় কি? তাঁহারা প্রেমানন্দে বিহ্বল ও চঞ্চল হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের বাহ্যাপেক্ষা নাই। যাহারা সামান্য মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত হয়, তাহাদের লজ্জা থাকে না। যাহারা প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়াছে, তাহাদের লজ্জা কেন থাকিবে? তাঁহাদের গীত, বাদ্য, হুঙ্কার, বিশাল গর্জ্জন, ও হরিধ্বনি, এ সমুদায়ে যেন ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন, এ ধ্বনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল গীতের এই এক অদ্ভুত মহিমা। কীর্ত্তনের যখন তরঙ্গ উঠে, তখন বোধ হয় যেন উহার ঢেউ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া শ্রীগোলকের সিংহাসনে লাগিতেছে। প্রকৃত পক্ষে নীলাচল টল মল করিয়া উঠিল। অগ্রে, প্রভুর নীলাচল-ভক্তগণ নদীয়া-ভক্ত আগমন দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বাল, বৃদ্ধ, যুবা,—কি ভক্ত, কি অভক্ত,—এই কীর্ত্তন দেখিতে দৌড়িলেন। নীলাচলে একেবারে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এই মহারোল রাজার কর্ণে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথকে লইয়া পূর্ব্ব নির্ণীত ছাদের উপর উঠিলেন। নীলাচলবাসীগণ নূতন কাণ্ড দেখিলেন। দেখিলেন কি না যে, দুই শত মনুষ্য নৃত্য গীত বাদ্যে উন্মত্ত হইয়া আসিতেছেন। আসিতেছেন কাহারা, না—ভদ্রলোক। প্রাচীন ও যুবা একত্র হইয়া পাগলের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন ও গীত গাইতেছেন। দেখিলে হাসি পাইবার কথা। এরূপ কাণ্ড দেখিলে, ইতর লোকে হাস্য করে, ঢিল মারে, নানা উৎপাত করে। কিন্তু এখানে তাহা হইল না। ভক্তগণ পরম ধন হারাইয়াছিলেন, আবার তাঁহাকে পাইতে যাইতেছেন। তাঁহাদের আনন্দের কি সীমা আছে? তাঁহাদের আনন্দে যে তরঙ্গ উঠিল, তাহাতে তাঁহারা ভাসিয়া চলিলেন। বাষ্পীয় যান হওয়াতে তীর্থ-দর্শন সুখ এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। যাহারা কায়িক শ্রম করিয়া, অনাহারে, নানা বিপদ স্কন্ধে লইয়া, তীর্থ দর্শন করিতে গমন করেন, তাঁহারা, যত শ্রীমুখ-সন্নিকট হয়েন, ততই চঞ্চল হন।

তাঁহারা, শ্রীমুখ-সন্নিকট আসিয়া, যতক্ষণ আনন্দ প্রকাশ ও নৃত্য করেন, তাহা, যিনি তীর্থযাত্রীগণের আগমন দর্শন করিয়াছেন, তিনিই জানেন। ভক্তগণ পঞ্চবিংশতি দিবস পথ হাঁটিয়া, প্রভুর নিকটবর্ত্তী হইয়া, আহ্লাদে পাগল হইলেন। সেই ভক্তগণের আগমন দর্শন করিয়া রাজা ও সার্ব্বভৌম বিস্মিত হইলেন। সার্ব্বভৌমের ইচ্ছা হইল, এই ব্যাপারটি বর্ণনা করেন, তাই তদণ্ডে তাঁহার মনের ভাবটি শ্লোকরূপে ব্যক্ত হইল। সেই শ্লোকটি পড়িলে পাঠক ব্যাপার কি কতক বুঝিতে পারিবেন। যথা, সার্ব্বভৌমের শ্লোক—

আনন্দহুঙ্কার গম্ভীরঘোষো হর্ষানিলোচ্ছলিত তাণ্ডবোর্ম্মিঃ।
লাবণ্যবাহী হরিভক্তি সিন্ধু শ্চলঃ স্থিরং সিন্ধুমধঃকরোতি॥

ভক্তগণ আসিতেছেন, মহারাজ প্রসাদের উপর দাঁড়াইয়া, সঙ্গে সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথকে লইয়া, দর্শন করিতেছেন। রাজা অগ্রে নৃত্য দেখিলেন, পরে তাঁহার কর্ণে সঙ্গীতের স্বর আইল। রাজা একেবারে মোহিত হইলেন। রাজা বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত বিস্তর শুনিয়াছি। একি অদ্ভুত কাণ্ড! কথা একটীও বুঝিতেছি না, কেবল স্বর শুনিয়া মন প্রাণ গলাইয়া যাইতেছে?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "স্বর শুনিয়াই এই, আর ইহার সহিত অর্থ বুঝিলে না জানি কি হয়।"

রাজা। শুধু স্বরে আমার প্রাণ অস্থির করিল। ভট্টাচার্য্য ইহা কোথা হইতে আইল?

গোপীনাথ। মহারাজ! ইহা শ্রীভগবান, আমাদের প্রভুর সৃষ্টি। পৃথিবীতে এরূপ কীর্ত্তন ছিল না, তিনি ব্রজের নিগূঢ় রস প্রকাশ করিবার নিমিত্ত এই কীর্ত্তন পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছেন।

রাজা বলিলেন, "এরূপ কীর্ত্তন, এরূপ নৃত্য, এরূপ প্রেমভাব, কখন দেখি নাই। আর হরিধ্বনিতে যে এত মাধুর্য্য আছে, ইহাও কখন জানিতাম না। ভট্টাচার্য্য! এই যে বৈষ্ণবগণ আসিতেছেন, এরূপ বৈষ্ণবও কখন দেখি নাই। ইহাঁদের তেজ যেন কোটী সূর্য্যের ন্যায়। বৈষ্ণবের এত তেজ হইতে পারে, ইহা কখন জানিতাম না। ইহাঁরা কি সকলেই প্রভুর গণ?"

সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "এই যে বৈষ্ণবগণ দেখিতেছেন, যাঁহাদের দেখিয়া আপনি স্বভাবতঃ মোহিত হইতেছেন, ইহাঁরা সকলেই আমাদের প্রভুর গণ। ইহাঁরা আর কিছুই জানেন না। ইহাঁদের প্রাণ, প্রাণের প্রাণ, আমাদের

প্রভু।" রাজা ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার এমন ভাগ্য কি কখন হইবে যে তিনিও গৌরাঙ্গের গণ হইবেন। শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা এখন বিবেচনা করুন। এই ভক্তগণ, যিনি যেখানে বাস করিয়াছেন, সে স্থান অদ্যাপি তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। মনে ভাবুন, খড়দহ, শান্তিপুর, শ্রীখণ্ড ইত্যাদি, এইরূপ প্রায় সব স্থানেই সম্পদশালী শ্রীবিগ্রহ দেখিবেন। আবার অনুসন্ধানে ইহাও জানিবেন যে, সেই স্থানে সেই ভক্তের শক্তির অদ্ভুত নানা পরিচয় রহিয়াছে। ইঁহাদের সকলের কাহিনী পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, ইঁহারা সকলেই পতিত পাবন, ও শক্তিসঞ্চারক্ষম ছিলেন। সেরূপ লোক এখন একটিও জন্মে না। ইঁহারা সকলেই আমাদের প্রভুর সৃষ্টি, ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ কি অদ্ভুত বস্তু, তাহা অনুভূত হইবে।

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "কলিযুগে শ্রীনাম সংকীর্ত্তনই কেবল ধর্ম্ম। ইহা শাস্ত্রের বচন। আবার শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ পাইতেছি যে, এই নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবেন। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোক—

> কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
> যজ্ঞৈঃসংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্ যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

রাজা বলিলেন, "প্রভু যে স্বয়ং ভগবান, তাহা আমি মনে জানিয়াছি। শাস্ত্রেও দেখিতেছি, প্রভুর ভগবত্তার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু আমি বুঝিতে পারি না, যে বহুতর পণ্ডিত প্রভুকে কেন বিদ্বেষ করে?" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "শ্রীভগবান আপনি না জানাইলে তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না। যদি শ্রীভগবানের কৃপা না হয়, তবে যে যত বড় পণ্ডিত হউক না কেন, তাঁহাকে জানিতে কখনই পারিবে না। ব্রহ্মাও শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারেন নাই। যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে কৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মবাক্য—

> "অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদ লেশানুগৃহীত এব হি।
> জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো নচান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

"আমি প্রভুকে প্রথমে জানিতে পারি নাই, তাই তাঁহাকে আগে অবহেলা করি। তাহার পরে যখন কৃপা করিলেন, তখন তাঁহাকে জানিতে পারিলাম।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় শ্রীসরূপ দামোদর ও গোবিন্দ প্রভুর আলয় হইতে সেখানে আইলেন।

তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞাক্রমে ভক্তগণকে আদর করিয়া আনিতে যাইতেছেন। সরূপ ও গোবিন্দ যাইতেছেন, অদ্বৈত ও ভক্তগণ কীর্ত্তন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন, রাজা প্রভৃতি দর্শন করিতেছেন। সরূপকে দেখিয়া সকলে চুপ করিলেন। রাজা উপরে দাঁড়াইয়া অমনি ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "ইনি সরূপ দামোদর, প্রভুর অতি মর্ম্মী ভক্ত।" সরূপ ও ভক্তগণে দেখাদেখি হইল, ও সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তখন সরূপ শ্রীঅদ্বৈতের গলে মালা পরাইলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আদর পাইয়া বিবশীকৃত হইলেন। এমন সময় গোবিন্দ শ্রীঅদ্বৈতকে আর এক গাছি মালা পরাইলেন, পরাইয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত গোবিন্দকে চিনেন না, সরূপ গোবিন্দের পরিচয় করিয়া দিলেন। কিন্তু তখন কাহার আর কথা কহিবার অবকাশ নাই, সকলে যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত। সুতরাং সরূপ পথ দেখাইয়া চলিলেন, আর সকলে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন।

রাজা ভাবিলেন, ভক্তগণ সকলে শ্রীজগন্নাথ মন্দির প্রণাম ও দর্শন করিতে যাইতেছেন। কিন্তু তাহা না করিয়া, তাঁহারা মন্দির ডাইনে ফেলিয়া, যখন দ্রুতগতিতে অন্য পথে চলিলেন, তখন রাজা অবাক হইলেন। পঞ্চবিংশতি দিবসের পথ হাঁটিয়া শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া, এখন শ্রীমন্দিরকে প্রণাম না করিয়া, শ্রীমুখ যে নিকটে আছেন ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, ভক্তগণ চলিলেন। ইহাতে রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য! এ কিরূপ কার্য্য হইল? শ্রীজগন্নাথ যদিও এখন গুপ্ত ভাবে আছেন, তবু তাঁহার মন্দির কি চক্রকে প্রণাম না করিয়া, ভক্তগণ আগেই প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন, ইহাতে ত অপরাধ হইতে পারে?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "প্রেমের তরঙ্গ, বিধির বাঁধে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। এখন প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ভক্তগণের প্রাণ নিতান্ত উচাটন হইয়াছে। মনের এ অবস্থায় শ্রীজগন্নাথ মন্দির দর্শনে সুখ পাইবেন কেন? এরূপ অবস্থায় দর্শনে অপরাধও হইতে পারে। তাহাই আগে প্রভুকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, সকলে মহানন্দে শ্রীমন্দির দর্শন করিবেন।

এমন সময় রাজা দেখিলেন যে, রামানন্দের ভ্রাতা বাণীনাথ, বহুতর

[illegible] নয়নে নয়নে মিলিত হইল। তখন প্রথমে ভক্তগণ [illegible] হইয়া, প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রভু সন্ন্যাসী, তাঁহার কাহাকে প্রণাম করিতে নাই, কিন্তু তিনি তখন তাহা ভুলিয়া গেলেন। তিনিও সাষ্টাঙ্গে ভক্তগণকে প্রণাম করিলেন। নিকটে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু তখন অদ্বৈতকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আনন্দে প্রভুর বদন প্রফুল্ল হইয়াছে, পদ্ম-নয়নে জল আসিতে লাগিল, কিন্তু সময় বুঝিয়া অতি [illegible] উহা নিবারণ করিলেন। প্রভু দেখিলেন, তাঁহার জন্মভূমির ও স্বদেশের যত খেলার সাথী, কি গুরুজন, শ্রীঅদ্বৈতের পশ্চাতে, তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ, সজল, ও সপ্রেম নয়নে পলক-হারা হইয়া দৃষ্টি করিতেছেন। তখন প্রভু ব্যগ্র হইয়া শ্রীবাসকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তগণ কেহ আর প্রণাম করিবার অবকাশ পাইলেন না। প্রভু প্রত্যেক ভক্তকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। যাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, তাঁহার এত দিনের পথ শ্রান্তি ও মনের দুঃখ দূর হইতেছে, অঙ্গ সুশীতল হইতেছে।

তাহার পরে, প্রভু অতি সমাদরে ভক্তগণকে তাঁহার আলয়ে লইয়া চলিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া সকলকে বসাইলেন, আপনিও বসিলেন, সকলের হৃদয়বেগ এরূপ প্রবল হইয়াছে যে, অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল পলক-হারা হইয়া সেই স্নিগ্ধ শশী-মুখ খানি দেখিতে লাগিলেন। মহাজনগণ এখানে একটি আশ্চর্য্য কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, কাশীমিশ্রের আলয়ে স্থান অতি অল্প, সেখানে এত ভক্তের স্থান কখন হইত না। তবে প্রভু অলৌকিক শক্তির দ্বারা সেই আলয়ে এত ভক্তের স্থান দিয়াছিলেন। সকল ভক্তগণ বসিলেন, প্রভু স্বহস্তে প্রত্যেকের গলায় মালা ও অঙ্গে চন্দন দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। না করিবেন কেন? ভক্তগণ তখন শ্রীভগবানের অতিথি! শ্রীভগবান তখন অতি দীন ভাবে আতিথ্য ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। সকলের হৃদয় ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, কেহ কোন কথা কহিতে পারিতেছেন না। এমন সময়, প্রভু অতি দীন ভাবে, কৃতজ্ঞতায় গদ গদ হইয়া, শ্রীঅদ্বৈত পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "আজ আমি তোমাদের দর্শনে পূর্ণ হইলাম।" শ্রীঅদ্বৈত সেই ভাবে বিভোর হইয়া উত্তর

লেন, "শ্রীভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, অতএব তিনি চিরদিনই পূর্ণ। তত্রাচ ক্ত সঙ্গে তাঁহার উল্লাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই।"

তাহার পর, প্রভু বাসুদেবের প্রতি চাহিলেন। ইনি মুকুন্দের দাদা, ই প্রথম প্রভুর কাছে আসিয়াছেন। অন্তর্য্যামী প্রভু, বাসুদেব যে ক বস্তু, তাহা জানেন। এই যে ভক্তগণ বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে নেকে প্রভুর নীলাচলে আগমনের পর ভক্ত হইয়াছেন। সুতরাং ভুর সহিত তাঁহাদের আলাপ পরিচয় নাই। কিন্তু ইহাতে প্রভুর তাঁহাদিগকে ম্বোধন করিতে কিছু বাধা হইতেছে না। অন্তর্য্যামী প্রভু এই সব নূতন ভক্তগণের নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন, ও কে কি প্রকৃতির লোক জানিয়া, তাহার সহিত সেইরূপ আলাপ করিতেছেন। যথা, চন্দ্রোদয় নাটকে—

> যারে যারে পূর্ব্বে নাহি দেখে গৌরহরি।
> আপনে সম্ভাষে প্রভু তার নাম ধরি॥
> এই মত প্রিয় উক্তে শ্রীচন্দ্র বদনে।
> নাম ধরি জিজ্ঞাসেন যাঁরে নাহি চিনে॥

এইরূপে মুকুন্দের দাদা বাসুদেবকে প্রভু পূর্ব্বে দেখেন নাই, কিন্তু তবু তাহার সহিত চির পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া, তাহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিয়া বলিতেছেন, "বাসুদেব! মুকুন্দ যদিও শিশুকাল হইতে আমার নিকটে আছেন, কিন্তু তবুও তুমি মুকুন্দ অপেক্ষা আমার নয়নে অধিক সুখকর হইতেছ।" তখন সর্ব্ব-জীবে দয়াল বাসুদেব, অতি দীন ভাবে, সকৃতজ্ঞ চিত্তে, গদ গদ হইয়া, প্রভুকে বলিলেন, "তোমার চরণ প্রাপ্তিকে বলে পুনর্জন্ম। মুকুন্দ শ্রীপাদপদ্ম পূর্ব্বে পাইয়াছেন, আমি অদ্য পাইলাম। অতএব মুকুন্দ আমার জ্যেষ্ঠ, আমি তাহার কনিষ্ঠ। বিশেষতঃ মুকুন্দ; তোমার কৃপা পাত্র, সুতরাং সেই কারণে তিনি আমার ও সকলের পূজ্য।"

প্রভু আবার বাসুদেবকে বলিতেছেন, "দক্ষিণ হইতে আমি দুই খানি পুস্তক আনিয়াছি, কৃষ্ণ-কর্ণামৃত ও ব্রহ্ম সংহিতা, উহা লেখাইয়া লইও।" এই ই খানি পুস্তক প্রভু দক্ষিণ হইতে আনয়ন করেন, উহা এখন গৌড় ভূলে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। কৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থখানি লীলা ক, অর্থাৎ, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সৃষ্টি। এই গ্রন্থ খানি প্রেমোন্মাদ অবস্থার খা। ইহা, যিনি গৌর-লীলার মধু পান করিয়াছেন, তিনি ব্যতীত অন্য

কেহ বুঝিতে পারিবেন না। এই গ্রন্থ খানি জগতে গুপ্ত অবস্থায় ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার শক্তিতে উহা জীবন প্রাপ্ত হইল। প্রভু তাহার পরে শ্রীবাসের দিকে চাহিয়া, করুণ স্বরে বলিলেন, "পণ্ডিত! আমি তোমাদের চারি ভাইয়ের নিকট চিরদিনের নিমিত্ত বিক্রীত আছি।" এই যে প্রভু শ্রীবাসকে গৌরব করিয়া বলিলেন, ইহার একটি আখরও অলীক নহে। প্রভু যত লীলা নিজ বাটীতে করেন, তাহা অপেক্ষা অধিক লীলা শ্রীবাসের বাড়ী করিয়াছিলেন। শ্রীবাস প্রভুর এই উক্তিতে ব্যথিত হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু! এরূপ আজ্ঞা কখন করিবেন না। আমরা চারি ভাই আপনার চরণে বিক্রীত।" শ্রীবাসের এ কথাও ঠিক, কারণ এ জগতে কে না শুনিয়াছে, "শ্রীবাসের আঙ্গিনায় নাচে গোরা রায়।"

প্রভু ইহার পরে শিবানন্দের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। বলিতেছেন, "তোমার, আমার উপর চির দিন বড় টান, আমি বেশ জানি।" এ কথা প্রভু শিবানন্দকে বলিতে পারেন। শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে সেন মহাশয় পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি বহু তপস্যা করিয়া কালকে গৌর করিয়াছিলাম, আবার তুই সেই গৌরকে কাল করিলি?" প্রভুর ভক্তগণ যখন নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আগমন করিতেন, তখন শিবানন্দ সকলের পাথেয় দিতেন; তাহা নয়, তাহাদের কোন মতে কষ্ট না হয়, তাহার সমস্ত ব্যবস্থাও করিতেন। এ কথা বলিলেই হইত যে, আমি প্রভুকে দর্শন করিতে যাইব, অমনি শিবানন্দ তাহার পাথেয় ভার গ্রহণ করিতেন। অতএব প্রভু যে বলিলেন, "শিবানন্দ, আমার প্রতি তোমার বড় টান," তাহা অন্যায় বলেন নাই। প্রভু এই কথা বলিলে শিবানন্দ প্রেমে গদ গদ হইয়া, গলায় বসন দিয়া, এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে চরণে পড়িলেন। যথা, শ্রীশিবানন্দ সেনের শ্লোক—

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্তশ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥

শঙ্কর দামোদরের কনিষ্ঠ ভাই। ইহাঁরা সর্ব্ব সমেত পঞ্চ ভ্রাতা, সকলেই উদাসীন, সকলেই প্রভুর অতি মর্ম্মী ভক্ত। দামোদর প্রভুর সঙ্গে বরাবরই আছেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ শঙ্কর এখন আইলেন। শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু স্বরূপের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "দামোদরের প্রতি আমার

যেরূপ স্নেহ আছে, তেমনি তাহাকে ভক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু শঙ্করের উপর আমার—" ইহাই বলিয়া যেন কি বলিবেন, তাই দামোদর পানে চাহিয়া, তাঁহার ভয়ে বলিতে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। দামোদর বলিলেন, "প্রভু, চুপ করিলেন কেন? আপনার শ্রীমুখে আমার কনিষ্ঠ শঙ্করের গুণানুবাদ, আমার ত কখন ক্লেশের কারণ হইতে পারে না, বরং বড় সুখের বিষয় হইবে।" প্রভু বলিতেছেন, "আর কিছু নয়, শঙ্করের উপর আমার যে প্রীতি, তাহাতে ভক্তির গন্ধ নাই, সে বিশুদ্ধ প্রীতি। তাই বলি, শঙ্করকে আমার এখানে থাকিতে দাও।" দামোদর বলিলেন, "আমরা সকল ভ্রাতাই আপনার নিকট চির-বিক্রীত। তবে শঙ্কর অদ্য আমার বড় ভাই হইলেন।" প্রভু তখন সরূপকে আবার বলিলেন, "শঙ্করকে আমি তোমার হস্তে দিলাম।" আবার গোবিন্দকে বলিলেন, "গোবিন্দ, শঙ্করকে যত্ন করিয়া পালন করিও। যেন কোন দুঃখ না পায়।"

প্রভু ইতি উতি চাহিতেছেন, যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন। পরে বলিলেন, "মুরারি! মুরারি কোথায়? এখন মুরারির কাহিনী শুনুন। মুরারি ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীমন্দিরের নিকটে আসিয়া বিবশীকৃত হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। আর উঠিতে পারেন নাই। সেখানে পড়িয়া গিয়া ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, "হে ভক্তগণ! আমি পামর ও দুঃখী, আমার আর যাইতে সাহস হইতেছে না। এত দূর যে আসিয়াছি, ইহা কেবল আপনাদের কৃপায়।" প্রভু যখন মুরারিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তখন ভক্তের মধ্যে কয়েক জন তাঁহাকে আনিতে বাহির হইলেন। তাহারা মুরারির অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র উঠ, প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন।" তখন মুরারি কষ্টে শ্রেষ্টে উঠিয়া দুই গুচ্ছ তৃণ মুখে করিয়া, আর দুই গুচ্ছ তৃণ হাতে লইয়া, দীন হইতে দীন হইয়া, প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রভু মুরারিকে দর্শন করিয়া, সহর্ষে গাত্রোত্থান করিলেন, ও তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন নিমিত্ত অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। কিন্তু মুরারি করযোড়ে অতি কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে স্পর্শ করিও না; আমি অতি মলিন, আপনার স্পর্শ যোগ্য নহি।" প্রভু অবশ্য সে কথা শুনিলেন না। বক্ষ দ্বারা মুরারিকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া অতি নিকটে বসাইলেন। বসাইয়া, হস্ত দ্বারা তাঁহার অঙ্গ মার্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "মুরারি!

দৈন্য সম্বরণ কর, তোমার দৈন্য আমি সহিতে পারি না। * যথা, চৈতন্যচরিত কাব্যে—

প্রভুশ্চ তং কাকুবাদং রোদনঞ্চ মহত্তরং।
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা ক্ষণমপি ন সেহে বিকলোঽভবৎ॥

পানিহাটিতে রাঘবের স্থানে যে মহোৎসব অদ্যাপি হইয়া থাকে, সেই রাঘবের প্রতি চাহিয়া প্রভু বলিলেন, "তুমি কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র, তুমি অতি ভাগ্যবান।" রাঘব এই কথা শুনিয়া বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

এইরূপে প্রভু প্রত্যেক জনকে মধুর সম্ভাষণ করিলেন। তাহার পরে বলিতেছেন, "হরিদাস! হরিদাস কোথায়?" তখন আবার জন কয়েক হরিদাসকে আনিতে ছুটিলেন। দেখেন, হরিদাস মুরারির ন্যায় প্রভুকে প্রণাম করিতে গিয়া বিবশীকৃত হইয়া পড়িয়া আছেন, আর উঠিতে পারেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, রাসের রজনীতে শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া গোপীগণ অতি কাতর হইয়া তাঁহাকে খুঁজিতেছিলেন। অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, কোন কোন বৃক্ষের শাখা স্বভাবত মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। গোপীগণ তখন ভগবৎ বিরহে বিভোর। তাঁহারা যাহা দেখিতেছেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য ভাবিতেছেন। এই বৃক্ষের শাখাগুলি দর্শন করিয়া ভাবিতেছেন যে, "ইহারা নিশ্চয়ই প্রণাম করিতেছিল। প্রণাম আর কাহাকে করিবে, অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকে।" আবার তর্ক করিতেছেন, "যদি তাই হইল, তবে মস্তক উঠাইতেছে না কেন? শ্রীকৃষ্ণ ত এখন চলিয়া গিয়াছেন?" তাহাতে গোপীগণ আপনা আপনই সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, "এই বৃক্ষ-শাখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিল, কিন্তু আশীর্ব্বাদ পায় নাই, তাহাই মস্তক উঠায় নাই, আশীর্ব্বাদের আশয়ে ঐরূপ পড়িয়া আছে।" গোপীগণ উন্মাদ অবস্থায় যাহা বলিয়াছিলেন, মুরারি ও হরিদাস তাহাই সফল করিলেন।

মুরারি প্রভুর বাড়ির নিকট পড়িয়াছিলেন, হরিদাসের ততদূর আসিতে

---

* গোবিন্দের কড়চা অনুসারে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে মুরারি, নীলাচলে পূর্ব্বে আগমন করেন। কিন্তু নানা কারণে বোধ হয় তখন তিনি আসেন নাই।

সাহস হয় নাই। প্রভুকে দূর হইতে দর্শন করিয়া অমনি রাজপথে পড়িয়া থাকিলেন। তাঁহার মন্দিরের নিকট আসিতে সাহস হয় নাই।

এতদূর আসিয়াছেন প্রভুর সাহসে। কিন্তু মন্দিরের নিকটে আসিয়া ভাবিলেন যে, তিনি এত অপবিত্র যে পবিত্র স্থানে যাইবার উপযুক্ত নন। তাই প্রভুকে দূর হইতে দর্শন করিয়া অমনি পড়িয়া থাকিলেন। *শ্রীপ্রভুর ভক্তের মধ্যে এক এক জন এক এক ভাবের আদর্শ ছিলেন। হরিদাস দৈন্যের আদর্শ।*

তখন হরিদাসকে লইতে কয়েক জন ভক্ত আবার আইলেন। কিন্তু হরিদাস যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন যে, প্রভু, তাঁহার নিজ কার্য্য যে ঔদার্য্য দেখান, তাহা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় অতি নীচের শ্রীমন্দিরের নিকটে যাওয়া কর্ত্তব্য নয়। তাই—

হরিদাস কহে মুঞি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার॥
নিভৃত টোটার মধ্যে কিছু স্থান পাঙ।
তাহা পড়ি রহি কাল এ কাল গোঞাঙ॥—(চরিতামৃত)

প্রভুকে এই সংবাদ বলা হইল। প্রভু শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলেন, দৈন্য দেখিলে প্রভু চিরকালই আনন্দিত হইয়া থাকেন। তাই নিজ মুখে শ্লোক বলিয়াছেন, যে, যে তৃণ হইতে নীচ হইতে পারে, সেই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের উপযুক্ত হয়।

এমন সময়ে কাশীমিশ্র ও তুলসী পড়িছা আইলেন। আসিয়া, প্রভুকে প্রণাম করিয়া বৈষ্ণবগণের সৌন্দর্য্য ও প্রভুর সহিত তাঁহাদের মিলন দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহার পর করযোড়ে প্রভুকে বলিলেন, "মহারাজের আজ্ঞাক্রমে সকল বৈষ্ণবের বাসস্থান নির্ণয় করিয়াছি, আজ্ঞা দিউন, তাঁহাদিগকে লইয়া যাই, যাইয়া বাসা নির্দ্দেশ করিয়া দিই।" এ বাসা নির্ণয়, প্রভুর ইঙ্গিত ক্রমে, বাণীনাথ পূর্ব্বে করিতেছিলেন। কিন্তু এখন মহারাজ স্বয়ং এই ভার লওয়াতে, অবশ্য তাঁহার এই কার্য্য আর করিতে হয় নাই। প্রভু বলিলেন, "গোপীনাথ, তুমি সকলকে তাহাদের বাসায় লইয়া যাও।" তাহার পরে ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা যাও, যাইয়া সমুদ্রে স্নান কর। পরে চূড়া দর্শন করিয়া এখানে আসিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিবা।"

ভক্তগণ গমন করিলে, প্রভু কাশীমিশ্রকে বলিলেন, "আমার বাসার নিব পুষ্পোদ্যানে একখানি ঘর আছে, ও খানি আমাকে ভিক্ষা দাও।" কাশীমি বলিলেন, "ঘর কি ছার বস্তু, আমরা আপনার, যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করুন।"

প্রভু তখন নিশ্চিন্ত হইয়া হরিদাসকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিলেন বাসা হইতে বহু দূর গমন করিয়া তাঁহাকে পাইলেন। দেখিলেন, হরিদাস রাজ পথে বসিয়া নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। হরিদাস উঠিয়া চরণে দণ্ডবৎ করিলেন পরে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবেন বুঝিতে পারিয়া, করযোড়ে পশ্চা হাঁটিতে লাগিলেন। হরিদাস বলিতেছেন, "প্রভু আমাকে ছুঁইবেন না আমি অস্পৃশ্য পামর, আপনার স্পর্শ যোগ্য নহি।" প্রভু তখন গদ গদ ভাবে বলিতেছেন, "আমি পবিত্র হইবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিতে বাঞ্ছা করি।" যথা—

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্ব তীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ জ্ঞানী হইতে তুমি পরম পাবন॥—(চরিতামৃতে)

হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষাধিক নাম জপ করিতেন। সেই কথা লক্ষ্য করিয়া প্রভু শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক পড়িলেন। যথা—

অহোবত শ্বপচো হত গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ *

প্রভু তখন হরিদাসকে হৃদয়ে করিলেন। করিয়া, প্রভু ও ভক্ত আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পরে, তাঁহাকে আপনি লইয়া, ক্রমে তাঁহার বাসার নিকটে ফুলের বাগানে নূতন ঘরে—(যাহা একটু পূর্ব্বে কাশীমিশ্রের নিকটে চাহিয়া লইয়াছিলেন)—উপস্থিত হইলেন।

---

* যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান সে শ্বপচ (চণ্ডাল) হইলেও কেবল সেই জন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তপস্যা করেন, তাঁহারাই হোম করেন, তাঁহারাই তীর্থ-স্নান করেন, তাঁহারাই আর্য্য (সদাচারী), এবং তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করেন।

বলিলেন, "এই তোমার ঘর, এখানে বাস কর, করিয়া নাম-কীর্ত্তন করিও। আমি প্রত্যহ তোমার সহিত আসিয়া মিলিব। আর তোমার নিমিত্ত প্রত্যহ মহাপ্রসাদ এখানে আসিবে। মন্দিরের চক্র দেখিয়া প্রণাম করিও।" হরিদাস যে মন্দিরে গমন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, প্রভু তাঁহার ইচ্ছাকে পোষকতা করিলেন। প্রকৃত কথা, হরিদাস মুসলমান, মন্দিরে অন্য ভক্তের ন্যায় গমন করিলে বহিরঙ্গ লোকের বিরক্তি হইতে পারিত। প্রভু কখন বল করিয়া কোন মত চালাইতেন না। হরিদাস বাসায় আইলে, নিত্যানন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি, যাঁহারা নীলাচলে ছিলেন, আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

প্রভুর বাসায় বহু প্রকারের বহুতর প্রসাদ উপস্থিত হইয়াছে। ভক্তগণ সকলে আপন আপন বাসা পাইয়া, তাহাদের যাহার যে সম্পত্তি সেখানে রাখিয়া সমুদ্র স্নানে গমন করিলেন। পরে চূড়া দর্শন ও প্রণাম করিয়া প্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। প্রভু আনন্দে একবারে বিহ্বল হইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার সমুদায় নদীয়ার খেলার সাথী উপস্থিত, তাঁহার বাড়ীতে সকলের নিমন্ত্রণ। আপনি পাতা পাড়িতেছেন, আপনি সকলকে ধরিয়া ধরিয়া বসাইতেছেন। সকলে উপবেশন করিলে, কাহারও হস্তে আপনি জল দিতে উদ্যোগী হইলেন, পরিশেষে আপনি পরিবেশন করিতে চলিলেন। প্রভু চিরকালই বড় মহাশয় লোক, বিশেষতঃ অতিথি খাওয়াইতে খুব মজবুৎ। সে সময় তাঁহার ভবিষ্যৎ জ্ঞান থাকে না, কল্য কি খাইবেন তাহাও মনে থাকে না। তাই পাতে পাতে একবারে দুই তিন জনের ভাত দিতে লাগিলেন।

প্রভু এই পরিবেশনে আমোদ করিতেছেন, কিন্তু ভক্তগণ হাত উঠাইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রভু উহা লক্ষ্য না করিয়া আপনার আনন্দে পাতে পাতে নানাবিধ সামগ্রী রাখিতেছেন। এমন সময় সরূপ বলিলেন, "প্রভু, দেখিতেছেন না, আপনি না বসিলে কেহ ভোজন করিবেন না। আপনি ভোজন করুন, আমরা পরিবেশন করিব। আপনার সঙ্গী যত সন্ন্যাসী সমুদায়কে গোপীনাথ আচার্য্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনিও প্রসাদান্ন আনিয়াছেন।" তাঁহারা আপনার আর শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অপেক্ষা করিতেছেন। প্রভু করেন কি, ভোজনে বসিলেন। পরিবেশন তখন

চলিলেন। মন্দিরের সেবকগণ তখন মন্দির হইতে দীপ আনিয়া কীর্ত্তন স্থান আলোকময় করিয়া প্রভুর নৃত্য দর্শন সুলভ করিয়া দিলেন।

সকলে চাহিয়া দেখেন যে, প্রভু তিলার্দ্ধের মধ্যে প্রেম-তরঙ্গে যেন সমস্ত সংসার ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছেন। দেখেন, প্রভু সোণার পুত্তলির ন্যায় প্রেমে বিবশীকৃত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। সেই চতুর্হস্ত পরিমিত সুবলিত দেহ, গলিত বিমল হেমোজ্জ্বল তেজ দ্বারা মণ্ডিত, নানা ভাবে তরঙ্গায়মাণ হইতেছে। প্রভুর নৃত্যকে অনেক ভক্ত বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভুর এই নৃত্য দর্শনে জীব মাত্রে চঞ্চল হইতেন, ইহা দর্শনে বহুতর লোক সংসারে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। নৃত্য দেখিয়া প্রকাশানন্দ স্বরস্বতী, সেই সন্ন্যাসীগণের রাজা, তাঁহার কুল শীল হারাইয়া প্রভুর চরণ তলে আসিয়াছিলেন। পুরীবাসীগণ ও রাজা সেই নৃত্য দর্শন করিতেছেন। আবার তাঁহারা দেখিতেছেন যে, প্রভুর নয়ন দিয়া পিচ্‌কারীর ন্যায় জল নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকের লোক সমূহকে স্নাত করাইতেছে। প্রভু এইরূপে মন্দির ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, সুতরাং সকলে দেখিতে পাইতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের কীর্ত্তনে মণ নাই। তিনি বাহু পসারিয়া, প্রভু পাছে মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া, তাঁহাকে ও ভক্তগণকে দুঃখ দেন, এই ভয়ে তাঁহার পাছে পাছে বেড়াইতেছেন। যখন তাঁহার শ্রীনিমাই সন্ন্যাসী হইয়া নীলাচলে গমন করেন, তখন শচীমাতা শ্রীনিতাইয়ের হাত দুখানি ধরিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, "নিমাই সন্ন্যাসী হইয়া চলিল, সে বালক, তাহার আর কেহ নাই, তিনি যেন তাহাকে ছোট ভাই ভাবিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করেন। বিশেষতঃ নিমাই যখন মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় পড়ে, তিনি যেন তাহাকে ধরেন, মাটিতে পড়িতে না দেন।" নিতাই সে ধর্ম্ম যত দূর সাধ্য পালন করিয়াছিলেন। নিতাই প্রভুকে পড় পড় দেখিলে দুই বাহু পসারিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেন। নিতাইয়ের কাণ্ডই আনন্দময়। কখন প্রভুকে পড় পড় দেখিয়া, আনন্দে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া "সামাল সামাল" বলিতেছেন। কখন সামাল সামাল বলিতে বলিতে আপনি পড়িয়া যাইতেছেন। যথা পদ—"নিতাই, আপনি পড়িয়া বলে সামালিও ভাই।"

মহারাজা প্রতাপ রুদ্র প্রভুর সহিত মিলিবার জন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে দর্শন, তাঁহার নৃত্য ও কীর্ত্তন দেখিয়া ও শুনিয়া, আরও সংজ্ঞা হারা হইলেন।

সংকীর্ত্তন দেখি রাজার হইল চমৎকার।
প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার॥

তখন শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীশ্রীবাস, ও শ্রীবক্রেশ্বর, এই চারি জনকে প্রভু নাচিতে আজ্ঞা দিলেন। চারি সম্প্রদায়ে চারি জন নাচিতে লাগিলেন। এইরূপ খানিক নৃত্যের পর যখন সকলে ক্লান্ত হইলেন, তখন কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। তখন পুষ্পাঞ্জলী দেখিয়া ভক্তগণ সহিত প্রভু আপন বাসায় আইলেন। সকলে আসিয়া দেখেন যে তুলসী পড়িছা মহারাজার আজ্ঞা ক্রমে প্রভুর আলয়ে ভারে ভারে প্রসাদ রাখিয়া দিয়াছেন। তখন ভোজনানন্দের পরে সকলে নিজ নিজ বাসায় শয়ন করিতে গমন করিলেন।

এইরূপে যে প্রত্যহ প্রভুর আলয়ে ভোজন হইতেছে তাহা নহে। ভক্তগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, তাঁহারা প্রভু যাহা ভাল বাসেন তাই গৌড় হইতে সঙ্গে করিয়া আনিরাছেন। প্রভু ও ভক্তগণ একত্রে এইরূপে প্রতিদিন মহোৎসব হইতে লাগিল। ক্রমে রথযাত্রার দিন সন্নিকট হইল। তখন প্রভু তুলসী পড়িছা, কাশিমিশ্র, ও সার্ব্বভৌম, এই তিন জনকে ডাকাইলেন। ডাকাইয়া বলিলেন যে, রথযাত্রার পূর্ব্বে শ্রীমন্দির পরিষ্কৃত ও মার্জ্জিত করিতে হইবে। অতএব তাঁহারা মন্দির মার্জ্জন-রূপ সেবাটি তাঁহাকে দিউন। ইহাতে সকলে হাহাকার করিয়া বলিলেন যে, "এ রূপ নীচ সেবা প্রভুর পক্ষে শোভা পায় না। তবে নিতান্ত তাঁহার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা কাজেই আজ্ঞা পালন করিবেন। তাঁহারা বলিলেন, বহুতর ঘট ও সম্মার্জ্জনী প্রয়োজন হইবে, উহা মন্দিরে রাখা হইবে।

প্রভু পরদিন প্রভাতে তাঁহার পার্ষদগণ লইয়া মহানন্দে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এই হরি-মন্দির মার্জ্জন-রূপ লীলা প্রভু পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপে একবার করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রভু নবদ্বীপের ও নীলাচলের তিন চারি শত ভক্ত সমভিব্যাহারে মন্দিরে চলিলেন। তখন ভক্তি কর্ত্তৃক উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ভক্তকে স্বীয় শ্রীহস্তে চন্দন মাখাইলেন ও মালা পরাইলেন, আর ভক্তগণ শ্রীকর স্পর্শে ভক্তিধন প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

আপনার হস্তে প্রভু চন্দন লইয়া।
ভক্ত সবে পরাইল অতি প্রীত হইয়া॥
ঈশ্বর প্রসাদ মাল্য দিলেন গলায়।
আনন্দে বিহ্বল সবে চৈতন্য কৃপায়॥
করেতে শোধনী ভক্তগণ চারি দিকে।
মত্ত গজ-গতি প্রভু চলিলেন আগে॥—(চন্দ্রোদয় নাটক)

ভক্তগণ দেখিলেন, তুলসী পড়িছা একশত সম্মার্জ্জনী ও বহুতর ঘট রাখিয়া দিয়াছেন। তখন কটি-বন্ধন করিয়া একেবারে তাঁহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশ্য আমাদের প্রভু সকলের আগে। এখানে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যে প্রভু ব্রজের অতি নিগূঢ় রস জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি আবার মন্দির মার্জ্জন সেবার ন্যায় অতি স্থূল সাধন *প্রণালী কেন ভক্তগণকে শিক্ষা দিতে গেলেন? ফল কথা, যাহাতে ভক্তি উদ্রেক করে সেই কার্য্যই প্রভুর সম্মত। মহারাজা প্রতাপরুদ্রের এই সেবা ছিল যে, যখন শ্রীজগন্নাথের রথ মন্দির ত্যাগ করিয়া সুন্দরাচল গমন করিত, তখন তিনি সুবর্ণ মার্জ্জনী লইয়া অগ্রে পথ পরিষ্কার ও চন্দন জল ছিটা* দিয়া উহা পবিত্র করিতেন। এই সেবা দেখিয়া প্রভুর প্রতাপরুদ্রের উপর কৃপা হইল। মনে ভাবুন, শ্রীমন্দির শ্রীভগবানের বাসস্থান। তাঁহার মার্জ্জন করিতেছি, যাহার মনে এই ভাব জাজ্জ্বল্যমান রূপে খেলিতে থাকে, তাহার আনন্দের সীমা কি? ভক্তি কার্য্যে ছোট বড় নাই। মোটা সূক্ষ্ম নাই।

ফল কথা, যখন ভক্তগণ মন্দির পরিষ্কার আরম্ভ করিলেন তখন সকলে ভক্তিতে বিগলিত হইলেন। সকলে মুহুর্মুহু হরিধ্বনির সহিত দিক আমোদিত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুর উৎসাহ অধিক। সর্ব্বাপেক্ষা তিনি অধিক কার্য্য করিতেছেন। যে ভাল করিয়া কার্য্য করিতেছে, প্রভু তাহাকে সাধুবাদ দিতেছেন। আর সাধুবাদ পাইবার নিমিত্ত সকলে প্রাণের সহিত পরিশ্রম করিতেছেন। কিন্তু তবু কেহ প্রভুর সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না। মাঝে মাঝে কীর্ত্তন হইতেছে, মাঝে মাঝে একটু নৃত্যও হইতেছে। মনে করুন, ইহার মধ্যে কোন ভক্তের একটু বেগ বাড়িয়া উঠিল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া একটু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অমনি ভক্তগণ সমুদায় কার্য্য ফেলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কাজেই

কার্য্য তত শীঘ্র শীঘ্র হইয়া উঠিতেছে না। ভক্তগণ সম্মার্জ্জনীর দ্বারা উপর ও তল এইরূপে পরিষ্কার করিয়া, শেষে সকলে হস্ত দ্বারা আবর্জ্জনা কুড়াইতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, যিনি যত কুড়াইবেন সব এক স্থানে করিয়া রাখা হউক, পরে বিচার করিয়া দেখা যাইবেক কাহার কত কুড়ান হইয়াছে। যাহার অধিক তিনি পুরস্কার, ও যাহার কম তিনি দণ্ড পাইবেন।

শ্রীঅদ্বৈত উপবাসে, বয়সে, পথশ্রমে ও নানাবিধ কারণে দুর্ব্বল,—অধিক কুড়াইতে পারেন নাই। বিচারে প্রভুর কঙ্করের কাঁড়ি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ও শ্রীঅদ্বৈতের সর্ব্বাপেক্ষা কম হইল। তখন প্রভু হাসিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বে যে কথা স্থির হয়, তাহাতে তুমি দণ্ডার্হ। শ্রীঅদ্বৈতের উত্তর নাই। তখন স্বরূপ তাঁহার পক্ষ হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি গোয়ালা, পেট ভরিয়া দুধ ও ননী খাও, তোমার সহিত শ্রীঅদ্বৈত তাপস ব্রাহ্মণ পারিবেন কেন? স্বরূপ যদি, প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইহা সাব্যস্ত করিয়া, কথা কহিলেন, প্রভু সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈতকে মহাদেব স্থির করিয়া বলিতেছেন, "স্বরূপ, তাহা নয়, তাহা নয়। যিনি ব্রহ্মাণ্ড সংহার করেন, শ্রীভগবান তাঁহার জয় কখন দেন না। স্বরূপ, ধর্ম্মের বল বড় জানিবা।" স্বরূপ বলিলেন, "গোয়ালা বুঝি বড় সাধু পুরুষ? পুতনা দিলে স্তন্য দুগ্ধ, আর সেই হতভাগিনী সেই অপরাধে মারা গেল।" প্রভু বলিলেন, "স্বরূপ, কথা কাটাকাটি করায় কি ফল? শ্রীজগন্নাথ দেব এখানে স্বয়ং সাক্ষী। যদি শ্রীঅদ্বৈত সংহারী ও আমি নিরপরাধী না হইব, তবে শ্রীজগন্নাথ তাঁহাকে পরাজয় ও আমাকে জয় দিবেন কেন? আমার কঙ্করের কাঁড়ি বড় হইয়াছে, ইহাতেই বুঝিতেছি যে শ্রীজগন্নাথ আমার পক্ষে সাক্ষী দিতেছেন।" শ্রীঅদ্বৈতের তখন কথা ফুটিল, বলিলেন, "যে ব্যক্তি সুজন হয়, সে আপনাকে আপনি সাক্ষী মানে না। তোমার সাক্ষী জগন্নাথ, আর তুমি জগন্নাথের সাক্ষী, ইহাতেই প্রমাণ তোমরা কিরূপ সুজন।" সুতরাং নৃত্য, গীত ও কায়িক পরিশ্রমের সহিত হাস্য কৌতুকও হইতেছে।

মন্দির পরিষ্কৃত হইলে, তখন জল আনিবার আজ্ঞা হইল।

শত শত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থল নাহি কেহ কূপে জল ভরে॥
পূর্ণ কুম্ভ লইয়া আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লইয়া যায় আর শত জন॥

ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শত শত ঘট তাহা লোকে আনি দিল॥
জল ভরি ঘর ধোয়ে করে হরিধ্বনি।
কৃষ্ণ হরিধ্বনি বিনু আর নাহি শুনি॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি করে ঘট সমর্পণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন॥
যেই যেই করে সেই কহে কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ নাম হইল তাহা সঙ্কেত সর্ব্ব কাম॥
প্রেমাবেশে কহে প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
একলা করেন প্রেমে শত জনের কাম॥—(চরিতামৃত)।

এইরূপে সমস্ত মন্দির ধৌত করা হইল। চন্দ্রোদয় নাটক বলেন—

এবং গৃহ মার্জ্জি কৈল প্রসন্ন শীতল।
আপন চরিত্র যেন আপন অন্তর॥

অর্থাৎ প্রভুর অন্তর যেরূপ পবিত্র ও শীতল, মন্দির সেইরূপ পরিষ্কার ও জল দ্বারা ধৌত করিয়া শীতল ও পবিত্র করিলেন।

ভক্তগণ মন্দিরে জল ঢালিতেছেন, সেই উপলক্ষ করিয়া কেহ বা প্রভুর শ্রীপদ ধোয়াইতেছেন, আবার সেই জল পান করিতেছেন। প্রভু আমার সরল চিত্ত, ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পাইতেছেন না। এমন সময় এক সরল বুদ্ধি বাঙ্গাল ব্রাহ্মণ এক ঘট জল প্রভুর সাক্ষাতে তাঁহার পায়ে ঢালিয়া দিলেন, দিয়া সেই পবিত্রীকৃত জল লইয়া অঞ্জলি করিয়া পান করিতে লাগিলেন। প্রভু এক দৃষ্টে ব্রাহ্মণের কার্য্য দর্শন করিলেন। করিয়া, ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন, "স্বরূপ, দেখ আমার দুর্গতি দেখ। এই শ্রীজগন্নাথের মন্দির, ইহার মধ্যস্থানে, এই ব্রাহ্মণ আমার পদ ধৌত করিল, তাহার পরে সেই অপবিত্র জল লইয়া আপনি পান করিল। এখন বল আমার কি গতি হইবে? ও ব্রাহ্মণ নির্ব্বোধ, ভাল মন্দ বুঝে না, কিন্তু আমার শ্রীজগন্নাথের নিকট অপরাধ কিসে মোচন হইবে? ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথে ও শ্রীপ্রভুতে কিছুমাত্র বিভেদ নাই, ইহা মনে ঠিক জানেন। সুতরাং তাঁহাদের সেই ব্রাহ্মণের উপর রাগ হইল না, বরং বড়ই ভক্তি হইল। কিন্তু প্রভু ক্রোধ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রভু ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, সেখানে কাজেই প্রভুর কথায় তাঁহাদের সহানুভূতি করিতে হইল। তাই স্বরূপ সেই

ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিলেন, ধরিয়া ধাক্কা দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ দণ্ড পাইয়া মহা খুসী। ভক্তগণ তাঁহাকে তাঁহার কার্য্যের নিমিত্ত সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকে বাহির করিয়া দিলে ভক্তগণের পরামর্শানুসারে সেই ব্রাহ্মণ আবার অভ্যন্তরে আইল। আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িল। বলিল, "প্রভু, আমি মূর্খ, আমি ভাল মন্দ কি বুঝি? আমাকে ক্ষমা করুন।" প্রভু হাসিলেন, আর কিছু বলিলেন না। মন্দির ধৌত হইলে ভক্তগণ আপন আপন বসন দ্বারা জল মুছিয়া লইলেন। তখন সকলে একটু পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। একটু বিশ্রাম করিয়া প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যথা, চন্দ্রোদয়ে—

গুণ্ডিচা মার্জ্জন করি, আনন্দেতে গৌরহরি,
সরূপাদি ভক্তগণ লৈয়া।
আরম্ভিল সংকীর্ত্তন, আনন্দিত ত্রিভুবন,
ধ্বনি উঠে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া॥
সরূপের উচ্চ গীতে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে, ইত্যাদি।

তাহার পর প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

মহা উচ্চ সংকীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল॥

প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য দেখিলে ভক্তগণ ভয় পাইতেন, উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর আছাড় দেখিলে ভক্তগণের হৃদয় শুখাইয়া যাইত। সরূপ বেগতিক দেখিয়া কীর্ত্তনে ক্ষান্ত হইলেন। কাজেই প্রভু ক্রমে নৃত্যে ক্ষান্ত দিলেন। সকলে একটু শান্ত হইলে, ভক্তগণ সমভিব্যাহারে প্রভু সরোবরে ঝম্প দিলেন। সেখানে কৃষ্ণের বাল্যলীলা ভাবে বিভাবিত হইয়া জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। মহানন্দে সকলে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। ভক্তগণের কাহারও বাহ্য জ্ঞান নাই। জলে পড়িয়া কি বৃদ্ধ, কি যুবা, নিতান্ত বালকের ন্যায় খেলা আরম্ভ করিলেন। তখন কাহার বড় ছোট জ্ঞান রহিল না, যিনি অতি বিজ্ঞ, তিনিও শিশুর ন্যায় ডুব দিয়া, যাহাকে সম্মুখে পান তাহার পা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দের জল-যুদ্ধ বাধাইয়া রঙ্গ দেখিতেন। এ তাঁহার নিয়মিত কাজ। আবার ভক্তগণও প্রভু ও গদাধরে জলযুদ্ধ বাধাইয়া দিয়া তাহার শোধ লইতেন। ছেলে বেলার "কয়া কয়া" খেলায়

প্রভু বড় আমোদ পাইতেন। সেই রহস্য আস্বাদন করিতেন। প্রভু চিরদিন শিশুর ন্যায় ছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে জীবকে শিশুর ন্যায় চঞ্চল করে।

হে কৃপাময় পাঠক! বনে গমন করিয়া উপবাস করিয়া যোগদ্বারা অষ্টসিদ্ধি লাভ, আর এই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন খেলা, এই দুই তুলনা কর।

জলক্রীড়া করিয়া, নৃসিংহদেবকে প্রণাম করিয়া, [illegible] উপবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে মহারাজের আজ্ঞা ক্রমে, কাশীমিশ্র ও তুলসী পড়িছা, পাঁচ শত লোকের উপযোগী অতি উপাদেয় প্রসাদ লইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ভক্তগণের যেমন ক্ষুধা, প্রসাদও সেইরূপ, গুণ ও পরিমাণে, তাহার উপযোগী। সুতরাং ভক্তগণ "আকণ্ঠ পূরিয়া" ভোজন করিতে বসিলেন। বন ভোজন শ্রীপ্রভুর বড় ভাল লাগে। সুতরাং বন ভোজন পাইলে আর ছাড়িতেন না। এই তিন চারি শত ভক্ত ভোজন করিতে বসিলেন। মধ্যস্থানে প্রভু বসিলেন, দক্ষিণে সার্ব্বভৌম, তাহার পরে পুরী ও ভারতী, তাহার পর অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ। ইঁহাদের ঝগড়া করিতে সুবিধা হইবে, এই নিমিত্ত দুই জন বরাবর এক স্থানে বসিতেন। ভক্তগণও সেই নিমিত্ত যোগাড় করিয়া তাঁহাদিগকে পাশাপাশি বসাইয়া দিতেন। এই দিন সার্ব্বভৌমের সমন্বয় হইবে। তিনি বড় শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, বিধির দাস। অদ্য "ছত্রিশ বর্ণ" একত্র হইয়া মহাপ্রসাদ অর্থাৎ সেই শূদ্রপৃষ্ট অন্ন, শূদ্রের [illegible], ছত্রিশ বর্ণের সহিত ভোজন করিবেন, তাই সার্ব্বভৌমকে প্রভু আপনি ধরিয়া নিজের নিকটে বসাইয়াছেন।

তখন প্রভু "হরিদাস" "হরিদাস" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বিবেচনা করুন, হরিদাস মুসলমান, তিনি যদি সেই মহা মহা কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক পংক্তিতে উপবেশন করেন, তবে হিন্দুর হিন্দুত্বের শ্রাদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ভক্তগণের তখন মনের এই ভাব যে, কৃষ্ণ জগতের পিতা, আর সকলেই তাঁহার সন্তান, সুতরাং হরিদাস তখন ভোজনে বসিলে, সে যে কোন অন্যায় কার্য্য হইবে, ইহা কেহ মনেও অনুভব করিতে পারিতেন না। কিন্তু হরিদাস দীন হইতে দীন। তিনি করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু, আমাকে বধ করিবেন না। আমি এ সমাজে বসিবার উপযুক্ত নহি, আমাকে নিজ গুণে ক্ষমা করুন।" প্রভু আর পিড়াপীড়ি করিলেন না। পরিবেশক সাত জন নিযুক্ত হইলেন। যথা,

সরূপ, জগদানন্দ, দামোদর, কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ, ও শঙ্কর। ইহার মধ্যে বাণীনাথ কায়স্থ।

যখন সেই উপবনে বসিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের পুলিন ভোজন সকলের মনে একেবারে স্ফূর্ত্তি হইল। প্রভু এই ভাবে এত বিভোর হইলেন যে, তাঁহার নয়ন জলে ভোজন কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। প্রভু দেখিলেন যে, তিনি ভোজন না করিলে কেহই ভোজন করেন না, তাই কষ্টে শ্রষ্টে ধৈর্য্য ধরিলেন। পূর্ব্বে নাচিয়া গাইয়া ভজনের কথা বলিয়াছি। যদি নাচিয়া গাইয়া ভজন হয়, তবে জলক্রীড়ায় কি বন ভোজনে, ভজন কেন না হইবে? গীতা বলেন, সকল কর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করিবে। এই মহাবাক্য আর একটি কথার উত্তর। সেটি বৌদ্ধ গণের নিকট হিন্দুগণ শিখিয়াছিলেন। যে, জীবের কর্ম্মের বোঝা বহিবে কে? কর্ম্ম করিলে জীবের তাহার ফল গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই তাহার নরক, স্বর্গ ও পুনর্জ্জন্ম ভোগ করিতে হইবে। এ কথার উত্তর এই যে, সকল কর্ম্ম কৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া করিলে, তিনিই সে সকল বোঝা বহিবেন। প্রভু এই অবতারে আপনি আচরিয়া তাঁহার জীবকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে, শ্রীভগবান জীবের সুহৃদ, কাজেই তাঁহার ভজনে কেবল আনন্দ ব্যতীত কোন দুঃখ হইতে পারে না। এমন কি, যে কার্য্যে প্রকৃত দুঃখ আছে সে তাঁহার ভজনই নয়। তবে কোন কোন ভজনে আপাততঃ দুঃখ বোধ হইতে পারে। কিন্তু সে দুঃখ প্রথমে,—প্রকৃত ভজনের চরম কেবল আনন্দ। মনে ভাবুন, শুদ্ধ নাম জপ আপাততঃ দুঃখকর বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু যিনি এরূপ ভাবেন, তিনি আপনি নাম জপিয়া দেখিবেন যে, আমাদের সেই সুহৃদের নাম "জপিতে জপিতে উঠে অমৃতের খনি।"

অতএব হরিমন্দির মার্জ্জন যদিও নীচ কার্য্য, কিন্তু উহাও ভজন। আবার জল ক্রীড়া ও বন ভোজন, উহাও ভজন। তবে কি না, কৃষ্ণে অর্পণ করিয়া কার্য্য করিতে হয়। তাহা করিলে সমুদায় কার্য্যই ভজন হয়। আর সে কার্য্যের ফল স্বরূপ বোঝা বহিতে হয় না। যাঁহারা ভোজনে বসিয়াছেন, তাঁহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন। যাঁহারা স্বাস্থ্য-বিদ্যা তত্বজ্ঞ, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ভোজনের

সময় সুখকর আলাপনে ক্ষুধার উদ্রেক হয় ও অন্ন পরিপাকের সহায়তা করে। তাই যখন পাঁচ জনে বসিয়া ভোজন করেন, তখন কেহ বা পরের কুৎসা করেন, কেহ বা বাজে গল্প করেন। তাহার কারণ এই যে, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারা কৃষ্ণে অর্পণ করিয়া ভোজনের যে সুখ তাহা অবগত নহেন।

সকলে ভোজনে বসিলেন, আর হরিধ্বনি হইয়া উঠিল! যখন প্রথম গ্রাস বদনে দিতেছেন, তখন ভাবিতেছেন যে, শ্রীভগবান ইহার আস্বাদ করিয়াছেন, ও তাহার অধরামৃতের দ্বারা ইহা পবিত্রীকৃত হইয়াছে। এই ভাবে বিভোর হইয়া অন্ন মুখে দিতেছেন, আর প্রকৃতই, কেন জানি না, প্রত্যেক গ্রাস ভক্তগণের জিহ্বায় অনির্ব্বচনীয় উপাদেয় আস্বাদ দিতেছে।

ভক্তগণ কৃষ্ণের সুখকে আপনার সুখ মনে করেন। গ্রাস মুখে দিয়া অতি সুস্বাদু বোধ হওয়ায় সুখ পাইতেছেন, কিন্তু ইহা ব্যতীত আর একটি অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতেছেন। ভক্ত মহাপ্রসাদ মুখে দিয়া, উহা আস্বাদ করিয়া সুখ পাইতেছেন। আবার সেই সঙ্গে শ্রী-কৃষ্ণ ইহা আস্বাদ করিয়া সুখানুভব করিয়াছেন, ভাবিয়া আনন্দ পাই-তেছেন। এইরূপ মনের ভাব হওয়াতে কোন ভক্ত সময়োপযোগী একটি শ্লোক পাঠ করিলেন। সেই সঙ্গে সকলে সেই শ্লোকের সুধা আস্বাদ করিলেন। সেই শ্লোকটীতে অন্য একটি ভাবের উদয় হওয়াতে, আর এক জন ভক্ত আর একটি শ্লোক পড়িলেন। উহা শুনিয়া ভক্তগণ পুলকিত হইয়া গগন ভেদিয়া হরি হরি বলিয়া উঠিলেন।

এই গেল মহোৎসবের মহাপ্রসাদ ভোজনের সুখ। এই গেল ভোজনে ভজন। ইহার মধ্যে কেহ বা হাস্য কৌতুক করিতেছেন, আর, সকলে আনন্দে টলমল করিতেছেন বলিয়া, উহা শ্রবণ করিয়া হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "এত দিনে আমার জাতিটী গেল।" সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, হ'ইল কি ?" অদ্বৈত বলিতেছেন, "প্রভুর কি ? উনি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর অন্নে দোষ নাই। কিন্তু আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আমি অবধূতের (নিত্যানন্দকে দেখাইয়া) সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া সমাজ ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিলাম। আমার যে কি উপায় হইবে বলিতে পারি না।" নিত্যানন্দ উত্তরে বলিলেন, "তুমি

ব্রাহ্মণ, আমি কি ব্রাহ্মণ নই? তোমার পরম ভাগ্য যে আমার ন্যায় ব্রাহ্মণ তোমাকে লইয়া ভোজন করিতেছে।" অদ্বৈত বলিলেন, "তুমি ত আপনাকে ব্রাহ্মণ বল, তাহা শুনিয়া থাকি, কিন্তু তোমার উৎপত্তির ঠিকানা কই আমরা ত কেহই জানি না। তা না হয় তুমি ব্রাহ্মণ হইলে, কিন্তু কুড়ি বৎসর পশ্চিমে ছিলে, বল দেখি তুমি কোথাকার না অন্ন খাইয়াছ?" নিত্যানন্দ বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি অতি মহাজন ব্যক্তি, দ্বৈত মান না, নাম লইয়াছ অদ্বৈত। অর্থাৎ শ্রীভগবান আর তুমি এক, মনে ইহা ভাব। আমরা শ্রীভগবানের দাস, তুমি কর্ত্তব্যে নাস্তিক, আমাদের এখানে তুমি কেন?" শান্তিপুর কি নবদ্বীপে হইলে এই কোন্দল ক্রমে বাড়িয়া চলিত। কিন্তু নীলাচলে পুরীবাসী বহুতর ভিন্ন লোক থাকেন, সেখানে কাজেই অল্পে অল্পে কোন্দল থামিয়া গেল।

পরিবেশকগণ প্রভুকে উত্তম প্রসাদ দিতে আইলেই প্রভু অমনি বলেন, "উহা আমাকে দিও না, ভক্তগণকে দাও, আমাকে সামান্য ব্যঞ্জন ব্যতীত আর কিছুই দিও না।" কাজেই ভয়ে কেহ প্রভুকে ভাল দ্রব্য দিতে পারেন না। কিন্তু প্রভু জব্দ জগদানন্দের কাছে। জগদানন্দের প্রেমের নিকট প্রভু পরাস্ত। জগদানন্দ হস্তে উত্তম দ্রব্য লইয়া পংক্তির মধ্য পথ দিয়া দ্রুত গতিতে গমন করিতেছেন। অমনি হঠাৎ যেন না জানিয়া, কি অন্যমনস্ক হইয়া, প্রভুর পাতে উহা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু প্রভু উহা গ্রহণ করিলেন না। পাতের এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিলেন। এমন সময় দেখেন কি, জগদানন্দ আবার আসিতেছেন, আসিয়া প্রভুর একটু দূরে দাঁড়াইয়া, আড় চোখে দেখিতেছেন যে, তাঁহার দত্ত দ্রব্য প্রভু গ্রহণ করিয়াছেন কি না। ইহা দেখিয়া প্রভুর ভয়ে মুখ শুখাইয়া গেল। প্রভু বেশ জানেন যে, যদি তিনি উহা গ্রহণ না করেন, তবে জগদানন্দ মুখে কিছু বলিবেন না বটে, তবে ঘরে কপাট দিয়া উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিবেন। তাই জগদানন্দের ভয়ে সেই উত্তম প্রসাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এখানেই জগদানন্দের হাত হইতে যে প্রভুর অব্যাহতি হইল, তাহা নহে। এই যে পাঁচ শত লোকের প্রসাদ আসিয়াছে, জগদানন্দ ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে উত্তম সামগ্রী, উহা প্রভুর নিমিত্ত অগ্রে বাছিয়া রাখিয়াছেন। প্রভু যদি তাঁহার দত্ত একটী দ্রব্য ভোজন করিলেন,

তবে জগদানন্দ আর একটী উত্তম দ্রব্য আনিবার নিমিত্ত দৌড়িলেন, আর উহা আনিয়া ঐরূপে, না বলিয়া না কহিয়া, হঠাৎ প্রভুর পাতে দিলেন।

জগদানন্দের এই ভাব দেখিয়া সার্ব্বভৌম হাসিতেছেন, আর প্রভুর নিকট যাহারা যাহারা বসিয়াছিলেন, সকলেই হাসিতেছেন। কিন্তু জগদানন্দ তাহা জানিতেছেন না। এ দিকে প্রভুর আর এক শত্রু জুটিয়া গেলেন। তিনি কে না স্বরূপ দামোদর, প্রভুর দ্বিতীয় কলেবর, প্রভুর অতি মর্ম্মী ভক্ত, প্রভুর শেষ কালের প্রতি মুহূর্ত্তের সুখ ও দুঃখের সাথি। তিনিও প্রভুর নিমিত্ত বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল সামগ্রী রাখিয়াছেন, প্রভুকে উহা ভুঞ্জাইবেন, কিন্তু প্রভু ভাল সামগ্রী লইবেন না। তিনি জগদানন্দের পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া অন্য উপায়ের সাহায্য লইলেন। হাতে উত্তম সামগ্রী লইয়া প্রভুর আগে দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, অভয় দেন তো বলি।" শ্রীজগন্নাথ এই অমৃত গুলি সেবা করিয়াছেন। আপনি একবার পরীক্ষা করুন, করিয়া দেখুন, তিনি কিরূপ আস্বাদ করিয়াছেন। প্রভু স্বরূপের মুখ পানে চাহিলেন, দেখিলেন, উহা গ্রহণ না করিলে তিনি মনে বড় বেদনা পাইবেন। প্রভু হাঁসিয়া বলিলেন, "দাও, কিন্তু আর না।" কিন্তু স্বরূপ আবার একটী দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত। জগদানন্দ ও স্বরূপের এইরূপে প্রভুকে খাওয়াইবার যত্ন দেখিয়া সার্ব্বভৌম প্রভৃতি অতি মুগ্ধ হইতেছেন।

সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আসিয়া প্রভুর ও ভট্টাচার্য্যের অগ্রে দাঁড়াইলেন। সার্ব্বভৌমকে বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য, এ ব্যাপার কি? তুমি এখানে কেন? তুমি বেদাচার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এ কি অকাজ করিতেছ?" আবার বলিতেছেন, "কি ছিলে কি হয়েছ, একবার বিচার কর, এ আনন্দের কি উপমা আছে? তখন সার্ব্বভৌম গদ্ গদ্ হইয়া গোপীনাথকে বলিতেছেন, (যথা চরিতামৃতে)—

সার্ব্বভৌম বলে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার সম্পদ সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনে কেহ নাহি দয়াময়।
কাকের গরুড় করে ঐছে কোন হয়॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি॥

কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গ।
কাঁহা এই সখ্য সুধা-সমুদ্র তরঙ্গ॥

এই কথা শুনিয়া প্রভু কি করিতেছেন শ্রবণ করুন। তিনি অতি গম্ভীর হইয়া সরল ভাবে বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, তাহা নয়, পূর্ব্বে তোমার সাধনা ছিল, সেই বলে তোমার বদনে কৃষ্ণ নাম স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। আমরাও তোমার পবিত্র সঙ্গে নামে রতি শিখিয়াছি।" প্রভুর এই উত্তর শুনিয়া সার্ব্বভৌম হাসিতে লাগিলেন। প্রভু স্বয়ং সার্ব্বভৌমকে যত্ন করিয়া খাওয়াইতেছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই দিন তাঁহার একরূপ সমন্বয়। প্রভু প্রকৃতই পরিবেশকগণ দ্বারা বারম্বার উত্তম প্রসাদ আনাইয়া সার্ব্বভৌমকে অতি স্নেহের সহিত খাওয়াইতে লাগিলেন। কোন্ ভক্ত কি ভাল বাসেন, তাহা অন্তর্যামী প্রভু অবগত আছেন। আপনি মহাপ্রভু এই রূপে প্রত্যেক ভক্তকে পরিবেশকগণ দ্বারা ভাল ভাল দ্রব্য দেওয়াইতে লাগিলেন।

তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা।
প্রসাদ দেন যেন কৃপা অমৃত সিঞ্চিয়া॥ (চরিতামৃত)

মহাপ্রভু বলিতেছেন, খাও; খাইতে বলিতেছেন কি না মহাপ্রসাদ; দ্রব্য কিনা অতি উপাদেয় বস্তু, সুতরাং—

"আকণ্ঠ পূরিয়া বৈষ্ণব করিল ভোজন।"

তাহার পর স্বর্গমর্ত্ত্যভেদী হরিধ্বনি করিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রভু আপনি ভক্তগণকে চন্দন ও মালা বণ্টন করিয়া দিলেন। তাহার পর ভক্তগণ নিজ নিজ বাসায় আরাম করিতে চলিলেন। সকলের ভোজন হইলে সাত জন পরিবেশক ভোজন করিলেন। গোবিন্দ হরিদাসকে প্রসাদ দিয়া আপনি ভোজন করিলেন।

তাহার পর দিবস শ্রীজগন্নাথের নেত্রোৎসব। পঞ্চদশ দিবস অদর্শনের পর, সেই দিবস তিনি জগজ্জনের নেত্র-গোচর হইবেন। শাস্ত্রের কথা এই যে, শ্রীজগন্নাথদেব স্নান করিয়া পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত নিভৃতে মহালক্ষ্মীর সহিত যাপন করেন। তাহার পরে তাঁহার অনুমতি লইয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া রথে চড়িয়া সুন্দরাচল গমন করেন। সেখানে উপবনে সপ্তদিবস শ্রীরাধার সহিত বিহার করিয়া, আবার নীলাচল প্রত্যাগমন করেন।

নেত্রোৎসব দিনে শ্রীজগন্নাথ নয়ন-গোচর হইলে, প্রভু ভক্তগণ লইয়া মহা আনন্দে দর্শনে গমন করিলেন। প্রভু কিরূপ করিয়া দর্শন করেন, তাহার বর্ণনা যৎকিঞ্চিৎ স্থানান্তরে করিয়াছি। প্রভু যখন দর্শনে গমন করিলেন, তখন পুরী ও ভারতী গোসাঞী অগ্রে চলিলেন। সরূপ এক পার্শ্বে, আর এক পার্শ্বে নিত্যানন্দ। পশ্চাৎ ভক্তগণ ও গোবিন্দ। সর্ব্বাগ্রে কাশীশ্বর, ইনি মহাশক্তিধর বলিয়া ভিড়ের মধ্যস্থলে মহাপ্রভুর পথ করিবার নিমিত্ত বরাবর প্রভুর অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন। পঞ্চদশ দিবস পরে শ্রীজগন্নাথ দেবকে পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আনন্দে কিরূপ বিহ্বল হইলেন, তাহা আমি কি বর্ণনা করিব।

তবে প্রভু দর্শন করিতে করিতে কি বলিয়াছিলেন, তাহা ঠাকুর নরহরি, যিনি প্রভুর নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন, একটি গীতে বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেই গীতটি দিলেই প্রভুর মনের ভাব কতক প্রকাশ হইবে। যথা, গীত—

হেরি গোরা নীলাচল নাথ। নিজ পারিষদগণ সাথ॥
বিভোর হইল গোপী ভাবে। কহে কিছু করিয়া আক্ষেপে॥
"আমি তোমায় না দেখিলে মরি। পালটি না চাহ তুমি ফিরি?"
ছল ছল অরুণ নয়ন। বিরস আজ সরস বদন॥
বিভোরিত গোরা ভাব হেরি। কহে কিছু দাস নরহরি॥

প্রভু, শ্রীজগন্নাথকে দেখিতেছেন যেন শ্যামসুন্দর। প্রভু যে শ্রীবিগ্রহ দেখিতেছেন তাঁহার সে জ্ঞান নাই, তাঁহার বোধ হইতেছে স্বয়ং শ্যামসুন্দর তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নিঠুরতা দেখিয়া প্রভুর রাগ হইয়াছে। কিন্তু প্রভুর চন্দ্রাবলীর প্রগল্ভ স্বভাব নহে, রাধার বামা স্বভাব। এই পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্নাথ অদর্শন ছিলেন, সেই নিমিত্ত প্রভু তাঁহার উপর বড় রাগ করিয়াছেন, কিন্তু যদিও ক্রোধ করিয়াছেন, তবু মুখে কটুবাক্য আসিতেছে না। তাই বলিতেছেন যে, "হে বন্ধু! এই কি তোমার ধর্ম্ম? আমি তোমাকে না দেখিলে মরি, অথচ তুমি আমাকে পালটি চাহ না।" এই যে প্রভু শ্রীজগন্নাথের মুখে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, এই চিত্রটি, হে পাঠক, হৃদয়ে অঙ্কিত কর। প্রভু তখন রাধা ভাবে বিভোর। যে ভাব গুলি মুখে ব্যক্ত করিতেছেন, তাহা কেবল স্ত্রী লোকের

নয়, কথা গুলি পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের, যে স্বরে বলিতেছেন, তাহাও স্ত্রীলোকের ন্যায়। আপনারা কেহ বলিতে পারেন, যে, কোন যুগে, কোন অবতারে, কেহ কখনও শ্রীভগবানকে এরূপ বলিয়াছেন, যে, "বন্ধু! তুমি আমার দিকে ফিরে চাও না, কিন্তু আমি তোমার লাগি মরি?" এইরূপ যিনি বলিতে পারেন তিনি হয় শ্রীভগবান, না হয় শ্রীভগবান যে পুরুষ ও প্রকৃতি মিলিত, তাঁহার প্রকৃতি অংশ। মনে ভাবুন, একজন তাপস সহস্র বৎসর বনে তপস্যা করিতেছেন। তাহার শরীর ক্লিষ্ট হইয়াছে, তাহার মস্তকে পিপড়ার বাসা হইয়াছে। তিনি কষ্ট করিতেছেন, কেন না, তাহার ভাল হইবে। তিনি হয় উদ্ধার হইবেন, না হয় মহাশক্তিসম্পন্ন হইবেন। আর একজন জপ তপ উপবাস কিছু জানেন না, এমন কি সংসারে বাস করেন। কিন্তু শ্রীভগবৎ-প্রেমে পাগল হয়েছেন ; এমন কি, তাঁহাকে না দেখিলে প্রাণে মরেন। তিনি মানভাবে অভিভূত হইয়া শ্রীভগবানকে তিরস্কার করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "হে নিঠুর, তোমার শরীরে দয়া মায়া নাই, আমি তোমা বিনে তিলার্দ্ধ বাঁচি না, অথচ তুমি আমার দিকে ফিরে চাও না!" ইহার একজন মুনি, আর একজন গোপী। শ্রীভগবান কাহার কথা অগ্রে শুনিবেন? গোপীর না মুনির? তিনি কাহার বশ হইবেন? গোপীর না মুনির? যদি শ্রীভগবানের কিঞ্চিন্মাত্র দয়া মায়া থাকে, তবে অবশ্য তিনি সেই ব্যক্তির বশীভূত হইবেন, যে কিছু চাহে না, কেবল তাঁহার নিমিত্ত পাগল। এই শেষোক্ত বস্তু জীব হইলেও শ্রীভগবান তাহার নিকট বাধ্য। অতএব যদি তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ভগবান বলিয়া মানিতে না পার, তবু তাঁহাকে ভজনা করিতে তুমি আপত্তি করিতে পার না। যাঁহার শ্রীভগবানের সহিত এরূপ সম্বন্ধ, যে, তিনি তাঁহাকে নিঠুর নির্ম্মোহ বলিয়া গালি দিবার অধিকার ধরেন, তিনি অবশ্য তোমাকে উদ্ধার করিতে শক্তি ধরেন।

এইরূপে প্রভু—

মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দর্শন।
স্বেদ, কম্প, ঘর্ম্ম অঙ্গে বহে অনুক্ষণ॥

তখন ভক্তগণ প্রভুকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে বাসায় আনিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

নীলাচলে জগন্নাথ রায়। গুণ্ডিচা মন্দিরে চলি যায়॥
অপরূপ রথের সাজনি। তাহে চড়ি যায় যদুমণি॥
দেখিয়া আমার গৌরহরি। নিজগণ লৈয়া এক করি॥
মাল্য চন্দন সভে দিয়া। জগন্নাথ নিকটে যাইয়া॥
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়। কীর্ত্তন করয়ে গৌর রায়॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি। ঘন উঠে হরি হরি বলি॥
গগণ ভেদিল সেই ধ্বনি। অন্য আর কিছুই না শুনি॥
নিতাই অদ্বৈত হরিদাস। নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস॥
মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায়। মুকুন্দ সরূপ রাম রায়॥
যার গানে অধিক সন্তোষ। গোবিন্দ মাধব বাসুঘোষ॥
বসু রামানন্দ নরহরি। গদাধর পণ্ডিতাদি করি॥
দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস। ইহা সভার গানেতে উল্লাস॥
এই মত কীর্ত্তন নর্ত্তনে। কত দূর করিল গমনে॥
এ সভার পদরেণু আশ। করি কহে বৈষ্ণবের দাস॥

পর দিবস রথযাত্রা। প্রভু সেই আনন্দে একবারেই রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারিতেছেন না। রজনী থাকিতে আপনি উঠিলেন ও ভক্তগণকে উঠাইলেন। তাহার পর সকলে শীঘ্র শীঘ্র স্নানাদি ক্রিয়া সমাপ্তি করিয়া পাণ্ডু বিজয় দর্শন করিতে বাহির হইলেন। সকলে দেখেন রথের মহাসজ্জা হইয়াছে। অন্যান্য বারে রথের যে সজ্জা হইত, এবারে প্রভুর সন্তোষের নিমিত্ত, রাজার আজ্ঞায় আরও অধিক সজ্জা দেওয়া হইয়াছে। রথ বোধ হইতেছে যেন সুবর্ণ মণ্ডিত। নানা বর্ণের বস্ত্রের দ্বারা উহার উপর শোভিত। কত নানা বর্ণের পতাকা উড়িতেছে। কত ঘণ্টা বাজিতেছে। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে মহা কলরবের সহিত বাদ্য ধ্বনি হইতেছে। শ্রীজগন্নাথকে রথারোহণ করাইবার নিমিত্ত মহাবলিষ্ঠ সেবকগণ, প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। কেহ শ্রীপদ, কেহ কটি, এইরূপে শ্রীবিগ্রহ

ধরিয়া, বাদ্যের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, শ্রীবিগ্রহ উঠাইতেছেন। মহাপ্রভু "মণিমা" "মণিমা" বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতেছেন। এই আনন্দ কলরব মধ্যে শ্রীজগন্নাথকে রথের উপর বসান হইল। রথের পথ সূক্ষ্ম ও শ্বেত, বালুকা মণ্ডিত। পথের উত্তরে প্রায় উভয় পার্শ্বে ফুলের বাগান। রথ মধ্যস্থান দিয়া চলিল, দর্শকগণ রথের দুই পার্শ্বে সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন।

কোন মহান্ ব্যক্তি অশ্ব-শকটে গমনাগমন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ, কখন কখন সেই অশ্বকে অব্যাহতি দিয়া, আপনারাই উহা টানিয়া লইয়া যাইয়া থাকেন। এই মহান্ ব্যক্তির অশ্ব ছিল, তাহার শকট চালাইবার কাহার সাহায্য প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তবু তিনি তাহার অনুগত ভক্তগণের তৃপ্তির নিমিত্ত, অশ্ব খুলিয়া দিতে আপত্তি করিলেন না। তাহারা যদিও কায়িক পরিশ্রম করিয়া তাহার শকট টানিতে লাগিল, তবু তাহাদের তিনি উপরোক্ত কারণানুসারে বাধা দিলেন না। সেইরূপ শ্রীজগন্নাথ নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে যাইতে পারিতেন। কিন্তু ভক্তগণের ইচ্ছা তাঁহাকে রথে উঠাইয়া টানিয়া লইয়া যাইবেন। এমত অবস্থায় শ্রীজগন্নাথের ন্যায় মহান্ বস্তু কি আপত্তি করিতে পারেন? শ্রীভগবানের নিজস্ব কি কি খেলা আছে তাহা জানি না, কিন্তু যদি মনুষ্যের সহিত তাঁহার খেলা করিতে হয়, তবে তাঁহার মনুষ্যের ন্যায় হইতে হইবে, নতুবা খেলা হইবে না। তিনি যদি কেবল তেজ হইয়া ওৎ প্রোৎ ভাবে জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন, তবে আর মনুষ্য তাঁহার সহিত খেলা খেলিতে পারে না। তাই মনুষ্যে যে শ্রীভগবানকে রথের উপর বসাইয়া টানিয়া লইয়া যায়, ইহাতে যেমন ভক্ত মুগ্ধ হয়েন, সেইরূপ শ্রীভগবান, তাঁহার জীবের তাঁহার প্রতি প্রীতি দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়া থাকেন। রথ চলিবার পূর্ব্বে সেই ধীশক্তিসম্পন্ন রাজাধিরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র হস্তে সুবর্ণের মার্জ্জনী ও চন্দন-জল লইয়া, পথ পরিস্কার করিতে লাগিলেন, আর উহাতে চন্দন-জলের ছিটে দিতে লাগিলেন। *মহাপ্রভু রাজার এইরূপ তুচ্ছ সেবা দেখিলেন, দেখিবা মাত্র তাঁহার প্রতি মনে মনে কৃপার্দ্র হইলেন।* প্রভুর বলে বলীয়ান গৌড়ীয়গণ, উৎকলবাসীগণকে অধিকারচ্যুত করিয়া, রথের রজ্জু ধরিলেন, ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। বাদ্যের শব্দে কর্ণ বধির হইতেছে। আনন্দে

উন্মাদ হইয়া রথের সঙ্গে সকলে চলিলেন। তখন মহাপ্রভু নিজগণকে একত্র করিলেন, করিয়া সকলকে মাল্য চন্দন দান করিয়া শক্তিসম্পন্ন করিলেন। তাহার পর তাহাদিগকে লইয়া প্রথমে চারিটি কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন। প্রথম সম্প্রদায়ের প্রধান স্বরূপ দামোদর, আর পঞ্চজন তাঁহার দোহার। যথা, দামোদর, রাঘব, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দানন্দ, ও নারায়ণ। এই ছয় জন গীত গাইবেন, আর দুই জন মৃদঙ্গ বাজাইবেন। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। এইরূপে প্রত্যেক সম্প্রদায়ে সর্ব্ব সমেত নয় জন করিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান শ্রীবাস, তাঁহার দোহার ছোট হরিদাস, গঙ্গাদাস, শুভানন্দ, শ্রীমান পণ্ডিত, ও শ্রীরাম পণ্ডিত। ইহাতেও দুই মৃদঙ্গ। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে নৃত্যকারী স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ। তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান মুকুন্দ। ইহার দোহার মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ বাসুদেব দত্ত, মুরারি, শ্রীকান্ত, বল্লভ সেন, ও গোপীনাথ। এই সম্প্রদায়ে গোপীনাথ ব্যতীত সকলেই বৈদ্য। ইহার নৃত্যকারী বড় হরিদাস।

চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রধান গোবিন্দ ঘোষ, বাসু ঘোষের দাদা, তাঁহার দোহার বাসু ও মাধব দুই ভাই, অন্য হরিদাস, বিষ্ণুদাস, ও অন্য রাঘব। ইহার নৃত্যকারী বক্রেশ্বর। ইহা ব্যতীত আর তিন সম্প্রদায় পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। যথা কুলীম গ্রামের, খণ্ডের, ও শান্তিপুরের। কুলীন গ্রামের প্রধান রামানন্দ বসু। শান্তিপুরের প্রধান অচ্যুতানন্দ অর্থাৎ অদ্বৈত প্রভুর জ্যেষ্ঠ তনয়। আর শ্রীখণ্ডের প্রধান নরহরি সরকার ঠাকুর। অতএব সর্ব্ব সমেত সাত সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতে নিযুক্ত হইলেন। ইহার চারি সম্প্রদায় রথের অগ্রে চলিলেন, দুই সম্প্রদায় দুই পার্শ্বে, আর এক সম্প্রদায় পশ্চাতে। এইরূপে চৌদ্দ মাদল বাজিয়া উঠিল। বেয়াল্লিশ জন গীত গাইতে লাগিলেন ও সাত জনে সাত ঠাই নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

কীর্ত্তন আরম্ভেই লোক সমুদায় আনন্দে পাগল হইয়া উঠিলেন। আর অন্যান্য বাদ্য আপনি আপনি স্থগিত হইয়া গেল। রথাগ্রে কীর্ত্তন পদ্ধতি এই প্রথমে সৃষ্টি হইল। প্রভু এই সাত সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। তাঁহাকে এই সকল সম্প্রদায়েই জীবন দিতে হইবে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁহার থাকিতে হইবে, প্রভুকে না দেখিলে কেহই নাচিতে কি গাহিতে পারেন না। অথচ সর্ব্বাগ্রের সম্প্রদায় পশ্চাতের সম্প্রদায় হইতে বহুদূর

ব্যবধানে। এই সাত স্থানে প্রভু একেবারে কিরূপে থাকেন? অথচ তাঁহার না থাকিলেও নয়।

সাত ঠাঁই বুলে প্রভু হরি হরি বলি।
জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি। (চরিতামৃত)

ফল কথা, এই সাত সম্প্রদায়ের ভক্তগণ দেখিতেছেন যে প্রভু তাঁহাদের মধ্যেই আছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় ভাবিতেছেন যে তাঁহাদের প্রতি প্রভুর বড় টান, তাই অন্য সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের সম্প্রদায়ে প্রভু আছেন। প্রভু কি সত্যই একেবারে সাত ঠাঁই বিরাজ করিতেছিলেন? যথা চরিতামৃতে—

আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঁঞি করেন বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঁঞি নাহি যায় আমার মায়ায়॥

এই যে রথ খানি চলিতেছে, ইহা রাজা প্রতাপরুদ্রের। তিনি সেখানকার সকলের কর্ত্তা, কিন্তু লক্ষ লোকের মধ্যে কাহারও লক্ষ তাঁহার প্রতি নাই। সকলেরই নয়ন প্রভুর দিকে। ইহাতে রাজার ঈর্ষা নাই। তিনি নিজেও আত্মহারা হইয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছেন। এই প্রথমতঃ স্পষ্টরূপে তিনি প্রভুকে দর্শন করিলেন। আগে যখন প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন সে হয় দুর হইতে, আর না হয় কতক অন্ধকারের মধ্যে। প্রভুকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার ভক্তি দেখিয়া রাজা প্রেমে অচেতনবৎ হইলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহার নীচ সেবা দেখিয়া প্রভু তাঁহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়াছেন। এখন প্রভু রাজাকে তাহার পুরস্কার দিতেছেন। রাজা দেখিতেছেন যে, যেন শ্রীজগন্নাথ রথ স্থগিত করিয়া প্রভুর কীর্ত্তন শুনিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার জ্ঞান হইল যে রথের উপরে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি আর প্রভু এক বস্তু! তিনি রথে জগন্নাথকে দেখিতে পাইলেন না, দেখিলেন প্রভু বসিয়া আছেন।

প্রতাপরুদ্র হইল পরম বিস্ময়।
দেখিতে বিবশ রাজা হইল প্রেমময়॥
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রসন্ন প্রভুর মন।
সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য দর্শন।

রাজা ক্রমেই বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইতেছেন, ক্রমেই প্রভু কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছেন। প্রভু এইরূপে খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় সম্প্রদায় সম্প্রদায় বিচরণ করিতেছেন। কিম্বা তাঁহার অননুভবনীয় শক্তির দ্বারা সকল সম্প্রদায়ে এক সময়ে বিলাস করিতেছেন। কখন বা প্রভু আপনি কোন দলে মিশিয়া গীত গাইতেছেন। কখন ভাবে মুগ্ধ হইতেছেন, কিন্তু সময় বুঝিয়া আপনাকে প্রভু এ পর্য্যন্ত দিব্য সচেতন রাখিয়াছেন ও সম্বরণ করিতেছেন।

এইরূপ খানিক নৃত্যের পরে প্রভু স্বয়ং নৃত্য করিবেন ইচ্ছা করিলেন। তখন সাত সম্প্রদায় একত্র করিলেন। একত্র করিয়া তাহার মধ্যে নয় জন প্রধান গায়ক বাছিয়া লইলেন। সে নয় জন শ্রীবাস, মুকুন্দ, হরিদাস, মাধব ও গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ দত্ত, রামাই, রাঘব ও গোবিন্দানন্দ। এই নয় জনের প্রধান অবশ্য সরূপ হইলেন। এই নয় জনের গীত আরম্ভ হইলে প্রভু নৃত্যের উদ্যোগ করিলেন।

প্রভু কিরূপে নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তাহা স্বয়ং মুরারি গুপ্ত চক্ষে দর্শন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভু প্রথমে শ্রীজগন্নাথকে দণ্ডবৎ করিলেন, করিয়া যোড় হস্তে তাঁহার দিকে চাহিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। যথা চরিতামৃত—

নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

প্রভু ভঙ্গ স্বরে এক একটী শ্লোক পাঠ করিতেছেন, আর আপনাকে সম্বরণ করিবার নিমিত্ত ক্ষণেক চুপ করিতেছেন। উপরের শ্লোক পড়িয়া একে একে উচ্চৈঃস্বরে এই শ্লোকগুলি পাঠ করিলেন—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো।
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভার নাশো মুকুন্দঃ॥
জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো
যদুবর পরিষৎ স্বৈ র্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং।
স্থিরচর বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং॥

নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদ কমলয়ো র্দাসদাসানুদাসঃ ॥

প্রভু যখন তাহার পদ্মনেত্র শ্রীজগন্নাথের মুখ-পদ্মে অর্পণ করিলেন, তখন বোধ হইল প্রভুর সমুদায় প্রাণ তাঁহার নয়নে আসিয়াছে। প্রভু শ্রীজগন্নাথের মুখ পানে নিমিষ হারা হইয়া চাহিয়া, স্তব করিতে আরম্ভ করিবা মাত্র, তাঁহার আয়ত নেত্র দিয়া জলের ধারা পড়িতে লাগিল। প্রভু গদাধরের পাদ-পদ্ম দর্শনের সময়ে যে লীলা করেন, এখন তাহাই করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ অপরূপ দেখিতেছেন, কি না, যে, নয়ন বারি ধারার ন্যায় হইয়া বদন বহিয়া হৃদয়ে আসিতেছে। সেই ধারা আসিয়া ত্রিধারা হইয়া মৃত্তিকায় পড়িতেছে। প্রভুর এই অমানুষিক নয়ন ধারা কবিকর্ণপূর তাঁহার কাব্যে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

উন্মীল্য প্রথমং পরিপ্লবয়তা পক্ষ্মাণি ভূয়ঃ ক্ষণাৎ
শ্রীমদ্গণ্ডতটীষু দীর্ঘময়তা ধারাভিরুচ্চৈস্ততঃ।
প্রাপ্যোরঃ পদবীং ত্রিধা প্রসরতা ভূমৌক্রটন্মৌক্তিক-
শ্রেণীবৎ ক্রিয়তাং সদৈব জগতাং হর্ষঃপ্রভো রশ্রুণা ॥

ইহার অর্থ এই—

"যে জল প্রথমে উৎপন্ন হইয়াই নেত্রপক্ষ্ম অভিষিক্ত করিতেছে, এবং ক্ষণকাল মধ্যেই পুনর্ব্বার সুশোভিত গণ্ডস্থলে সুদীর্ঘ ধারে বহমান হইতেছে, তৎপরে যে সুবিশাল বক্ষঃস্থল পাইয়া তথা হইতে তিন ধারায় ভূতলে পতিত হইতেছে, প্রভুর সেই নেত্র পতিত জল ছিন্ন মুক্তা-হারের ন্যায়, সর্ব্বদা জগন্মণ্ডলে হর্ষ বিধান করুন।"

গ্রন্থকার এখানে কর্ণপূরকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, "তথাস্তু!" এই যে ধারা, ইহা সমুদায় নয়ন যুড়িয়া আসিতেছে। প্রভুর স্তব পড়া সমাপ্ত হইলে, একবার হুঙ্কার করিলেন, করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু পাক দিয়া নৃত্য করিবার কালে, পূর্ব্বে যে নয়ন জল মৃত্তিকায় পড়িতেছিল, ইহা এখন চতুর্দ্দিকের লোককে স্নান করাইতে লাগিল। প্রভু কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছেন। প্রভুর নৃত্যে যেন ভূমিকম্প হইতে লাগিল।

নৃত্য করি মহাপ্রভুর পড়ে পদতল।
সসাগর মহী শৈল করে টলমল ॥

প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য দেখিয়া ভক্তগণের প্রাণ শুখাইয়া গেল। কারণ উদ্দণ্ড নৃত্যের সময় প্রভু আছাড় খাইলে বোধ হইত যে, তাঁহার সমুদায় অস্থি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাজেই শ্রীনিতাই, শ্রীঅদ্বৈত ও স্বরূপ তাঁহার পশ্চাতে বাহু পসারিয়া, তাঁহার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও তাঁহারা তিন জনে প্রভুকে নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। প্রভু তবু মধ্যে মধ্যে আলগোছ হইয়া এমন আছাড় খাইতেছেন যে, ভক্তগণ ত্রাসে হাহাকার করিয়া নয়ন মুদিতেছেন। প্রভু আছাড় খাইলেই অমনি ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিতেছেন, ধরিয়া তুলিতেছেন। দেখিতেছেন, প্রভু বাঁচিয়া আছেন কি না, কি অস্থি সমুদায় ভঙ্গ হইয়াছে কি না। কখন ধরিতে ধরিতে প্রভু আবার উঠিলেন, উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন। কখন ঘোর অচেতনে উঠিলেন না। তখন সকলে বসিয়া প্রভুকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে দেখিলেন যে নিশ্বাস বহিতেছে কি না। যদি দেখেন নিশ্বাস আছে, তবে কতক নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহাকে বায়ু বীজন প্রভৃতি সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যদি দেখেন নিশ্বাস বন্দ হইয়া গিয়াছে, বুক দুর দুর করিতেছে না, তখন আতঙ্কে সকলে মহা ব্যস্ত হইলেন। ভক্তগণের সর্ব্বদা ভয় যে, কবে তাঁহাদের প্রাণাধিক প্রিয় বস্তু তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিয়া হঠাৎ পলাইয়া যাইবেন। তখন প্রভুর অবস্থা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হওয়ার কথা। প্রভু পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া সেই তপ্ত বালুকার উপর পড়িয়া আছেন। উদর স্পন্দন, নিশ্বাস, প্রভৃতি জীবনের চিহ্ন মাত্র নাই। উত্তান নয়ন, মুখ বাহিয়া ফেন পড়িতেছে। তবে ইহার মধ্যে সুখকর দৃষ্টি এই টুকু থাকিত যে, প্রভুর মুখের শ্রী ও অঙ্গের তেজ তখন যেন আরও বৃদ্ধি পাইত। প্রভু আছাড় খাইয়া পড়িয়াছেন, চেতন কি জীবনের চিহ্ন মাত্র নাই, তখন ভক্তগণ চারি পার্শ্বে বসিয়া যাঁহার যেরূপ উদয় হইতে লাগিল, তিনি সেইরূপ সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ প্রভুর মস্তক উঠাইয়া জানুর উপরে রাখিলেন। নিত্যানন্দ বায়ু বীজন, অদ্বৈত গগন ভেদ করিয়া হুঙ্কার, ও হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কেহ বা বস্ত্র দ্বারা মুখে জল আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ

লাকে সকলে চুপ করিলেন। যাঁহারা পশ্চাতে আছেন, তাঁহারা অগ্রের লোক সমূহকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যে, প্রভু কি চেতন পাইয়াছেন? এই দুর্ভাবনার মধ্যে প্রভু হুঙ্কার করিয়া আবার উঠিলেন, উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, আর অমনি লক্ষ লোকে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর। যখন গোপীগণকে আপনি কাণ্ডারি হইয়া পার করিতেছিলেন, তখন মাঝ যমুনায় আসিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিলেন। এইরূপে গোপীগণকে ভয় দিয়া আমোদ দেখিতে লাগিলেন। গোপীগণ ভয় পাইয়া ক্রমে কৃষ্ণের নিকট যাইতে লাগিলেন। ভয় পাইলেই লোকে, যিনি আশ্রয়, তাঁহার নিকটে যাইয়া থাকে। এইরূপে প্রভু কি, আছাড় খাইয়া পড়িয়া, দু দণ্ড পর্য্যন্ত অচেতন, এমন কি মৃত অবস্থায় থাকিয়া, ভক্তগণকে ভয় দিয়া আমোদ দেখিতেন? একটী ঘটনা এখানে স্মরণ হওয়ায়, এ কথা বলিতেছি। প্রভু নৃত্য করিতেছেন, রথ আসিতেছে। কিন্তু প্রভু পশ্চাতে না হটিয়া, ঐ রথের সম্মুখে হঠাৎ ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমন কি, রথ প্রভুর শ্রীঅঙ্গের উপর আসিবার উপক্রম হইল। প্রভুর সংজ্ঞা নাই, অচেতন হইয়া পড়িয়া। রথ প্রায় তাঁহার বক্ষের উপরে। তাহাতে তাঁহারে কি? অমনি একজন ভক্ত ভয় পাইয়া—

তৈ রেতৈঃ করপল্লবৈ র্নিজ নিজ ক্রোড়েষু কৃত্বা কিয়,
দ্দূরে স্বৈরমুপার্পিতো বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ॥

(চৈতন্যচরিত কাব্য)

অর্থাৎ কোন ভক্ত ভয় পাইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া রথের অগ্র হইতে এক পার্শ্বে আনিলেন, প্রভু যেরূপ অচেতন সেইরূপই রহিলেন। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ ও রাজা ভয় পাইলেন। বিশেষতঃ উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু যে কখন্ কোথা যাইতেছেন, তাহার ঠিকানা করা যাইতেছে না। আবার লক্ষ লক্ষ লোকে প্রভুর নৃত্য দর্শন করিবার নিমিত্ত সম্মুখে ঝুঁকিতেছে। এমন কি, ভক্তগণকে ঠেলিয়া প্রভুর গায়ে পর্য্যন্ত পড়িতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রতাপরুদ্র সেই লোক সমূহের মধ্যে দাঁড়াইয়া, কিন্তু তাঁহাকে তখন কেহ গ্রাহ্য করিতেছে না। তখন সকলে যুক্তি করিয়া মণ্ডলি বাঁধিয়া প্রভুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথম

মণ্ডলে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীস্বরূপ প্রভৃতি। প্রভু মধ্য স্থানে। দ্বিতীয় মণ্ডলে প্রভুর ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা প্রভূত বলশালী ও নিতান্ত নিজজন, যথা কাশীশ্বর, গোবিন্দ, শ্রীবাস ইত্যাদি। আর তৃতীয় মণ্ডলে স্বয়ং মহারাজা। তিনি তাঁহার পাত্র মিত্র ও যোদ্ধাগণ লইয়া বাহিরে এক মণ্ডলি করিয়া লোক নিবারণ ও প্রভুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রাজার অগ্রে শ্রীবাস, দ্বিতীয় মণ্ডলীতে। রাজা ভাল করিয়া প্রভুকে দেখিতে পাইতেছেন না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভুর কি কাণ্ড, রাজা প্রজা সব মিশিয়া গিয়াছে। রাজা যে সেখানে দাঁড়াইয়া, তাহা অতি অল্প লোকে লক্ষ্য করিতেছেন। রাজার দক্ষিণ দিকে তাঁহার প্রধান অমাত্য হরিচন্দন। তাঁহার স্কন্ধে হস্ত অবলম্বন করিয়া রাজা এক দৃষ্টে প্রভুকে দর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু শ্রীবাস একটু স্থূলকায় বলিয়া, ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না। প্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত রাজা একবার বামে একবার দক্ষিণে মস্তক লইতেছেন। রাজার এই দশা দেখিয়া হরিচন্দনের অসহ্য হইতেছে। শেষে অমাত্যবর থাকিতে না পারিয়া, শ্রীবাসকে হস্ত দ্বারা এক পার্শ্বে সরিয়া যাইবার নিমিত্ত ঠেলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস ভাবে বিভোর, তাঁহার পশ্চাতে যে রাজা ও রাজার মন্ত্রী, আর মন্ত্রী যে তাঁহাকে রাজার প্রভু-দৃশ্য সুলভ করিবার নিমিত্ত এক পার্শ্বে যাইবার জন্য হস্ত দ্বারা ঠেলিতেছেন, তাহার বিন্দু [illegible]সর্গও তিনি জানেন না। হরিচন্দন বারম্বার ঐরূপে ঠেলিতে [illegible]গিলেন, শ্রীবাস বিরক্ত হইয়া, পশ্চাতে ফিরিয়া কে ঠেলিতেছে তাহা লক্ষ্য না করিয়া, হরিচন্দনের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন!

হরিচন্দন রাজনীতি লইয়া থাকেন, তিনি রাজা ব্যতীত আর কাহাকেও চিনেন না, রাজনীতি ব্যতীত আর কিছুই বুঝেন না। সম্মুখের এক দরিদ্র বিদেশী ব্রাহ্মণের চপেটাঘাত দ্বারা অত লোকের মধ্যে অপমানিত হইয়া, তিনি স্বভাবত ক্রুদ্ধ হইলেন, হইয়া শ্রীবাসকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু রাজা তখন পূর্ব্ব রাগরসে বিভাবিত। তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ও তাঁহার সম্বন্ধীয় যে কেহ, কি যে কোন বস্তু, সমুদায় মধু বলিয়া বোধ হইতেছে। হরিচন্দনের ক্রোধ দেখিয়া, রাজা ব্যস্ত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিতেছেন, "তুমি কর কি? দেখিতেছ না উনি প্রভুর গণ! উহাঁর শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়াছ, তুমি অতি ভাগ্যবান, আমি পাইলে আপনাকে অতি ভাগ্য-

বান ভাবিতাম।" হরিচন্দন কাজেই নিরস্ত হইলেন। এবং যাঁহারা রাজার চরিত্র দেখিলেন ও বুঝিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। শ্রীবাস একটুকু লজ্জা পাইলেন।

প্রভুর নৃত্য কেহ দেখেন নাই। সকলে শুনিয়াছেন, শ্রীশচীর উদরে শ্রীনবদ্বীপ নগরে শ্রীনন্দের নন্দন জন্ম গ্রহণ করিয়া, এখন সন্ন্যাসীরূপে শ্রীনীলাচল ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে অতি ভাগ্যবানে দূর হইতে দর্শন পাইয়া থাকেন। তিনি অদ্য সর্ব্ব-নয়ন-গোচর হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনে লোক বিমোহিত হয়, তাঁহার নৃত্য দর্শনে পাষাণ দ্রবীভূত হয়। তাঁহার প্রেম-তরঙ্গের নৃত্য যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত অনুভব করিতে পারিবেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যে ভুবন মোহিত কেন করিত। সেই নবীন গৌর-তনু, অদ্য দিবাভাগে, সর্ব্ব সমক্ষে, নৃত্য করিতেছেন। এই নৃত্যই অতি কঠিন জীবের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিগণ ইহার সঙ্গে আরো নানা অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতেছেন। যথা চরিতামৃতে—

উদ্দণ্ড নৃত্য প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট সাত্বিক ভাব উদয় হয় সমকাল॥
মাংস-ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলোকিত।
শিমুলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
এক এক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোক জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাহে রক্তোদ্গম।
জয় জয় জজ গগ গদ্ গদ্ বচন॥
জল যন্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রু জল।
আস্ পাস্ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহ কান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্প সম॥

এই সমস্ত অদ্ভুত দর্শনে যাঁহারা দ্রবীভূত না হয়েন, অলৌকিক দর্শনেই যেন তাঁহারাও মুগ্ধ হইতেছেন। মাঝে মাঝে প্রভু, বায়ু ভরে কদলী পত্রের ন্যায় কম্পিত দুই শ্রীকর যুড়িয়া, শ্রীজগন্নাথকে প্রণাম করিতে যাইতেছেন, কিন্তু বড় কাঁপিতেছেন বলিয়া স্থির হইয়া প্রণাম করিতে পারি-

তেছেন না। যুগ্ম বৃদ্ধাঙ্গুলী বারম্বার কপালে লাগিতেছে। আবার প্রভু কখন কখন মহামল্লের ন্যায় দৃঢ়রূপে বাম পদ অগ্রে স্থাপিত করিয়া শ্রীজগন্নাথ পানে চাহিয়া তাল ঠুকিতেছেন। ইহাতে তুমুল শব্দ হইতেছে, ও প্রভুর বাম বাহু রক্ত বর্ণ হইতেছে। প্রভুর মনের ভাব অনুভব করুন। তখন তাঁহার ভক্ত-ভাব। শ্রীজগন্নাথের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, যে, "আর আমার ভয় কি, আমি তোমার বলে বলীয়ান।" আর ত্রিতাপকে অর্থাৎ ভয়ের যত কিছু, তাল ঠুকিয়া আরোপ টংকারে তুচ্ছ করিতেছেন। মনে ভাবুন, অতি বলশালী কোন লোক জানু পাতিয়া একটী প্রকাণ্ড শৃঙ্গী মেষকে তাল ঠুকিয়া আহ্বান করিয়া বলিতেছেন যে, "আয় দেখি, তোর কত শক্তি!" প্রভুও সেই ভাবে ভাবিত হইয়া, এই ভাবে তাল ঠুকিতেছেন। কখন মুখে জয় জগন্নাথ বলিতে যাইতেছেন। কিন্তু একে জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ সমুদায় অবাধ্য হইয়াছে, আরও মহাকম্পে দন্তে দন্তে আঘাত হইতেছে, সুতরাং জয় বলিতে জজ বলিতেছেন, জগন্নাথ বলিতে জগ গগ করিতেছেন। তখন তাবল্লোকে ভক্তি দ্বারা অভিভূত হইতেছেন। যখন মৃত্তিকায় পড়িয়া প্রভুর শ্বাস রহিত হইতেছে, তখন সকলে ক্রন্দন করিতেছেন। যখন প্রভু নৃত্য করিতেছেন, তখন সেই অসংখ্য লোকের হৃদয় নাচিতেছে। প্রকৃত কথা, তখন সেই লক্ষ লক্ষ লোকে প্রেম-তরঙ্গে পড়িয়া কি একটা হইয়া গিয়াছেন। কি রাজা, কি প্রজা, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, সকলে আত্মহারা হইয়া, যাহার যেরূপ প্রকৃতি, তিনি সেইরূপে বিভাবিত হইতেছেন। ফল কথা, প্রভু এই লক্ষ চিত্তকে বশীভূত করিয়া সম্পূর্ণরূপে করায়ত্তে আনিয়াছেন।

প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য ভক্তের নিমিত্ত, মধুর নৃত্য প্রেমিকের নিমিত্ত। প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে ভক্তি উদ্রেক করিতেছেন, কিন্তু যাঁহারা ব্রজের নিগূঢ় রসের অধিকারী, তাঁহারা সে নৃত্য দেখিয়া দুঃখ ও ভয় পাইতেছেন। প্রভু মুহুর্মুহু পড়িতেছেন, শ্রীনিতাই, শ্রীঅদ্বৈত, ও স্বরূপ, ইহাঁদের মধ্যে যিনি দেখিতেছেন তিনিই ধরিতেছেন, ও ভক্তগণে সন্তর্পণ করিতেছেন।

প্রভু নৃত্য করিতে করিতে রাজার নিকটে আসিলেন, আসিয়া ঐ রূপে পড়িয়া গেলেন। তখন রাজা স্বভাবতঃ হাহাকার করিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, ধরিয়া উঠাইতে গেলেন। এখন প্রভুকে স্পর্শ করে, এরূপ

সাহস স্বরূপ ও নিতাই ব্যতীত আর কাহারও হইত না। শ্রীঅদ্বৈত পর্য্যন্তও প্রভুকে স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। রাজা যে প্রভুকে ধরিতে গেলেন, এ যে তিনি রাজা সেই স্পর্দ্ধার বলে তাহা নয়, ইহা কেবল অভ্যাসবশত। তাঁহার পদের নিমিত্ত চিরদিন তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতি, কোন কার্য্য করিতে কাহারও অনুমতি লওয়ার শিক্ষা তিনি কখন পান নাই। প্রভুকে প্রগাঢ় ভাল বাসেন, সেই প্রভু তাঁহার সম্মুখে অতি নির্ঘাত আছাড় খাইলেন, তিনি কাজেই যাইয়া প্রভুকে ধরিলেন।

কিন্তু প্রভুর উদ্দেশ্য-শূন্য কার্য্য একেবারে ছিল না। সামান্য জীবের ন্যায় তাঁহার কার্য্যের ভুল হইত না। তিনি মূর্চ্ছিত অবস্থায়ও কোন অকাজ করিতেন না। প্রভু ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহার হঠাৎ চেতন পাইবার কথা নয়। কিন্তু রাজা যাই প্রভুকে স্পর্শ করিলেন, অমনি তিনি চেতন পাইলেন। পাইয়া বলিলেন, "ছি! একি *হইল? আমার বিষয়ীর স্পর্শ হইল?" ইহাই বলিয়া, রাজার হস্ত হইতে যেন অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত, অন্যত্র গমন করিলেন, করিয়া আবার* নৃত্য করিতে লাগিলেন।

রাজা এইরূপে লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে ও তাঁহার পাত্র মিত্র সৈন্য সামন্তের মাঝে, তাঁহার নিজ স্থানে, নিরপরাধে প্রভু কর্ত্তৃক অবমানিত হইলেন। রাজার যদি কিঞ্চিৎ মাত্র অভিমান থাকিত, তবে তিনি ক্রোধ করিয়া প্রভুকে সেই স্থানেই উপেক্ষা করিতেন। যদি তাঁহার প্রভুকে যে ভক্তি তাহার মধ্যে মলিনতা থাকিত, তবে তিনি এত অপমান সহ্য করিতে পারিতেন না। শুনিতে পাই, যাহাকে শ্রীভগবান কৃপা করিবেন, তাহাকে এইরূপে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এক দিন শ্রীমতী রাধিকাও এইরূপে প্রথমে উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। রাজা তখন শ্রীভগবানের কৃপা পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন, তাই প্রভু কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া আপনাকে অপমানিত বোধ করিলেন না। প্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান, এ বিশ্বাস তখন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, একটু পূর্ব্বে তিনি স্বচক্ষে তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। প্রভুর রূপে গুণে মোহিত হইয়া তাঁহার যত খানি প্রাণ, সমুদায় তাঁহাতে অর্পণ করিয়াছেন। কাজেই প্রভু কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া ক্রুদ্ধ না হইয়া, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা লইয়া, শ্রীমতী যেরূপে উপেক্ষিত হইয়া সখীদিগের শরণাগত হইয়াছিলেন, সেই

রূপে, তিনি কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের নিকট রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, "হে সুহৃদগণ! আমার ভাগ্যে কি প্রভুর কৃপা হইবে না? আর আমার বাঁচিয়া কি ফল?"

তখন সকলে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তোমার প্রতি প্রভুর সম্পূর্ণ কৃপা। তাহা না হইলে, তিনি যে স্বয়ং জগন্নাথ, ইহা একটু পূর্ব্বে এই লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে অন্যকে গোপন করিয়া তোমাকে জানাইতেন না। পূর্ণ কৃপা ব্যতীত ইহা হয় না। তিনি ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন, তিনি বিধি উপেক্ষা করিলে জীবে উহা মানিবে না। সন্ন্যাসীর রাজ স্পর্শ ত দূরের কথা, দর্শন পর্য্যন্ত নিষেধ। এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে তুমি তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, তিনি সেখানে তোমাকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য। কিন্তু তুমি তাই বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িও না। তুমি উপেক্ষিত হইয়াছ বলিয়া প্রভুর কৃপা উপেক্ষা না করিয়া, আবার তাঁহার চরণে স্মরণ লও, লইয়া জগজ্জনকে দেখাও যে, যদিও তুমি রাজা, কিন্তু তবু তুমি ভক্ত, প্রভুর কৃপা পাইবার নিতান্ত উপযুক্ত। এইরূপে তুমি, তোমাতে প্রভুর কৃপা করিতে যে বাধা আছে, তাহা অন্তর্হিত কর। তবে প্রভু তোমার নিকট ঋণী হইবেন।

রাজা সখাগণের এই অপরূপ সান্ত্বনা বাক্যে, এবং একটু পূর্ব্বে প্রভু অন্তরীক্ষে যে তাঁহার গোচর হইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া, কথঞ্চিৎ স্থির হইলেন, হইয়া আবার প্রভুর নৃত্যে মনঃসংযোগ করিলেন। প্রভু রাজার হাত ছাড়াইয়া আবার নৃত্য আরম্ভ করিলেন, কিন্তু এবার আর উদ্দণ্ড নৃত্য নয়, ব্রজ-গোপীর নৃত্য। ফল কথা, প্রভুর মনের ভাব তখন অন্য রূপ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ভক্ত-ভাবে নৃত্য করিতেছিলেন, এখন গোপী-ভাব দ্বারা অভিভূত হইলেন, হইয়া কি কি করিলেন তাহা একে একে বলিতেছি। প্রথমে এই ভাব পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য বলিতেছি। প্রভুর তখন মনের ভাব হইল যে, তিনি শ্রীমতী রাধা, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের ওখানে তাঁহার সহিত মিলিতে আসিয়াছেন। আসিয়া প্রথমে দেখেন যে, সেখানে তাঁহার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ পরম ঐশ্বর্য্যশালী, হাতী ঘোঁড়া সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছেন। দেখেন, তাঁহার বন্ধু রাজবেশ ধরিয়া হাতে দণ্ড লইয়াছেন। ইহাতে আপনার বন্ধুর ভিন্ন বেশ, ভিন্ন সঙ্গ দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তাই নিবেদন করিবেন, বলি-

বেন কি না যে, "হে আমার বন্ধু! তুমি এ বহিরঙ্গ লোক সমূহের মাঝে কেন? চল, বাড়ী চল, শ্রীবৃন্দাবনে তুমি আমি দুই জনে থাকিব।"

কিন্তু এ সংবাদ শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে অবগত করান? যেহেতু তিনি অতি দূরে রথের উপরে! নিরুপায় হইয়া সেখানে বসিলেন, বসিয়া নখ-দ্বারা মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্গ আকৃতি লিখিলেন। সেই তাঁহার কৃষ্ণ হইলেন। এখন সেই মূর্ত্তির নীচে নখ-দ্বারা মনের ভাব লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু লিখিবেন কি, লিখিবার পূর্ব্বেই নয়ন-জলে তাঁহার সেই ত্রিভঙ্গাকৃতি ধুইয়া যাইতেছে। কাজেই আবার চিত্র আঁকিতেছেন, আঁকিয়া আবার লিখিতেছেন। প্রভুর এই কার্য্য দেখিয়া সরূপ ব্যথিত হইতেছেন, যেহেতু প্রভুর নখে আঘাত লাগিতেছে। তাই প্রভু যখন লিখিতে যাইতেছেন, সরূপ, ব্যগ্র হইয়া, (তিনি প্রভুর পাশে অগ্রেই বসিয়া গিয়াছেন,) নিজ হস্ত পাতিয়া দিতেছেন, যে প্রভু মৃত্তিকায় নখ-দ্বারা আঁচড় দিতে না পারেন। প্রভু বেগতিক দেখিয়া হাত সরাইয়া অন্য স্থানে চিত্র লিখিতে যাইতেছেন, সরূপও ঐরূপ হাত সরাইয়া প্রভুর নখের নীচে হাত রাখিতেছেন। কিন্তু সরূপের অধিকক্ষণ আর পরিশ্রম করিতে হইল না, যেহেতু ইতি-মধ্যে প্রভুর মনে ভাব প্রবেশ করিল যে, শ্রীকৃষ্ণ রথে চড়িয়া তাঁহাদের সহিত বৃন্দাবনে চলিয়াছেন। প্রভুর মনের ভাব হইল যে, তিনি রাধা, সখীগণ সহিত এখন সেই বন্ধুকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন। প্রভু এই ভাবে বিভোর হইয়া আহ্লাদে একেবারে গলিয়া পড়িলেন, কাজেই তাঁহার নৃত্য আপনাপনি মধুর হইল। এদিকে সরূপ অমনি বুঝিলেন যে, প্রভুর মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আর সে পরিবর্ত্তন কি, তাহাও বুঝিলেন।

সরূপ গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায় বাক্য মন॥
সরূপের ইন্দ্রিয় প্রভুর নিজ ইন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট করিয়া করে গান আস্বাদন॥ (চরিতামৃত)

প্রভুর ভাব বুঝিয়া সরূপ অমনি এই পদ ধরিলেন। যথা—

সেইত পরাণ নাথ পাইনু।
যার লাগি মদন দহনে দহি গেনু॥

প্রভুও তখন মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন, সে নৃত্য দেখিলে জীব মাত্রের

নয়নে আনন্দ-জল আইসে। প্রভু তখন রাধা-ভাবে সজল ও সলজ্জ নয়নে জগন্নাথ পানে চাহিতে লাগিলেন। তাহার পরে যেন জগন্নাথের সহিত কথা আরম্ভ করিলেন। লোকে কথা শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু প্রভু যে কি করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন। প্রভু তখন যে লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে আছেন, ইহা তিনি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি রথে শ্রীকৃষ্ণকে ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। আবার এই লক্ষ লক্ষ লোকেও স্তম্ভিত হইয়া প্রভুর কাণ্ড দর্শন করিতেছেন। প্রভুর মন জগন্নাথে নিবিষ্ট, আবার এই লোক সমূহের মন প্রভুতে নিবিষ্ট। প্রভুর প্রত্যেক ভঙ্গী সকলে আবিষ্ট হইয়া দর্শন করিতেছেন।

প্রভু মুখ উঠাইয়া রথে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিতেছেন, এমন সময় যেন তাঁহার সহিত নয়নে নয়ন মিলিত হইল। অমনি লজ্জা পাইয়া মুখ হেট করিতেছেন। আবার যেন অনিবার্য্য আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চলিতেছেন।

কখন যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন, এই ভাবিয়া অমনি লজ্জা পাইয়া, ক্রোধ করিয়া, অল্প হাসিতে হাসিতে, ও করতালি দিতে দিতে, পশ্চাতে নৃত্য করিতে করিতে, আসিতেছেন। কখন হাত নাড়িয়া মুখ নাড়িয়া রথের শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। আবার কখন ছল ছল আঁখিতে গদ্ গদ্ হইয়া যেন আপনার মনের ব্যথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন। প্রভুর তখনকার মনের ব্যথা কি, তাহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, "বন্ধু! তুমি এ কোথায় আসিয়াছিলে? এখানে লোকের কলরব, আমি স্বস্তি পাইতেছি না। আমরা গোপী, আমাদের ও সব দেখিয়া ভয় করে। বন্ধু! বৃন্দাবনে চল, সেখানে পক্ষী গান করিতেছে, বৃক্ষ সুশীতল ছায়া দিতেছে, যমুনা পিপাসা শান্তি করিতেছে। হে আমার প্রাণের প্রাণ! আমি তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ বাঁচি না। চল, সেখানে তোমার নিজজনের কাছে চল, সকলে সুখে ক্রীড়া করিব।

প্রভু তখন আপনাকে রাধা বলিয়া ভাবিতেছেন, কাজেই সরূপকে ভাবিতেছেন ললিতা। এমন কি, নিকটে যে যে মর্ম্মী-ভক্ত আছেন, সকলকেই তাঁহার আপনার সখী বলিয়া বোধ হইতেছে। মনের ভাব এই যে, তাঁহার সুখের সুখী সখীগণ সহিত তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ একটু দূরে রথের উপরে আছেন। প্রভুর মনের ভাব যে, কৃষ্ণ এত দূরে যে, তাঁহার সহিত

কথাবার্ত্তার সম্ভাবনা নাই। মনে ইচ্ছা হইতেছে যে, "তাঁহার প্রিয়-তমের গলায় মালতীর মালা দিবেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দূরে। তাহার পরে মালতীর মালা বা কোথায় পাইবেন? তখন হস্তে যে জপের মালা ছিল, উহা, তাঁহার মনে সহজেই মালতীর মালা রূপে পরিণত হইল। এখন মালতীর মালা পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণও সম্মুখে, কিন্তু তাঁহার গলায় মালা দিবেন কি রূপে? তাই মনে মনে একটু পরামর্শ করিয়া হস্ত উর্দ্ধ করিয়া আপনার অঙ্গুলীতে মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। ঘুরাইতে ঘুরাইতে উহা শ্রীজগন্নাথের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাবৎ লোকে প্রভুর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, কারণ প্রকৃতই সেই মালা শ্রীজগন্নাথের গলায় বেষ্টন করিয়া পড়িল। এই রহস্য দেখিয়া লক্ষ লক্ষ লোকে চিৎকার করিয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রথে, জগন্নাথের পার্শ্বে, যাঁহারা আছেন, তাঁহারা আবার সেই মালা প্রভুর হাতে পঁহুছিয়া দিতে লাগিলেন।

প্রভুর, মর্ম্মি ভক্তগণকে সখী বোধে তাঁহাদিগকে আবার পুরস্কার মালা দিতে ইচ্ছা হইতেছে। আবার ঐরূপ অঙ্গুলি দ্বারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মালা নিক্ষেপ করিতেছেন, আর প্রকৃতই সেই ভক্তের গলায় সেই মালা বেষ্টন করিতেছে। যথা, বক্রেশ্বর প্রভুর একটু দূরে আছেন। প্রভু তাঁহার দিকে চাহিয়া অঙ্গুলিতে মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া উহা নিক্ষেপ করিলেন, আর অমনি তাঁহার গলা ঐ মালা দ্বারা বেষ্টিত হইল। বোধ হয় সেই দেখাদেখি এখন দর্শকগণে রুমালে প্রণামী বাঁধিয়া রথের উপর নিক্ষেপ করেন, আর সেবাইতগণ প্রণামী লইয়া সেই রুমালে প্রসাদী মালা দিয়া উহা প্রত্যর্পণ করেন।

প্রভুর নৃত্য বর্ণন করা অসাধ্য, কারণ তিনি প্রত্যহ এক রূপ নৃত্য করিতেন না। নিমিষে নিমিষে তাঁহার নৃত্য নূতন আকার ধারণ করিত। প্রভুর আনন্দ হইয়াছে, ভাবিতেছেন সখীদেরও সেইরূপ আনন্দ হইয়াছে, তাই সখীদের সহিত আনন্দ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনি মধুর নৃত্য করিতেছেন, এখন সম্মুখে দেখেন বক্রেশ্বর। অমনি তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। কিন্তু শুধু আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না, গলা ধরিয়া মুখ চুম্বন করিতেছেন। দেখেন পার্শ্বে স্বরূপ দামোদর, দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, স্বরূপ অমনি চরণে পড়িলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে কাঁপিতে কাঁপিতে

সরূপকে উঠাইয়া হৃদয়ে করিলেন ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। তখন বোধ হইল যেন সরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে প্রবেশ করিলেন, কারণ প্রভু সরূপকে যে আলিঙ্গন করিলেন, অমনি তিনি যেন লোকের অদর্শন হইলেন। যথা চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে—

দধার কটিসূত্রকং প্রভুরীতিহ দামোদরঃ
স্বরূপ ইব তস্য কিং যতিবরোঽয়মুদ্বুধ্যতে।
য এব নটোনোৎসবে হৃদয়কায় বাগ্‌বৃত্তিভিঃ
শচীসুত কলানিধৌ প্রবিশতীব সান্দ্রোৎসুকঃ॥

এই দেখিলেন দুই জনে এক হইয়া গেলেন, আবার একটু পরে পৃথক্‌কৃত হইলেন। তখন দুই জনে মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কখন দুই জনে হস্ত উত্তোলন করিয়া, কর ধরাধরি, মুখোমুখি হইয়া নৃত্য করিতেছেন। কখন ঐরূপ মুখোমুখি হইয়া উভয়ে উভয়ের বাহু ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। কখন বা শ্রীগৌরাঙ্গ সরূপের মুখে নয়ন-পদ্ম অর্পণ করিয়া তাঁহার চিবুক ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। কখন বা দুই জনে মুখ ঘুরাইয়া, পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে মিলিত হইয়া, নৃত্য করিতেছেন। কখন বা উভয়ে পলক হারাইয়া নয়নে নয়নে মিলিত হইতেছেন, হইয়া নৃত্য করিতেছেন। এই নৃত্য দেখিয়া কি এই মহাজনের পদ সৃষ্টি হইল? যথা—

হেরাহেরি ফেরাফিরি ধরাধরি বাহু।
পূর্ণিমার চাঁদে যেন গরাসিল রাহু॥

আবার সরূপ, সিংহের কটি হইতেও ক্ষীণ যে প্রভুর কটি, তাহা এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, এবং প্রভু সরূপের কটি ধরিয়াছেন, আর সরূপ বক্র হইয়া অন্য হাতে প্রভুর জানু ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। যথা চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে—

উন্মীলন্মকরন্দ সুন্দর পদদ্বন্দ্বার বিন্দোল্লস
দ্বিন্যাসঃ ক্ষিতিষু প্রকাম মমুনা দামোদরেণ প্রভুঃ।
আমুষ্টেঃ করকুট্মলৈরিতইতোহর্ষাদধোধো গুরু
স্নেহার্দ্রেণ দৃঢ়োপগূহিতপদো নৃত্যন্নসৌ দৃশ্যতাং॥

আবার কখন বা প্রভু, দক্ষিণ দিকে সরূপের, বাম দিকে বক্রেশ্বরের হস্ত ধরিয়া, দ্রুত পদে নৃত্য করিয়া, হাসিতে হাসিতে, একবার জগন্নাথের দিকে চাহিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন, আবার ঐরূপ নৃত্য করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে, পশ্চাতে হাঁটিয়া আসিতেছেন। আবার প্রভু

কখন বক্রেশ্বর ও স্বরূপকে ত্যাগ করিয়া, যাঁহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, অমনি কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে হৃদয়ে করিয়া মুখ চুম্বন করিতেছেন। ভাবিতেছেন, ক্রমে বৃন্দাবনের দিকে যাইতেছেন। আর প্রভু, যত বৃন্দা-বনের নিকট যাইতেছেন, ততই আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন।

প্রভুর হৃদয়ানন্দ সিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ ঝঞ্ঝার বায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥ (চরিতামৃত)

কাজেই সঙ্গে সঙ্গে এই লোক সমূহ আনন্দে পাগল হইল। এখন, রাধা ও কৃষ্ণে যে প্রেম-ভাব, ইহা লোকে হৃদয়ে কতক অনুভব করিতে পারে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, ও শ্রীমতী নারী। কিন্তু এই যে প্রভু প্রেমে জর্জ্জরিভূত হইয়া স্বরূপ কি বক্রেশ্বরকে চুম্বন করিতেছেন, ইহা কি জাতীয় প্রেম, বহিরঙ্গ লোকে ইহা কিরূপে অনুভব করিবে? এই যে প্রভু মুখ-চুম্বন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া লোকের কিছু মাত্র অস্বাভাবিক বোধ হইতেছে না, বরং লোকে উহা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইতেছে। তাই শাস্ত্রে বলেন, গোপী-প্রেমে কামগন্ধ নাই। অর্থাৎ হৃদ্‌রোগ কি কাম-রোগ থাকিতে কৃষ্ণ-প্রেম উদয় হয় না। অথবা কৃষ্ণ-প্রেম উদয় হইলে হৃদ্‌রোগ কি কামরোগ বশীভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম উদয় হইলে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ জ্ঞান লোপ হয়, অথচ স্ত্রী ও পুরুষে যে মধুর প্রেম উহা পরিবর্দ্ধিত হয়। এক শ্রীভগবান পুরুষ, আর সমুদায় প্রকৃতি, পরিণামে জীব মাত্র গোপ গোপীরূপে শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের বক্রেশ্বরকে চুম্বন দ্বারা, শ্রীভগবানের জীবের সহিত, জীবের জীবের সহিত, ও জীবের শ্রীভগবানের সহিত, কত গাঢ় সম্বন্ধ, কতক অনুভব করা যাইতে পারে। যাঁহারা পরকীয় প্রেমের কথা শুনিলে ক্লেশ পায়েন, তাঁহারা দেখিবেন যে, এই প্রেমে স্ত্রী পুরুষ জ্ঞান নাই।

জগন্নাথ-সেবক যত রাজ-পাত্রগণ।
যাত্রিক লোক নীলাচলবাসী যত জন॥
প্রভু নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণ-প্রেমে উথলিল হৃদয় সভার॥
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভু নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল॥

প্রভুর তবু ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতেছে, কিন্তু মধুর নৃত্যে যে পতন

তাহাতে তত ভয় হয় না। প্রভু মূর্চ্ছা যাইতেছেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার যে আনন্দ উঠিতেছে, তাহা হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। যখন আনন্দ হৃদয়ে না ধরে, তখন মূর্চ্ছা হয়। প্রভু আবার রাজার সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইলেন!

রাজা পূর্ব্বে তাড়া খাইয়াছেন, তাহাতে এবার নিরস্ত হইলেন না। তবে সে বার যেমন প্রভুকে ধরিয়া উঠাইতে গিয়াছিলেন, এবার তাহা না করিয়া পদতলে বসিলেন, বসিয়া শ্রীপদ দুখানি আপনার ক্রোড়ে রাখিয়া অতি যতনে উহা সেবা করিতে লাগিলেন। যথা কবিকর্ণপুরের কাব্যে—

আনন্দোৎসাহ মূর্চ্ছাগত ইব ভবতি স্পন্দ নিশ্বাস মন্দে
রোহদ্রোমাঞ্চপূরৈ র্বিকলিত-বপুষানন্দ মন্দীকৃতেন।
স্যন্দন্নেত্রারবিন্দদ্বয় সলিল জুষারুদ্রদেবেন ভূয়ঃ
সানন্দং সেবিতাঙ্ঘ্রি দ্বয় সরসিরুহো রাজতে গৌরচন্দ্রঃ ॥

অর্থ—শরীর স্পন্দন ও নিশ্বাস-বায়ু মন্দীভূত হওয়ায় নেত্র-পদ্ম বিগলিত জল-ধারা-যুক্ত, তথা আনন্দে জড়ীকৃত ও লোমাঞ্চ, সমূহে বিকলিত অঙ্গ দ্বারা যাঁহাকে বোধ হইতেছে যেন আনন্দ উৎসাহ ও তত্তৎক্ষণেই মূর্চ্ছাগত হইতেছেন এবং প্রতাপরুদ্র কর্ত্তৃক সানন্দে তদবস্থায় যাঁহার পাদপদ্ম যুগল সেবিত হইতেছে, সেই প্রভু গৌরচন্দ্র অতিশয় শোভা পাইতেছেন।

প্রভু বলিয়াছিলেন তিনি রাজ-সম্ভাষণ করিবেন না, রাজার সংকল্প তিনি প্রভুর কৃপাপাত্র হইবেন। শ্রীভগবান ভক্তের নিকট পরাস্ত হইলেন। এবার প্রভু বিষয়ীর স্পর্শে হঠাৎ চেতন লাভ করিলেন না, রাজার সন্তর্পণে ধীরে ধীরে সচেতন হইলেন। কিন্তু তবু মহারাজের সেবা যে তাহার অবগতি হইয়াছে, ইহা জানিতে দিলেন না। প্রভু চেতন পাইয়াই আবার মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

প্রভু এই রাধা-ভাবে প্রেমের হিল্লোলের মাঝে সহসা ভক্তি কর্ত্তৃক পরিপ্লুত হইলেন। প্রেম ও ভক্তি, ভজন কালে, হৃদয়ে এইরূপ খেলা করিয়া থাকেন। কখন প্রেম ভজন করিতে করিতে হঠাৎ ভক্তির উদয় হয়, আবার ভক্তির সেবা করিতে করিতে প্রেমের উদয় হয়। প্রেমের হিল্লোলে প্রভুকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ ভক্তির উদয় হইল।

তখন শ্লোক আকারে প্রভু বলিতেছেন, "হে অরবিন্দ লোচন! তোমার পাদপদ্ম মাধুরী অতিশয় রমণীয়, অতিশয় সুগন্ধ, অতিশয় দুর্লভ," ইহা বলিয়া সেই সুশীতল শ্রীপাদকমল ধরিতে গেলেন। আবার তখনি অধিরূঢ় ভাব উপস্থিত হওয়ায়, আপনাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইল। অতএব এক সময়ে প্রভুর দেহে রাধা ও কৃষ্ণ উভয় ভাবের উদয় হইল। তাই রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ ধরিলেন। অর্থাৎ আপনার শ্রীপদ হৃদয়ের উপর রাখিয়া অতি গাঢ় প্রেমে ও ভক্তিতে চুম্বন করিতে লাগিলেন। প্রভু, আপনার পদ শ্রীকৃষ্ণের পদ এই বোধে উহা ঘন ঘন চুম্বন করিতেছেন, প্রেমে উহা বুকে ধরিতেছেন, আর নয়ন ভরিয়া এক দৃষ্টে দর্শন করিতেছেন।

প্রভুর এক সময়ে যে দেহের মধ্যে দুই ভাব, ইহা মুহুর্মুহু প্রকাশ হইত। এই দুই ভাব কিরূপ না রাধা-কৃষ্ণ ভাব, কি উদ্ধব-কৃষ্ণ ভাব। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পাঠক দেখিবেন যে, প্রভু যখন নবদ্বীপ হইতে ভক্তগণের নিকট বিদায় লয়েন, তখন এক সময়, একবার কৃষ্ণ হইয়া রাধার নিমিত্ত, ও রাধা হইয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত, রোদন করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রভু উদ্ধব ও কৃষ্ণ, এই দুই ভাবে, একেবারে বিভাবিত হইয়া, আপনার চুল দ্বারা আপনার শ্রীপদ বন্ধন করিতেন। প্রভুর চুল হইল উদ্ধবের, পদ হইল শ্রীকৃষ্ণের! উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তাঁহার সেবা আপন কেশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদবেষ্টন। ভক্তিতে ভক্তে প্রভুর এইরূপ সেবা করিয়া থাকেন।

এইরূপে রথ বলগণ্ডি স্থানে আইল। দক্ষিণে উপবন, বামে বিপ্রশাসন নারিকেল বন। সে স্থানে আইলেও প্রভুর নৃত্য ভঙ্গ নাই। কিন্তু সেখানে একটি নিয়ম আছে, তাহাতে মহা ভিড় হইল। সে স্থানে রাজা, রাণী, পাত্র, মিত্র, বিদেশী, সকলেই, যাহার যেরূপ ইচ্ছা, শ্রীজগন্নাথকে ভোগ দিয়া থাকেন। যাহার যতদূর সাধ্য, তিনি সেখানে সেইরূপ উত্তম আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোজন করাইয়া থাকেন। সেই কারণে এত গোল হইল যে, ভক্তগণ প্রভুকে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত করাইয়া উপবনে লইয়া গেলেন। সেই উপবনে উত্তম গৃহ আছে, ভক্তগণ প্রভুকে তাহার পিণ্ডায় লইয়া বসাইলেন। প্রভু প্রেমে অচেতন। পিণ্ডায় পা মেলাইয়া ঘর হেলান দিয়া বসিয়া থাকিলেন। পরিশ্রমে প্রভুর ঘর্ম্মাক্ত কলেবর।

সেখানে তিনি শীতল বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ যে যেখানে পাইলেন, বৃক্ষ তলায় ঐরূপে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র সখাগণ সহিত প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছেন। প্রভু পিণ্ডায় গমন করিলে রাজার আনন্দে প্রাণ নাচিয়া উঠিল। তখন সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের পরামর্শ ক্রমে রাজা তাঁহার জীবিতেশ্বরের সহিত মিলিত হইতে চলিলেন। প্রথমে রাজা সমুদায় রাজবেশ পরিত্যাগ করিলেন, করিয়া ধুতি চাদর পরিলেন, অবশ্য ধুতি ও চাদর অতি পরিষ্কার।

শুক্ল বস্ত্র, ধুতি ফোতা পরিয়াছে মাত্র।
প্রভুকে দেখিব বলি উল্লাসিত গাত্র॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

তাহার পরে সুন্দর বৈষ্ণব বেশের যে যে উপকরণ, সমুদায় ধারণ করিলেন। করিয়া একলা উপবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা প্রকাণ্ড দেহধারী ও বলশালী, কিন্তু তখন প্রতিপদে তাঁহার পদস্খলন হইতেছে। চকিত হরিণীর ন্যায় এদিক ওদিক চাহিতেছেন, কিন্তু সে অভ্যাসে, প্রকৃত পক্ষে, উল্লাসে ও ভয়ে, বাহ্য জ্ঞান অল্প মাত্র আছে।

চতুর্দ্দিকে চাহে রাজা সভয় নয়নে।
প্রভুর নিকটে গেল মন্থর গমনে॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

দেখেন, ভক্তগণ বসিয়া আছেন, তাঁহারা সকলে প্রভুর কৃপাপাত্র। ভক্তগণকে দেখিয়া রাজার চেতন হইল, তখন করযোড়ে সকলের নিকট সঙ্কেত দ্বারা, প্রভুকে মিলিতে অনুমতি চাহিলেন। রাজার এই দীন ভাব, এই আকিঞ্চন, এই দৃঢ়তা, দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন, অনেকের হৃদয় দ্রব হইল। কাহার বা একটুকু শঙ্কাও হইল, ভাবিলেন যে রাজার ভাগ্যে আজি না জানি কি হয়। এইরূপে রাজা ক্রমে প্রভুর নিকটস্থ হইলেন। প্রভু কিরূপে বসিয়া আছেন, তাহা চন্দ্রোদয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

নৃত্যাবেশ প্রভু চিতে, না পারেন সম্বরিতে, মুদিত করিয়া দু নয়ন।
শ্রীচরণ প্রসারিয়া, বসিল আনন্দ পাঞা, পাদপদ্ম চাপেন সখন॥
নিরন্তর নেত্র-জল, ধৌত করে বক্ষঃস্থল, প্রেমানন্দ যেমন সাক্ষাৎ।

প্রভু কি করিতেছেন, না মুখে সেই পূর্ব্বের রচিত একটী অর্দ্ধ শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন, আর মুদিত নয়ন জলে ভাসিয়া যাইতেছে। সে শ্লোকটি এই, যথা—

অথাত আনন্দ দুঘং পদাম্বুজং ইত্যাদি। (চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক)

গোপীনাথ নিকটে বসিয়া, প্রভুর এই শ্লোক শুনিয়া, মনে মনে অর্থ করিতেছেন। ভাবিতেছেন, প্রভু একটু পূর্ব্বে হঠাৎ ভক্তিতে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ মাধুরী দর্শন ও চুম্বন করিয়াছেন। দর্শন ও স্পর্শ করিয়া পরমহংসগণ যে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন, তাহা অপেক্ষা তোমার শ্রীচরণ মাধুরী অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। এ কথার তাৎপর্য্য বলিতেছি। পরমহংসগণ যোগাভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ইহারা তেজ উপাসনা করেন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণের চরণ মাধুরী আস্বাদ করিয়া বলিতেছেন যে, "হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার চরণ হইতে যে আনন্দ, সে ব্রহ্মানন্দ হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ।" ইহাতে প্রভু প্রকারান্তরে সাকার ভজনকে নিরাকার ভজন হইতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন।

রাজা প্রভুর নিকট আগমন করিয়া, প্রভুর ভাব দেখিয়া ও শ্লোক শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ শ্রীচরণ দর্শন করিতে লাগিলেন।

রাজা তখন ইতস্তত করিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, প্রভুর শ্রীপদ স্পর্শ করিয়া কি তাঁহার অকৃপার ভাজন হইবেন? আবার ভাবিতেছেন, প্রভু যদি প্রাণে মারেন, তবে শ্রীচরণ ধরিয়াই মরিবেন। রাজার মনে ভয় যে, পাছে প্রভু ভাবেন যে, তিনি রাজা বলিয়া, তাঁহার বিনা অনুমতিতে, তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। তখন রাজার শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী মনে পড়িল।

সর্ব্বে ভাগবত শ্রীমৎ পাদস্পর্শ হতাশুভং।
ভোজস্পর্শবপুর্হিত্বারূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং॥

ভাবিলেন, "যদি অপরাধ করি, তবে ভগবান পাদস্পর্শে সমুদায় ক্ষয় হইয়া যাইবে, অতএব শ্রীভগবানের শ্রীপাদ স্পর্শে কখন কোন বিপদ নাই।" ইহা ভাবিয়া সংকল্প করিয়া পদতলে বসিলেন, বসিয়া হস্ত দ্বারা শ্রীচরণ সেবন করিতে লাগিলেন। প্রভু যেরূপ পদ চালাইতে ছিলেন, সেইরূপ করিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না।

রামানন্দ রায় রাজাকে শিখাইয়া দিয়াছেন যে, "তুমি প্রভুর পদ সেবা করিবে। আর সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাও শুনাইবে।" রাজা কোথায় পাঠ করিবেন, কিরূপে পাঠ করিবেন, এ সমস্ত রায় রায়ের নিকট উত্তম করিয়া শিখিয়া আসিয়াছেন। রাজা পদ সেবা করিতে করিতে ধীরে ধীরে রাসের গোপী গীতার প্রথম শ্লোক পাঠ করিলেন। যথা—

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্রহি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা স্বয়ি ধৃতাসবস্থাং বিচিন্বতে॥

গোপীগণ কহিলেন "হে দয়িত! তোমার জন্ম দ্বারা আমাদের ব্রজমণ্ডল সমধিক উৎকর্ষশালী হইয়াছে। অপর তুমি এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এই কারণে কমলাও এই ব্রজমণ্ডলকে অলঙ্কৃত করিয়া এ স্থানে নিত্য বিরাজমানা। হে প্রিয়! এই প্রকারে তোমার কারণে যে ব্রজমণ্ডলে সকল ব্যক্তি আমোদান্বিত, সে স্থানে তোমার দাসী এই সকল গোপী (যাহারা তোমার নিমিত্তই কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিয়াছে) তোমার অন্বেষণ করিয়া কাতর হইতেছে, কৃপা করিয়া দর্শন দাও।"

প্রভুর মনের ভাব বাহিরে ব্যক্ত হইত, কারণ তাঁহার হৃদয় কাচের ন্যায় স্বচ্ছ ও সরল ছিল। এই শ্লোক শুনিবা মাত্র প্রভুর প্রফুল্ল বদন আরো প্রফুল্লিত হইল। রাজা ইহা দেখিয়া পরমাশ্বাসিত হইয়া ঐরূপ পদ সেবা করিতে করিতে তাহার পরের শ্লোক পড়িলেন। যথা—

শরদুদাশয়ে সাধুজাত সৎ সরসিজোদর শ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্ক দাসিকা বরদনিঘ্নতো নেহকিংবধঃ॥

"হে সম্ভোগ পতে! হে অভীষ্ট প্রদ! আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী তুমি যে শরৎকালে সুজাত অথচ বিকসিত কমল গর্ভের শোভাহারী নেত্র দ্বারা আমাদিগকে বধ করিতেছ, ইহা কি লোকে বধ বলিয়া গণ্য হয় না? শস্ত্র দ্বারা বধই কি বধ? চক্ষু দ্বারা বধ কি বধ নহে? উহা অবশ্যই বধ শব্দ বাচ্য। অতএব তোমার দৃষ্টি দ্বারা অপহৃত আমাদের প্রাণ প্রত্যর্পণ নিমিত্ত দর্শন দাও।"

প্রভুর আনন্দ তরঙ্গ আরো বাড়িয়া উঠিল। তখন যদিও নয়ন মেলিলেন না, কিন্তু মুখে নিতান্ত হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বল, বল, তাহার পর গোপীগণ কি বলিলেন, বল।"

প্রভু এই প্রথম রাজার সহিত কথা বলিলেন। রাজার আনন্দে কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছে। কষ্টে শ্রেষ্ঠে রাজা পড়িলেন—

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণি ধুর্য্য তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকর গ্রহম্॥

"হে দেব! আমরা তোমার ভক্ত, আমাদের প্রার্থনা পরিপূর্ণ কর। হে বৃষ্ণিবংশ শ্রেষ্ঠ! তোমার চরণকমল প্রাণীদিগকে অভয় দান করে. আমরা সংসার

ভয়ে ভীতা হইয়া তোমার ঐ চরণে শরণাপন্ন হইয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া তোমার যে কর কমল লক্ষ্মীর কর গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহা বরপ্রদ, তাহা আমাদের মস্তকে নিহিত কর।"

প্রভু এই শ্লোক শুনিবা মাত্র আনন্দে যেন জড়বৎ হইলেন। শ্রীঅঙ্গে পূর্ব্বে যে পুলক ছিল, সেই পুলকের উপর মুহুর্মুহু পুলকের সৃষ্টি হইতে লাগিল। কষ্টে শ্রষ্টে ভঙ্গ স্বরে বলিলেন, "তাহার পর, তাহার পর"। রাজা আবার বলিলেন—

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্ময় ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃস্মনো জলরুহাননং চারুদর্শয়॥

"সখে! তুমি ব্রজ জনের আর্ত্তিহারী, হে বীর! তোমার মন্দ হাস্য নিজ জনের গর্ব্বহারী, আমরা তোমার কিঙ্করী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দাও। হে সখে! আমরা অবলা প্রথমে আমাদিগকে বদন-কমল দর্শন করাও।"

প্রভুর ইচ্ছা হইতেছে যে, যিনি শ্লোক পাঠ করিতেছেন, উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, কিন্তু শ্রীঅঙ্গ এলাইয়া পড়িতেছে, উঠিতে পারিতেছেন না। উঠিতে যাইতেছেন, আর এলাইয়া পড়িতেছেন। রাজা আর প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা না করিয়া পড়িলেন। যথা—

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী রধরসীধুনা প্যায়য়স্ব নঃ॥

"হে পদ্ম-লোচন! তোমার মধুর বাণী সুন্দর পদাবলী সমলাঙ্কৃতা এবং বুধজনের মনোজ্ঞা, এই বাণী দ্বারা আমাদের মোহ জন্মিতেছে। হে বীর! আমরা তোমার কিঙ্করী, মুগ্ধ হইয়া মারা পড়ি, অতএব অধরামৃত প্রদান করিয়া জীবিত কর।"

প্রভু এবার উঠিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না, আবার এলাইয়া পড়িলেন। রাজা যখন বুঝিলেন যে, শ্রবণ করিবার নিমিত্ত প্রভু কাণ পাতিতেছেন, তখনি আবার পড়িলেন। যথা—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনাঃ॥

"হে প্রিয়! তোমার বিরহে আমাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল, পুণ্যবানেরা তদীয় কথামৃত পান করাইয়া তাহা নিবারণ করিয়াছেন। ফলত

তোমার কথামৃত প্রতপ্ত জনের জীবন স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞ জনও তাহার স্তব করেন, তাহাতে কামকর্ম্ম নিরস্ত হয়, অপর তোমার নামামৃত শ্রবণ মাত্রে মঙ্গল প্রদ এবং শান্তিদায়ক। পৃথ্বীতলে যে সকল ব্যক্তি বিস্তারিত রূপে তাহা দান করেন, নিশ্চয় তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে বহু বহু দান করিয়াছিলেন। হে প্রভু! যাঁহারা তোমার কথামৃত নিরূপণ করেন, তাঁহারা যখন ধন্য হই-লেন তখন দর্শনকারীদের কথা কি? অতএব প্রার্থনা করি আমাদিগকে দর্শন দাও।"

প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না। হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, উঠিয়া "ভুরিদা, ভুরিদা" অর্থাৎ "তুমি আমাকে অনেক দান করিলে" বলিয়া, রাজাকে বাহু পসারিয়া ধরিলেন। রাজারে বলিতেছেন, "কে তুমি হে পরম সুহৃৎ, অকস্মাৎ কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইয়া আমার তৃষিত হৃদয় শীতল করিলে? তুমি আমাকে বহু দান করিলে, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, আমার দিবার কিছু নাই, এস, তোমাকে আলিঙ্গন দান করি।" ইহাই বলিয়া রাজাকে হৃদয়ে করিয়া, "তব কথামৃত" শ্লোক পড়িতে পড়িতে উভয়ে অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন উভয়ে উভয়ের বাহু দ্বারা পরিরম্ভিত হইয়া কিছু কাল অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এই সুযোগে প্রভু হইতে শক্তি নির্গত হইয়া রাজার প্রত্যেক ধমনি দিয়া তাঁহার সমস্ত অঙ্গ ব্যাপিয়া ফেলিল, তাঁহার মলিন ধমনি গুলি এইরূপে পরিষ্কৃত হইল। উহা দিয়া এখন বিদ্যুল্লতার ন্যায় আনন্দ-লহরী খেলিতে লাগিল। আর তাহার ফল স্বরূপ সর্ব্বাঙ্গে পুলক প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। রাজা যেমন পাত্র,—তিনি যত খানি শক্তি ধরিতে পারেন, যখন তত খানি পাইলেন, তখন প্রভু চেতন পাইলেন। পাইয়া, রাজাকে ফেলিয়া আবার রথ দর্শনে দৌড়িলেন, সম্রাট যেমন তেমনি পড়িয়া থাকিলেন। যথা—

(প্রভু) আনন্দে আবেশে আছে বাহ্য নাহি জানে।
কারে আলিঙ্গিয়া ছিল তাহা নাহি মনে॥
প্রভু সঙ্গে ধাইল সকল ভক্তগণ।
রাজা একা ভূমে পড়ি প্রেমে অচেতন॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

রাজা এইরূপ অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন, এমন সময়—

গোপীনাথ আচার্য্য গেল গজপতি স্থানে।
রাজারে উঠায়ে কহে মধুর বচনে॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

গোপীনাথ রাজাকে উঠাইয়া সান্ত্বনা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু ও ভক্তগণ উপবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা দূর হইতে প্রভুকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়া ভক্তগণের পদতলে আসিয়া পড়িলেন। কিরূপ না, যেরূপ নব বিবাহিতা বালিকা স্বামীর বন্ধুগণের চরণে পড়িয়া প্রণাম করিয়া থাকেন। রাজার অঙ্গ পুলকে আবৃত হইয়াছে, প্রতি অঙ্গ প্রেমে তরঙ্গায়মান হইতেছে, নয়ন দিয়া অবিরত ধারা পড়িতেছে। সকলে রাজার ভাগ্যকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজাও বিনীত ভাবে ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আইলেন, আসিয়া যত্ন করিয়া প্রভুকে প্রসাদ পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। একটুকু পরেই রাজার প্রদত্ত ভোগ প্রভুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সমস্ত উপহার দ্রব্য সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, বাণীনাথ লইয়া আইলেন। পাঠক মহাশয়! প্রভুর ভোগের নিমিত্ত কি কি প্রসাদ আইল, একবার কি শ্রবণ করিবেন? যদি প্রভুর উপর আপনার মমতা থাকে, তবে অবশ্য এই রাজ যোগ্য প্রসাদের তালিকা দেখিলে আপনি আনন্দিত হইবেন। তাহাই ভাবিয়া, গৌরাঙ্গ ভক্তের নিমিত্ত কি কি প্রসাদ আসিয়াছিল, তাহা শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ বিবরিয়া বলিতেছেন। যথা—

ছানা পানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক আর বীজ তাল॥
নারঙ্গ ছোলাঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর।
বাদাম ছোহারা দ্রাক্ষা পিণ্ড খর্জ্জুর॥
মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার॥
অমৃত মণ্ডা সোনার বড়ি আর কর্পূর কুলি।
সরামৃত সর ভাজা আর সর পুলি॥
হরি বল্লভ সেবতি কর্পূর মালতী।
ডালিমা মরিচা লাড়ু নবাত অমৃতি॥
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ড সার।
বিয়ড়ি কদমা তিলা খাজার প্রকার॥
নারঙ্গ ছোলাঙ্গ আম্র বৃক্ষের আকার।
ফল ফুল পত্র যুক্ত খণ্ডের বিকার॥

দধি দুগ্ধ দধি তক্র রসালা শিখরিণী।
সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি॥
লেবু কোলি আদি নানা প্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার॥

এই সব দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি চিনিতে পারিলাম না। তবে একটা বুঝিলাম যে পূর্ব্বেও এখনকার ন্যায় শর্করার নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত হইত। রাজার উপহার দ্রব্যে অৰ্দ্ধ উপবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। উপহার দর্শনে প্রভু পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কেন?

এই মত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন॥ (চরিতামৃতে)

প্রসাদের সঙ্গে পাঁচ সাত বোঝা বৃহৎ কেয়াপত্রের দোনা আইল। ভক্তগণের বড় পরিশ্রম ও ক্ষুধা হইয়াছে,-জানিয়া প্রভু সকলকে উদরপূর্ত্তি করিয়া ভুঞ্জাইবেন। সেই আনন্দে তখন কষ্টে শ্রেষ্টে সমুদায় ভাব সম্বরণ করিয়া ভক্তগণকে ভুঞ্জাইতে ব্যস্ত হইলেন। ভক্তগণকে বসাইয়া এক এক ভক্তের সম্মুখে প্রভু আপনি দশ দশ দোনা রাখিলেন। তার পরে আপনিই পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মনে ভাবুন যে, আমরা শ্রীভগবানের স্থানে গিয়াছি, আর শ্রীভগবান আমাদিগের আতিথ্য ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইতেছেন। মনে ভাবুন, শ্রীভগবান আপনি পাত পাতিতেছেন, আর আমরা দাঁড়াইয়া তাঁহার কার্য্য কলাপ অবাক হইয়া দেখিতেছি। মনে ভাবুন, শ্রীভগবান শেষে আমাদিগকে বলিলেন, "আপনারা বসুন।" শ্রীভগবান বিনয়িতার খনি। তিনি ভক্তগণকে এইরূপ সম্মান করিয়া সম্বোধন করিতেছেন, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, তিনি সে দিবস গৃহ কর্ত্তা অতিথি সেবা করিতেছেন। ভক্তগণ বসিতেছেন না, শ্রীভগবান শ্রীহস্তে ভক্তগণের হাত ধরিয়া ধরিয়া বসাইতেছেন। এই কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ তাড়াতাড়ি বসিয়া গেলেন। তখন শ্রীভগবান নিজ হস্তে পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। শ্রীভগবানের ভাণ্ডার অক্ষয়, আবার চরিত্র উদার, আতিথ্যের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করিতে আপত্তি নাই। শ্রীহস্তে এক এক জনের পাতে দশ দশ জনের আহারীয় দ্রব্য দিতেছেন। আহারীয়ের সুগন্ধে নাসিকা মাতিতেছে। মনে ভাবুন, যেন স্বয়ং শ্রীমতী রাধা উহা রন্ধন করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তগণ পাতে হাত দিতেছেন না, কারণ শ্রীভগবান

বসেন নাই, তিনি না খাইলে সকলে কিরূপে ভোজন করিবেন। শ্রীভগবান পরিবেশনে ব্যস্ত, হঠাৎ দেখিলেন, ভক্তগণ হাত উঠাইয়া বসিয়া আছেন। যদিও শ্রীভগবান অন্তর্যামী, সমস্ত জগতের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অবস্থা দিব্য চক্ষে দর্শন করিতেছেন, কিন্তু তখন মনুষ্যের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। তখন অন্তর্য্যামী সর্ব্বব্যাপী হইয়া বেড়াইলে মনুষ্যে তাঁহার সহিত কিরূপে গোষ্ঠ করিবে? কাজেই তখন অতি নিরীহ সরল প্রকৃতি হইয়াছেন। তাই, ভক্তগণ কেন ভোজন করিতেছেন না, ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া, ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আপনারা বসুন, সেবা করুন, বিলম্ব করিতেছেন কেন?" তখন এক জন মর্ম্মী ভক্ত বলিলেন, "ঠাকুর! বুঝিতেছ না, তুমি না বসিলে ইঁহারা কিরূপে ভোজন করিবেন।" তখন ঠাকুর লজ্জা পাইয়া আপনি বসিলেন।

এই যে গোপীগণ শ্রীগোলকে যেরূপে নবীন নাগরের সহিত খেলা করিয়া থাকেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণের সহিত সেই রূপ খেলা করিতেছেন। প্রভু ভোজনে বসিলেন, তখন সরূপ দামোদর গোপীনাথ প্রভৃতি পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা।
ভোজন করাইল সবার আকণ্ঠ পূরিয়া॥ (চরিতামৃত)

যখন ভক্তগণের সেবা হইয়া গেল, তখন সহস্র লোকের আহারীয় উদ্বর্ত্ত হইল। প্রভু কাঙ্গালীদিগকে ডাকাইলেন। সহস্রেক কাঙ্গালী আইলে প্রভু গোবিন্দ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। প্রভু বলেন "হরিবোল" আর সহস্র কাঙ্গালে হরিধ্বনি করি তে লাগিল।

হরি হরি বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়। (চরিতামৃত)

কাঙ্গালী ভোজন করাইয়া, ও তাহাদিগকে দক্ষিণা স্বরূপ ভক্তি-ধন দিয়া, প্রভু ও তাঁহার নিজগণ আরাম করিতে লাগিলেন।

নারিকেল-শাসন বনের ভোগ কার্য্য সমাধা হইলে, গৌড়ীয়গণ আবার রথের দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। কিন্তু রথ চলেন না, গৌড়ীয়গণ প্রাণপণ করিতে লাগিলেন, তবু রথ চলিল না।

প্রভুর কৃপা পাইয়া রাজা আনন্দে মধ্যাহ্ন ক্রিয়াদি করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এমন সময় অপরাহ্ণে সংবাদ পাইলেন যে, রথ চলিতেছেন না। মনে করুন রথ না চলা বড় দোষের কথা। ইহাতে এক

প্রকারে বুঝা যায় যে, যাহার রথ, তাঁহার কিছু অপরাধ হইয়াছে। রাজা এই দুঃসংবাদ শুনিয়া, পাত্র মিত্র সঙ্গে করিয়া নারিকেল-বাগান বনে, যেখানে রথ আবদ্ধ আছে, দৌড়িয়া আইলেন। প্রথমে রাজা বড় বড় মল্ল-গণকে রথ টানিতে নিযুক্ত করিলেন। আপনি মহাবল, আপনিও ধরি-লেন। কিন্তু মহাচেষ্টায়ও রথ চলিলেন না। তখন রাজা আরও ব্যস্ত-হইলেন। মল্লগণ অপারক হইলে, রাজা বড় বড় হাতী আনাইলেন। রথে হাতী যুড়িয়া দিয়া রথ নড়াইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রথ চলেন না। রাজা ক্রমেই ব্যাকুল হইতেছেন। শেষে মাহুতগণ হস্তিকে প্রহার করিতে লাগিল, হস্তি চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু রথ চলেন না। পরিস্কার পথে রথ রহিয়াছেন, ঐ রথ অনায়াসে সেই পথে এই পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, এখন কেন রথ চলেন না? রাজা নিশ্চিৎ বুঝিতেছেন যে, তাহার উপর শ্রীজগন্নাথ কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এই কথা, শুধু রাজা নয়, যাহারা এই কাণ্ড দর্শন করিতেছেন, সকলে ভাবিতেছেন।

এই যে রথ চলিতেছেন না, রাজা যে ব্যাকুল হইয়া উহা চালাইবার নিমিত্ত যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, ইহা প্রভু তাঁহার গণ লইয়া নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। রাজা যখন দেখিলেন যে, রথ চালান তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইল, তখন নিরাশ হইয়া অতি কাতরে প্রভুর পানে চাহিতে লাগিলেন। প্রভুও অমনি, ভয় কি, এই যে আমি আছি, নয়ন-ভঙ্গি দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। প্রভু চলিলেন, সঙ্গে ভক্তগণ চলিলেন। প্রভু হস্তী সমুদায় রথ হইতে ছাড়া-লেন। রথের যে রজ্জু উহা নিজ জনের হস্তে দিলেন। আপনি রথের পশ্চাতে গমন করিলেন, করিয়া মস্তক স্পর্শ করিয়া উহা ঠেলিতে লাগি-লেন। রথ অমনি হড় হড় করিয়া চলিল। যাহারা দড়ি ধরিয়া রথ টানিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতেছেন যে তাঁহাদের শক্তিতে রথ চলিতেছে না, উহা যেন নিজ শক্তিতে চলিতেছে। তখন লোকে কাজেই আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, ও প্রভুর জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
এই মত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য॥

দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে॥ (চরিতামৃত)

অগ্রে বড় জানা, অর্থাৎ রাজকুমার প্রভুর কৃপাপাত্র হইয়াছেন। এখন রাজা কৃপাপাত্র হইলেন। রাজার এইরূপে গৌর-ধ্যান গৌর-জপ সাধন ভজন হইল। এমন কি, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে যে চৌষট্টি মহান্ত আছেন, প্রতাপরুদ্র তার মধ্যে এক জন। প্রতাপরুদ্রের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক। চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক না হইলে শ্রীগৌর-প্রসঙ্গ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ, অসম্পূর্ণ থাকিত। শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতির মুখে শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচরিতামৃতে প্রভুর অন্ত্য-লীলা লিখেন। চন্দ্রোদয় নাটক না হইলে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নীলাচল গমনের পূর্ব্বকার লীলা অনেক গুপ্ত থাকিত। এই চন্দ্রোদয় নাটক প্রতাপরুদ্র স্বয়ং লেখাইয়াছিলেন। প্রভু গোলকধামে গমন করিলে প্রতাপরুদ্র শোকে অভিভূত হইলেন। চন্দ্রোদয় নাটক প্রণেতা শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর বলিতেছেন যে, প্রতাপরুদ্র শোকে অতি কাতর, কিন্তু তবু না আসিলে নয়, তাই রথের পথে সুবর্ণ মার্জ্জনী দ্বারা মার্জ্জন করিতে ও চন্দন ছিটাইতে আসিয়াছেন। যথা—

শ্রীচৈতন্য ভগবান কৈলা অন্তর্দ্ধান।
বিরহ বেদনায় রাজা আকুল পরাণ॥
সেবা অধিকার আছে না আইলে নয়।
তেঁকারণে যাত্রা কালে করিল বিজয়॥
সুবর্ণ মার্জ্জনী লইয়া পথ মাজি যায়।
প্রভু লাগি কান্দে পথ দেখিতে না পায়॥
এ মতি প্রতাপরুদ্র ধৈর্য্য যত করে।
বিরহে ভাঙ্গয়ে ধৈর্য্য রাখিতে না পারে॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

রাজা ঐ সেবা করিয়া প্রভুর কৃপা-পাত্র হইয়াছেন। রাজা প্রত্যহ যখন রথ-যাত্রার পূর্ব্বে ঐ সেবা করিতেন, তখন আহ্লাদ সাগরে ভাসিতেন। কারণ তিনি সেবা করিতেন, আর প্রভু দাঁড়াইয়া দেখিতেন। তিনি রাজা, তাহার নীচ সেবা দেখিয়া প্রভু বড় খুসী হইতেন, রাজার এই বড় আনন্দ, প্রধান সুখ। কিন্তু আজ প্রভু কোথায়? কে তাঁহার সেবা দর্শন করিবে, কাহার দর্শনে সুখী হইয়া তিনি সেই সেবা করিবেন? রাজা সেবা করিতে

গিয়াছেন, না গেলে নয়। দেখেন, যেখানে দাঁড়াইয়া প্রভু তাঁহার সেবা দর্শন করিতেন, সে স্থান শূন্য। তখন রাজা একেবারে ধৈর্য্য-হারা হইলেন। পথ মার্জ্জন করিতে যান, চোখের জলে পারেন না। তখন সেই বীর পুরুষ পতিহীনা নব বিয়োগিনী-যুবতী রমণীর ন্যায়, প্রভু যেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, সেই দিকে চাহিয়া, মার্জ্জনী হৃদয়ে করিয়া, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া, রোদন করিয়া উঠিলেন।

তখন পাত্র-মিত্রগণ সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। রাজা রামানন্দ প্রভৃতি মন্ত্রী বন্ধুগণ লইয়া বিরলে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কবি কর্ণপুর বলিতেছেন যে—

নির্ব্বিঘ্ন হইয়া রাজা বসিলে বিরলে।
আমারে ডাকিয়া আনিলেন হেন কালে॥
কান্দিতে কান্দিতে রাজা কহেন আমারে॥

রাজা কবি কর্ণপূরকে বলিলেন, "প্রভুর কৃপাপাত্র কবি! দেখ সেই জগন্নাথ আছেন, মহামহোৎসব হইতেছে, সেই বাদ্য বাজাইতেছে, আনন্দের সমুদায় সামগ্রীই রহিয়াছে, কিন্তু—

মহাপ্রভু বিনা মোর সব লাগে শূন্য।
হায় কি উপায় করি মুই হত-পুণ্য॥

হে কবিবর! আমি প্রভুর বিরহ বেদনা সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি প্রভুর লীলা নাটকাকারে আমাকে দেখাও, আমি তাহাই দেখিয়া জীবন ধারণ করিব।"

এই চন্দ্রোদয় নাটকের সৃষ্টি হইল। রাজা প্রভুর একটী নাম রাখিয়াছিলেন "প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা।" অতএব জয় প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতার জয়, জয় প্রতাপরুদ্রের জয়!

এদিকে প্রভুর শক্তিতে রথ মুহূর্ত্ত মধ্যে গুণ্ডিচার দ্বারে গেল। শ্রীজগন্নাথ সিংহাসনে বসিলেন। প্রভু অমনি ভক্তগণ সমভিব্যাহারে আবার সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যা হইল, সকলে আরতি দেখিলেন। তখন সকলে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ উপবনে বাস করিলেন। এই মনোরম উপবনে রামানন্দ রায় তাঁহার জগন্নাথ বল্লভ নাটক রচিয়া রাজাকে দেখাইয়া ও শুনাইয়াছিলেন। যে কয়েক দিবস রথ সুন্দরাচলে রহিলেন, সেই কয়েক দিবস প্রভু আর বাসায় গমন করিলেন না, ঐখানে থাকিলেন। প্রভুর তৈজস পত্র কিছু অধিক

ছিল, তাহা নয়। এক যোড়া খড়ম, এক খানা কান্থা, একটী জল পাত্র ও দু চারি খানা কৌপীন। সুতরাং প্রভুর রাত্রিবাস যেখানে সেখানে করিলেই হইত। প্রভু মধ্যাহ্নের নিমিত্ত উপবনে আগমন করেন, আর অধিক রাত্র হইলে সেখানে শয়ন করিতে আইসেন, এবং সকল সময়েই সুন্দরাচলে শ্রীজগন্নাথ দেবের সম্মুখে কি অন্যান্য উপবনে ভক্তগণ লইয়া কীর্ত্তন করেন। তখন প্রভুর মনের যে অপূর্ব্ব ভাব, তাহা শ্রবণ করুন। প্রভুর দেহে কখন রাধাকৃষ্ণ-ভাব একেবারে উদয় হয়। আবার কখন শ্রীকৃষ্ণ ও কখন শ্রীরাধা প্রকাশ হয়েন। কখন অতি সহজ জ্ঞান হয়, তখনও কিন্তু তাঁহার আবেশ একেবারে যায় না। এই সুন্দরাচলে প্রভু দিব্য সচেতনে আছেন, ভক্তগণের সঙ্গে হাস্য কৌতুক কি তত্ত্ব আলাপ করিতেছেন, এমন কি ভক্তগণের গার্হস্থ্য কথা লইয়াও অল্প স্বল্প চর্চ্চা করিতেছেন। তবু মনে একটি অটল বিশ্বাস রহিয়া গিয়াছে। সেটী এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, আসিয়া শ্রীমতী রাধা ও তাঁহার সখীগণ লইয়া বৃন্দাবন বিহার করিতেছেন। প্রভু এই ভাবে আনন্দে বিভোর। তাঁহার আর কৃষ্ণ বিরহ নাই, আর কৃষ্ণের লাগি ক্রন্দন নাই, দিবানিশি আহ্লাদ সাগরে ভাসিতেছেন।

শ্রীনবদ্বীপ হইতে দুই শত ভক্ত আসিয়াছেন, নীলাচলেও শ্রীগৌরাঙ্গের বহুতর ভক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলের ইচ্ছা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, ও সেই সঙ্গে ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করেন। প্রভুর সঙ্গে পুরী ভারতী স্বরূপ প্রভৃতি দশ কুড়ি জন সন্ন্যাসী আছেন। প্রভুর যেখানে নিমন্ত্রণ, সেখানে তাঁহাদেরও নিমন্ত্রণ। এখন সেই দলে নবদ্বীপের ও নীলাচলের ভক্তগণ মিশিয়া গিয়াছেন। সুতরাং প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে দুই চারি শত লোকের আয়োজন করিতে হয়। রথের যে নয় দিবস জগন্নাথ সুন্দরাচলে রহিলেন, তাহা নয় জন মুখ্য ভক্ত বাটীয়া লইলেন। এক এক দিনে এক এক জন, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, অর্থাৎ নিমন্ত্রণ করিবার অধিকার লইলেন। ইহাঁরা সকলে গৌড়বাসী। ভক্তগণ চারি মাস নীলাচলে থাকিবেন, এই চারি মাস একশত বিংশতি জনে ভাগ করিয়া লইলেন। তাহাতেও আঁটিল না, তখন এক এক দিনে দুই তিন জন নিমন্ত্রণ করিবার অধিকার পাইলেন। প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল, কোন কোন দিনে দুই তিন মহোৎসবও হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভু আনন্দ সাগরে ভাসিতেছেন। সেই সঙ্গে ভক্ত-

খণ্ডও অবশ্য ভাসিতেছেন। প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া সকলে জগন্নাথের সম্মুখে গমন করিলেন, সেখানে মধুর মধুর নৃত্য গীত হইতে লাগিল। মধুর বলি কেন, যেহেতু শ্রীশ্যামসুন্দর এখন বৃন্দাবনে। গীত সমস্ত সেই ভাবের। সেই আহ্লাদে টলিতে টলিতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নানের নিমিত্ত চারি শত ভক্ত চলিলেন। এই চারি শত ভক্ত একেবারে জলে ঝম্প দিলেন। প্রভুর ধ্রুব বিশ্বাস যে যমুনায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত জল-ক্রীড়া করিতেছেন। ভক্তগণের অনেকেরই সেই ভাব। ইহাঁদের মধ্যে পতিত-পাবন অদ্বৈত আচার্য্য আছেন, অতি বিজ্ঞ সার্ব্বভৌম আছেন, অতি দীন হরিদাস আছেন, অতি জ্ঞানী পরমানন্দ পুরী আছেন, অতি ভাল-মানুষ গদাধর আছেন, অতি রুক্ষ দামোদর আছেন, কিন্তু সকলেই মহাচাঞ্চল্য আরম্ভ করিলেন। তখন অদ্বৈত আচার্য্য জীবের দুঃখ ভুলিয়া গেলেন, পরমানন্দ তাঁহার ধ্যান ছাড়িয়া দিলেন, আর দামোদর তাঁহার শাসন শিথিল করিলেন। সকলে ব্রজ বালকের ন্যায় জল খেলা করিতে লাগিলেন। যদি একটী পাগল জলের মধ্যে সন্তরণ কি ক্রীড়া করে, তবে চারি শত লোকে উহা দেখিতে দৌড়াইয়া যায়। যদি চারি শত পাগলে এইরূপ জলে গণ্ডগোল আরম্ভ করেন তবে সে কি ব্যাপার হয় অনুভব করুন। একটী ভব্য লোকে জলে এরূপ পাগলামি করিলে বহুতর লোক রহস্য দেখিতে গমন করেন। কিন্তু এই চারি শত ভব্য লোক, প্রভু স্বয়ং, সেই ভুবন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক সার্ব্বভৌম, বিদ্যানগরের অধিকারী রামানন্দ রায় প্রভৃতি জল-ক্রীড়া করিতেছেন, কাজেই লক্ষ লক্ষ লোকে দর্শন করিতেছেন।

পূর্ব্বে ভোজনে ভজনের কথা বলিয়াছি, এখন জল-ক্রীড়ায় ভজনের বিষয় অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এই প্রভুর চারি শত ভক্ত, ইহাঁরা প্রায় সকলেই গৃহী, অনেকেই ধনসম্পন্ন, সকলেই খ্যাতাপন্ন লোক। নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন, এই চারি মাসের অধিক দেশ ছাড়িয়া প্রভুর সঙ্গে বাস করিতেছেন। ইহাঁদের স্ত্রী পুত্র বাড়ি রহিয়াছে, ইহাঁরা তাহাদিগকে ভুলিয়া দিবা নিশি কেবল প্রেমানন্দে আছেন। প্রত্যূষে স্নান ও দর্শন, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে জল-ক্রীড়া, তাহার পরে পুলিন-ভোজন, সারা দিন কীর্ত্তন, তাহার পরে অপরাহ্নে বিবিধ উদ্যানে মধুর নৃত্য গীত। সন্ধ্যাকালে আবার কীর্ত্তন, আবার ভোজনে ভজন। এইরূপে চারি শত লোকে চারি মাস দিবা নিশি কেবল প্রেমানন্দে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। প্রেমের হিল্লোলে

ভক্তগণের দিবা নিশি পর্য্যন্ত প্রভেদ রহিত হইয়া গেল। কোথায় কবে কে শুনিয়াছেন যে, চারি শত লোকে এইরূপে চারি মাস অহরহ কেবল কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে মত্ত রহিয়াছেন? আবার এ ভজনে ত্যাগ নাই, ধ্যান নাই, যজ্ঞ নাই, মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই, তবে ভজন কি লইয়া,—না, স্নান লইয়া, আহার লইয়া, নৃত্য গীত লইয়া, উদ্যান ভ্রমণ লইয়া। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে কোন জীবের প্রবৃত্তি ধ্বংশের প্রয়োজন নাই, সমুদায় উহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত নিযুক্ত রাখিতে হইবে। সব প্রবৃত্তিরই প্রয়োজন আছে, নতুবা শ্রীভগবান উহা দিতেন না। আর সমুদায় বৃত্তির সদ্ব্যবহার শিক্ষাই শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের সার উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই চারি শত লোকে ইন্দ্রছ্যুম্ন সরোবরে ঝাঁপ দিলেন। সকলের তখন শ্রীকৃষ্ণের রাখালগণের সহিত জল-ক্রীড়ার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। তাঁহাদের তখন লজ্জা নাই, গুরুজন ভয় নাই। জলে যত প্রকার রহস্য হইতে পারে তাহা হইল, পরে জল-যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যুদ্ধ হইল নিতাই ও অদ্বৈতে। অদ্বৈত হারিলেন, হারিয়া নিতাইকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। গদাধরের গুরু প্রেমনিধি ও সরূপে যুদ্ধ বাধিল। সমান সমান হইল। মুকুন্দ ও মুরারিতে বাধিয়া গেল, উভয়েই বৈদ্য। বৃদ্ধ শ্রীবাসের সহিত নবীন গদাধরের মহা সমর হইল। শেষে রামানন্দে ও সার্ব্বভৌমে ঘোর রণ বাধিয়া গেল। এই দুই জনার উড়িষ্যার রাজার নিচেই পদ। ইহাঁদের চাপল্য দেখিয়া উড়িষ্যা-বাসীগণ,—যাহারা তীরে দাঁড়াইয়া এই জল কেলি দেখিতেছিল,—একেবারে অবাক হইল। প্রভু দর্শকগণের মনের ভাব বুঝিয়া গোপীনাথকে বলিতেছেন, "গোপীনাথ! ভট্টাচার্য্য ও রাম রায়কে একটু শান্ত হইতে বল। উভয়ে পরম পণ্ডিত ও গম্ভীর, লোকে দেখিয়া কি বলিবে?" গোপীনাথ বলিলেন, "ঠাকুর! ভুবন বিখ্যাত সার্ব্বভৌম ঠাকুরের এই বাল-চাপল্য, ইহা তোমার কৃপার সাক্ষী। কি ছিলেন আর এখন বা কি হইয়াছেন! ইহাঁরা তোমার কৃপায় ভাসিয়া যাইতেছেন।" প্রভু স্বয়ং করিলেন কি না, শ্রীঅদ্বৈতকে জলের উপরে পৃষ্ঠাবলম্বন করাইয়া শয়ন করাইয়া, আপনি তাঁহার হৃদয়ের উপর সেই রূপ পৃষ্ঠাবলম্বন করিয়া শয়ন করিলেন। এইরূপ করিয়া জলে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সন্তরণের মধ্যে মুহু মুহু হরিধ্বনি হইতেছে, আবার জলে হাত ধরা ধরি করিয়া "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্য হইতেছে।

স্নানের পরে সকলে উদ্যানে আইলেন, আসিয়া ভোজনে বসিলেন। প্রত্যহ এক উদ্যানে মহোৎসব হয় তাহা নয়, নূতন নূতন স্থানে। যেহেতু সে-খানে, মহারাজের কৃপায়, বহুতর উপবন পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল। চারি-শত ভক্ত ভোজনে বসিলেন। ভোজনান্তে মহোৎসব-কর্ত্তা সকলকে মাল্য চন্দনে ভূষিত করিলেন। একটু বিশ্রাম করিয়া সকলে বন-বিহার করিতে চলিলেন। এই উপবন কিরূপ না, ইহাতে—

নব-জাতি-কুন্দ-করবীর-যূথিকা-
নব-মালিকা-ললিতমাধবীচয়ৈঃ।
বকুলৈঃ রসালশিশুভিশ্চ চম্পকৈঃ-
পরিতঃ সমাবৃতমমন্দবিভ্রমং॥ (চৈতন্য চরিত কাব্য)

অভিনব জাতি, কুন্দ, করবীর, যূথিকা, নবমল্লিকা, মনোহর [illegible]বী সমূহ, বকুল, চম্পক, রসাল ও শিশু বৃক্ষ সমাবৃত উপবনে ভক্তগণ [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবেশ করিলেন।

বৃক্ষ বল্লি প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।
ভৃঙ্গ পিক গায় বহে শিতল পবনে॥ (চ[illegible]ত)

উপবনে প্রবেশ করিয়া প্রভুর মনে বৃন্দাবন স্ফূর্ত্তি [illegible]। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, সেই বৃন্দাবনে প্রভু গিয়াছেন, তাঁহার [illegible]ের এই ভাব। তখন প্রত্যেক বৃক্ষ ও লতার প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের গাঢ় মমতা উপস্থিত হইল।

বিলসৎ-কলকণ্ঠ-কাকলীং,
কলয়ন্ কোমল চিত্তবৃত্তিকঃ।
মধুরং মধুপোৎকরধ্বনিং,
শ্রবণেনৈব পিবন্ বিরাজতে॥ (চৈতন্য চরিত)

তাঁহারা সকলে বৃন্দাবন-বাসী, তাঁহারা কাজেই তাঁহার নিজ-জন। কোকিল কুহুরব করিতেছে, ভৃঙ্গ গুণ গুণ করিতেছে। প্রভুর ভাব যে, সকলেই বৃন্দাবনে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করিতেছেন।

প্রতি ভূরুহমূলমুল্লসন্,
প্রতি বল্লি প্রতি কুঞ্জ মঞ্জসা।
প্রতি সৈকত রঞ্জিত স্থলং
বিলসন্ ভ্রাজতি তত্র তত্র সঃ॥ (চৈতন্যচরিত)

প্রভু এইরূপে প্রতি কুঞ্জ, প্রতি লতা, প্রতি বৃক্ষ, যেন তাঁহারা

তাঁহার পরিচিত, ইহা ভাবিয়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে। তাঁহার পার্শ্বে মুকুন্দের ভ্রাতা বাসুদেব দত্ত। তিনি ও অন্যান্য ভক্তগণ সেই রসে মজিয়া গিয়াছেন। তখন বাসুদেব সেই আনন্দের তরঙ্গে মুগ্ধ হইয়া মধুর গীত আরম্ভ করিলেন। মধুর গীত কাহাকে বলি, না, যাহার সমুদয় অঙ্গ, মিলন, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি শুভদ্বারা গঠিত। যথা বংশী-বদনের এই গীত, বংশী বদন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবাইত।

মধুর মধুর বংশী বাজে বনে। ধ্রু

পরমামৃত সিঞ্চিত, ভেল ত্রিভুবন, গোকুল নাথ বেণু গানে। ইত্যাদি।

গীত শ্রবণে প্রভুর অঙ্গ এলাইয়া পড়িল, তখন আনন্দে মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

> অষ্টভাব ললিতং সতু যুগপং-
> শ্রীমদঙ্গতলতঃ পরিকলয়ন্।
> আননর্ত্ত রভসাদবশ তনু-
> র্গায়তোঽস্য মধুরং বহুরচয়ন্॥ (চৈতন্য চরিত)

এক এক বৃক্ষতলে প্রভু একা নৃত্য করিতেছেন, বাসুদেব একা গীত গাইতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে দেখেন সম্মুখে আর একটী বৃক্ষ, সেও তাঁহার সখী, তাঁহার কৃষ্ণের প্রিয় বস্তু। প্রভু ভাবিতেছেন যে, যেন সেই বৃক্ষটী মধুর হাসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। তখন এ বৃক্ষতল ত্যাগ করিয়া সেই বৃক্ষের তলে গমন করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। বাসুদেবও নূতন পদ ধরিলেন। ভক্তগণও স্তব্ধ হইয়া এই লীলা দর্শন করিতেছেন। প্রত্যেক বৃক্ষ পত্রে, প্রত্যেক বৃক্ষে, কুসুমে, লতায়, অবশ্য মাধুর্য্য আছে, কিন্তু সেই মাধুর্য্য আস্বাদ করিবার শক্তি সকলের নাই। আবার সেই মাধুর্য্য আস্বাদ করিবার যে শক্তি, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে। প্রেম-ভক্তি ভজনে সেই মাধুর্য্য আস্বাদ শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পায়। যখন হৃদয় ভক্তি কি প্রেমে আর্দ্র হয়, তখন এই আস্বাদ-শক্তি অতিশয় প্রবল হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন। তিনি কি দেখিতেছেন, তাহা তিনি জানেন, কিন্তু ভক্তগণ দেখিতেছেন যে, ঠাকুরের নৃত্যে সমস্ত বন প্রফুল্ল হইয়াছে, বৃক্ষ ও লতা কুসুমিত হইয়াছে, প্রত্যেক কুঞ্জ কুসুমাবৃত হইয়াছে, ও তাহাতে ভৃঙ্গগণ বসিয়া উন্মত্ত হইয়া মধু পান করিতেছেন!

গৌর অবতারে নৃত্যকারী দুই জন, সুন্দর পুরুষ চারি জন। সুন্দর পুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শ্রীগৌরাঙ্গ, তাঁহার নীচে শ্রীগদাধর, তাঁহার নীচে শ্রীবক্রেশ্বর ও রঘুনন্দন। নৃত্যকারীর মধ্যে দুই জন প্রধান। প্রথম শ্রীগৌরাঙ্গ, দ্বিতীয় শ্রীবক্রেশ্বর। অতএব নৃত্যে ও সৌন্দর্য্যে বক্রেশ্বর অদ্বিতীয়, প্রভুর ভক্ত মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। এই বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখিলে অতি বড় পাষণ্ড, অতি বড় পাপী, ও অতি বড় নাস্তিক, শ্রীভগবদ্ভক্তি কর্ত্তৃক পরিপ্লুত হইতেন। বক্রেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গের মর্ম্মী-ভক্তের প্রধান এক জন। ইহাঁর মহিমা কি বলিব, ইনি নীলাচলে প্রভুর গাদি প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁ হইতে নিমানন্দ সম্প্রদায় প্রচলিত হয়। ইহাঁরা নিমাইপণ্ডিত ও বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন করেন। ইহাঁরা মাধুর্য্য উপাসক, তাই প্রভুর লীলার মধ্যে মাধুর্য্য ভাবটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ এই বক্রেশ্বরকে পার্শ্বে দেখিলেন, তখন তাঁহাকে নৃত্য করিতে বলিলেন। ঠাকুর স্বয়ং গীত ধরিলেন। ঠাকুর স্বয়ং গাইতে আরম্ভ করিলে, সরূপাদি তাঁহার দোসর হইয়া সঙ্গে গাইতে লাগিলেন।

প্রভুর সঙ্গে সরূপাদি কীর্ত্তনিয়া গায়।
দিক্‌বিদিক্ নাই প্রেমের বন্যায়॥ (চরিতামৃত)

বক্রেশ্বর নয়ন-রসায়ন মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইতেছেন, প্রভু মুগ্ধ হইয়া অতি প্রেমে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আবার নৃত্য দেখিতে দেখিতে বক্রেশ্বরের প্রতি এত আকৃষ্ট হইলেন যে, তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন। যথা চৈতন্য-চরিত কাব্যে—

ক্ষণমপি পরিরভ্য বক্রেশ্বরং সরভস মনুচুম্বতি শ্রীযুতঃ।
ক্ষণমপি লঘু বিন্যসন্ রাজতে সুমধুরুচির পাদপদ্ম দ্বয়ং॥

শ্রীযুত গৌরচন্দ্র সহর্ষে কখন বক্রেশ্বরকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতেছেন, কখন বা সুমধুর পাদ পদ্মদ্বয় ভূতলে শীঘ্র শীঘ্র বিন্যাস করত শোভা পাইতেছেন।

ক্ষণমপি পরিতো মুহুর্বিভ্রমং সচ পরিরভতেঽথ তং ভূয়শঃ।
লঘু লঘু মধুরং কলং গায়তি স্মিত রুচির রুচাঙ্কণং দীপয়ন্॥

গৌরচন্দ্র কখন মুহুর্মুহু বিবিধ বিলাস বিস্তার করত পুনঃ পুনঃ সেই বক্রেশ্বরকেই আলিঙ্গন করিতেছেন, এবং সুমধুর হাস্যরুচিতে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্দীপ্ত করিয়া লঘু লঘু সুমধুর অস্ফুট স্বরে গান গাইতেছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ মর্ম্মী ভক্তগণের গলা ধরিয়া তাঁহাদের মুখ চুম্বন করিতেন, তাহাতে তাঁহার ও তাঁহার ভক্তে কিরূপ প্রীতি ছিল তাহা বুঝা যাইবে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা তাঁহার এই ভক্তগণকে প্রেমে চুম্বন দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীভগবানের তাঁহার জীবের প্রতি কত ভালবাসা। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান পর্য্যন্ত বিশ্বাস না করিয়া, কেবল ভক্ত চূড়ামণি ভাবেন, তাঁহারাও বুঝিবেন যে, শ্রীভগবানের হৃদয়ে কত প্রেম আছে। যেহেতু ভক্তগণ শ্রীভগবানের বিন্দুমাত্র প্রেম পাইয়া থাকেন।

হোরা পঞ্চমীতে লক্ষ্মী বিজয় উৎসব হইল। ইহা নীলাচলে হইয়া থাকে। সেই উৎসব দেখিতে প্রভু তথায় গমন করিলেন। উৎসব দেখিয়া আবার সুন্দরাচলে আইলেন।

নবম দিবসে শ্রীজগন্নাথ সুন্দরাচলে চলিলেন। আর প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে করিয়া রথাগ্রে পূর্ব্বের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। রাজা পাত্র মিত্র সহ সঙ্গে চলিলেন। রথ চলিতে পট্টডোরী ছিঁড়িয়া গেল। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ এক খণ্ড ডোরী লইয়া কুলীনগ্রামনিবাসীগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমারা এই ডোরী গ্রহণ কর। প্রতিবর্ষ তোমাদিগকে জগন্নাথের এই পট্টডোরী আনিতে হইবে। ইহার যজমান তোমরা হইলে। এই খণ্ড-ডোরী দেখিয়া দৃঢ়রূপ উহা প্রস্তত করিবা।" কুলীন গ্রামের প্রধান সত্যরাজ খান বসু ও রামানন্দ বসু। তাঁহারা কুলীন কায়স্থ, কুলীন গ্রামে বাস করেন, মহা সম্ভ্রান্ত লোক। প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ কালে শ্রীরামানন্দকে দ্বারকার নিকট কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। রামানন্দ পদকর্ত্তা তাহা বৈষ্ণবগণ অবগত আছেন। কুলীনগ্রামবাসীগণ এইরূপ প্রভু কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। সেই অবধি বসু মহাশয়গণ জগন্নাথের পট্টডোরী যোগাইতেছেন, এই চারি শত বৎসর উহা করিয়া আসিয়াছেন, এখনও করিতেছেন।

প্রভু নিজ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল।

> একেক দিন একেক ভক্ত গৃহে মহোৎসব।
> প্রভু সঙ্গে তথা ভোজন করে ভক্ত সব॥

কখন ভক্তগণ প্রসাদ ক্রয় করিয়া লইয়া আইসেন, কখন বা আপনারা

কুটিয়া ঘরে অন্ন রন্ধন করেন। শ্রীঅদ্বৈত এক দিবস প্রভুকে পূজা করিবার নিমিত্ত তুলসী, পুষ্প, চন্দন, পাদ্য, অর্ঘ্য লইয়া আইলেন। আসিয়া প্রভুকে পূজা আরম্ভ করিলেন। শ্রীপদে তুলসী দিতে পারিলেন না, কারণ ঠাকুর উহা করিতে দিতেন না। তবে প্রভুকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া, তাঁহার অঙ্গে চন্দন লেপিয়া, তাঁহার মস্তকে তুলসী দিয়া, তাঁহার গলায় ফুলের মালা দিয়া, যোড় হস্তে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত স্তব করিতেছেন কিরূপে, না, প্রাণের সহিত। কিন্তু কৌতুকী প্রভু যেন সমুদায় কাণ্ডই হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। অল্প কিছু পূজার দ্রব্য অবশিষ্ট থাকিতে, প্রভু বলিলেন, "এই পর্য্যন্ত থাকুক, আমি এখন তোমাকে পূজা করিব।" ইহাই বলিয়া, যেমন মহাদেবের পূজা হইয়া থাকে, সেইরূপ গালবাদ্য করিতে করিতে, শ্রীঅদ্বৈতের দিকে হাসিয়া হাসিয়া সংস্কৃতে এই মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। যথা—

"হে রাধে, হে কৃষ্ণ, হে রমে, হে বিষ্ণু, হে সীতে, হে রাম, হে শিব! তুমি যে হও নিত্য নমস্কার। তুমি যে হও সে হও তোমাকে নমস্কার।"

শ্রীঅদ্বৈত নয়ন জলে "শ্রীকৃষ্ণায় নমো" বলিয়া পূজা করিলেন, আর প্রভু হাসিতে হাসিতে "শিবায় নমো" বলিয়া পূজা করিলেন। কিন্তু ভক্তগণ বুঝিলেন যে প্রকৃত পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশিবকে ও শ্রীশিব শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন।

তাহার পরে শুভ জন্মাষ্টমী আইলে প্রভু গণসহ উৎসব করিলেন। এই মহোৎসবে প্রতাপরুদ্র সমস্ত ভক্তগণকে নূতন বস্ত্র দিলেন। আর এই সময় প্রভুর মস্তকে জগন্নাথের প্রসাদী এক খানি বহু মূল্য বস্ত্র বাঁধিয়া দিলেন। প্রভু ভাবে অচেতন, কিছু জানিতে পারিলেন না। তাহার পর রাম-লীলা আইল। প্রভু ভক্তগণ লইয়া সেই লীলার আস্বাদন করিলেন, তাহার পরে দীপাবলি ও রাস-লীলা হইল। চারি মাস ফুরাইল, ভক্তগণকে প্রভু বিদায় করিয়া দিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া কথা আরম্ভ করিলেন।

ভক্তগণ একত্র হইলে তাঁহারা যাইতেছেন ভাবিয়া, প্রভু বড় ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার তনু খানি প্রেম দিয়া গড়া। তাঁহার বয়ঃক্রম মোট ২৭।২৮ বৎসর। বাল্যকালের সমুদায় খেলার সঙ্গী, গুরুজন, নিজজন ও শিষ্য লইয়া এই চারি মাস খেলা খেলিয়াছেন। প্রভু সংসার ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই সঙ্গীগণের সঙ্গ সুখে তিনি এত দিন নদীয়া ও সংসার বাস সুখ অনুভব করিয়াছেন।

এখন আবার সেই সন্ন্যাসী হইতেছেন। তবু সময় বুঝিয়া প্রভু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে আমার বান্ধবগণ! তোমরা গৃহী, গৃহে গমন কর। তবে কৃপা করিয়া প্রতি বৎসর রথের সময় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসিও, আমি সেই উপলক্ষে তোমাদিগকে দেখিতে পাইব।" সকলে এই কথা শুনিয়া নীরবে নয়ন-জল ফেলিতে লাগিলেন। প্রভুকে ফেলিয়া গৃহে গমন করেন ইহা কাহারও ইচ্ছা নয়, তখন সকলে স্ত্রী পুত্র গৃহ ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু যিনি গৃহী, তাঁহাকে প্রভু সংসার ত্যাগ করিয়া থাকিতে দেন না। প্রভুর আজ্ঞা, অবশ্য সকলের গৃহে যাইতে হইবে। প্রভু একটু নীরব থাকিয়া শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে বলিতেছেন, "আচার্য্য! তুমি কৃপা করিয়া মূর্খ, স্ত্রীলোক, চণ্ডাল প্রভৃতিকে কৃষ্ণনাম দিবা।" শ্রীঅদ্বৈত কৃতার্থ হইয়া সজল-নয়নে প্রভুর দিকে চাহিতে লাগিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ রাঘবকে বলিলেন, "তোমার নিষ্ঠা-প্রেমে আমি তোমার নিকট বিক্রীত। ভক্তগণ! রাঘবের কিরূপ সেবা তোমরা শ্রবণ কর। অন্যান্য দ্রব্যের কথা থাকুক, তিনি কিরূপ নারিকেল ভোগ দেন, তাহা মনে করিলে আনন্দ হয়। তাঁহার বাড়িতে কত শত নারিকেল গাছ আছে, সেখানে নারিকেলের মূল্য পাঁচ গণ্ডা। কিন্তু যদি শুনেন যে, দশ ক্রোশ দূরে মিষ্ট নারিকেল আছে, তবে চারি পণ দিয়া, তাহা ক্রয় করিয়া আনিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দেন।"

মনুষ্য দুই প্রকারে নত হয়। নিন্দায় ও সুখ্যাতিতে। নিন্দায় যে জীব নত হয়, সে কষ্ট পাইয়া। সুখ্যাতিতে যে নত হয়, সে সুখ পাইয়া। প্রভু যে পরিমাণে রাঘবের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, তিনি সেই পরিমাণে আপনাকে প্রভুর সুখ্যাতির অনুপযুক্ত ভাবিতে লাগিলেন। প্রভু উঠিয়া রাঘবকে বিদায় আলিঙ্গন দিলেন, রাঘব চরণে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তাহার পরে প্রভু শ্রীখণ্ডের প্রতিনিধিগণ পানে চাহিলেন। তাঁহাদের সকলের প্রধান মুকুন্দ। তিনি গৌড়ীয় বাদশাহের চিকিৎসক, বাড়ী শ্রীখণ্ডে। তিনি নরহরির দাদা ও রঘুনন্দনের পিতা। নরহরি আকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিলেই তিনি বিহ্বল হইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গেরও তিনি অতি প্রিয়তম। রঘুনন্দন অতি রূপবান্ পুরুষ, মদনের অবতার। তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণকে লাড়ু খাওয়াইয়া ছিলেন, সে ঠাকুর অদ্যাপি অর্দ্ধভুক্ত লাড়ু হস্তে করিয়া

শ্রীখণ্ডে বিরাজ করিতেছেন। প্রভু বলিলেন, "মুকুন্দ! তুমি ঠিক বল দেখি, তুমি রঘুনন্দনের পিতা, না রঘুনন্দন তোমার পিতা।" মুকুন্দ বলিলেন, "রঘু আমার পিতা, আমি তাহার পুত্র।" প্রভু বলিলেন, "এ কথা ঠিক। যাহার কাছে ভক্তি শিক্ষা করা যায় সেই পিতা। শিশুকালেই রঘুনন্দন ভক্তের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছেন। তবে ভক্তগণ, মুকুন্দের কথা শ্রবণ কর। ইনি গৌড়ের মুসলমান রাজার বৈদ্য। ইনি রাজ-সেবা করেন বটে, কিন্তু ইহাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম গুপ্ত ভাবে থাকে, কেহ জানিতে পারেন না। এক দিবস রাজা উচ্চ টুঙ্গির উপর বসিয়া শ্রীমুকুন্দের কাছে নিজ পীড়ার কথা বলিতেছেন, এমন সময় একজন ভৃত্য ময়ূরপুচ্ছের পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস দিতে আইল। ময়ূরপুচ্ছ দেখিবা মাত্র মুকুন্দের শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইল। আর অমনই তিনি উচ্চ টুঙ্গি হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া নিম্নে পড়িয়া গেলেন। রাজা অতি ব্যস্ত হইয়া মুকুন্দকে ধরিলেন, প্রাণ আছে দেখিয়া রাজা বড় সুখী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিত ব্যথা পাও নাই।" মুকুন্দ চেতন পাইয়া বলিলেন, "বড় একটা নয়।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অচেতন কেন হইলে?" মুকুন্দ বলিলেন, যে তাহার মৃগী ব্যাধি আছে। কিন্তু রাজার তাহা বিশ্বাস হইল না, যে হেতুক প্রেমে অচেতন, ও মৃগী রোগে অচেতন, এ দুইয়ের বিভিন্নতা যে স বুঝিতে পারে, রাজাও বুঝিলেন।"

প্রভু আবার ভক্তগণকে রঘুনন্দনের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "শ্রীখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরের দ্বারে পুষ্করিণী। তাহার তীরে কদম্ববৃক্ষে, কৃষ্ণের কৃপায় রঘুনন্দন প্রত্যহ একটি কদম্ব ফুল পাইয়া থাকেন, ও তাহা দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া থাকেন। রঘুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পূজা করিতে থাকুন, নরহরি ভক্তগণের সঙ্গে যেরূপ আছেন সেইরূপ থাকুন, তুমি মুকুন্দ, শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, আর পরিবার প্রতিপালন কর।" শ্রীখণ্ডের গোস্বামীগণ জাতিতে বৈদ্য, তবু তাঁহাদের পদ অতি বড়। নরহরির গৌর-প্রেম, খণ্ডবাসীগণের সকল সম্পত্তির কারণ। নরহরি হইতেই আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বরাগের পদ পাইয়াছি। নরহরির ভজনীয় বস্তু গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনি নিজ গৃহে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। নরহরি হইতে ত্রিলোচন দাসকে, ও লোচনের চৈতন্যমঙ্গল পাইয়াছি। তাঁহা হইতেই শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও নরোত্তম ঠাকুর

মহাশয়। নরহরির বড় দুঃখ এই যে, সাধারণ লোকে প্রভুকে চিনিল না। তাঁহার মনের সাধ এই যে, প্রভুর লীলা বাঙ্গালায় লেখা হয়, এবং আপামর সাধারণ সকলে উহা পড়িয়া উদ্ধার হয়। তাঁহার এই আকিঞ্চনে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গল সৃষ্টি হয়। কিন্তু দুই গ্রন্থে নরহরির সাধ মিটে নাই। তিনি ভবিষ্যৎ বাণী রাখিয়া গিয়াছেন—

প্রভুর লীলা লিখিবে যে,

বহু পরে জন্মিবে সে।

অতএব সে কথা অনুসারে প্রভুর লীলা পরে লেখা হইবে। আমরা কেবল সেই লীলারূপ অট্টালিকার ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া গেলাম। শ্রীনরহরি জয়যুক্ত হউন, তাঁহা হইতে সাধারণ লোকে শ্রীগৌরাঙ্গ জানিয়াছে।

প্রভু এইরূপ এক এক ভক্তের গুণ বর্ণন করিতেছেন, আর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইতেছেন। যাঁহার গুণ বর্ণনা করিতেছেন, সেই ভক্ত মনে মনে ভাবিতেছেন যে, প্রভু অদোষদর্শী, তাই তাঁহাকে সুখ্যাতি করিতেছেন। কিন্তু তিনি অতি মন্দ, অথচ প্রভু তাহাকে এত ভাল বলিয়া মনে বিশ্বাস করেন, অতএব অবশ্য তাহার ভাল হইতে হইবে। এই সমুদায় মনের ভাবের মধ্যে প্রভুর করুণ স্বরে ও তাঁহার আলিঙ্গন পাইয়া ভক্তগণ তখনি প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। মহেশ্বর বিশারদের দুই পুত্র, সার্ব্বভৌম ও বাচস্পতি। সার্ব্বভৌম প্রভুকে আশ্রয় করিয়াছেন, নদিয়ায় থাকিয়া তাহা শুনিয়া বাচস্পতিও অবশ্য তাহাই করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রভুর চরণে শরণ লইয়াছেন। এখন প্রভুকে দেখিতে আসিয়াছেন। প্রভু সেই বাচস্পতির নিকট বিদায় লইলেন।

প্রভু কুলীনগ্রামবাসীগণের নিকট বিদায় চাহিলেন। বলিতেছেন, "তোমরা প্রতি বৎসর পট্টডোরী লইয়া আসিবে। হে কুলীনগ্রামবাসীগণ! তোমাদের গ্রামের যে কুকুর, তাহারাও আমার প্রিয়। গুণরাজ খান শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামক যে গ্রন্থ করিয়াছেন, উহার আরম্ভে একটী কথা আছে। "নন্দের নন্দন কৃষ্ণ আমার প্রাণনাথ।" আমি সেই কথায় তোমাদের বংশের হস্তে বিকাইয়া আছি।" এই কথা বলিলে, রামানন্দ ও গুণরাজের ভ্রাতা সত্যরাজখান, এই দুই জনে কৃতজ্ঞতা রসে মুগ্ধ হইয়া গললগ্নী কৃতবাস হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। সেই সময় তাঁহারা প্রভুকে একটী প্রশ্ন করিলেন। সেটী এই যে, বৈষ্ণব কাহাকে বলি। প্রভু উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তি কৃষ্ণ

নাম করে সেই বৈষ্ণব। সে যদি দীক্ষা না পায়, কি পুরশ্চরণ না করে, তবু সে বৈষ্ণব। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ বাঙ্গালার প্রথম কাব্যগ্রন্থ বলিয়া অনেকে বলেন।

শিবানন্দ সেনের দিকে চাহিয়া প্রভু বলিতেছেন, শিবানন্দ! তুমি আমার নিজ-জন, এই সমুদায় ভক্তগণকে প্রতিবর্ষে পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিয়া থাক। তোমাকে আর একটি ভার দিব।" ইহা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মুকুন্দের দাদা বাসুদেব দত্তের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন, "বাসুদেব গৃহী, ইঁহার সঞ্চয় প্রয়োজন, কিন্তু উনি উদার চরিত্র। যে দিবস যাহা আইসে তাহা ব্যয় করিয়া ফেলেন। তুমি ইঁহার সংসারের ভার লইবা, লইয়া যাহাতে ইঁহার কিছু সঞ্চয় হয় তাহা করিবা।" এই কথায় পাঠক বুঝিতেছেন যে, শিবানন্দ সেনের বাড়ী (কাঞ্চন পাড়া) ও বাসু দত্তের বাড়ী এক স্থানে। তাহার পরে প্রভু বাসু দত্তের গুণ সহস্র বদনে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

বাসু দত্তের কথা কি বলিব? তিনি একটি বস্তু! নিরীহ, লাজুক, দয়ালু, ভক্ত,—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম হইলে, যত গুলি গুণ উপস্থিত হয়, সমুদায় তাঁহাতে হইয়াছে। প্রভু তাঁহার গুণ বর্ণনা আরম্ভ করিলে, বাসুদেব অতি লজ্জা পাইতে লাগিলেন; ক্রমে তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। শ্রেষ্ঠ যদি নিকৃষ্টের সাধুবাদ করেন, তবে নিকৃষ্টের আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। ভাবিলেন যে, শ্রীভগবান তাঁহাকে স্তুতি করিতেছেন, অথচ তিনি অতি মলিন। ইহাতে তাঁহার নিতান্ত অপরাধ হইতেছে। তাঁহার ইহা অপেক্ষা দণ্ডও আর নাই। শ্রীভগবান তাঁহাকে সাধুবাদ দিতেছেন। সে ঋণ শোধের, একমাত্র উপায় আছে, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া অমনি প্রভুর দুটি চরণ ধরিয়া পড়িলেন। বলিতেছেন, "প্রভু দয়াময়! তুমি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সমুদায় পার। তোমার জীবগণের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছ। তোমার পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। তুমি এক কাজ কর। জীবের যত পাপ সমুদায় আমাকে দাও, আমি উহা লইয়া নরক ভোগ করি, আর তোমার জীব সমুদায় উদ্ধার পাইয়া সুখী হউক। জীবের দুঃখ দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তুমি আমার দুঃখ মোচন কর। আর তুমি আমাকে যে এত কৃপা করিতেছ, সে ঋণ শোধ দিবারও ইহা ব্যতীত আমি আর উপায় দেখিতেছি না।"

ত্রিজগতে এরূপ প্রার্থনা কেহ কখন করিতে পারেন নাই। যদি শ্রীভগবানের কাছে এরূপ প্রার্থনা কেহ করেন, সে সুখে। কিন্তু বাসুদেব ভক্তশিরোমণি, তিনি যাঁহাকে স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়া বুক বিদার করেন, তাঁহার চরণ ধরিয়া নিবেদন করিতেছেন। তাঁহার নিকট বাসুদেব ভণ্ডামি করিতেছেন, ইহা হইতে পারে না। ভণ্ডামি করিলে সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিরক্ত ব্যতীত মুগ্ধ হইতেন না। বাসুদেবের প্রার্থনা শুনিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য যেন স্তম্ভিত হইল। ভক্তগণ অবাক্ হইয়া কি করিবেন কি বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাসু, প্রভুর চরণ ধরিয়া সাশ্রু নয়নে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া, তাঁহার বর প্রাপ্তির নিমিত্ত ভঙ্গী দ্বারা অনুনয় করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া একটু চুপ করিলেন। তাহার পরে বাসুদেবের মনের ভাব বুঝিয়া, আপনার হৃদয় তরঙ্গ গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পারিলেন না। যেহেতুক অশ্রু কম্প প্রভৃতি সমুদায় অষ্ট সাত্বিক-ভাব একেবারে তাঁহার শরীরে উপস্থিত হইল। ভক্তগণও তখন সকলে সেই সঙ্গে বিস্ময়ে, আনন্দে, ও কারুণ্য-রসে পরিপ্লুত হইয়া, কেহ রোদন, কেহ হাস্য, কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া ভগ্ন-স্বরে বলিতেছেন, "বাসুদেব! তুমি যে প্রার্থনা করিলে, ইহা তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে, কারণ তুমি স্বয়ং প্রহ্লাদ, কৃষ্ণের পূর্ণ-কৃপাপাত্র।" ইহা বলিতে প্রভুর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। একটু চুপ করিয়া আবার বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু, ভক্তের প্রার্থনা অন্যথা করেন না, তাঁহার পক্ষে সমুদায় জীব উদ্ধার করাও কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু তিনি তোমাকে এ দুঃখ কেন দিবেন? অবশ্য তিনি তোমার বাঞ্ছাপূর্ণ করিবেন। তবে তুমি যে উপায়ে বলিতেছ, সেরূপে নহে। কারণ তোমার মত ভক্তকে তিনি দুঃখ দিতে পারেন না।"

জীবগণ সাধন বলে কতদূর উন্নত হইতে পারেন, তাহার সীমা স্থির করা যায় না। যখন দেখিলাম যে, যীশু তাঁহার হত্যাকারীগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন যে, "হে ভগবান্! এই মূর্খগণকে ক্ষমা কর" তখন ভাবিলাম ইহা অপেক্ষা ঔদার্য্য আর হইতে পারে না। পরে যখন দেখিলাম হরিদাস বলিতেছেন যে, "হে ভগবান্! এই যে ইহারা আমাকে নিষ্ঠুররূপে প্রহার করিতেছে, ইহাতে আমার দুঃখ নাই। কিন্তু তবু ইহাদের

গতি কি হইবে, ইহা ভাবিয়া আমি দুঃখ পাইতেছি, অতএব তুমি ইহাদিগকে কৃপা করিয়া উদ্ধার কর।" তখন দেখিলাম যে এটী আরও বড় কথা। এখন দেখিতেছি যে, বাসুদেব সরল মনে সমুদায় জীবের পাপ আপন স্কন্ধে বহন করিবার প্রার্থনা করিতেছেন। এরূপ কথা কখন শুনি নাই। এরূপ কথা শুনিব মনে কখন উদয় হয় নাই। ইহা অপেক্ষা বড় কথাও অননুভবনীয়। শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু, তাহা তাঁহার ভক্তগণের মাহাত্ম্য হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হইতে পারে। কথা আছে, ফল দেখিয়া বৃক্ষের বিচার হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ বস্তু, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম কিরূপ শক্তি সম্পন্ন, তাহা তাঁহার ভক্তগণকে দেখিয়া বিচার করুন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার পরে শ্রীবাসকে সম্বোধন করিবেন মনে করিয়া, তাঁহার মুখ পানে চাহিলেন। অমনী প্রভুর একেবারে শ্রীনবদ্বীপ স্ফূর্ত্তি হইল। শ্রীবাস তাঁহার পিতার বন্ধু, তাঁহার প্রতিবাসী, ও তাঁহার মাতৃ-সখী মালিনীর পতি। শ্রীবাসের বাড়ী তাঁহার নবদ্বীপ লীলার বৃন্দাবন। তখন তিনি যে নিমাইপণ্ডিত, নবদ্বীপে তাঁহার বাড়ী ঘর আছে, তাঁহার বৃদ্ধা জননী জীবিতা, যুবতী ঘরণী বর্ত্তমান, আর এ সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া তিনি এখন বৃক্ষ তলায় পড়িয়া আছেন, এ সকল কথা একবারে স্মরণ হইল। তাঁহার শৈশব ক্রীড়া, তাঁহার বিদ্যা বিলাস, তাঁহার গৃহ, ফুলের বাগান, তাঁহার মাতার সেবা, তাঁহার প্রিয়ার বিয়োগ দশা, এ সমুদায় পর পর মনে আসিয়া শ্রীনিমাইয়ের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল।

শ্রীনিমাই তখন সাশ্রু নয়নে শ্রীবাসের গলা ধরিলেন, ধরিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত! বল বল, আমার মাতা ত বেঁচে আছেন?" প্রভুর নিকট কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত কেহ কিছু শুনিতেন না, কেহ কিছু বলিতে সাহসী হইতেন না, প্রভুর হৃদয়েও কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত আর কোন বস্তুর স্থান ছিল না। যদি কখন জননীর নাম করিতেন, সে ভক্তির ভাবে স্নেহ-ভাবে নয়। প্রভুর যে তাঁহার উপর প্রগাঢ় ভালবাসা আছে, তাহা কেহ জানিতে পারিতেন না। প্রভু সর্ব্বদাই মায়ার অতীত থাকিতেন। যিনি সর্ব্বদাই মায়া অতীত, তিনি ক্ষুদ্র জীবের নিকট ভক্তি কি দয়া পাইয়া থাকেন, কিন্তু স্নেহ মমতা কি ভালবাসা প্রাপ্ত হয়েন না। তাই জীবের সহিত প্রীতি স্থাপন নিমিত্ত শ্রীভগবান মায়া লইয়া থাকেন। তাই শ্রীভগবান গৌরাঙ্গ যদি চিরদিন মায়াতীত হইয়া থাকিতেন, তবে তিনি লোকের চিত্ত এরূপ হরণ করিতে

পারিতেন না। তাঁহার মুখে সংসারের কথা অতি বিরল বলিয়া মধু হইতে মধু লাগিত। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন "আমার মাতা বেঁচে আছেন," এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অতি মধুর মায়া রসে মুগ্ধ হইয়া সকলে কান্দিয়া উঠিলেন। শ্রীনিমাই বলিলেন, "আমি কি বাতুলতা করিয়াছি! এমন কি কেহ করে? আমার সন্ন্যাসী হইবার প্রয়োজন কি ছিল? কৃষ্ণ প্রেম জীবের পরম পুরুষার্থ, তাহার নিমিত্ত ত সন্ন্যাসের প্রয়োজন নাই? তাই এখন বুঝিতেছি যে, যখন আমি সন্ন্যাস লইয়াছিলাম তখন আমার মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল।"

শ্রীপ্রভুকে ক্ষুদ্র গ্রন্থকার একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন বলিয়া সকলের অপেক্ষা দুঃখ শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার। কিন্তু প্রভু নীলাচলে, তাঁহারা নবদ্বীপে,—সর্ব্বদা তাঁহার সংবাদ পাইতেছেন। তবে তাঁহাদের দুঃখ এত অধিক কি? তাঁহারা, দেখিতেছেন যে তাঁহাদের নিজজন যে শ্রীগৌরাঙ্গ, তিনি ত্রিজগৎ পূজিত হইতেছেন, ইহাতেও তাঁহাদের দুঃখের লাঘব হইতেছে। অপর প্রভু যদি সন্ন্যাসী না হইতেন, তবে কি জীবে তাঁহার ধর্ম্ম লইতে পারিত?

নিমাই বলিতেছেন, "আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বৃদ্ধা জননীকে সেবা করা, আমি তাহা না করিয়া এ কি করিতেছি! আমি কাহার হাতে তাঁহাকে রাখিয়া আসিলাম? এ ঘোর সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া আমি আমার অতি সরলা, অতি বৃদ্ধা, অতি স্নেহময়ী জননীর পাদপদ্ম সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। হে ভক্তগণ! আমার জননীর ঋণ আমি কি শোধ দিতে পারি? তাঁহার যে আমার প্রতি স্নেহ তাহার কি অবধি আছে? যে দিবস গৃহে শালগ্রামের ভোগের নিমিত্ত একটু আয়োজন অধিক হয়, অমনই জননী "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া ক্রন্দন করিতে বসেন। ক্রন্দন করিতে করিতে আমাকে ডাকেন, আর বলেন, 'নিমাই! তুমি ঘরে নাই, এ সব দ্রব্য আমি কাহাকে দিই? তুমি মোচার ঘণ্ট বড় ভাল বাস, এ মোচার ঘণ্ট আমার কে খাইবে?' মা শোকে এইরূপে রোদন করেন, আমি এখানে নীলাচলে অস্থির হই! আমি জননীর ক্রন্দনে স্থির হইয়া ভজন করিতে পারি না।" ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর শ্রীভগবান ভাব হইল। বলিতেছেন, "আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত মুহুর্মুহু শ্রীনবদ্বীপে গমন করি, কিন্তু তবু তাহা পারি না। তাঁহার হৃদয়ের তরঙ্গ বর্ণনা করা অসাধ্য। যখন আমাকে

দর্শন করেন তখন আনন্দ সাগরে ভাসেন, আবার আমার অদর্শনে আমার দর্শন স্বপ্ন বলিয়া বোধ করেন। কখন বা আমি যাইয়া তাঁহার সম্মুখে প্রকৃতই বসিয়া ভোজন করি, তখন তিনি সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া আমাকে ভোজন করান। তাহার পর আবার ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, ভাবেন যে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এই বিজয়াদশমী দিবসে আমি জননীর নিকটে ভোজন করিয়া আসিয়াছি। পণ্ডিত! এ সমুদায় কথা জননীকে স্মরণ করাইয়া দিও। দিয়া, আমার হইয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা মাগিয়া লইও। বলিও আমি তাহার অবোধ শিশু, যদি না বুঝিয়া তাঁহাকে ত্যাগ রূপ মহা অপরাধ করিয়া থাকি, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন, আমি তাঁহার আজ্ঞায় নীলাচলে বাস করি।" ইহা বলিতে বলিতে প্রভু ক্ষণেক কালের নিমিত্ত আবার নিমাই হইয়া বিহ্বল হইয়া, 'মা' 'মা' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও অধীর হইয়া সেই সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জন্মাষ্টমী দিবসে প্রভুর যখন মহা আবেশ তখন প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে এক খানি বহু মূল্য প্রসাদী বস্ত্র দিয়াছিলেন। প্রভু চেতন পাইয়া বস্ত্রখানি দেখিলেন। দেখিয়া উহা লইয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। তখন পরমানন্দপুরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পুরী গোঁসাই তাঁহার গুরু স্থানীয়। জীবের ভক্তি-পথ শিক্ষাদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। পুরী গোঁসাই বলিলেন, "জগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, উহা বরং জননী শ্রীশচী দেবীকে পাঠাইয়া দাও।" প্রভু শ্রীবাসের গলা ধরিয়া বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে করিতে কষ্টে শ্রেষ্টে ধৈর্য্য ধরিলেন। পরে সেই বহু মূল্য প্রসাদী বস্ত্রের কথা স্মরণ করিয়া তাহা আনাইলেন। আনাইয়া বহুবিধ প্রসাদের সহিত শ্রীবাসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বলিলেন, "পণ্ডিত! এই সমুদায় তাঁহার পুত্র নিমাই পাঠাইয়াছে বলিয়া জননীকে অর্পণ করিবে।" প্রভু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাম পর্য্যন্ত করিলেন না, সন্ন্যাসীদের রমণীর নাম মুখে আনিতে নাই, কিন্তু প্রিয়াজীকে ভুলিলেন না। তাঁহাকে যে ভুলেন নাই তাহার নিদর্শনও তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। প্রভু আমার এখন কাঙ্গাল, জননীর নিকট আপনার স্ত্রীর নিমিত্ত বহু মূল্য শাটী পাঠাইতেছেন, ইহা মনে করিলে কাহার না হৃদয় দ্রব হইবে?

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে অনুরাগে ভজনা করেন, তাঁহারা অবশ্য তাঁহার বক্ষবিলাসিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও ভজনা করেন। তাঁহারা প্রচুর

নবদ্বীপে এই বস্ত্র প্রেরণ কার্য্যে ইহাই অনুভব করেন যে, শচীদেবীর সুবর্ণ সূত্র গ্রথিত বস্ত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে এই বস্ত্র প্রভু তাঁহার প্রিয়ার নিমিত্ত পাঠাইয়া ছিলেন। এ কথা বলি কেন, না, তাঁহার ভুবনমোহন স্বামী, তাঁহাকে বিস্মৃত হয়েন নাই, না হইয়া আগ্রহ করিয়া সুবর্ণ সূত্র গ্রথিত সাটী পাঠাইয়াছেন ইহা ভাবিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া সুখী হইবেন। আবার ভক্তগণ ঐরূপ এই কার্য্যের দ্বারা ইহাও ভাবিয়া থাকেন যে, প্রভুর ইচ্ছা ক্রমে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে সাটী পরাইয়া তাঁহার বামে বসাইয়া ভজন করিতে হইবে।

প্রভু বিদায় কালে চেষ্টা করিয়া ধৈর্য্য ধরিলেন। তবু বদন মলিন রহিল। হৃদয়ে ভক্ত-বিরহ দুঃখ খেলিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে লাগিল। ভক্তগণ চারি মাস নীলাচলে থাকিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

গৌরাঙ্গ আদেশ পেয়ে, নিতাই বিদায় হয়ে,
আইলেন শ্রীগৌড় মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম, গৌরীদাস গুণ ধাম,
কীর্ত্তন বিহার কুতুহলে॥
রামাই সুন্দরানন্দ, বাসু আদি ভক্তবৃন্দ,
সতত কীর্ত্তন রসে ভোলা।
পাণিহাটী গ্রামে আসি, গঙ্গা তীরে পরকাশি,
রাঘব পণ্ডিত সহ মেলা॥
সকল ভকত লৈয়া, গৌর প্রেমে মত্ত হৈয়া,
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত দুর্গতি দেখি, হইয়া করুণ আঁখি,
প্রেম রত্ন জগতে বিলায়॥
হরিনাম চিন্তামণি, দিয়া জীবে কৈল ধনী,
পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল।
পড়িয়া বিষয় ফাঁদে, না ভজি নিতাই পদে,
প্রেম দাস বঞ্চিত হইল॥

প্রভু যে একেবারে একা রহিলেন তাহা নয়, প্রভুর সঙ্গে গৌড়বাসীগণের মধ্যে সার্ব্বভৌম, গোপীনাথ, সরূপ, নিত্যানন্দ, গদাধর, হরিদাস, জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, অন্ধ হরিদাস, রামদাস, গদাধর দাস, বাসুঘোষ (পদকর্ত্তা) প্রভৃতি রহিলেন। শ্রীগদাধর যমেশ্বর টোটায়, ক্ষেত্রে সন্ন্যাস লইয়া, গোপী-নাথের সেবা আরম্ভ করিলেন। সে ঠাকুর অদ্যাপি বিরাজিত। শ্রীনিত্যানন্দ সমস্ত নীলাচলে খেলা ও ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন শ্রীমন্দিরে যাইয়া বলরামকে ধরেন, কখন ঠাকুরের মালা কাড়িয়া লইয়া নিজে গলায় রাখেন, সেবাইতগণ সচল জগন্নাথের অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের দাদাকে ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না। প্রভু বা কোথায়, নিতাই বা কোথায়? কখন নিতাইচাঁদ একেবারে নিরুদ্দেশ। শ্রীনিতাইয়ের কোন নিয়ম পালন নাই, যেখানে সেখানে প্রসাদ ভোজন কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়া ভ্রমণ করেন।

প্রভুর ভক্ত ভাবে, হৃদয়ে দুইটী ব্যথা, কৃষ্ণ বিরহ ও জীবের দুঃখ। শ্রীভগবান এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রভু তবু তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ ও কঠিন জীবে ভুলিয়া রহিয়াছে, প্রভুর মনে এই অতি বড় দুঃখ। জীবে নানা কারণে। দুঃখ পাইতেছে এই নিমিত্ত তাঁহার হৃদয়ে দারুণ দুঃখ। জীবে অনর্থক দুঃখ পাইতেছে ইহাতে প্রভুর দুঃখ আরও অধিক। জীবে শ্রীভগবৎ চরণ আশ্রয় করিলেই তাহার দুঃখ যায়, কিন্তু নির্ব্বোধ জীবে তাহা না করিয়া দুঃখ পাইতেছে। এই কথা মনে হইলেই প্রভু বড় কাতর হয়েন। প্রভু সম্মুখে যদি কোন মলিন জীব দর্শন করেন, তবে কখন কখন এরূপ ব্যাকুল হয়েন যে, ধৈর্য্যহারা হইয়া একেবারে রোদন করিয়া উঠেন। যথা প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বাসুর পদ—

কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া॥

যাহাতে জীবে হরিনাম গ্রহণ করে, করিয়া সুখী হয়, ইহা প্রভুর মনের নিতান্ত সাধ। প্রভুকে এক দিন এক জন ভদ্রলোকে নীলাচলে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন। কৌতুকী প্রভু তাহাকে বলিতেছেন যে, তিনি এক নিয়ম করিয়াছেন। সেটী এই যে, যে লক্ষেশ্বর নহে তাহার গৃহে তিনি নিমন্ত্রণ লয়েন না। যে ভাল মানুষ নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন তিনি ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "প্রভু! লক্ষ কোথা পাবো, সহস্র নাই।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "আমি তাহাকেই লক্ষেশ্বর বলি, যে ব্যক্তি প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ করেন।" এই কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি সহর্ষে বলিলেন, "প্রভু! আমি এই অবধি লক্ষ নাম জপ করিব।" প্রভুও বলিলেন, "তবে আমিও তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।" এইরূপে নীলাচলে নিয়ম হইল যে লক্ষ নাম জপ না করিলে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করা যায় না। তাই সকলেই লক্ষ নাম জপ রূপ সাধন গ্রহণ করিলেন।

এই হরিনাম বিতরণ অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার যাহার তাহার দ্বারা হয় না। এই প্রচার কার্য্যে প্রভুর প্রধান সহায় দুইজন, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতকে সমাজের আচণ্ডাল সকলকে কৃষ্ণ নাম দিবার আজ্ঞা দিয়া গৌড়ে পাঠাইয়াছেন। নিতাই নিকটে আছেন। ইহা কিন্তু প্রভুর ভাল লাগিতেছে না। তাঁহার মনের ভাব এই যে, শ্রীপাদ! তুমি এখানে আনন্দে নৃত্য না করিয়া, দুঃখী জীবকে নৃত্য করাও, ইহাই তোমার কর্ত্তব্য

কর্ম্ম। প্রভু শ্রীনিতাইয়ের হস্ত ধরিয়া নিভৃতে যাইয়া বসিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি গৌড়ে গমন কর, সেখানে যাইয়া জীবগণকে উদ্ধার কর।" শ্রীপাদ বলিলেন, "উহা আমা হইতে হবে না। এখানে যাহা বল করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।" প্রভু সে দিবস আর কিছু বলিলেন না।

আর এক দিবস শ্রীনিতাইকে লইয়া ঐরূপ যুক্তি করিতে বসিলেন। বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! তুমি যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাক, তবে আর জীব উদ্ধার হয় না।" নিতাই বলিলেন, "তোমার জীব তুমি উদ্ধার কর, আমি তোমার কাছে থাকিব।" প্রভুর তখন নয়ন জল পড়িতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গের নয়নে বারি দেখিয়া নিতাইয়ের হৃদয় ক্লেশে আকুল হইল। বলিতেছেন "প্রভু, কি আজ্ঞা বলুন! তাহাই ক[illegible]।" প্রভু বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমার মনে সাধ ছিল যে আমি হরিন[illegible] বিতরণ করিব, কিন্তু আমি পারিলাম না। নাম বিতরণ করিতে গিয়া নামে[illegible] শক্তিতে হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিল, তাই এখন আমাতে আমি নাই, ভাসিয়া চলিতে[illegible]।"

এখানে প্রভুর হৃদয়ের ব্যথা বর্ণিত এই প্রাচীন পদটী দিব,—

আমার মন যেন আজ করেরে কেমন আমায় ধর নিতাই

নিতাই, জীবকে হরিনাম বিলাতে, উঠিল ঢেউ প্রেম নদী

সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া যাই॥

যে ব্যথা আমার অন্তরে, এমন, ব্যথিত কেবা কব [illegible]র,

জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায়॥

আমার, সঞ্চিত ধন ফুরাইল, জীব উদ্ধার নাহি হলো,

ঋণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়া যাই॥

অর্থাৎ আমি যে প্রেম-ধন আহরণ করিয়াছিলাম, তাহা সব ফুরাইয়া গেল। আমি যে প্রেম দিব বলিয়া জীবের নিকট সত্যে আবদ্ধ আছি, সে ধার শুধিতে পারিলাম না।

করুণাময় নিতাইয়ের তখন সমুদায় মনে হইল, চাপল্য, চাঞ্চল্য গেল, শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। নিতাই বলিলেন, "প্রভু। আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি তাহাই করিব। তুমি প্রাণ, আমি দেহ। তোমার বিরহ আমায় সহ্য করিতে হইবে, তাহাই হউক।" প্রভু বলিলেন, "গৌড় বড় কঠিন স্থান, যেহেতু উহা পড়ুয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত। ওরূপ

স্থানে ধীশক্তিসম্পন্ন বস্তুর প্রয়োজন। তোমা ব্যতীত সেখানে আর কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।”

এখানে একটী নিগূঢ় রহস্য বলি। প্রভু এইরূপে সমস্ত ভারতবর্ষে আপনার ভক্ত পাঠাইয়া জীব উদ্ধার করিয়াছিলেন। যিনি যে স্থানের উপযুক্ত, তাঁহাকে সেই স্থানে নিযুক্ত করেন। গৌড় বড় জ্ঞানের স্থান, তাই আনন্দের প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে এখানে পাঠাইলেন। ভাবিলেন, জ্ঞান আনন্দের নিকট খর্ব্ব হইবেন। যেখানে ভক্ত দ্বারা কার্য্য না হইত, সেখানে আপনি করিতেন।

প্রভু তাহার পরে শ্রীনিত্যানন্দের হস্ত ধরিলেন। বলিতেছেন, “শ্রীপাদ! তুমি ব্যতীত আমার হৃদয়ের ব্যথা বলিবার স্থান নাই, তুমি ব্যতীত গৌড় দেশ উদ্ধাররূপ দুষ্কর কার্য্য সাধন করে এমন আর কেহ নাই। তুমি উদাসীন ব্রত লইয়া এখানে থাকিলে, আর জীব হাহাকার করিতে লাগিল। তুমি তোমার গণ লইয়া গৌড় দেশে গমন করিয়া আচণ্ডাল উদ্ধার কর। যাহারা মূর্খ নীচ, কি যাহারা পণ্ডিত পড়ুয়া, কি দুর্ম্মতি, কি পাপী, ইহার কাহাকেও ছাড়িবা না। সকলকে উদ্ধার করিবে। যেন সকলে অনায়াসে হরিনাম করিয়া সুখী হইতে পারে।”

নিতাইয়ের সঙ্গে গদাধর দাস গৌড়ে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রভুতে ও নিতাইয়ে কি কথা হয় তাহা তিনি সমুদায় অবগত ছিলেন। এখন সেই গদাধরের পদ শ্রবণ করুন—

বিরলে নিতাইয়ে পায়ে, নিজ কাছে বসাইয়ে,
মধু ভাবে কহে ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হয়ে, হরিনাম লওয়াও গিয়ে,
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে॥
প্রভু কহে, “নিত্যানন্দ, জীব সব হইল অন্ধ,
কেহত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে,
কৃপা করে লওয়াইবে নাম॥
কৃতপাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবের যেন নাহি হয়,
সুখে যেন হরিনাম লয়॥

কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধম গণ,
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণ প্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী,
খণ্ডাইও সবাকার দুঃখ॥
জীবে দয়া প্রকাশিয়া, সংসার ধর্ম্ম আচরিয়া,
পূর্ণ কর সকলের আশ।”
চৈতন্য আদেশ পেয়ে, চলে নিতাই বিদায় হয়ে
সঙ্গে চলু গদাধর দাস॥

প্রভুর আজ্ঞা এখন বিচার করুন। নিতাইকে বলিতেছেন যে, যাহাকে সম্মুখে পাইবে তাহাকে উদ্ধার করিবে। আচ্ছা, সে যদি মহাপাপী হয়? প্রভু বলিতেছেন, তাহা হউক, যে যত পাপী হউক, সম্মুখে পাইলেই তাহাকে কৃপা করিবে। প্রভু বলিতেছেন, এ সমুদায় জীবকে সদয় হইয়া করিবে, ইত্যাদি। ইহাতে বুঝিতেছি, যে যত কাঙ্গাল তাহাকে তত করুণা করিতে হইবে, যে যত পাপী তাহাকে তত দয়া করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রভুর বিবেচনায় যে যত অধিক পাপী, সে ততই অধিক দয়ার পাত্র।

কোন ধর্ম্ম পুস্তকে এরূপ লেখা আছে যে, কোন অবতার তাঁহার শিষ্য-গণকে বলিতেছেন, যে, “উহারা মহাপাপী, উহাদিগকে এ সকল কথা বলিও না। এ সব কথা শুনিলে তাহারা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্ত-দণ্ড হইতে উদ্ধার হইয়া যাইবে।” আমরা সেই ধর্ম্ম পুস্তকে ইহা পাঠ করিয়া দুঃখ পাইয়াছিলাম, কিন্তু প্রভুর লীলায় সেরূপ দুঃখ পাইবার কথা নাই। প্রভুর বিবেচনায় সকলের প্রতি সমান, বরং পাপীর প্রতি অধিক, দয়া করিতে হইবে।

প্রভুর আজ্ঞায় আরও বুঝিতেছি যে, যাহারা তার্কিক পড়ুয়া পণ্ডিত, তাহারা বড় হতভাগ্য। আর কি বুঝিতেছি, না, জীবের দুঃখ কেবল তাহারা ভক্তি হইতে বিমুখ বলিয়া। অতএব হরিনাম লইলেই তাহাদের দুঃখের মোচন হয়, ও যম যন্ত্রণা, অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের ভয় হইতে উদ্ধার পায়। প্রভুর আজ্ঞায় আরও কি বুঝিতেছি, না, যে, তিনি অর্থাৎ প্রভু যাহাই হউন, আমাদের জাতীয় জীব নহেন। তাঁহার আজ্ঞা কিরূপ তাহা বুঝুন। তিনি বলিতেছেন, “নিতাই যাও, যাহাকে সম্মুখে পাও, অমনি তাহাকে উদ্ধার কর।” বাপ রে বাপ! নেপোলিয়ান বাদসাহা তাঁহার

সেনাপতিকে জগৎ জয় করিতে বলিতে পারেন, ইহাতে অমানুষিকতা কিছুই নাই। তাঁহার প্রকাণ্ড সতেজ সৈন্য আছে, সুতরাং তাঁহার সেনাপতির জগৎ জয় করায় বিচিত্র কি? কিন্তু যাহাকে সম্মুখে পাইবে, সে পণ্ডিত কি মূর্খ, পাপী কি অসাধু যাহাই হউক, তাহাকে উদ্ধার করিবে, এরূপ আজ্ঞা মনুষ্য করিতে পারে না। বিবেচনা করিতে গেলে, এরূপ আজ্ঞা কেবল শ্রীভগবানই করিতে পারেন। কোন এক জনের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা কহিয়া দেখিবেন যে, লোকের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত পরিবর্ত্তন করা কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার। তুমি যদি বড় সাধু ও তেজস্বী পুরুষ হও, তবু তোমার মতে আনিতে সম্ভবত সমস্ত জীবনে একটি লোককেও পারিবে না।

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া নিতাই করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু! আমি পুতুল তুমি সূত্রধর, যেমন নাচাবে তেমনি নাচিব। আমি গৌড় চলিলাম, যাইয়া তোমার আজ্ঞা বলিব। জীবে হরিনাম গ্রহণ করে কি না তাহা আমি জানি না, তাহা তুমি জান।" তখন প্রভু ও নিতাই গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি আমারে কৃতার্থ করিলে। আমার আর এক নিবেদন এই, তুমি এখানে মুহুর্মুহু আসিও না, কারণ তুমি আইলে অনেক সময় বিফলে যাইবে।" নিতাই এ কথার কোন উত্তর করিলেন না। তখন প্রভু নিতাইয়ের সঙ্গে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি সহচর দিলেন। যথা, খানাকুল কৃষ্ণনগরের অভিরাম বা রামদাস, পাণিহাটীর গদাধর দাস, পদকর্ত্তা বাসুঘোষ প্রভৃতি। এই যে, সহচরগুলি চলিলেন, ইহাঁরা সকলেই প্রায় বদ্ধ পাগল। নিতাইয়ের গণ প্রায় সকলেই পাগল। তাহার পরে যখন তাঁহাদিগকে গৌড় পাঠান, প্রভু তখন তাঁহাদিগকে এমনি শক্তি সম্পন্ন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন যে, সকলেই একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন। কোন্ পথে আসিতেছেন, কোথা যাইতেছেন, কিছুরই ঠিকানা নাই। কখন পশ্চিম, কখন পূর্ব্ব, কখন উত্তর, কখন দক্ষিণ, এইরূপ করিয়া কোন ক্রমে পরিশেষে সুরধুনী তীরে পাণিহাটী গ্রামে আইলেন। পথে আসিতে রামদাস এক দিবস গোপাল ভাবে ত্রিভঙ্গ হইয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। এইরূপে সে দিবস গেল!

শ্রীনিত্যানন্দ গৌড় আসিয়া কি কাণ্ড করিলেন, তাহা বর্ণনা এক বৃহৎ

ব্যাপার। নিতাইয়ের পায়ে নুপুর, সুরধুনী তীর দিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন, বলিতেছেন কি না—

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ, সেই আমার প্রাণ।

মনে ভাবুন, আনন্দের পরাকাষ্ঠা, এ বস্তুর দর্শনে লোকে আনন্দে মগ্ন হয়। নিতাইয়ের কার্য্য কলাপ বর্ণন যুক্ত আর একটি পদ শুনুন।

অক্রোধ, পরমানন্দ, নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই, নগরে বেড়ায়॥
যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ, বল গৌর হরি॥

আর একটী শ্রবণ করুন্—

হরি নাম দিয়া জগত মাতালে, আমার একলা নিতাই।
সঙ্গে গৌর থাকলে কি না হতো॥

আর একটা—

ধর লও সে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয় আয়।
প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায়।
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।
প্রেমে দুকূল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিল গোরাচাঁদের গায়॥

আবার—

সুরধুনী তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে

নিতাইয়ের ধর্ম্ম প্রচার পদ্ধতি অতি মনোহর, আর একটু হাস্য উদ্দীপকও বটে। এক জনকে ধরিয়াছেন, বলিতেছেন, "ভাই, শুন নাই? তিনি আসিয়াছেন, সেই যমের যম। আর ভয় কি চল, নাচিতে নাচিতে বৈকুণ্ঠে চল।" নিতাইয়ের পক্ষে ও সমুদায় সোজা কথা। কিন্তু যাহাকে বলিলেন, সে হয়ত কিছু মানে না, কি প্রভুকে মানে না। কিন্তু তবু নিতাইয়ের সেই সোজা কথা, সেই আকিঞ্চন, সেই প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিয়া প্রকৃতই লোকে নিতাইয়ের অনুগত হইলেন।

কাহাকে বলিতেছেন, "আমি তোমার দাস হইলাম তুমি গৌর ভজ।" কাহার নিকট দন্তে তৃণ ধরিয়া করযোড়ে কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন, "তুমি আমাকে কৃপা করিয়া একবার মুখে হরি বল।" যদি কেহ হরি নাম না লইল, তবে নিতাই ব্যথিত হইয়া তাহার সম্মুখে পড়িয়া

বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় গড়াগড়ি দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে বেচারি করে কি, কাছে বসিয়া গোসাঞিকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, পরে আপনিও কান্দিতে লাগিল। ইহাতে মন নির্ম্মল হইল, পরিশেষে তিনি হরি হরি বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, কাজেই তিনি গৌরাঙ্গের হইলেন। কাহাকে বলিতেছেন, "জান না, আমি ভাইয়ের আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছি? একেবারে দেশ সমভূম করিব, পতিত আর একটিও রাখিব না!"

নিতাই "ভজ গৌরাঙ্গ" বলিয়া নাচিতে নাচিতে পরিশেষে শ্রীনবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীশচী দেবী নীলাচল হইতে আগত ভক্তগণের নিকট শ্রীনিমাইয়ের সংবাদ পাইয়াছেন। নিতাই একবারে প্রভুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। নিতাইকে পাইয়া শচীর পুত্র-বিরহ অনেক হ্রাস হইল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আড়ালে দাঁড়াইলেন। শচী কাঁপিতে কাঁপিতে নিতাইয়ের আগে আইলেন। নিতাই অমনি মাতার পদ দুখানি ধরিয়া প্রণাম করিলেন। শচী নিতাইকে কোলে করিলেন, তখন মাতা পুত্রে গলাগলি করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

মনে রাখিতে হইবে যে, নিতাইয়ের দেহে বিশ্বরূপ বিরাজ করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া সুখে পতির সংবাদ শুনিতেছেন। শচী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "নিতাই! নিমাই কি আমার বেঁচে আছে? আমার ননীর পুতলি নিমাই সন্ন্যাসী হয়েছে মুই অভাগিনী তবু মরি নাই।

কহ কহ অবধোত, কেমন আছে।
ক্ষুধার সময়, জননী বলিয়া,
(তোমারে) কখন কিছু পুছে?
যে অতি কোমল, ননীর পুতুল,
আতঙ্কে মিলায় যে।
যতির নিয়মে, নানা দেশ গ্রামে,
কেমনে ভ্রময়ে সে?
এক তিল যারে, না দেখি মরিতাম,
বাড়ীর বাহির দ্বারে।
সে এখন দূরে, ছাড়িয়া আমারে,
কোথা নীলাচল পুরে॥

মুই অভাগিনী, আছি একাকিনী,
জীবনে মরণ পারা।
কোথা বা যাইব, কারে কি করিব,
প্রেমদাস জ্ঞান হারা॥

অন্যত্র—

নদীয়া নগরে গেলা নিত্যানন্দ রায়।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে শচী মাতার পায়॥
তারে কোলে করি শচী কান্দয়ে করুণে।
নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের বসনে॥
ফুকরি ফুকরি কান্দে কাতর হিয়ায়।
গৌরাঙ্গের কথা কহি প্রবোধয়ে তায়॥
নিত্যানন্দ বলে মাতা স্থির কর মন।
কুশলে আছয়ে মাতা তোমার নন্দন॥
তোমায় দেখিতে মোরে পাঠাইয়া দিল।
তোর পদ যুগে কত প্রণতি করিল॥
কানুদাস কহে মাতা কহি তোর ঠাঁই।
তোমার প্রেমে বাঁধা আছে গৌরাঙ্গ গোঁসাই॥

নিতাই শচী মাতার তৃপ্ত্যর্থে নবদ্বীপে কিছুকাল রহিলেন, রহিয়া নিমাইয়ের কথা দ্বারা মাতা ও শ্রীমতীকে সান্ত্বনা করিলেন। শচী মা নিমাই কি খায়, কি করে, এ সমুদায় কাহিনী এক বার দুই বার দশবার করিয়া শুনিতেন, আর শ্রীমতী একটু আড়ালে বসিয়া সেই রস আস্বাদন করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপবাসীগণের সহিত মিলন এইরূপ বর্ণিত আছে। যথা—

জননীরে প্রবোধ বচন কহি পুন।
নিত্যানন্দ করে তাঁর চরণ বন্দন॥
শ্রীবাসাদি সহচরে মিলিয়া নিতাই।
গৌরাঙ্গের কথা শুনি আকুল সবাই॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত পণ্ডিত রামাই।
একে একে সবা সনে মিলিল নিতাই॥
সকল ভকত মেলি নিতাই মেলিয়া।
গোরা গুণ গাঁথা বলি স্থির করে হিয়া॥
প্রেমদাস বলে মুই কি বলিতে জানি।
হৃদয়ে গাঁথিয়া সেই নিতাই চরণ খানি॥

পঞ্চম অধ্যায়।

শত বর্ষ তপে যেই ধনে নাহি মিলে।
পবিত্র আনন্দে মিলে যেই শিখাইলে॥
সাধন কণ্টক পথে ফুল ছড়াইল।
বলাইয়ের সর্ব্বস্ব ধন তাঁর পদতল॥—বলরামদাসের অষ্টক।

নদিয়া-ভক্তগণের বিহনে শ্রীগৌরাঙ্গ কি রূপে দিন কাটাইতে লাগিলেন, তাহা এখন শ্রবণ করুন—

পাণি শঙ্খ বাজিলে উঠেন সেই ক্ষণ।
কপাট খুলিলে জগন্নাথ দরশন॥
জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম।
অবোধ্য অদ্ভুত প্রেম নদী বহে যেন॥
দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক।
কার দেহে আর নাহি রহে দুঃখ শোক॥
যে দিকে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি যায়।
সেই দিকে সর্ব্ব লোক হরি হরি গায়॥ (চৈতন্য ভাগবত)

কপাট খুলিলে প্রভু তাঁহার নয়ন শ্রীজগন্নাথের বদনে অর্পণ করেন, অমনি ধারা পড়িতে থাকে। প্রভুর নয়নে পলক নাই, আঁখি রক্তবর্ণ হইয়াছে। নয়ন তারা ডুবিয়া গিয়াছে, ডুবিয়া ধারা পড়িতেছে, ধারার বিরাম নাই। কাজেই নয়ন জল মৃত্তিকায় পড়িতেছে, ও তাহাতে একটু স্রোত হইয়া সেখানে একটী গর্ত্ত ছিল তাহাতে যাইতেছে। প্রভু এইরূপ দুই প্রহর পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেছেন, আর শত শত লোকে প্রভুকে দর্শন করিতেছে। পর পর নূতন নূতন ভাব উদয় হওয়াতে প্রভু নব নব রূপ ধারণ করিতেছেন। সে সমুদায়ই তুল্য রূপে মনোহর। প্রভুর বাহ্য জ্ঞান নাই। স্বরূপ কি গোবিন্দ কোন ক্রমে তাঁহাকে বাসায় আনিলেন। সেখানে আসিয়া প্রভু সমুদ্রে স্নানে গমন করিলেন। স্নান করিয়া আসিয়া [illegible]

সংখ্যা মালা জপ করিতে বসিলেন। প্রভুর মালা লইয়া নাম জপ করা এক প্রকার বিড়ম্বনা, যেহেতু তিনি দিবানিশি শ্রীবদনে হরে কৃষ্ণ নাম জপ করিতেন। প্রভু যখন জপ করিতেন তখন সম্মুখে ভাণ্ডে একটী তুলসী বৃক্ষ রাখিতেন। প্রভুর মালা লইয়া জপ কেবল ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, তিনি যাহা করিবেন জীবে তাহাই করিবে, সেই নিমিত্ত তাঁহার ভজন সাধনের সর্ব্ব অঙ্গ পালন করিতে হইত। সামান্য জীবে সাধনের সকল অঙ্গ যাজন করিতে পারে না। কিন্তু প্রভুর তুলসী সেবা হইতে কৃষ্ণ বিরহে মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত, ভজন সাধনের আরম্ভ হইতে শেষ—স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত—সমুদায় অঙ্গ যাজন করিয়া জীবকে শিখাইতে হইত। কারণ তিনি না করিলে কেহ করিবে না। প্রভুর যে মালা জপ সেও এক অদ্ভুত কাণ্ড। প্রভু মালা জপিবেন কি, মালা হাতে করিয়াই কান্দিয়া আকুল। যথা—

রুই রুই জপে কৃষ্ণ নাম মধু। ধ্রু

মালা জপ হইলে প্রভু ভোজনে বসিলেন, ভোজনান্তে একটু শয়ন করিলেন, তখন গোবিন্দ আসিয়া পদ সেবা করিতে লাগিলেন। প্রভুর একটু নিদ্রা আসিলে গোবিন্দ তখন প্রসাদ পাইতেন। প্রভু প্রায় সারানিশি ভজনে কাটাইতেন, কাজেই দিনের বেলা একটু শয়ন করিতেন।

প্রভু নিদ্রা যাইতেছেন গোবিন্দ পদ সেবা করিতেছেন, আর দেখিতেছেন—

বাহু পরে শির রাখি মৃত্তিকা শয়ন।
সরল নির্ম্মল মুখ মুদিত নয়ন॥
সুখ স্বপ্ন দেখে প্রভু আপন লীলায়।
নব নব ভাব মুখে হইছে উদয়॥
ধূলা ধূসরিত সুবলিত হেম দেহে।
যেই দেখে তার নেত্রে প্রেম ধারা বহে॥
ত্রিভুবন নাথ শুই ধূলার উপরে।
বলরাম দাস বসি পদ সেবা করে॥

প্রভু উঠিয়া অপরাহ্ণে গদাধরের ওখানে শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতে চলিলেন। নীলাচলে প্রভুর চির-সঙ্গী গদাধর। মাধব মিশ্রের তনয় গদাধর শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত পূজিত হইয়া থাকেন। এমন কি, তিনি স্বয়ং শ্রীরাধার প্রকাশ। যখন নিমাই নবদ্বীপে রাসলীলা করেন, তখন গদাধর শ্রীমতী রাধা হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরের বাড়ী যে নাটক হয় তাহাতেই

প্রথমে গদাধর রাধা রূপে প্রকাশ হয়েন। শ্রীনিমাই নৃত্য করিতে গদাধরের হাত ধরিয়া উঠিতেন। গদাধর প্রভুর চির সঙ্গী—নীলাচলে

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
গদাধর প্রভুকে সেবেন অনুক্ষণে॥
গদাধর সমুখে পড়েন ভাগবত।
শুনি প্রভু প্রেমরসে হন উনমত্ত॥ (ভাগবত)

গদাধরের স্থানে তখন কাজেই প্রভুর গণ সমুদায় উপস্থিত হয়েন। সকলে বসিয়া প্রভুর সঙ্গে গদাধরের মুখে ভাগবত শ্রবণ করেন। সন্ধ্যা হইলে যদি জ্যোৎস্না রজনী হয় তবে প্রভু সমুদ্র তীরে গমন করেন।

সর্ব্ব রাত্রি সিন্ধু তীরে পরম বিরলে।
কীর্ত্তন করেন প্রভু মহা কুতুহলে॥
চন্দ্রাবতী রাত্রি বহে দক্ষিণ পবন।
বৈসেন সমুদ্র কূলে শ্রীশচী নন্দন॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে।
নিরবধি হরে কৃষ্ণ বলে শ্রীবদনে॥

যখন বাড়ি থাকেন তখন প্রায় সমস্ত নিশি সরূপ ও রাম রায় লইয়া রসাস্বাদন করেন। এই যে গম্ভীরার রসাস্বাদন লীলা ইহা অতি নিগূঢ় ও অনমুভবনীয় বিষয়। যাঁহার ভাগ্যে থাকে তিনি উহা বর্ণনা করিবেন।

শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ প্রভুর নিকট বিদায় হইয়া গৃহে গমন করিলে সার্ব্বভৌম তাঁহার নিকটে আসিয়া করযোড়ে একটী প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে এখন প্রভু একক আছেন, তাঁহাকে একবার ভাল করিয়া আহার করাইবেন। কেবল এই নিমিত্ত এক খানি নূতন ঘর প্রস্তুত করাইয়াছেন। সার্ব্বভৌম নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার বাড়ী প্রভুর এক মাস নিমন্ত্রণ লইতে হইবে। প্রভু হাসিয়া বলিলেন যে, তাহা হইবে না, যেহেতু সন্ন্যাসের সে ধর্ম্ম নয়। সার্ব্বভৌম বলিলেন, তবে কুড়ি দিন। প্রভু বলিলেন, এক দিন! তখন সার্ব্বভৌম একেবারে প্রভুর চরণ ধরিয়া পড়িলেন। প্রভু স্বীকার হবেন না, তখন সার্ব্বভৌম দশ দিনে আইলেন। শেষে প্রভু নাচার হইয়া পাঁচ দিবসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার সহিত যে সমুদায় সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহাদের আমি পৃথক নিমন্ত্রণ করিব। এক জনের বেশী

কোন দিনে পারিব না। কারণ একাধিক নিমন্ত্রণ করিলে সকলের সম্মান রাখিতে পারিব না। অতএব তুমি একা আসিবে, আর নিতান্ত যদি কাহাকে সঙ্গে করিয়া আন তবে স্বরূপ দামোদরকে আনিবে, তাঁহাকে আমার সম্মান করিতে হইবে না।

তুমি নিজ ইচ্ছায় আসিবে মোর ঘর।
কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপ দামোদর॥ (চরিতামৃত)

সার্ব্বভৌমের ইচ্ছা যে প্রভু একা আসেন, আর যদি কাহাকে আনেন তবে কেবল স্বরূপকে। প্রভুকে একা খাওয়াইবেন মনস্থ করিয়া, প্রভুর সঙ্গী সকল সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক এক জনকে এক দিন করিয়া খাওয়াইবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। সন্ন্যাসীগণ সঙ্গে আইলে প্রভুকে মনের সঙ্গে খাওয়াইতে পারিবেন না। একা পাইলে কান্দিয়া কাটিয়া পায়ে ধরিয়া, প্রভুকে যথেষ্ট রূপে ভুঞ্জাইতে পারিবেন। তবে স্বরূপের আসিবার বাধা নাই। কারণ তিনি ভিন্ন লোক নহেন। প্রভুর অনুমতি পাইয়া সার্ব্বভৌম আনন্দে তাঁহার ঘরণীকে আসিয়া সংবাদ দিলেন। তখন স্ত্রী ও পুরুষে দুই জনে মহাপ্রভুকে সেবা দিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। গৃহে সমুদায় দ্রব্য রহিয়াছে, তবে তরকারী ও শাক আহরণ করিয়া আনাইলেন। প্রভু উপযুক্ত সময়ে একক আইলেন। সার্ব্বভৌম আপনি তাঁহার পদ ধুয়াইলেন। প্রভু দেখিলেন, ভট্টাচার্য্য মহা আয়োজন করিয়াছেন। ভক্তগণের আহ্লাদ হইবে এই নিমিত্ত কবিরাজ গোস্বামী এই আয়োজনের এইরূপ তালিকা দিয়াছেন। আমিই বা ছাড়ি কেন?

দশ প্রকার শাক নিম্ব তিক্ত সুক্ত ঝোল।
মরিচের ঝাল ছেনাবড়ী বড়া ঘোল॥
দুগ্ধতুম্বী দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড বেশারি লাফরা।
মোচা ঘণ্ট মোচা ভাজা বিবিধ শাকরা॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুল বড়ী ফল মূলে বিবিধ প্রকার॥
নব নিম্ব পত্র সহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুল বড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মান চাকী॥
ভ্রষ্টমাষ মুদ্গ সূপ অমৃত নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়॥

মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট॥
কাঁজিবড়া দুগ্ধচিড়া দুগ্ধলকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥
ঘৃত সিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘন দুগ্ধ আম্র তাঁহা ধরি॥
সরলা মথিত দধি সন্দেশ অপার।
গৌড় উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার॥ (চরিতামৃতে)

প্রভু আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিতেছেন, "এই দুই প্রহরের মধ্যে এত আয়োজন কিরূপে করিলে? যদি এক শত চুলায় পাক করে, তবু এত পাক করিতে পারে না।" তাহার পরে অন্নের উপরে তুলসী মুঞ্জরী দেখিয়া প্রভু বুঝিলেন যে সমুদায় শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা হইয়াছে। তখন অতি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তুমি বড় ভাগ্যবান যে এরূপ ভোগ শ্রীভগবানকে দিয়াছ। নিশ্চয় শ্রীভগবান ইহা আস্বাদ করিয়াছেন, নতুবা এরূপ সুগন্ধ বাহির হইবে কেন? আমিও ভাগ্যবান, এই প্রসাদের অংশ পাইব।" আসন দেখিয়া বলিতেছেন, "এই আসন হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের, উহা উঠাইয়া রাখ, আমাকে অন্য স্থানে ভিন্ন পাত্রে কিছু অন্ন দাও।" ভট্টাচার্য্য উত্তরে বলিলেন, "যদি আয়োজন তোমার মন মত হইয়া থাকে, তবে তোমার ইচ্ছায় সমুদায় হইয়াছে, আমার উহাতে প্রশংসার কিছু নাই। আসন উঠাইব কেন? তুমি উহাতেই উপবেশন কর।" প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণের আসনে কিরূপে বসিব?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "কৃষ্ণের প্রসাদ যেরূপে পাইবে। যদি তাঁহার প্রসাদ পাইতে আপত্তি না থাকে, তবে তাঁহার আসনে বসিতে আপত্তি কি? উহাও কৃষ্ণের প্রসাদ মনে কর।" ঠাকুর বলিলেন, "ঠিক, কৃষ্ণের শেষ তাঁহার দাসের প্রাপ্তি।" ইহাই বলিয়া হাসিয়া পীড়ির উপরে বসিলেন।

সার্ব্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বর, কন্যা যাঠী। যাঠীকে মহাকুলীন জামাতার সহিত বিবাহ দিয়া গৃহে রাখিয়াছেন। জামাতার নাম অমোঘ। এই বস্তুটী নানা দোষে পূর্ণ ছিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণ প্রতাপশালী শ্বশুরালয়ে বাস করেন, তাহার পক্ষে মন্দ হওয়া বিচিত্র নহে। সার্ব্বভৌম

জামাতাটিকে মনে মনে বড় ঘৃণা করেন। কিন্তু করেন কি? অমোঘ জামাতা, পুত্র নহে। পুত্র হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করিতেন। সার্ব্বভৌম প্রভুকে বসাইবার পূর্ব্বে সমুদায় সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রভু ভোজনে বসিলেন, সার্ব্বভৌমের ঘরণী অন্তর হইতে ভোজন দর্শন করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য হস্তে লাঠী লইয়া দ্বারে বসিলেন। কেন না, জামাতা অমোঘের ভয়ে। অমোঘ সেখানে আসিয়া পাছে প্রভুকে কোন দুর্ব্বাক্য বলে, কি কোন অন্যায় কার্য্য করে, তাই সার্ব্বভৌম দ্বার রক্ষা করিতেছেন। অমোঘ সেখানে আসিতে পারিতেছেন না। দ্বারের নিকটে আসিতেছেন, আর নৈয়ায়িকপ্রবর দণ্ডিদিগের গুরু ভুবন-বিখ্যাত সার্ব্বভৌম লাঠি উঠাইতেছেন, আর অমোঘ ভয়ে দৌড় মারিতেছেন। সম্ভবত অমোঘের গাঁজা খাওয়া অভ্যাস ছিল, নতুবা এরূপ কেন করিবেন? এই যে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে মোটে ওদিকে যাইতে দিতেছেন না, ইহাতে ব্যাপার কি দেখিবার নিমিত্ত অমোঘের কৌতূহল ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। তাই বারে বারে আসিতেছেন, আর সার্ব্বভৌমের লাঠি দেখিয়া ভয় পাইয়া দূরে যাইয়া লুকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সুবিধা পাইলেই আসিবেন মনের এই ভাব। অমোঘের শুভদিন উপস্থিত, কাজেই সুবিধাও উপস্থিত হইল। প্রভুকে কোন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিবার জন্য সার্ব্বভৌম দ্বার ত্যাগ করিয়া তাহার পার্শ্বে যে পাকশালা ছিল সেখানে প্রবেশ করিলেন। অমোঘ এই সুযোগে অমনি ছুটিয়া আইলেন। সার্ব্বভৌমও অমোঘ দ্বারের নিকটে আসিতেছেন দেখিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অমোঘ ব্যাপার কি দেখিল। দেখিল যে, প্রভু বসিয়া ভোজন করিতেছেন।

এখন আমাদের প্রভু ভক্তের অনুরোধে অমানুষিক ভোজন করিতেন। সার্ব্বভৌম প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া ভোজন করাইবেন বলিয়া দশ বার জনের অন্ন প্রস্তুত করিয়া সমুদায় পাতে ঢালিয়া দিয়াছেন। অমোঘ দ্বারে আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, সার্ব্বভৌমকে দেখিয়া পলায়ন করিল। তবু যাইবার বেলা এই কথা বলিয়া দৌড় মারিল যে, "বাপরে বাপ! একা সন্ন্যাসী এত ভাত খাইবে?"

এ কথা প্রভুর কাণে গেল। তিনি একটু হাস্য করিলেন। সার্ব্বভৌম লাঠি লইয়া অমোঘের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, সে পলায়ন করিল।

ভট্টাচার্য্য তখন জামাতাকে গালি ও শাপ দিতে দিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জামাতার রূঢ়বাক্য সার্ব্বভৌমের হৃদয়ে শেলের স্বরূপ বিদ্ধিয়া গিয়াছে। প্রভু একা না আইলে তাঁহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারিবেন না, এই নিমিত্ত প্রভুর সঙ্গী সন্ন্যাসীগণকে পৃথক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। মনের সাধ এই যে, কাঁদিয়া কাটিয়া প্রভুকে সমুদায় অন্ন খাওয়াইবেন। এই নিমিত্ত যথেষ্ট অন্ন রন্ধন করিয়াছেন। এখন কি না, তাঁহার জামাতা প্রভুকে এরূপ দুর্ব্বাক্য বলে? সার্ব্বভৌম গালি শাপ দিতে লাগিলেন, তাঁহার স্ত্রীও মনে দারুণ ব্যথা পাইয়া বক্ষে করাঘাত ও বারম্বার "ষাঠী বিধবা হউক" বলিতে লাগিলেন। প্রভু দুই জনের দুঃখ দেখিয়া ভয়ে ভয়ে সার্ব্বভৌমের প্রকৃতই সাধ পুরাইয়া ভোজন করিলেন। যদি অমোঘ এই দুর্ব্বাক্য না বলিত, তবে হয়ত প্রভু অত ভোজন করিতেন না। তাই বলি শুভক্ষণে অমোঘ প্রভুকে রূঢ়বাক্য বলিয়াছিলেন। প্রভু আচমন করিলেন, তখন সার্ব্বভৌম তাঁহাকে তুলসী মুঞ্জরী, এলাচী, লবঙ্গ প্রভৃতি মুখশুদ্ধি দিলেন, শ্রীঅঙ্গে চন্দন মাখাইলেন, গলে মাল্য পরাইলেন। পরে দুটি চরণ ধরিয়া পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু ক্ষমা কর, আমি তোমাকে নিন্দা করাইতে বাড়ী আনিয়াছিলাম। আমার গৃহে আমার জামাতা তোমাকে কটু বলিল, ইহা হইতে আমার মরণ শত গুণে ভাল।" শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, "অমোঘের একটুও দোষ নাই। সে যাহা ন্যায্য তাহাই বলিয়াছে। তোমারও উচিত ছিল না যে এত ভোজন করাইয়া সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নষ্ট কর, আমারও উচিত ছিল না যে এত ভোজন করি।" ইহাই বলিয়া অমোঘের কার্য্য হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বাসায় চলিলেন, সার্ব্বভৌম চুপে চুপে পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। প্রভু বাসার গমন করিলে সার্ব্বভৌম আবার প্রভুর চরণ ধরিয়া পড়িলেন, আবার ক্ষমা মাগিলেন। প্রভু তখন গম্ভীর হইয়া নানারূপে ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইলেন, বুঝাইয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ভট্টাচার্য্য বাড়ী ফিরিয়া আইলেন, কিন্তু শান্ত হইয়া আইলেন না। প্রভুর কৃপায় ভট্টাচার্য্য এখন বড় সুখে আছেন। শুদ্ধ তাহা নয়, এখন বুঝিয়াছেন যে, পূর্ব্বে যখন নাস্তিক ছিলেন তখন বড় দুঃখী ছিলেন। পূর্ব্বে তাহা জানিতেন না, স্বীকার করিতেন না। পূর্ব্বে ভাবিতেন যে, তিনি

তাঁহার নাস্তিকতারূপ জ্ঞান লইয়া বড় আনন্দে আছেন, এবং যাহারা ভগবদ্‌ভক্তি চর্চ্চা করে তাহারা বড় দুঃখী। এখন প্রেম-সুধা আস্বাদ করিয়া ঐশ্বর্য্যের তাবত সুখের উপরে তাঁহার ঘৃণা হইয়াছে। এই অমূল্য সম্পত্তি তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে। তাঁহাকে একটু ভাল করিয়া খাও-য়াইয়া তাঁহার কিছু ঋণ শোধ দিবেন। আবার এই প্রিয় বস্তুটি তাঁহার বিশ্বাসে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। সার্ব্বভৌম কোনক্রমেই আপনাকে সান্ত্বনা করিতে পারিতেছেন না, প্রভুর কথায়ও শান্ত হইতেছেন না। বরং প্রভু যত অমোঘের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন, সার্ব্ব-ভৌমের ততই ঠাকুরের ঔদার্য্য দেখিয়া আত্মগ্লানি উপস্থিত হইতেছে। ষাঠীর মাতারও সেইরূপ। নতুবা তিনি আপনার কন্যা বিধবা হউক, এ কথা বলিতেন না।

সার্ব্বভৌম গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, করিয়া স্ত্রীকে ডাকাইলেন। বলিতেছেন, "মনের কথা শুন। প্রভুর নিন্দা শুনিলে দুই প্রায়শ্চিত্ত আছে। যে নিন্দা করে তাহাকে বধ করা, নতুবা আপনি প্রাণত্যাগ করা। কিন্তু দুই কার্য্যই পাপ, অতএব উহা করিব না। তবে উহার (অর্থাৎ অমোঘের) মুখ আর দেখিব না। উহারে আমি ত্যাগ করিলাম। ষাঠীকে বল যে তাহার স্বামীকে ত্যাগ করুক। সে মহাপাতকী, এরূপ স্বামীকে ত্যাগ করিতে হয়। যথা, পতিস্তু পতিতং ভজেৎ, এই শাস্ত্রের বচন।"

হতভাগিনী ষাঠী বাড়ী বসিয়া রোদন করিতে লাগিল, অমোঘ ভয়ে সে রাত্রি আর বাড়ী আসিল না। ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ঘরণী সমস্ত দিবস ভোজন করিলেন না, নিশিযোগেও উপবাস করিয়া রহিলেন। তাঁহার ভগ্নিপতি গোপীনাথ কত প্রকার বুঝাইলেন, তাহাতেও শান্ত হইলেন না। অমোঘ যেখানে রাত্রিতে ছিলেন, সেখানে তাঁহার ওলাউঠা রোগ হইল, অতি প্রত্যূষে পীড়া হইল, হইবা মাত্র মৃতপ্রায় হইলেন। সেই সংবাদ ভট্টাচার্য্যের নিকটে আইল। সার্ব্বভৌমের তখনও অন্তরের ব্যথা যায় নাই। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "ভালই হইয়াছে, বিধি [illegible] সদয় হইয়া আমাকে আমার বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। [illegible] কর্ম্ম ফল সে ভোগ করিবে, আমি কি করিব? [illegible] নিকটে অপরাধ করিলে তাহার ফল সদ্য ফলিয়া থাকে।" ইহাই বলিয়া [illegible] হইতে দুটী বচন পাঠ করিলেন।

যদিচ সার্ব্বভৌমের মন অবশ্য তখন কোমল হইয়াছে, কিন্তু মনে ভাবিলেন এ সমুদায় শ্রীভগবানের কার্য্য, তিনি আপনি ইহার কি করিতে পারেন, প্রভুর যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা ভাল হয় তাহাই করিবেন, ইহাই ভাবিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া, নানাবিধ ভাবে বিলোড়িত হইতে লাগিলেন। তবু অমোঘের নিকটে গমন করিলেন না। ভট্টাচার্য্য অমোঘের কোন সাহায্য করিলেন না দেখিয়া, গোপীনাথ প্রভুর নিকট দৌড়িলেন। প্রভু গোপীনাথকে দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া সার্ব্বভৌম শান্ত হইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীনাথ বলিলেন যে, সার্ব্বভৌমের মনের দুঃখ এখনও যায় নাই, আর সেই নিমিত্ত তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে কল্য দিবানিশি উপবাস করিয়া আছেন। এখন অমোঘের ওলাউঠা হইয়াছে, হইয়া মরিতেছে, তবু ভট্টাচার্য্য তাহার তল্লাস লয়েন নাই। প্রভু বলিলেন, "সে কি! অমোঘের ওলাউঠা হইয়াছে, অমোঘ মরিতেছে, তুমি বল কি? চল চল শীঘ্র আমারে তাহার নিকট লইয়া চল।" ইহাই বলিয়া প্রভু গোপীনাথের সঙ্গে, অমোঘ যেখানে পড়িয়া মরিতেছে, সেখানে গমন করিলেন। প্রভু বিদ্যুতের গতিতে গমন করিলেন। যেহেতু অমোঘের অন্তিমকাল উপস্থিত! প্রভু কি করিলেন শ্রবণ করুন—

শুনি কৃপাময় প্রভু আইল ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থল হয়॥
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইহা বসাইল।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈল॥
[illegible] ক্ষয়।
[illegible]
[illegible]
[illegible])

[illegible] তার [illegible]
[illegible]
[illegible]
উপস্থিত হইয়াছে। [illegible]

লাগিলেন। অমনি নয়নে ধারা আইল, অঙ্গ পুলকিত হইল, আর অমোঘ তখন দুই বাহু তুলিয়া "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রভু মধুর হাসিয়া অমোঘের নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলে বিস্মিত ও বাক্য শূন্য হইয়া প্রভুর কাণ্ড দেখিতেছেন। অমোঘ একটু নৃত্য করিয়া মনে ভাবিলেন যে, তিনি বড় অপরাধী, তাঁহার নৃত্য এক প্রকার বিড়ম্বনা। তখন প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু! অপরাধীকে ক্ষমা কর।" প্রভু তখনই তাহাকে প্রসাদ করিতেন, কিন্তু অমোঘ সে অবসর দিলেন না। আবার উঠিয়া বলিলেন, "এই মুখে তোমার নিন্দা করিয়াছি, এই মুখই অপরাধী," ইহা বলিয়া আপনার মুখকে দণ্ড করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ দুই হাতে দুই গালে চড়াইতে লাগিলেন। ঘোরতর চড়ের প্রতাপে মুখ ফুলিয়া উঠিল। তখন প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া গোপীনাথ অমোঘের হাত ধরিলেন, ধরিয়া আর আপন গাল চড়াইতে দিলেন না। অমোঘ তখন প্রভুর পানে কাতর বদনে চাহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু সজল-নয়নে অমোঘের গাত্রে হাত দিয়া বলিলেন, "অমোঘ! তোমার অপরাধ নাই। তুমি সার্ব্বভৌমের জামাতা, সহজে আমার অতি স্নেহের পাত্র। তুমি ত তাহার পুত্র সম্বন্ধীয়, কিন্তু সার্ব্বভৌমের গৃহের দাস দাসী, এমন কি কুক্কুর পর্য্যন্ত আমার প্রিয়, তুমি স্বচ্ছন্দ হও, কৃষ্ণ নাম লও।" তাহার পরে প্রভু বলিতেছেন, "চল, সার্ব্বভৌমকে সান্ত্বনা করি গিয়া," ইহাই বলিয়া গোপীনাথের সহিত সার্ব্বভৌমের গৃহে চলিলেন। এই সমুদায় কাণ্ড দেখিয়া ও শুনিয়া সার্ব্বভৌম আনন্দ ও বিস্ময়ে জড়বৎ হইয়া আছেন, এমন সময় প্রভু সম্মুখে উপস্থিত। প্রভুকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া গলায় বসন দিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য! অমোঘ বালক, তাহার আবার দোষ কি? তাহার উপর আর রাগ করিও না, শীঘ্র যাও শ্রীমুখ দর্শন কর, স্নান কর, আহার কর, তবে আমার সন্তোষ।" সার্ব্বভৌম আবার চরণে পড়িলেন, আবার পড়িয়া বলিতেছেন, "অমোঘ যেমন তোমার চরণে অপরাধী তেমনি মরিতে ছিল, তুমি তাহাকে কেন বাঁচাইলে?" ইহাতে প্রভু ভট্টাচার্য্যকে আবার উঠাইলেন। বলিতেছেন, "অমোঘ তোমার বালক, তুমি তাহার পিতা, তাহার দোষ লইতে পার না। তাহে সে আবার পরম বৈষ্ণব হইয়াছে। এখন তাহার সমুদায় অপ-

রাধ গিয়াছে, তুমি এখন তাহাকে প্রসাদ কর, আমার এই মিনতি।” সার্ব্বভৌম কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, “প্রভু! তুমি কৃপা দ্বারা সমুদায় জীবকে তোমার চরণে আকর্ষণ করিতেছ। আপনি এখন চলুন, আমি স্নান ও ঠাকুর দর্শন করিয়া আসি, আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিব।” প্রভু বলিলেন, “গোপীনাথ! তুমি এখানে থাক, ভট্টাচার্য্য প্রসাদ পাইলে আমাকে সংবাদ দিবা,” ইহা বলিয়া প্রভু স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, শুভক্ষণে অমোঘ ঠাকুরের ভোজন দর্শনের নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাহার এই দর্শন-ব্যাকুলতার নিমিত্ত ঠাকুরের উত্তম করিয়া ভোজন হইল, সার্ব্বভৌম আপনার ঠাকুরের চরণে কতটুকু ভক্তি আছে তাহা জীবকে দেখাইতে পারিলেন, আর অমোঘ ভবসাগর পার হইলেন।

সেই অমোঘ হইল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে নিত্যকৃষ্ণ নাম লয় মহাশান্ত॥ (চরিতামৃত)

শ্রীকবি কর্ণপূর তাহার চৈতন্যচরিত কাব্যে ১৮ সর্গে ৩৮ শ্লোকে বলিতেছেন যে, জীব নানা কারণে প্রভুর অনুগত হইত। কেহ তাঁহার মধুর হাস্য দেখিয়াই চিরজীবনের কিঙ্কর হইতেন। শুনিতে পাই প্রভুর মুখের মধুর হাস্য জ্যোৎস্না হইতে মনোহর ছিল। তাহার বাক্য অতিশয় মধুর ছিল, তিনি প্রিয় ব্যতীত অপ্রিয় বলিতেন না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার প্রেম চক্ষে তিনি সকলকেই ভাল, ভক্ত, সাধু বলিয়া জানিতেন। প্রভুর আর এক অচিন্তনীয় শক্তি এই ছিল যে, সকলেই ভাবিতেন যে, তিনি আর প্রভু এই দুই জনে যত প্রীতি এত আর কাহার সহিত নাই। শ্রীভগবানের এই এক প্রধান লক্ষণ যে তিনি বহু-বল্লভ, আর তাঁহার বহু বল্লভ।

ইহা ছাড়া, প্রভু কখন কখন কাহারও মনস্কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত আলৌকিক কার্য্য করিতেন। কেহ গোপনে পুত্র কামনা করিতেন। প্রভুর সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ কি জানা শুনা নাই। প্রভু তাহাকে ডাকাইলেন, তাহাকে বলিলেন, “শ্রীজগন্নাথ তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিবেন, তোমার পুত্র হইবে।” এই সমুদায় কার্য্য প্রায়ই গোপনে হইত, প্রভু জানিতেন আর বরপ্রার্থী জানিতেন। কিন্তু দুই একটা কার্য্য গোপনে হইবার সম্ভাবনা থাকিত না, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িত। যেমন অমোঘকে প্রাণ দান। আবার আর এক কাহিনী শ্রবণ করুন।

পরমানন্দপুরী, প্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্থানীয়, এমন কি বিশ্বরূপের এক অংশ তাহাতে বিরাজিত এরূপ কথাও আছে। প্রভু পুরীকে বড় মান্য করেন, আবার পুরীর যথাসর্ব্বস্ব ধন প্রভু। পুরী আপন মঠে বাস করেন, সেখানে একটি কূপ খনন করা হইয়াছে। প্রভু সেখানে গিয়াছেন, যাইয়া কূপের নিকট দাঁড়াইয়াছেন। কূপের জল বড় মন্দ হইয়াছে ইহা সকলে জানেন, প্রভুও জানেন। কিন্তু মনে একটা অভিপ্রায় আছে, তাই প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কূপের জল কিরূপ হইয়াছে। পুরী বলিলেন, অতি অভাগীয়া কূপ, জল অতি মন্দ, কেবল কর্দ্দমময়। প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "একি অবিচার? পুরী গোঁসাইয়ের কূপে জল ভাল নয়, শ্রীজগন্নাথ কি কৃপণতা করিবার স্থান আর পাইলেন না। পুরী গোসাঞির কূপের জল স্পর্শ করিলে জীব উদ্ধার হইবে, তাই বুঝি শ্রীজগন্নাথ মায়া করিয়া জল এত মন্দ করিয়াছেন।" ইহাই বলিয়া, হাসিতে হাসিতে কূপের ধারে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দুই বাহু তুলিয়া প্রভু বলিলেন, "হে জগন্নাথ! আমাকে এই বর দাও, যে তোমার আজ্ঞায় গঙ্গাদেবী এই কূপে প্রবেশ করেন।" প্রভু আমোদ ভাবে বলিলেন, ভক্তগণও কতক সেই ভাবে লইলেন। তবু প্রভু কথা কহিলেন বলিয়া, সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রভু বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে পরমানন্দপুরী দেখেন যে তাঁহার কূপ অতি পবিত্র জলে পূর্ণ হইয়াছে।

আশ্চর্য্য দেখিয়া হরি বলে ভক্তগণ।
পুরী গোসাই হইল আনন্দে অচেতন॥

সবে বুঝিলেন যে, কূপে শ্রীগঙ্গাদেবী আগমন করিয়াছেন।

প্রভুর নিকট এই সংবাদ গেল, ভক্তগণ মিলিয়া গঙ্গার স্তব পড়িয়া পড়িয়া কূপ প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিলেন। প্রভু আইলেন, সকলেই সেই কূপে স্নান করিলেন।

প্রভু যে নিতান্ত একা আছেন তাহা নহে, নবদ্বীপবাসী প্রায় শত ভক্ত তবু প্রভুর সঙ্গে রহিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত পুরী ও ভারতী প্রভৃতি দশজন অতি প্রধান সন্ন্যাসী প্রভুর পরিবারের মধ্যে গণ্য। এসমস্তই প্রভু পালন করেন। অর্থাৎ তাঁহার গণ বলিয়া তাঁহারা অতি সমাদরে সেখানে বাস করেন। তাঁহারা আপনারাও সকলে এক এক জন ভুবন পবিত্র করিবার শক্তি ধরেন। প্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গের শরণাগত হইলে উড়িষ্যা-

দাসী মাত্র তাঁহাকে শ্রীভগবানরূপে পূজা করিতে পারিলেন। তবু এখন প্রভুর নিকট রহিলেন। তাঁহার নাম শিখি মাহাতি, এখন তাঁহার অদ্ভুত কাহিনী শুনুন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লেখা আছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যে নিগূঢ় রস জীবগণকে প্রদান করেন, তাহা যথাক্রমে আস্বাদন কেবল সাড়ে তিন জন মাত্র করিয়াছিলেন, যথা স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, শিখি মাহাতি ও মাধবী দাসী। আর তাঁহার ভক্তগণ অধিকার অনুসারে এই রস ভোগ করিয়াছিলেন। সাড়ে তিন জন বলায় তাৎপর্য্য এই যে মাধবী দাসী স্ত্রীলোক।

শিখি মাহাতি, মুরারি মাহাতি, ও মাধবী দাসী, তিন ভ্রাতা ছিলেন। মাধবী দাসীকে ভ্রাতা বলার উদ্দেশ্য এই যে তিনি পুরুষের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন, ও পুরুষের ন্যায় তপস্যা করিতেন। এই জন্য লোকে তাঁহাদিগকে তিন ভ্রাতা বলিত। ভ্রাতৃদ্বয়ও ভগিনীকে ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার ও শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে শিখি মাহাতি লিখনাধিকারী ছিলেন। এরূপ প্রথা বরাবরই চলিয়া আসিতেছে যে, শ্রীমন্দিরে এরূপ এক জন লেখক থাকিতেন। এই লেখা বরাবর চলিয়া আসিতেছে, আর এই লেখা দেখিয়া উৎকলের ইতিহাস সম্পূর্ণ রূপে জানা যায়।

প্রথম যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে আসিয়া তিনি কয়েক সপ্তাহ তথায় থাকিয়া দক্ষিণে গমন করিলেন, তখন নীলাচলবাসীগণ শুনিলেন যে, এক জন সোণার বরণ নবীন সন্ন্যাসী নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইয়াছেন।

এইরূপ অন্যান্য নানা কার্য্য দেখিয়া শুনিয়া নীলাচলের প্রধান প্রধান যাবতীয় লোক প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইলেন। কবে প্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমন করিবেন এই ভাবিয়া সকলে পথ পানে চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় প্রভু দক্ষিণ হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। সে রাত্রে প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে রহিলেন। রজনী প্রভাত হইলে ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নূতন বাসায় লইয়া গেলেন।

প্রভু নূতন বাসায় উপবেশন করিলেন, আর নীলাচলের যাবত প্রধান প্রধান লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিল। প্রত্যেকে প্রভুর চরণে প্রণাম করিতেছেন, আর সার্ব্বভৌম পরিচয় করিয়া দিতেছেন। সেই সময়

দুই ভাই শিখি মাহাতি ও মুরারি মাহাতি প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। যখন শিখি ও মুরারি প্রভুকে প্রণাম করিলেন, সার্ব্বভৌম তখন তাঁহাদের পরিচয় করিয়া দিলেন।

এই প্রভুকে তাঁহাদের প্রথম দর্শন। সম্ভবতঃ মাধবী স্ত্রীলোক বলিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া তখন প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা তিন ভ্রাতা সর্ব্বদাই একত্র থাকিতেন। কিন্তু প্রভুর কি ইচ্ছা বলা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গ এই ভ্রাতাদিগের মধ্যে প্রণয় ভঙ্গের কারণ হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে দর্শন করিবা মাত্র কেহ তদ্দণ্ডে তাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ করিতেন, কাহার কিছু বিলম্ব লাগিত। কাহার হৃদয়ে দর্শন ফল কিছুই হইত না। মুরারি ও মাধবী দাসী প্রভুকে দর্শন মাত্রে কুল শীল হারাইলেন, কিন্তু শিখি মাহাতি যেমন তেমনি রহিলেন।

মুরারি ও মাধবী জ্যেষ্ঠ শিখিকে গদগদ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা! তুমি প্রভুকে কিরূপ দেখিলে?" তাহাতে শিখি মাহাতি বলিলেন যে, "পরম সুন্দর, পরম চিত্ত আকর্ষক, ও পরম ভক্ত।" তাহাতে কনিষ্ঠ দুই জন অন্তরে ব্যথা পাইয়া বলিলেন, "তুমি বল কি? উনি যে শ্রীকৃষ্ণ! উনিই ত জগন্নাথ, তুমি কি তাহা টের পাও নাই?" ইহাতে শিখি একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, "সন্ন্যাসী আমাদের ভক্তির পাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাকে জগন্নাথ বলিলে আমরা ঠাকুরের নিকট অপরাধী হইব। জীবে ঈশ্বর জ্ঞান মহাপাপ।"

ইহাতে কনিষ্ঠ দুই ভাই মর্ম্মাহত হইয়া জ্যেষ্ঠের চরণ ধরিয়া বলিলেন, "তোমার এরূপ দুর্ম্মতি কেন হইল? শ্রীজগন্নাথ স্বয়ং আসিয়াছেন, তাহাকে তুমি চিনিতে পারিতেছ না?"

শিখি মাহাতি বড় বুদ্ধিমান, ও পণ্ডিত লেখক। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "হে দুর্ব্বলচেতা ভ্রাতৃগণ! সন্ন্যাসীকে জগন্নাথ বলিতেছিস? তোদের গতি কি হইবে? এ কি বিড়ম্বনা, আমি কি জগন্নাথের নিকট কিছু অপরাধী হইয়াছি?" ইহাই বলিয়া শিখি রোদন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ হইয়া গেল। মাধবী ও মুরারি দিবা নিশি গৌরাঙ্গ ভজন করিতে লাগিলেন, আর শিখিও প্রত্যহ যাইয়া জগন্নাথের নিকট কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতার নিমিত্ত নিবেদন করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ দুই জনে

শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট কিছু বলিতেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, সময় হইলে প্রভু আপনা হইতে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠকে কৃপা করিবেন। পাছে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কোন রূঢ় কথা শ্রবণ করিতে হয়, এই ভয়ে দুই জন জ্যেষ্ঠের সঙ্গ একেবারে ছাড়িলেন। শিখি কনিষ্ঠদ্বয়কে অনেক তাড়না করিয়া দেখিলেন, তাহাদের গৌর-রোগ মর্জ্জাগত হইয়াছে, শেষে তাড়না ছাড়িলেন। এমন কি পরস্পরে মুখ দেখা দেখি বন্ধ হইল।

ইহাতে অবশ্য শিখি মাহাতির দিন দিন শ্রীগৌরাঙ্গের উপর ভক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল না, বরং হ্রাস হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে, এই সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের সর্ব্বনাশ করিলেন ও তাঁহাদের ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ ঘটাইলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে চাহিতেনও না, যাইতেনও না। এমন কি তিনি প্রভুর মস্ত বিরোধী হইয়া পড়িলেন।

এক দিন শিখি মাহাতি নিশি শেষে শয়ন ঘর হইতে চিৎকার করিয়া মুরারি ও মাধবী বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের কাতর আহ্বান শুনিয়া মুরারি ও মাধবী উভয়ে তাঁহার গৃহে ধাবমান হইয়া দেখেন, শিখি মাহাতি বসিয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহারা দুই জনে গৃহে প্রবেশ করিলে শিখি বাহু পশারিয়া তাঁহাদের দুই জনকে হৃদয়ে লইয়া গলা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এত রোদন করিতে লাগিলেন যে, কিছু প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিলেন না।

কনিষ্ঠ দুই জনে জ্যেষ্ঠের রোদন দেখিয়া বুঝিলেন যে, উহা দুঃখের ক্রন্দন নয়। তখন সেই পূর্ব্বকার পরস্পরে গাঢ় প্রণয় আসিয়া সকলকে অভিভূত করিল। তিন ভ্রাতা পরস্পরে আলিঙ্গিত হইয়া বিহ্বল হইয়া এইরূপ কিছুকাল নিশ্চেষ্ট রহিলেন। শিখি মাহাতি ক্রমে ধৈর্য্য ধরিলেন, পরে ধীরে ধীরে গদগদ হইয়া বলিতেছেন, "তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ, তোমাদের অনুরোধে, অদ্য আমার নিকট প্রকাশ হইয়াছেন।" ইহাই বলিয়া আবার নীরব হইলেন। বেগ সম্বরণ করিতে শিখি মাহাতির আবার কিছু সময় গেল। তখন বলিতেছেন, "আমি এই মাত্র স্বপ্নে দেখিলাম যে, তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যহ যেরূপ দর্শন করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। এমন সময় তিনি ধীরে ধীরে জগন্নাথের শরীরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া আবার বাহির হইলেন। এইরূপ বারম্বার জগন্নাথের অঙ্গে প্রবেশ করিতে ও উহা হইতে বহির্গত হইতে লাগিলেন। যখন বাহির হয়েন, তখনি

আমার দিকে চাহিয়া একটু হাস্য করেন। তাহার পরে আমার নিকটে আসিলেন, আসিয়া আমাকে বলিলেন, "তুমি মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ, এস, তোমাকে আলিঙ্গন করি, ইহাই বলিয়া আমাকে বক্ষে ধরিলেন।"

শিখি এই কথা বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দুই অনুজের সন্তর্পণে শিখি মাহাতি চেতন পাইয়া আবার বলিতেছেন, "ভাই, এখন কিছু দেখিতে পাইতেছি না, আমি কেবল চতুর্দ্দিকে গৌরময় দেখিতেছি। ভাই, আমি মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ বলিয়া তোমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ আমাকে কৃপা করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমি তোমাদের অগ্রজ, ইহা ব্যতীত আমার আর কোন সম্পত্তি নাই। ভাই, তোমাদের হইতেই আমি গৌরাঙ্গ পাইলাম।" ইহাই বলিয়া শিখি আনন্দাশ্রু পাত করিতে লাগিলেন।

তখন মুরারি ও মাধবী বলিলেন, "এই প্রত্যূষে শ্রীগৌরাঙ্গ গরুড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। চল, আমরা সকলে সেখানে যাই।" ইহাই বলিয়া তিন ভ্রাতা শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট গমন করিলেন।

যাইয়া দেখেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বিহ্বল হইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। নয়ন হইতে শত শত প্রেম ধারা পড়িতেছে। গরুড়ের নিকট যে গর্ত্তটী আছে, উহা নয়ন জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইঁহারা তিন ভ্রাতা গমন করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে মহানন্দে প্রভুকে দর্শন করিতেছেন। এমন সময় হঠাৎ প্রভু যেন চেতনা লাভ করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদের মুখ পানে চাহিলেন, চাহিয়া শিখি মাহাতিকে দেখিলেন। প্রভু তখন শিখি মাহাতিকে অঙ্গুলি দ্বারা নিকটে আহ্বান করিলেন। শিখি ও তাঁহার ভ্রাতাগণ প্রভুর নিকটে আইলেন। আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি-বেন এই উদ্দেশ্য করিতেছেন, এমন সময় প্রভু জ্যেষ্ঠ মাহাতিকে বলিলেন, "তুমি মুরারি ও মাধবীর অগ্রজ না? এস তোমাকে আলিঙ্গন করি।" ইহাই বলিয়া বাহু দ্বারা শিখি মাহাতিকে হৃদয়ে ধরিলেন, ধরিয়া দুই জনে ভূতলে অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। এইরূপ অনেকক্ষণ রহিলেন। এই অবকাশে শ্রীগৌরাঙ্গ শিখির প্রত্যেক ধমনী দিয়া শরীরে প্রবেশ করিলেন। শিখি চেতন পাইয়া আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, যেন শতকোটী গৌরাঙ্গ তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছেন। এই শিখি পরিশেষে রায় রায় ও স্বরূপের ন্যায় রসজ্ঞ হইলেন।

শচী মাতার আজ্ঞা লয়ে, সকল ভকত মেলে,
চলিলেন নীলাচল পুরে।
শ্রীনিবাস গদাধর, অদ্বৈত আচার্য্য প্রাণ,
বিবিধ মঙ্গল বহুতরে ॥
অদ্বৈত নিতাই সঙ্গে, করিলা কৌতুক রঙ্গে,
নীলাচল পথে চলি যায়।
অতি উৎকণ্ঠিত মনে, দেখিতে গৌরাঙ্গ চাঁদে,
অনুরাগে আকুল হৃদয় ॥
পথে দেবালয় গণ, করি কত দরশন,
উত্তরিল আঠার নালাতে।
সকল ভকত সাথে, কীর্ত্তন করিয়া পথে,
আর সব গৌরাঙ্গ দেখিতে ॥
কীর্ত্তনের মহারোল, ঘন ঘন হরিবোল,
অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে।
গগনে উঠিল ধ্বনি, নীলাচলবাসী শুনি,
দেখিবারে ধায় আগে পাছে ॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ হরি, সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করি,
পথে আসি দিল দরশন।
মিলিল সবার সঙ্গে, প্রেমে পরিপূর্ণ অঙ্গে,
প্রেম দাসের আনন্দিত মন ॥

নীলাচলে প্রভু দোল যাত্রা উৎসব করিলেন, শ্রীনবদ্বীপে সেই দিনে তাঁহার জন্ম উৎসব পূজা হইল। রথের সময় হইল, নবদ্বীপের ভক্তগণ নীলাচলে আসিতে ব্যস্ত হইলেন। ঠাকুরাণীগণ সেবার বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহারাও শ্রীনিমাই চাঁদকে দেখিতে যাইবেন। যদিও তখন পথের ভয় অনেক কমিয়া গিয়াছে, তবু বিশত্রিশ দিনের দূরে স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া দুর্গম পথে যাওয়া সোজা কথা নয়। কিন্তু ঠাকুরাণীগণ নিতান্ত ব্যস্ত হইলেন, তাঁহাদের পতিগণ বৈষ্ণব, ভাল মানুষ, তাঁহাদিগকে রোধ করিতে পারিলেন না। সুতরাং স্ত্রী পুরুষে বৃহৎ এক দল নীলাচলের যাত্রী হইলেন।

যাঁহারা প্রধান তাঁহারা দিন স্থির করিবার নিমিত্ত, শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী

গমন করিলেন। দিন স্থির হইল। শচী মাতাকে প্রণাম করিয়া ও শচী মস্তক নিমাইয়ের প্রিয় বস্তু সঙ্গে করিয়া, শ্রীহরিধ্বনি করিতে করিতে নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ চলিলেন। তাঁহার যাইতে নিষেধ ছিল, কিন্তু তিনি গৌর বিরহে সে আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না। অতএব শ্রীনিতাই তাঁহার গণ সহ চলিলেন। শ্রীবাস ও তাঁহার গৃহিণী মালিনী চলিলেন। আচার্য্যরত্ন ও তাঁহার গৃহিণী, অর্থাৎ শচীর ভগ্নী চলিলেন। শচী দেবী গমন করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধির স্বরূপ তাঁহার ভগ্নী ও মালিনী চলিলেন। খণ্ডবাসীগণ চলিলেন, কুলীনগ্রাম-বাসীগণ চলিলেন ও পট্ট ডোরী লইলেন। শিবানন্দ সেন সস্ত্রীক চলিলেন, তিনি সকলের প্রতিপালক। তিনি প্রত্যহ সকলকে লইয়া যাইবেন বলিয়া অগ্র হইতে পথের সন্ধান, বাসা স্থান নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন।

শিবানন্দ সেন গৌর লীলার প্রধান সহায়। শিবানন্দ সেন গৌর ব্যতীত আর কোন ঠাকুর জানেন না, শিবানন্দ সেনের পুত্র কর্ণপুর চৈতন্য চরিত কাব্য, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক লিখিয়া জগতে গৌর-লীলা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার গোষ্ঠী হইতে যে গৌর কথা লেখা হইয়াছে, সে সমুদায় প্রায় সাক্ষাদ্দর্শন করিয়া। কবিকর্ণপুর গৌরব করিয়া তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এইরূপে তাঁহার পিতা সহস্র সহস্র লোক পথে পালন করিয়া প্রভুর সমীপে লইয়া যাইতেন। তিনি এইরূপ করিয়া পালন করিয়া লইয়া না গমন করিলে, বহুতর লোকের সেই দুর্গম ও বহু দূরের পথে প্রভুর নিকট যাওয়া হইত না। শিবানন্দ স্ত্রী পুত্র লইয়া যাইতেছেন, অন্যান্য বৈষ্ণবগণ পরিবার সহিত চলিয়াছেন। এমন সময় পথে এক ঘট্টপালের হস্তে পড়িলেন। এই ঘট্টপাল পূর্ব্বে রাজার এক জন মন্ত্রী ছিল। পরে এখন সেই কাটাকাটির সময় ঘাট রক্ষার ভার-প্রাপ্ত হইয়াছে। সঙ্গে বহুতর লোক ও সৈন্য সামন্ত আছে, সেই সময় রাজা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় এই ঘট্টপাল বিষম অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছে। গৌড়ীয় ভক্তগণকে পাইয়া বলিল যে, তোমাদের প্রত্যেক জনের এক এক মুদ্রা করিয়া পারের কড়ি লাগিবে। শেষে বলিল যে, তোমরা কড়ি না দিয়া পার হইয়া থাকো, অতএব এ পর্য্যন্ত যত ঘাটে এইরূপে বিনা মূল্যে পার হইয়া আসিয়াছ, এ সমুদায় শোধ করিয়া দাও। ভক্তগণ বলিলেন যে তাঁহাদের কড়ি নাই। তাঁহারা গৌরাঙ্গের প্রশ্রয়ে কিছু নির্ভিকতা দেখাইলেন।

তাঁহারা ঘট্টপালকে বলিলেন যে, তিনি যদি এরূপ উৎপীড়ন করেন, তবে গৌরচন্দ্র,—যিনি স্বয়ং জগন্নাথ ও তিনি, তাঁহার কর্ত্তা, যে রাজা প্রতাপরুদ্র তাহার অন্নদাতা,—তাহাকে দণ্ড দিবেন।

ঘাটপাল ক্রুদ্ধ হইয়া শিবানন্দ সেনকে ধরিল, ধরিয়া কারাগারে পুরিয়া দৃঢ়রূপে নিগড়ে বন্ধন করিয়া রাখিল। এখন ভক্তগণের দশা ভাবিয়া দেখুন। তাঁহাদের সঙ্গে যে স্ত্রী পুত্র আছেন, তাঁহাদের কি ভাব হইল তাহা মনে অনুভব করুন। আরো অনুভব করুন যে, শিবানন্দের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র। শিবানন্দ সেনকে যখন এইরূপ বন্ধন করিল ও কারাগারে পুরিল, তখন অদ্বৈত প্রভৃতি হাহাকার ও রমণীগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশ্য স্নানাহার হইল না। সকলে, প্রভু, প্রভু, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিন গেল, রাত্রি হইল। সকলে উপবাস করিয়া পড়িয়া আছেন। শেষে অধিক রজনী হইল, কাহার নিদ্রা নাই। শিবানন্দ বন্ধন দশায় থাকিয়া গৌর-নাম জপ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় দুই জন প্রহরী আলো লইয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে, "চল, তোমায় লইয়া যাইতে আজ্ঞা হইয়াছে।" ইহা বলিয়া শিবানন্দের বন্ধন খুলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া ঘট্টপালের নিকটে লইয়া চলিল। শিবানন্দ সারা দিন ও অর্দ্ধ রজনী বন্ধন দশায় উপবাসে ও নানা চিন্তায় অভিভূত আছেন। এখন ভাবিলেন যে, তাঁহাকে বুঝি বধ কি প্রহার করিতে লইয়া যাইতেছে। শিবানন্দ সেন গৌর-ভক্ত, তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া ঘাটপালের নিকট নির্ভয়ে চলিলেন। দেখেন, ঘাটপাল খট্টার উপর বসিয়া আছে। শিবানন্দ তাহার নিকট আইলে, সে তাঁহার পানে রুক্ষ ভাবে চাহিয়া বলিল, "তোমরা বলিলে তোমরা শ্রীগৌরাঙ্গের গণ। আরো বলিলে তিনি শ্রীভগবান। আমরা উড়িয়া, আমরা জানি শ্রীজগন্নাথই ভগবান। ভাল, তোমরা বল দেখি আমাদের জগন্নাথ বড়, বা তোমাদের গৌর বড়?"

শিবানন্দ সেন ভাবিলেন যে, যদি বলেন জগন্নাথ বড়, তবে ঘাটপাল সন্তুষ্ট হইবে। আর যদি বলেন, গৌরাঙ্গ বড়, তবে আরো ক্রুদ্ধ হইবে। শিবানন্দ দেখিতেছেন, তাঁহাদের বড় বিপদ, সকলে স্ত্রী-পুত্র লইয়া দুর্গম পথের মাঝে দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছেন, এখন কোন ক্রমে দুটা মিষ্ট কথা বলিয়া আপদের হাত হইতে উদ্ধার হওয়ার চেষ্টাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

আমার গৌর অপেক্ষা জগন্নাথ বড়, ইহা বলিতেও মুখে আইসে না। ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয়ে অপরূপ ভাব উপস্থিত হইল। সে ভাব কিরূপ, না, যাহার শক্তিতে এক দিন হরিদাস,—যখন তাঁহাকে কাজি ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল,—বলিয়াছিলেন যে,—

"খণ্ড খণ্ড করে দেহ যদি যায় প্রাণ।
তবু না বদনে আমি ছাড়ি হরি নাম॥"

সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া শিবানন্দ বলিলেন যে, শ্রীজগন্নাথ অপেক্ষা আমার গৌর বড়!

বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে যিনি উভয় গৌর ও জগন্নাথকে ভগবান বলিয়া মানেন, সকলেই বলিতেন যে, উভয়েই সমান। কিন্তু শিবানন্দ গৌর উপাসক। তাঁহার কাছে গৌর সর্ব্বাপেক্ষা বড়। তিনি যদি বলিতেন, জগন্নাথ ও গৌর উভয়ে সমান, তবে তাঁহার একটু ভয় করিয়া বলিতে হইত। তাই বলিলেন, গৌর বড়।

শিবানন্দ যখন এ কথা বলিলেন, তখন তাঁহার বিশ্বাস যে এ কথা বলিলে, হয় তাঁহার প্রাণ দণ্ড, না হয় অন্য কোন গুরুতর শাস্তি হইবে। কিন্তু তখন তিনি মনুষ্য ভাব অতিক্রম করিয়া দেবতা হইয়াছেন। তখন গৌর-প্রেমে অভিভূত হইয়া, তাঁহার নিমিত্ত প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা আর সুখ নাই, ইহা ভাবিয়া বলিলেন "জগন্নাথ অপেক্ষা আমার গৌর বড়।" যখন তিনি এ কথা বলিলেন, তখন তাঁহার মুখের অপরূপ শ্রী হইল। তাঁহার তখন বদনের যে শোভা হইল তাহা বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

ঘটুপাল এই কথা শুনিয়া এক দৃষ্টে শিবানন্দের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে যেন অভিভূত হইয়া, "আমাকে ক্ষমা কর" বলিয়া তাঁহার চরণে পড়িল। তিনি সাধুগণকে দুঃখ দিয়াছেন এইরূপ মনের ভাবে ভয়ে ভয়ে শয়ন করিয়াছিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন যে, কোন নরসিংহ আকারধারী এক বস্তু তাঁহাকে তর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন "তুই আমার ভক্তকে বন্ধন ও আমার গণকে দুঃখ দিতেছিস। এখন তাঁহাদের দুঃখ মোচন কর, নতুবা তুই উপযুক্ত শাস্তি পাইবি।" ইহা দেখিয়া ঘটুপাল ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া শিবানন্দকে ডাকিতে পাঠাইলেন। শিবানন্দ সেন আইলে ভাবিলেন যে গৌরচন্দ্র কিরূপ বস্তু, অর্থাৎ যিনি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছেন, তিনি গৌরাঙ্গচন্দ্র কি না, তাহা একবার তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিবেন। তাই শিবানন্দকে, উপরে যাহা বলিলাম, ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু শিবানন্দ যখন বলিলেন, গৌর বড়, তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, যে তিনি মহাপুরুষ। তখন পূর্ব্বকার স্বপ্নের সত্যতা ও গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন। তাই তখন অতি ভয়ে ভীত হইয়া শিবানন্দ সেনের চরণে পড়িলেন।

এখন এই ঘটনাটি লইয়া একটু বিচার করিতেছি। যদি স্বপ্নে ভয় পাইয়া, শুদ্ধ সেই ভয়ের নিমিত্ত ঘটপাল ভক্তগণকে ছাড়িয়া দিত, কি সম্মান করিত, তবে এই উপলক্ষে ভক্তের মাহাত্ম্য দেখান হইত না। ঘাটোয়াল স্বপ্নে দেখিয়া ভয় পাইল বটে, কিন্তু শিবানন্দকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের মলিনতা দূর হইল।

দুই জাতিতে যুদ্ধ হইতেছে, মধ্যে ঘাটোয়াল। সে কাহাকে বধ করিলে অনায়াসে পারে। সে প্রভু হইয়া শিবানন্দকে বান্ধিয়া রাখিয়াছে, সে জগন্নাথের ভক্ত, গৌরচন্দ্রকে চিনে না। শিবানন্দ সেন এইরূপে নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার ঘাড়ে সহস্র ভক্ত ও তাঁহাদের ও আপনার স্ত্রী পুত্র। তখন তাঁহার পক্ষে এ কথা বলা, যে গৌরচন্দ্র বড়, ইহা সামান্য মনুষ্যে পারে না। এ কেবল শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র যাঁহারা, তাঁহারা পারেন। ঘাটোয়াল শিবানন্দের সহিত মনুষ্য দিলেন, তাহারা আলো ধরিয়া, যেথানে ভক্তগণ পড়িয়া আছেন, সেথানে সেন মহাশয়কে আনিল। যথা, চন্দ্রোদয় নাটক—

দুই দীপ-ধারী প্রতি কহিল সত্বর।
যথা আছে ইহাঁর পুত্রাদি পরিবার॥
সেই স্থানে রাখ গিয়া দীপিকা ধরিয়া।
প্রণাম করিয়া সেনে দিল পাঠাইয়া॥
হেনকালে সেন আইল হাসিয়া হাসিয়া।

যে সকল বৈষ্ণব, গৃহিণী সহ চলিয়াছেন, ইহাঁরা অনেকেই সমাজের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি। কেহবা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, কিন্তু তাঁহারা এই দুর্গম পথে বিংশতি দিবসের পথ হাঁটিয়া প্রভুকে দেখিতে চলিয়াছেন।

যে যে দ্রব্য জানেন প্রভুর বড় প্রীত।
সবেই লইলা প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত॥ (ভাগবত)

আর ভক্তগণ—পত্নী পুত্র দাস দাসী গণের সহিতে।
চলিলেন পরানন্দে প্রভুকে দেখিতে॥

যেখানে যে রাত্রি ভক্তগণ বাস করেন, সেই স্থান যেন বৈকুণ্ঠ পুরী হয়। কারণ, সঙ্গে খোল করতাল রহিয়াছে। হৃদয়ে তরঙ্গ খেলিতেছে। অবশ্য পথ গমনে ক্ষুৎ পিপাসা শ্রান্তিতে দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু সঙ্গে ঔষধ রহিয়াছে, সে শ্রীনাম কীর্ত্তন। যে স্থানে রাত্রি রহিলেন, সকলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। চতুষ্পার্শ্বে লোক দেখিতে দৌড়িল। মহা সমারোহ হইল, আর কত লোক সেই তরঙ্গে পড়িয়া একবারে জন্মের মত কুলের বাহির হইতে লাগিলেন। তখন প্রভুর কৃপায় নীলাচলের পথ অনেক সুগম হইয়াছে। সকলে প্রভুর নাম শুনিয়াছেন। নিত্যানন্দের সহিত অনেকের পরিচয়ও আছে। সুতরাং প্রায় যেখানে যাইতেছেন সেখানে সমাদর পাইতেছেন। ক্ষীরচোরা গোপীনাথের এখানে, সেবাইত-গণ বার খানি ক্ষীর আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন। এইরূপে নাচিতে নাচিতে সকলে নীলাচলের নিকট আঠারনালাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখেন গোবিন্দ প্রভু-দত্ত দুই ছড়া মালা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তগণ আইলে সেই দুই ছড়া মালা অদ্বৈত এবং নিতাইকে পরাইলেন। প্রভুর আদর ও আহ্বান নিদর্শন স্বরূপ মালা পাইয়া আনন্দে ভক্তগণ তখনি কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, ও কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন।

সেই দিন নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীজগন্নাথ নৌকা বিহার করিবেন, তাহার নিমিত্ত উৎসব হইতেছে। বাদ্যের ও উৎসবের অন্যান্য আয়োজন হইয়াছে। সহস্র সহস্র পতাকা উড়িতেছে। বহুতর লোক নৌকা বিহার দেখিতে তীরে উপস্থিত হইয়াছে। ও দিক হইতে প্রভুর নবদ্বীপ-ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন। এ দিকে প্রভু বহুতর নীলাচলবাসী ভক্ত সঙ্গে করিয়া নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর সঙ্গে গদাধর, স্বরূপ, রামরায়, পুরী, ভারতী, সার্ব্বভৌম, জগদানন্দ, অদ্বৈত প্রভুর তনয় অচ্যুত, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পরমানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি অনেকেই আছেন। সংকীর্ত্তন কোলাহল শুনিয়া প্রভু নরেন্দ্র কুল ত্যাগ করিয়া ভক্তগণকে আনিতে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। মাঝ পথে দুই দলে দেখা দেখি হইল।

দূরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ।
অশ্রু মুখে করিতে লাগিলা দণ্ডবৎ॥

শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি নিজ প্রাণনাথ।
পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল প্রণিপাত॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
দণ্ডবৎ বহি কিছু নাহি দেখি আর॥
এই মত দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিল ভাল মতে॥
বৈষ্ণব গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে রোদন॥ (ভাগবত)

শিবানন্দ সেন তাঁহার পুত্রকে কোলে করিয়া এই বিংশতি দিবসের পথ আসিয়াছেন। বালক পিতার কোলে চাপিয়া যাইতেছেন। কোথায় যাইতেছেন, না, প্রভুকে দেখিতে। যখন দুই গোষ্ঠী দেখা দেখি হইল, সকলে "প্রভু" "প্রভু" করিয়া চিৎকার করিলেন, তখন বালক জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাবা, প্রভু কৈ" ? শিবানন্দ সেন কোলের পুত্রকে অঙ্গুলির দ্বারা দেখাইয়া বলিতেছেন। যথা—

বিদ্যুদ্দামদ্যুতি রতিশয়োৎকণ্ঠ কণ্ঠীরবেন্দ্র
ক্রীড়াগামী কণক পরিঘ দ্রাঘিমোদ্দাম বাহুঃ।
সিংহগ্রীবো নব দিনকর দ্যোত বিদ্যোতি বাসাঃ,
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ॥

(শিবানন্দের শ্লোক।)

তখন দুই দলে মিশিয়া আনন্দে নৃত্য গীত করিতে করিতে সকলে আবার নরেন্দ্র তীরে আইলেন।

প্রভুর এত আনন্দ হইয়াছে যে তীরে অধিক ক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, সরোবরে ঝম্প প্রদান করিলেন। প্রভু যদি আনন্দে জলে ঝম্প দিলেন, তবে ভক্তগণও দিলেন। প্রেমানন্দে জলে ঝাঁপ দিলেন, সুতরাং ভব্য লোকের ন্যায় যে স্নান করিতে লাগিলেন তাহা নয়। তবে কি করিলেন শ্রবণ করুন—

সেইরূপে সকল বৈষ্ণবগণ মিলি।
পরস্পর কর ধরি হইলা মণ্ডলি॥

মনে করুন তিন চারি শত লোকে এইরূপ হাত ধরাধরি করিয়া জলের মধ্যে দাঁড়াইলেন।

গৌড়দেশে জলকেলী আছে কয়া নামে।
সেই জল ক্রীড়া আরম্ভিলা প্রথমে॥
কয়া কয়া বলি করতালি দেন জলে।
জল বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব সকলে॥ (চৈতন্য ভাগবত)

মনে ভাবুন তাহার পরে সকলে হাত ছাড়িয়া দিলেন, দিয়া দুই হাত দিয়া মুখে "কয়া" "কয়া" বলিয়া জলে আঘাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপ শত শত জনে জল বাদ্য বাজাইতেছেন, ইহাতে বহু তরঙ্গের সৃষ্টি হইতেছে। এই তরঙ্গ আবার ক্রমে বাড়িতেছে, শেষে প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিতেছে। এই খেলায় মধ্যে অতি বৃদ্ধ আছেন, অতি পণ্ডিত আছেন, অতি নিরীহ ভাল মানুষ আছেন। এই সমুদায় ভাবিয়া, এখন মনে করুন তাঁহাদের মনে কত আনন্দ হইয়াছে। আর এইরূপ ক্রীড়ায় দ্বারা বৃন্দাবনের সম্পত্তি কিরূপ তাহাও কিছু বুঝিতে পারিবেন। যেহেতু শ্রীবৃন্দাবন যাঁহাদের গতি তাঁহাদের সকলের বাহ্য ভাব হয়। তাহার পরে শ্রবণ করুন—

গোকুল শিশুর ভাব হইল সবার।
প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র অবতার॥
বাহ্য নাহি কার সবে আনন্দে বিহ্বল।
নির্ভয় গৌরাঙ্গ দেহে সবে দেন জল॥
অদ্বৈত গৌরাঙ্গে দুঁহে জল ফেলাফেলি।
প্রথমে লাগিল দুঁহে মহাকুতূহলি॥
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে ক্ষণে বা ঈশ্বর।
নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর॥

জলক্রীড়া করিয়া সকলে প্রভুর বাসায় আইলেন। অদ্য প্রভুর বাসায় মহোৎসব। পূর্ব্বকার বৎসরের ন্যায় সকলে একত্রে বসিয়া প্রভুকে মধ্যস্থলে করিয়া ভোজন করিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন।

যে যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পূর্ব্ব শিশুকালে।
সকল জানেন সব বৈষ্ণব মণ্ডলে॥
সেই সব দ্রব্য সবে প্রেমযুক্ত হইয়ে।
আনিয়াছেন যত সব প্রভুর লাগিয়ে॥
শ্রীলক্ষ্মীর অংশ যত বৈষ্ণব গৃহিণী।

কি বিচিত্র রন্ধন করেন নাহি জানি॥
পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে।
নবদ্বীপের শ্রীবৈষ্ণবী সকলেতে জানে॥

এইরূপ প্রত্যহ এক এক ভক্তের গৃহে মহোৎসব হইতে লাগিল। এবারে গৃহিণীগণ আসিয়াছেন, এমন কি প্রভুর মাসী স্বয়ং ও মালিনী দেবী আসিয়াছেন। প্রভুকে লইয়া তাঁহারা নির্জ্জনে ভুঞ্জাইতে লাগিলেন। প্রভু, মাসীর ওখানে নিমন্ত্রণে আর সন্ন্যাসীর নিয়ম কিছু রাখিতে পারিলেন না। মাসীকে প্রণাম করিলেন, আর তাঁহাকে পাইয়া মার কথা ও ঘরকন্নার কথা সব শুনিলেন ও বলিলেন। জননীর নিকট কি কি বলিতে হইবে সমুদায় বলিয়া দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে রাস বর্ণনের মধ্যে একটি অদ্ভুত কথা আছে। সেটি এই যে, শ্রীভগবান গোপীগণকে বলিতেছেন যে, "হে আমাতে লুব্ধাগণ! তোমরা কি জান না যে, আমার সাক্ষাৎকার লাভ অপেক্ষা, আমার লীলা কথা দ্বারা আমার সহিত মিলন আরও মধুর?" গোপীরা এ কথা মানিলেন না, কিন্তু ভাগবতের এই সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা লইয়া একটু বিচার করিব।

মনুষ্যের প্রকৃতি বিচার করিতে গেলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। প্রথম কথা, সুখ ভোগ অপেক্ষা সুখ ভোগের আশা ও সুখ ভোগের স্মৃতি অনেক সময় সুখকর। যে সুখ দুর্লভ, তাহা সুলভ সুখ হইতে অধিক মিষ্ট। সাক্ষাদর্শনে যে সুখ, তাহা অপেক্ষা প্রিয়জনের চিন্তায় অধিক সুখ। সাক্ষাদ্দর্শনে অনেক খুঁত দেখা যায়, কিন্তু দূরদর্শনে তাহা দেখা যায় না। সাক্ষাদ্দর্শন অপেক্ষা দূরদর্শনে বস্তু মনোহর হয়। কোন ব্যক্তির চিত্র দেখিয়া বোধ হইবে, যে, সে পরম সুন্দর, কিন্তু তাহাকে সাক্ষাৎ দেখিলে তাহা বোধ হইবে না। সাক্ষাদ্দর্শন নয়ন দিয়া করিতে হয়, আর যে চক্ষের বাহিরে, তাহাকে মন দ্বারা দর্শন করিতে হয়। মন দ্বারা যে দর্শন, সেই প্রকৃত দর্শন। প্রিয়বস্তু সম্মুখে রহিয়াছে, তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতেছ, কিন্তু কিছু মাত্র সুখ পাইতেছ না। সে ব্যক্তি বিদেশে গমন করিল, তাহাকে মন দিয়া যখন দেখিতে হইল, অমনি তাহাকে অতি মধু বলিয়া বোধ হইবে।

তাই মৃত্যুতে জীবের নানা মহদুপকার করে। যেখানে মৃত্যুই জীবের ঐহিক পরিণাম, সেখানে প্রিয় বস্তুর অগ্রে মরণ হইলে ভাল, যেহেতু যে মরে সে বাঁচিয়া যায়। তোমার বিরহে তাহাকে দুঃখ না দিয়া তাহার

বিরহ তুমি ভোগ কর, করিয়া তাহাকে সুখী কর। সে ব্যক্তি পরকালে তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিবে। তুমি মরিলে সেই বিদেশ স্থানে গমন করিয়া প্রিয়জন পাইবে, তাহারা তোমার নিমিত্ত বাহু প্রশারিয়া বসিয়া আছে। যদি তোমার প্রিয়জনের বিয়োগ না হইয়া থাকে, তবে পরলোকে তোমাকে কে আদর করিয়া লইবে? যাহাদের প্রিয়জনের বিয়োগ হইয়াছে, তাহারা মরিলে, এক প্রিয় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য প্রিয় সঙ্গ পাইয়া থাকে।

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গমে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

অর্থাৎ বিয়োগে হৃদয় দ্রব হয়, আর হৃদয় কোমল হইলেই উহা বৃদ্ধি পায়। বিয়োগে প্রিয়-জন নয়নের অন্তর হয়েন বলিয়া তাহাকে মন দিয়া দর্শন করিতে হয়, তখন যদি তাহার কিছু খুঁত থাকে, তাহা আর দেখা যায় না, তাহার স্মরণ তখন তাহার সাক্ষাদ্দর্শন অপেক্ষা মধুর হয়।

প্রিয়বস্তু বিদেশে আছেন, যদি সেখান হইতে কেহ সংবাদ লইয়া আইসেন যে, তিনি সেই বস্তুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তবে যিনি বিয়োগী তিনি তাহাকে লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া সেই দূরস্থিত নিধির কথা শুনেন। স্বামী পরদেশে, স্বামীর সংবাদ লইয়া কোন ব্যক্তি আইল। স্ত্রী তাহাকে লইয়া নির্জ্জনে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁর সহিত তোমার দেখা হয়? এই সমুদায় কাহিনী তাহার নিকট তাহার স্বামী সহবাসের ন্যায় অতি মধুর লাগে। যদি শুনেন তাহার স্বামী সর্ব্বদা তাহার কথা বলেন, সর্ব্বদা তাঁহার প্রেম-সুধা পান করেন, তবে তাঁহার বিয়োগ জনিত দুঃখ থাকে না। বরং সেই বিয়োগ একটি মহাসুখের কারণ হয়।

সেইরূপ মালিনী প্রভৃতি যখন বাড়ী আইলেন, তখন শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাদের লইয়া বসিলেন। তাঁহাদের নিকট নিমাইয়ের কথা শুনিতে লাগিলেন। এই নিমাইয়ের কথা হইল, শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন ধারণের উপায়। তাঁহারা জনা জনার নিকট এই কথা শুনেন। সুতরাং সে কথা দিবানিশি শুনিয়াও ফুরায় না। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া বসিয়া, মালিনী আইলেন। শচী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সই, আমার মাথা খাও, নিমাই আমার বেঁচে আছে ত?" মালিনী আমূল বলিতে লাগিলেন। নিমাই কি-

রূপে আইলেন, পা ধুইলেন, আসনে বসিলেন, কি কি খাইলেন, পাক কিরূপ হইয়াছিল, শাক কয় প্রকার হয়েছিল, নিমাইয়ের শাকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সেইরূপই আছে, এইরূপ সমুদায় কাহিনী বলিতেছেন। যেমন মালিনী বর্ণনা করিতেছেন, শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া এক চিত্তে শুনিতেছেন। সুতরাং সমুদায় যেন স্বচক্ষে দেখিতেছেন। এইরূপে মালিনীর নিকট এক দিবস, প্রভুর মাসীর নিকট এক দিবস, আবার প্রত্যেকের নিকট দুবার চারি বার করিয়া শুনিয়া শুনিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাদের প্রিয় বস্তু বিয়োগ-জনিত দুঃখ সহ্য করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহারা বরং তাঁহাদের বিয়োগ-দশা হইতে নব নব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। যখন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া শুনিলেন যে তাঁহাদের প্রিয় বস্তু যেমন তেমনি আছেন, তাঁহা-দের উপর তাঁহার যে মায়া উহা যেমন তেমনি আছে, তখন আর তাঁহা-দের দুঃখ কি?

শ্রীচরিতামৃতে প্রভুর ভক্তগণের সহিত এই চারি মাস বিহার সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন—

> পূর্ব্ববৎ রথ যাত্রা কাল যবে আইল।
> সবা লয়ে গণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালিল॥

প্রভু নৃত্য করিয়া উদ্যানের পুষ্করিণী তীরে ক্লান্ত হইয়া বসিলে, শ্রীনিতাইয়ের একজন শিষ্য, কৃষ্ণদাস নামক রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, প্রভুকে শীঘ্র শীঘ্র ঘট ভরিয়া জল আনিয়া স্নান করাইলেন। এই সামান্য ঘটনাটি কেন এখানে বলিলাম তাহা বলিতেছি। যত অবতারের লীলা লেখা হইয়াছে, তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ কিছু নাই। কেবল গৌর অব-তারের ইতিহাস অতি পরিষ্কার রূপ চাক্ষুষ দর্শন দ্বারা পুংখানুপুংখরূপে লিখিত হইয়াছে। প্রমাণ যতদূর সম্ভব উহা কেবল গৌর অব-তারে রহিয়াছে। এমন কি, কৃষ্ণদাস প্রভুকে স্নান করাইয়া ছিলেন তাহাও লিখিত রহিয়াছে।

প্রভু পূর্ব্বকার বৎসরের মত এবারও রথাগ্রে নৃত্য করিলেন, মন্দির মার্জ্জন করিলেন, লক্ষ্মী বিজয় উৎসব দর্শন করিলেন। কিন্তু তিনি যত লীলাই করুন, তিনি যে তাঁহার মাসীকে অগ্রে বসাইয়া তাঁহার হস্তের পাক ভোজন, আর তাঁহার সহিত সাংসারিক আলাপ করিয়াছিলেন, এই বৎসরের কাহিনীর মধ্যে ইহা যত মধু লাগিবে এত আর কিছু নয়।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকে এক দিবস নিমন্ত্রণ করিলেন, যতদূর সম্ভব উদ্যোগ করিলেন। প্রভুর যত প্রিয় বস্তু সমুদায় দিয়া ভোগের সামগ্রী করিলেন। স্ত্রী পুরুষে দুইজনে যত্ন করিয়া রন্ধন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত স্ত্রীকে বলিতেছেন, "শুন কৃষ্ণদাসের মা, প্রভু যদি একা আইসেন তবেই মঙ্গল, আর নতুবা যদি সহচর সন্ন্যাসী সকলে আইসেন তবে প্রভুকে কিছুই খাওয়াইতে পারিব না।" এই বলিতে বলিতে মহাঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রভু প্রসন্ন বদনে হরেকৃষ্ণ বলিতে বলিতে আইলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীগণ ঝড়ের উৎপাতে নিমন্ত্রণে আসিতে পারিলেন না। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত মহানন্দে শ্রীভগবানকে ভুঞ্জাইলেন।

দধি দুগ্ধ ঘৃত সর সন্দেশ অপার।
যত দেন সব প্রভু করেন স্বীকার॥

ভোজন সমাপ্ত হইলে শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র! তুমি ধন্য। তুমি শ্রীকৃষ্ণ সেবা জান বটে।" প্রভু হাসিয়া বলিতেছেন, "কি আচার্য্য ঠাকুর, আজ যে ইন্দ্রকে বড় ভক্তি?" অদ্বৈত বলিলেন, "সে কথায় তোমার কাজ কি?" তখন প্রভু বলিতেছেন "বুঝেছি বুঝেছি, এ ঝড়বৃষ্টি বুঝি তোমার কার্য্য? তা ইন্দ্রের ভাগ্য ভাল যে তোমার আজ্ঞা পালন করে।"

জন্মাষ্টমী আইল, আর নীলাচলে নন্দোৎসব আরম্ভ হইল। অমনি প্রভুর গোপভাব হইল। প্রভুর হইল, কাজেই ভক্তগণেরও হইল। ভক্তগণ কেহবা গোপ, কেহ গোপী, কেহ নন্দ, কেহ যশোদা হইলেন। যিনি যাহা সাজিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইলেন। পদকর্ত্তা কানাই খুটিয়া,—যাঁহার মনোহর গীতে তাঁহার মহত্ব প্রকাশ,—সাজিলেন নন্দ; জগন্নাথ মাহাতি সাজিলেন যশোদা, তাঁহারা শুধু সাজিলেন তাহা নয়, প্রকৃতই তাঁহারা নন্দ যশোদা কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সাক্ষাৎ নন্দ যশোদা হইয়া বসিলেন। গোপ কে কে সাজিলেন শ্রবণ করুন। যথা প্রভু স্বয়ং, নিতাই, অদ্বৈত প্রভৃতি নবদ্বীপ ভক্ত, আর নীলাচলে প্রভুর ভক্তের মধ্যে স্বয়ং প্রতাপ রুদ্র, কাশী মিশ্র, সার্ব্বভৌম, পরীক্ষা পাত্র, তুলসী পাত্র, প্রভৃতি। অগ্রে নন্দালয় সাজান হইয়াছে, যশোদা, অর্থাৎ জগন্নাথ মাহাতি কোলে কৃষ্ণ মূর্ত্তি লইয়া বসিয়া আছেন। একদৃষ্টে নবকুমার পানে চাহিয়া আছেন, নয়নজলে ভাসিয়া যাইতেছেন। প্রভু

প্রতাপ রুদ্র প্রভৃতি সকলে মাথায় পাগ বাঁধিয়াছেন, তাঁহাদের হাতে লাঠি, কান্ধে দধির ভার। সকলে অবশ্য আত্ম বিস্মৃত হইয়াছেন, বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। কানাই খুটিয়ার নন্দ-ভাব হওয়াতে আহ্লাদে বাতুলের মত হইয়াছেন। মহাব্যস্ত, তাঁহার পুত্র হইয়াছে। প্রভু প্রভৃতি দধির ভার লইয়া আঙ্গিনায় আইলেন। সকলে সুখের সাগরে ভাসিতেছেন। সকলের গাত্র দধি দুগ্ধ হরিদ্রা জলে সিক্ত, আঙ্গিনা দধি দুগ্ধে কর্দ্দমময় হইয়া গিয়াছে।

তখন সকলে সেই কর্দ্দমময় আঙ্গিনায় লগুড় হস্তে করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মনে ভাবুন, এই নৃত্যে আছেন কে, না কবি রাম রায়, নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম, রাজমন্ত্রী পরীক্ষা, মহারাজা প্রতাপ রুদ্র, সন্ন্যাসী-প্রবর পরমানন্দ পুরী। প্রকৃত কথা, তখন সমভূম হইয়া গিয়াছে! আনন্দের বন্যাতে উচ্চকে নিচু করিয়া ফেলিয়াছে। পরে সকলে লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত ও নিতাই চাঁদে একটু লাঠালাঠি হইল, শ্রীঅদ্বৈত দুই এক ঘা খাইয়া রাগ করিয়া শ্রীনিতাইকে গালি দিতে লাগিলেন।

তবে লগুড় লয়ে প্রভু ফিরাতে লাগিল।
বার বার আকাশে তুলি লুফিয়া ধরিল॥
এই মতে নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে জানিবে তাঁহা দোঁহা গোপ ভাব গুড়॥

যদি শ্রীভগবান আপনি, জীবগণকে, প্রত্যক্ষে হউক, বা পরোক্ষে হউক, শিক্ষা না দিতেন, তবে জগতে এত বিভীষিকা আছে যে, সাধারণ লোকে তাঁহাকে ভাল বলিয়া জানিতে পারিত না। শ্রীভগবান যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, ইহা আমরা অবতার হইতে জানিতে পারি। আর এই অবতার দ্বারা শ্রীভগবানের লীলার সৃষ্টি হয়। কেবল এই লীলা দ্বারা জগতের জীব এ জগতে ভগবানের সঙ্গ সুখ লাভ করিতে পারে। এই লীলারূপ ভগবানের সঙ্গ করিয়া জীব পরিবর্দ্ধিত হয়। এই লীলা জীবের পরম ধন, যেহেতু জীবের আধ্যাত্মিক পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত লীলারূপ ভগবৎ সঙ্গ যেরূপ সহজ, যেরূপ সুখকর, ও যেরূপ শক্তিসম্পন্ন উপায়, এরূপ আর কোন সাধন নয়, যাগ নয়, যজ্ঞ নয়, মন্ত্র নয়, তন্ত্র নয়, যোগ নয়, তপস্যা নয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি ভক্তগণ রোদনে ভজন, নৃত্যগীতে ভজন করেন। এখন দেখুন তাঁহারা লগুড় ফিরাইয়াও ভজন করিয়া থাকেন।

এখন প্রভুর পরের কাণ্ড শ্রবণ করুন। ক্রমে প্রভুর শ্রীভগবান ভাব হইল। এখন কাজেই কানাই খুটিয়া ও জগন্নাথ মাহাতিকে পিতা-মাতা জ্ঞান হওয়াতে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদেরও তখন জ্ঞান নাই যে প্রভু তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছেন, তাঁহারাও নন্দ ও যশোদাভাবে প্রভুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলে লীলারস সুধা ভোগ করিলেন, কিন্তু নন্দ যশোদা আরও কিছু করিলেন। যথা—

কানাই খুটিয়া জগন্নাথ দুই জন।
আবেশে বিলান ঘরে ছিল যত ধন॥ (চরিতামৃত)

ইহাতে বুঝিবেন যে তাঁহাদের আবেশ বড় একটা কাল্পনিক নয়।

রাজা প্রতাপ রুদ্র পূর্ব্ব হইতেই প্রভুর যত গণকে নূতন বস্ত্র পরাইবেন বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সকলকে নূতন বস্ত্র দিবেন। কিন্তু প্রভুকে কি দিবেন, প্রভুর ত বস্ত্রের প্রয়োজন নাই, তিনি সন্ন্যাসী কৌপীন-ধারী? রাজা পরম প্রেমে ভাবিলেন যে, প্রভুর যদি বস্ত্রের প্রয়োজন হয় তবে তাঁহার প্রিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিমিত্ত। অবশ্য প্রভুর জননী আছেন, কিন্তু তাঁহার চারি পাঁচ হস্ত লম্বা এক খানি মোটা কাপড় পাই-লেই চলিয়া যায়। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তখন পূর্ণ যৌবনা, তাই ভাবিলেন যে তাঁহার উপযুক্ত বহুমূল্য একখানি শাটী দিবেন। প্রভু যখন গোপাল ভাবে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়াছেন, তখন রাজা তাঁহার মস্তকে সেই শাটী বান্ধিয়া দিলেন। এইরূপ মহারাজা প্রত্যব্দ শ্রীমতীর জন্য এক এক খানি বহুমূল্য শাটী প্রণামি দিতেন। এই শাটী পণ্ডিত দামোদর লইয়া আসিতেন। রাজা যে শ্রীমতীর নিমিত্ত এই শাটী দিতেন তাহায় কোন সন্দেহ নাই, যেহেতু প্রভুর এরূপ বহুমূল্য বস্ত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রভু মাতাকে দিও বলিয়া উহা দামোদরের হস্তে দিয়া মাতার নিকট পাঠা-ইতেন। দামোদর প্রভুর বাড়ীতে তাঁহার জননী ও প্রিয়াকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ভক্তগণের সহিত নীলাচল ত্যাগ করিতেন ও তাঁহাদের সহিত আসিতেন। এই আট মাস প্রভুর বাড়ীতে থাকিতেন। দামোদর এই শাটী শচীর হস্তে দিলে, তিনি আর উহা কি করিবেন, অবশ্য বধূকে দিতেন। সেই বস্ত্র আইলে অবশ্য শ্রীমতীর বয়স্যগণ দেখিতে আসিতেন। শ্রীমতীকে সে শাটী অবশ্য পরিতে হইত, শচী পরাইতেন, তিনি না পরাইয়া ছাড়িবেন কেন? হয়ত শ্রীমতী পরিতে চাহিতেন না,

কিন্তু প্রভু যখন শাটী পাঠাইয়াছেন, তখন ইহাও তিনিও সকলে বুঝিতেন যে, শাটী পরিতে প্রভুর আজ্ঞা। সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আর শ্রীমতীর সাধ্য হইত না। ফল কথা তিনি কেন শাটী পরিবেন না? তাঁহার হয়েছে কি? তাঁহার ত সমুদায়ই আছে, স্বামী জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন, তবে যাইবার মধ্যে কেবল তাঁহার স্বামীর সহিত যে দৈহিক সম্বন্ধ, তাহাই গিয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দকে পাইয়া প্রভু আবার যুক্তি করিতে বসিলেন। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি জীবগণকে উদ্ধার করিবে, সে কার্য্য ফেলিয়া এখানে আসিয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ।" নিতাই বলিলেন, "বৎসরের মধ্যে একবার আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইব, তাহা যদি নিষেধ কর তবে আমি শুনিব না।" প্রভুর সঙ্গে এরূপ উত্তর করিতে কেবল এক নিতাই আর কতক স্বরূপ পারেন। প্রভুর নিতাইকে তখন সন্তোষে রাখিতে হইবে, কারণ তিনি নিতাইকে বধ করিবেন সেই সংকল্প করিয়াছেন। সে বধ কিরূপ এখনি বলিতেছি। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ! এখন আমার মিনতি শ্রবণ কর। তুমি তোমার সন্ন্যাস ত্যাগ কর, ত্যাগ করিয়া আবার গৃহস্থ হইয়া জীবকে হরিনাম বিতরণ কর।"

নিতাই এ কথা প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না, পরে যখন বুঝিলেন প্রভু তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিতেছেন, তখন তাঁহার সমুদায় আনন্দ ফুরাইয়া গেল। জীব-বন্ধু প্রভু জীবকে ভক্তি পথে আনিয়া সুখী করিবেন, এই তাঁহার অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি বাধ্য হইয়া সন্ন্যাস লইয়াছেন, নিতাই সন্ন্যাস লইয়াছেন, গদাধর ও স্বরূপ ঐরূপে সন্ন্যাস লইয়াছেন। লোকের ইহাতে কাজেই একটী বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, বৈষ্ণব হইতে গেলে উদাসীন হইতে হয়। স্বভাবতঃ লোকে গৃহস্থ ভক্ত হইতে উদাসীন ভক্তকে অধিক ভক্তি করে। স্বয়ং প্রভু উদাসীন, সুতরাং যিনি বৈষ্ণব তিনি যদি গৃহস্থ হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার মনে বোধ হয় যে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি হীন। কুলীনগ্রামবাসী বন্ধুগণ গৃহস্থ, তাঁহারা প্রত্যব্দ প্রভুকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণব, তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য। প্রভু তাঁহাদিগকে কত প্রকারে বুঝান যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মে সংসার ত্যাগ প্রয়োজন নাই, কিন্তু তবু লোকে তাহা বুঝে না। লোকে সংসার ত্যাগ করিতে পারে না, শুধু এই নিমিত্ত ভক্তি

ধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। শ্রীঅদ্বৈতের দুই বিবাহ, তিনিও যদি বলেন যে, সংসারে ত্যাগের প্রয়োজন নাই, তবু তাঁর শিষ্যগণে তাহা বুঝেন না। স্বভাবতঃ এ দেশীয়দের গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উপর এইরূপ ঘৃণা। প্রভু ভাবিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ বিবাহ করিলে লোকের এই ভ্রম একবারে যাইবে, যে সংসার ত্যাগ না করিলে ভব সাগর পার হওয়া যায় না।

একটী পদ আছে,

সাধে কি আমি গৌর গুণে ঝুরে মরি। ইত্যাদি

শ্রীগৌরাঙ্গ যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা সকল শাস্ত্রের বিবাদ নাশ করিয়াছে। বাসুদেব দত্তকে প্রভু বলিতেছেন, তুমি গৃহস্থ, তোমার সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। রামানন্দ রায় অধিকারী, অর্থাৎ রাজ্যের অধীন রাজা, পরম আরামে দাস দাসী পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন, দোলায় চড়িয়া ভ্রমণ করেন। শ্রীগদাধরের গুরু পুণ্ডরীক প্রেমনিধির কাহিনী আপনারা প্রথম খণ্ডে পাঠ করিয়াছেন। বাহে তিনি মহাভোগী ছিলেন। রামানন্দ রায়ের মহিমার কথা কি বলিব। এই গৌর অবতারে মোটে সাড়ে তিন জন পাত্র, তাহার মধ্যে রামানন্দ রায় এক জন। শ্রীগৌর অবতারে চৌষট্টি মহান্ত, তাহার মধ্যে রাজা প্রতাপরুদ্র এক জন, ইনি তখন হিন্দু রাজাগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপান্বিত, আপনার রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত অহরহ মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। যিনি বড় শুদ্ধ বৈষ্ণব, তিনি মক্ষিকার অঙ্গে করস্পর্শ করেন না, কিন্তু প্রতাপরুদ্র প্রতি মাসে সহস্র বিপক্ষ সৈন্য বধ করিয়া, সহস্র সহস্র আপন সৈন্যের রক্ত মোক্ষণ করিয়া, কিরূপে এত বড় বৈষ্ণব হইলেন যে, তিনি এক জন মহান্তের মধ্যে গণ্য হইলেন?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গের গণ মদনমোহনকে ভজন করেন, মদন ভস্মকারিকে নয়। সন্ন্যাসীগণের রাজা, বৈদান্তিকগণের গুরু, শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, তাঁহার অদ্ভুত গ্রন্থ চৈতন্যচন্দ্রামৃতে বলিতেছেন যে, গৌর-ভক্ত তাঁহার ইন্দ্রিয়গণকে ধ্বংস করেন না, তবে উহাদিগকে অখণ্ড রাখেন, রাখিয়া উহাদের লইয়া খেলা করেন, কেমন ভাবে, না, যেমন সর্প-বৈদ্যগণ সর্পের বিষ-দন্ত উৎপাটন করিয়া তাহাদের লইয়া খেলা করে। অতএব গৌর-ভক্তগণ ইন্দ্রিয়-রূপ বিষ-সর্পগণকে প্রাণে মারেন না, যেমন তেমনি রাখেন। তবে তাহারা ক্ষতি করিতে না পারে

এই নিমিত্ত তাহাদের দিন দন্ত উৎপাটন করেন, করিয়া তাহাদিগকে অধীনে রাখিয়া সেবা করেন। প্রভু, রূপ গোস্বামীর মধ্যে এক জন বহুদর্শী ব্যক্তিকে বলিতেছেন। যথা—

যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হয়ে।

এখন দেখুন ধর্ম কি? ঈশ্বরের সৃষ্টিতে জটিলতা কিছু নাই, নিরর্থক কিছুই নাই, সমুদায়েরই প্রয়োজন আছে। আমরা ইহা স্পষ্টতঃ দেখিতেছি যে, সকল দ্রব্যেরই সৎ ও অসৎ ব্যবহার আছে। অতএব শ্রীভগবান দত্ত কোন দ্রব্য ধ্বংস করিও না, অসৎ ব্যবহার করিও না, সমুদায় ঠিক রাখ, রাখিয়া উহাদের সদ্ব্যবহার কর। যদি শ্রীভগবান জ্ঞানময় ও প্রেমময় হন, তবে ইহা বই আর সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

এ সব কথা বলি কেন, শ্রবণ করুন। লোকে বলে যে বৌদ্ধ ধর্মে ও হিন্দু ধর্মে হিন্দুদিগকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে। অহিংসা পরম ধর্ম, যে হিন্দুগণের বিশ্বাস, তাহাদের পরাধীনতা কেন না হইবে? উপবাস, মিতাহার, নিরামিষ আহার, মনঃ বিতৃষ্ণা, যে ধর্মের প্রধান অঙ্গ, তাহাতে জীবকে নিস্তেজ কেন করিবে না? এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন যে, শুদ্ধ কেবল হিন্দু-গণকে আসুরিক ভাব দিবার নিমিত্ত বীরাচার তন্ত্রের সৃষ্টি হইল। বীর কাহারা, না যাহারা মদ্য মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করে, অর্থাৎ যাহারা অসুর। এখন ইংরাজগণকে দেখিয়া বলিতে পারেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম লইব, লইয়া উপবাস করিয়া করিয়া কি আমরা আরও নিস্তেজ হইব? একে হিন্দুজাতি ধ্বংশ প্রায়, তাহাতে যে টুকু বাকি আছে, বৈষ্ণব হইয়া তাহাও কি খোয়াইব? বৈষ্ণব হইলে কেবল ক্ষতির মধ্যে এক দেখিতেছি যে, মাংস ভক্ষণ করার পক্ষে ব্যাঘাত হয়। কিন্তু শাস্ত্রে দেখিতেছি শ্রীনিত্যানন্দ গৃহী হইয়া মৎস্য মাংস ইত্যাদি যত বার ইচ্ছা ভোজন করিতেন। তাই বলিয়া আমরা মাংস ভোজনের অনুমোদন করিতে পারি না। ফল কথা, যাঁহার ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে, তিনি অতি বড় তেজীয়ান না হইলে, জীব হত্যার মধ্যে থাকিতে বড় কষ্টকর হইবে। মাংস ভক্ষণ শারীরিক বলের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে, যাঁহার ভক্তি বৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছে, তাঁহার হৃদয় কোমল হইয়া আপনি আপনি পশু হত্যার প্রতি বিরক্তি জন্মিবে।

স্থূল কথা, শ্রীভগবান মনুষ্যকে যত গুলি বৃত্তি দিয়াছেন, সমুদয়ের ব্যবহার করিতে হইবে। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি উৎকর্ষিত হইলে এই

বৃত্তি গুলির মধ্যে কেহ যথেচ্ছাচার করিতে পারে না, সমুদায় বৃত্তি গুলি তাঁহাদের নিয়মিত কার্য্যের অতিরিক্ত করিতে অশক্ত হয়। প্রভু বলিতেছেন, "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।" ভক্তির উৎকর্ষ করিলে আপনা-আপনি বিষয় হইতে মন অন্তর্হিত হয়। মনে রাখিবেন যে, তৃণ হইতে নীচ হইতে হইবে বলিয়া, নিস্তেজ কাপুরুষ হইতে হইবে না। ইন্দ্রিয় স্ববশে রাখিতে হইবে বলিয়া, শরীর দুর্ব্বল করিতে হইবে না। এক আশ্চর্য্য দেখিবেন যে, শ্রীবৈষ্ণবের যত ভজন সমুদায় শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের তেজ বৃদ্ধি-কারক। বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া দিয়া তাঁর পূর্ত্তি করিয়া ভোজন করেন। নৃত্য গীত তাঁহাদের ভজন, তাঁহাদের শরীর কেন ভাল থাকিবে না? এমন কি, বৈষ্ণব শাস্ত্রে এরূপ কথাও আছে যে, যাঁহার উদরে বায়ুর সৃষ্টি হয়, তাঁহার প্রেম ভক্তি চর্চ্চা করা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রেম ভক্তি ভজনের নিমিত্ত উত্তম জীর্ণ শক্তি অর্থাৎ উত্তম স্বাস্থ্য প্রয়োজন। সংসার ধর্ম্ম আচরণ করাই ধর্ম্ম, ইহার বিপরীত কাজই অধর্ম্ম। তবে কোন প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তেজীয়ান লোকে সংসার হইতে পৃথক হইয়া থাকিতে চাহেন। যাঁহাদের কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে, কি যাঁহারা বীর পুরুষ, অসুর দমন করিবেন সংকল্প রহিয়াছে, এরূপ সমুদায় লোকে, তাঁহাদের কার্য্য উদ্ধারের সুবিধা হইবে বলিয়া, সংসারে আবদ্ধ হইতে চাহেন না। প্রভু সেইরূপ মহা উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীনিতাইকে মহাপ্রভু বলিতেছেন "তুমি মুনি ধর্ম্ম লইয়া থাকিলে কাজেই জীব যে অন্ধ তাহাই থাকিল। তুমি গৌড় দেশে যাও, আপনি সংসার কর, করিয়া জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা দেখাও।"

প্রভুর আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। গুরু কুল রক্ষা দুই প্রকারে হইতে পারে। গুরু বংশ দ্বারা, ও গুরু শিষ্য দ্বারা। যাঁহারা উদাসীন, তাঁহাদের গাদি তাঁহারা আপনাদিগের শিষ্যগণের মধ্যে বাছিয়া এক জন উদাসীনকে দিয়া থাকেন। আবার যে আচার্য্য গৃহী তাঁহার ঔরষ পুত্র তাঁহার স্থান প্রাপ্ত হয়েন। প্রভুর বিবেচনায় গুরু কুল রাখিতে শিষ্য অপেক্ষা ঔরষ পুত্র ভাল। আমরাও দেখিতেছি যে, যেখানে শিষ্য দ্বারা গুরুকুল রক্ষিত হইয়াছে, সেখানে পরিশেষে পরম বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া সংসারধর্ম্ম আচরণ করিলেন, তাই গুরু কুলের মধ্যে প্রধান এক শাখার সৃষ্টি হইল। কে জানে, শ্রীনিত্যানন্দ সংসার না করিলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কি দশা হইত?

শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি প্রভু যে কঠোর আজ্ঞা করিলেন তাহা একটু বর্ণনা করিতে হইবে, নতুবা সকলে বুঝিতে পারিবেন না। যে ব্যক্তি কৌপীন পরিধান করিয়াছেন, তাহা আবার ত্যাগ করিয়া বস্ত্র পরিধান করিলে তিনি পতিত হয়েন। তাঁহার ছায়া মাড়াইলে অধর্ম্ম হয়। মনে ভাবুন, এরূপ কঠোর নিয়ম না করিলে, যে সে উদাসীন হইত, আর উহা ভাল লাগিল না দেখিয়া আবার সংসারে আসিত। অতএব এরূপ কঠোর নিয়ম না করিলে উদাসীনের উপর লোকের শ্রদ্ধা থাকিত না। প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনিতাইয়ের এখন কৌপীন ছাড়িয়া পতিত হইতে হইবে। তাহার পরে বিবাহ করিতে হইবে, বিবাহ কিরূপ, না হিন্দু সমাজ সম্মত। নিতাইয়ের জাতি কি, তাহা ঠিক কেহ জানেন না। কুল কি তাহা লইয়া মহা গণ্ডগোল নিতাইয়ের অন্ন বিচার নাই, দ্বাদশ বর্ষ হইতে দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে তীর্থ দর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি যদি বিবাহ করিতে চাহেন, তবে ভদ্র ব্রাহ্মণে তাঁহাকে কেন কন্যাদান করিবেন?

তাহার পর তিনি নিমাইয়ের দাদা। নিমাই নির্ম্মল পবিত্র, ঘোর তপস্যা করিতেছেন। তিনি নিমাইয়ের দাদা হইয়া ধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন, পরিত্যক্ত উপবীত আবার গ্রহণ করিবেন, বিবাহ করিবেন, কাচ্চা বাচ্চা পালন করিবেন, করিয়া হরিনাম বিতরণ করিবেন। ইহা কিরূপে হইবে? লোকে এত অত্যাচার কিরূপে সহিবে? কিন্তু নিতাই তাঁহার ভক্তিবলে সমুদায় করিয়াছিলেন। নিতাই গৌড়দেশে আসিয়া কি তরঙ্গ উত্থিত করেন, তাহার আভাস একটু পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে কয়েক পংক্তি উঠাইয়া দেখাইব যে, নিতাইয়ের আগমনে গৌড়দেশে একবারে তোলপাড় উপস্থিত হইয়াছিল।

নিতাইয়ের,

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে॥
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় কত কত জন॥
গৃহস্থের শিশু কোন কিছুই না জানে।
তাহারাও মহা মহা বৃক্ষ ধরি টানে॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।

ঘুঞিরে গোপাল বলি বেড়ায় ধাইয়া ॥
হেন যে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে।
শত জনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ বলি।
সিংহনাদ করে হই মহা কুতূহলী ॥
এই মত নিত্যানন্দ বালক জীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ ॥
পুত্র প্রায় করি প্রভু সবারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপন হস্ত দিয়া ॥
কাহারেও বান্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে।
বান্ধেন মারেন তবু অট্ট অট্ট হাসে ॥
এক দিন গদাধর দাসের মন্দিরে।
আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে ॥
গোপী ভাবে গদাধর দাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময় ॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গাজলের কলস।
নিরবধি ডাকে কে কিনিবি গো-রস ॥ (চৈতন্যভাগবত)

অনেকে এখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে আশ্রয় করিতেছেন। আমরা বলি যে, শ্রীভগবান, যে দেশে যাহা প্রয়োজন, তাহাই সেই দেশে সৃষ্টি করেন। অতএব অবতার যদি লইতে হয়, তবে অন্ততঃ বাঙ্গালিগণকে শ্রীগৌরাঙ্গকে লইতে হইবে। তাহার পরে শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু বাঙ্গালি বলিয়া আমাদের পূজ্য হয়েন–তাঁহার মত বস্তু ত্রিজগতে আর খুঁজিয়া পাইবেন না। যদি ভারতবর্ষীয়-আমরাগণে ভক্তি বারি সিঞ্চন দ্বারা তাঁহাদিগের নির্জীব আত্মাকে সতেজ পরিশো পারেন, তবেই তাঁহাদের রক্ষা। কোন জাতি মরিয়া থাকে, কোন আচরণ দ্বারা মরিতে মরিতে বাঁচিয়া উঠে। ইহার ঔষধ কেবল একটী তরঙ্গ। কিন্তু কে যা তরঙ্গে মনুষ্য সমাজ তোলপাড় করে, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা তেজ-

স্বর ও নির্ঘোষ এই ভক্তির তরঙ্গ। এই ভক্তি তরঙ্গে বৌদ্ধগণ নূতন শক্তি পাইয়া পৃথিবী অধিকার করিলেন। ইহা দ্বারা খৃষ্টিয়ানগণ ও মুসলমানগণ প্রভৃত শক্তিসম্পন্ন হইলেন। ভারতবর্ষীয়গণ যদি আবার সেইরূপ ভক্তির তরঙ্গ উঠাইতে পারেন, তবে তাঁহারাও পুনর্জীবন পাইবেন। রাজনীতি ভারতবর্ষীয়গণের পক্ষে বলকারী দ্রব্য নয়, তাঁহাদের মহত্ত্ব আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। ভারতবাসীগণ তাহাই করুন, পুনর্ব্বার জীবন পাইবেন। আর আধ্যাত্মিক জীবন পরিবর্দ্ধন করিতে হইলে গৌরাঙ্গ ব্যতীত যে আর উপায় আছে, তাহা বোধহয় না। অন্ততঃ ইহার ন্যায় সহজ ও পরিষ্কার উপায় যদি কিছু থাকে তাহা আমাদের গোচর নাই।

আপনার অন্তরে তরঙ্গ উঠিলে অন্যের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে তরঙ্গ উত্থিত করা যায়। যদি এইরূপে সমাজে কোন কারণে তরঙ্গ উঠে, তবে সে সমাজ কিছু না কিছু উন্নতি লাভ করে। এইরূপে ধন লোভের নিমিত্ত কি যুদ্ধের নিমিত্ত কথন কথন সমাজে তরঙ্গ উঠিয়া থাকে, প্রায়ই এই সমুদায় তরঙ্গে কিছু না কিছু সামাজিক উন্নতি হয়। ইউরোপের যে কিছু উন্নতি, উহা প্রায় ধন লোভে হইয়াছে। বিদ্যালোভে যে তরঙ্গ উঠে ইহা কেহ কস্মিন্ কালে দেখেন নাই। ইহা কেবল বাঙ্গালীগণ নবদ্বীপে সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপে যে বিদ্যার তরঙ্গ উঠে, তাহার চরম ফল হইল শ্রীভগবানের পূর্ণ অবতার!

কোন ক্রমে সমাজে তরঙ্গ উঠিলে উহার গতি অনুসারে উহার ফল লাভ হয়। হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিয়াছে, কিন্তু উহা অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত নিয়োজিত হইল, তাহাতে যে ফল হইবে তাহা অপেক্ষা অবশ্য পরমার্থের নিমিত্ত উহা নিয়োজিত হইলে অধিক ফল হইবে। শ্রীমহম্মদ ভক্তির সাহায্যে তরঙ্গ উঠাইলেন, পরে উহা যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হইল। উহাতে নির্জীব মুসলমানগণ একবারে জগৎ জয় করিতে সক্ষম হইল। বৌদ্ধগণ এই তরঙ্গ, জীবকে দয়া ধর্ম্ম শিখাইবার নিমিত্ত নিয়োজিত করিলেন। তাঁহারা জাপান পর্য্যন্ত তাঁহাদের মতে আনয়ন করিলেন। মনে ভাবুন কোথা জাপান কোথা মিথিলা, কোথা সংস্কৃত ভাষা কোথা জাপান ভাষা, কোথা বাঙ্গালি কোথা জাপানদেশীয় লোক। কিন্তু ভক্তির তরঙ্গে এই অসাধ্য অননুভবনীয় ব্যাপার সিদ্ধ হইয়াছিল, অর্থাৎ বাঙ্গালিগণ জাপানে গমন করিয়া তাহাদিগকে সমতে আনিয়াছিলেন।

গৌর অবতার কালে রাজা ছিলেন মুসলমান, বাড়ী গৌড়ে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল নবদ্বীপে। এই নবদ্বীপ শাসনের জন্য রাজার দৌহিত্র চাঁদকাজি ছিলেন। ইনি সহস্র সহস্র পাঠান সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দেশ শাসন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মুহূর্ত্তের মধ্যে, বিনা অস্ত্র চালনায়, তাহাকে দমন কিরূপে করিলেন? লক্ষ লক্ষ লোক ভক্তি বলে উন্মাদ, তাই যদিচ তাঁহাদের অস্ত্র ছিল না, যদিও তাঁহারা কস্মিন্ কালে যুদ্ধ করেন নাই, তবু তাঁহারা সেই মুহূর্ত্তে প্রভূত শক্তি পাইয়া, সেই পাঠান সৈন্যগণকে ফুৎকার দ্বারা উড়াইয়া দিলেন। মনে ভাবুন শ্রীগৌরাঙ্গ যদি বৈষ্ণবগণের ঐ ভাব রাখিয়া দিতেন, তবে বাঙ্গালিগণ অদ্য মুসলমানদিগের ন্যায় জগৎ জয় করিতে সক্ষম হইতেন। নির্জ্জীব হিন্দুগণ যদি এখন জীবনে কোন লক্ষণ দেখাইতে পারেন, তবে সে ধর্ম্ম লইয়া। যদি এ দেশবাসীগণ আবার ভক্তি তরঙ্গে পড়িয়া যাইতে পারেন, তবে আবার জাতিরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন।

এইরূপে নীলাচলে চারিমাস মহোৎসব হইল, প্রত্যহ আনন্দ, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আনন্দ, দেহধর্ম্ম পালন করিতে যে সময় প্রয়োজন উহা ছাড়া সকল সময়েই ভক্তগণ আনন্দে ভাসিতেছেন। ইতিমধ্যে এক দিবস এক ভয়ঙ্কর ঘটনা উপস্থিত হইল। ভক্তগণ নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় প্রভু অচেতন হইয়া কূপের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। ইহাতে কি হইল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সকলে অনেক কষ্ট করিয়া প্রভুর জীবন শূন্য দেহ উঠাইলেন। সকলে ভাবিলেন প্রভুর হাড় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু—

কিছু নাহি জানেন প্রভু প্রেমভক্তি রসে।
বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি ভাসে॥
সেই ক্ষণে কূপ হইল নবনীত ময়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয়॥ (ভাগবত।)

প্রভুকে কূপ হইতে উঠাইলে তাঁহার চেতন হইল। তখন শুনিলেন যে তিনি কূপের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন। প্রভুর এই কার্য্যে সকলের মহা-ভয় হইল। প্রভু স্বেচ্ছাময়, কবে লীলা সম্বরণ করিয়া ভক্তগণকে ছাড়িয়া যাইবেন, কে জানে? তখন শ্রীঅদ্বৈত অতি কাতরে প্রভুর শরণ লইলেন। শ্রীঅদ্বৈত বর মাগিলেন। বর মাগিলেন যে, তিনি অনুমতি না দিলে প্রভু লীলা সঙ্গোপন করিতে পারিবেন না। ইহাতে—

তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন॥ (চরিতামৃত)

সকলের মনে ভয় যে প্রভু স্বেচ্ছাময়, কবে কোন দিন চলিয়া যাইবেন, তাহার ঠিকানা নাই। তাই শ্রীঅদ্বৈত, প্রভুর নিকট অঙ্গীকার করিয়া লইলেন যে তিনি, অদ্বৈত প্রভুর অনুমতি ব্যতীত, পলাইতে পারিবেন না।

প্রভু সকলের সমক্ষে নিতাইকে আবার বলিলেন—

প্রতি বর্ষ নীলাচলে আর না আসিবে।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা পালন করিবে॥

কুলীন গ্রামবাসীগণ আবার প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, তাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণব, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি? তাঁহারা কিরূপে শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন। প্রভু বলিলেন যে নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা করিলে তাঁহারা, শ্রীপদ পাইবেন। তাহাতে তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা যে বৈষ্ণব সেবা করিবেন, কিন্তু বৈষ্ণব কিরূপে চিনিয়া লইবেন? প্রভু বলিলেন যে, যে ব্যক্তির মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম সেই ব্যক্তি বৈষ্ণব। কিন্তু কুলীন গ্রামবাসীগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। সে পরের কথা। ভক্তগণের সহিত দামোদর পণ্ডিত চলিলেন, প্রভু জননীর নিকট সেই বহুমূল্য শাটী ও জগন্নাথের নানাবিধ প্রসাদ পাঠাইলেন।

যত দিবস ভক্তগণ নীলাচলে থাকেন, তত দিবস প্রভু অনেকটা সচেতনে থাকেন। ভক্তগণ বিদায় হইবার সময় প্রভুর মুখ মলিন হইয়া যায়। যাঁহার হৃদয় নবনীত হইতে কোমল, তাঁহার যে চিরদিনের বন্ধুগণকে বিদায় দিতে দুঃখ হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি। সে মুখ দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। ভক্তগণ বিদায় হইলে, কিন্তু প্রভুর দুঃখ থাকিত না। তখন প্রভুর সচেতন ভাব অনেকটা লোপ হইত, হওয়ায় তিনি বাহ্য জগতের সহিত বিদায় লইয়া অন্তরে লুকাইতেন। অন্তর্জ্জগতে থাকিয়া প্রভু উহা বর্ণনা করিতেন, তাহাকে মহাপ্রভুর প্রলাপ বলে। যদি পাষাণ বিগলিত করিতে চাহ, যদি ভক্তিরস আস্বাদ করিতে চাহ, যদি কৃষ্ণ-প্রেম আহরণ করিতে চাহ, তবে প্রভুর এই প্রলাপ লীলা শ্রবণ ও মনন দ্বারা আপনাকে জর জর কর।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রলাপ বর্ণনা করিব, আমাদের এরূপ কি সাধ্য আছে?

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী না পারিয়া ক্ষান্ত দিয়াছেন। জীব মাত্রেই ঐরূপ ক্ষান্ত দিবেন। তবে যত টুকু পারি কিছু কিছু বলি। এখন কিছু বলি, অন্নে অল্পে এইরূপ আর কিছু অন্য সময়ে বলিব।

শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণ ভাবে রাধার নিমিত্ত রোদন ও রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যে রোদন ইহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। শ্রীনবদ্বীপে প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণভাবে রাধা বলিয়া প্রভু রোদন করিতেন, আর নীলাচলে রাধা ভাবে কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেন।

প্রভু নীলাচলে বসিয়া আছেন, মুখ মলিন, কখন কখম অতি বেগে নয়ন ধারা পড়িতেছে। ইহার কারণ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ। প্রভুর শ্রীমুখের বাক্য চরিতামৃতে এই রূপে বর্ণিত আছে। প্রভু বলিতেছেন—

কাঁহা করো কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥

কেহ কাহার বিরহে রোদন করে, ইহা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু পতি বহু দিবস বিদেশে আছেন, সতী স্ত্রী গোপনে রোদন করিতেছেন, ইহা অনুভব করা যায়। ইহাও অনুভব করা যায় যে, সেই সতী স্ত্রী তাহার নিতান্ত কোন মর্ম্মী সখীর নিকট তাঁহার মনের বেদনা [illegible]ড়িয়া বলিতেছেন আর কান্দিতেছেন। কিন্তু প্রভুর শুধু ক্রন্দন ন[illegible] তাহা অপেক্ষা অনেক গাঢ়তর উদ্বেগের চিহ্ন, যথা মূর্চ্ছা ও শ্বাস রোধ, বিবর্ণ ও প্রলাপ বাক্য।

প্রভুর রাধাভাবে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভাবে রাধা, জীবন্ত সামগ্রী, কোন কল্পনার বস্তু নহে। প্রভুর দেহে শ্রীমতী স্বয়ং প্রকাশ হইয়াছেন। তখন সে দেহে আর নিমাই কি কৃষ্ণচৈতন্যের কোন ভাব নাই। তখন প্রভু একেবারে রাধা হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কি দ্বারকায়। কৃষ্ণ নাই বলিয়া প্রভু আপনাকে রাধা ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া রোদন আর নানাবিধ প্রলাপ বকিতেছেন, কখন কখন মূর্চ্ছিত হইতেছেন, কখন কৃষ্ণান্বেষণে দৌড় মারিতেছেন। যত সন্ধ্যা হইতেছে প্রভুর মনের বেগ ততই বাড়িতেছে।

এই প্রভুর মনের ভাব। ইহাতেই মুখ মলিন, ইহাতেই ঝলকে ঝলকে তরঙ্গ উঠিতেছে, আর নয়ন জল পড়িতেছে। কাছে সরূপ ও রামানন্দ

বসিয়া নানা রূপে প্রভুকে আনমনা করিতেছেন, ও প্রভুর মন কৃষ্ণ হইতে অন্য দিকে লইবার চেষ্টা করিতেছেন। নানা বাজে কথা বলিতেছেন। প্রভু উপরোধে এ কথায় ও কথার উত্তর দিতেছেন। কখন বা তাঁহারা হাসিবার কথা বলিতেছেন, প্রভু উপরোধে হাসিতেছেন। কিন্তু সে হাসি দেখিলে মনে আনন্দ হয় না, প্রত্যুত হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এমন সময় কেহ আগমন করিল। অমনি স্বরূপ বলিতেছেন, "প্রভু এক বার কৃপা করুন, অমুক আসিয়াছেন চরণে প্রণাম করিতেছেন।"

এইরূপে স্বরূপ রামরায় নানা চেষ্টায় প্রভুকে চেতন ও আনমনা রাখিতেছেন। প্রভু কাতর বদনে ইতি উতি চাহিতেছেন। প্রভু থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছেন। যত বেলা যাইতেছে, ক্রমেই কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা বাড়িতেছে, ও ক্রমেই স্বরূপ রামরায়ের চেষ্টা নিষ্ফল হইতেছে। শেষে সন্ধ্যাও হইল আর স্বরূপ রামরায় পরাজয় মানিলেন। প্রভুকে আর চেতন রাখিতে পারিলেন না। প্রভু একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, অগাধ বিরহ সমুদ্রে ডুবিলেন!

গম্ভীরায় অর্থাৎ ভিতর প্রকোষ্ঠের মধ্যে অতি গুপ্ত স্থানে তখন প্রভুকে লওয়া হইল। ফলতঃ সন্ধ্যা হইলেই স্বরূপ রামরায় তাঁহাকে সেই গম্ভীরার ভিতরে লইয়া যান। লইয়া যান ইহার অর্থ এই যে, তখন প্রভু কোথায় কি করিতেছেন, কেন কি করিতেছেন, কিছু তাঁহার জ্ঞান থাকে না। সুতরাং তাঁহাকে লইয়া যাইতে হইত।

এই ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভু আসনে আসীন, সম্মুখে স্বরূপ রামরায় বসিয়া। সম্মুখে একটী প্রদীপ টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ আপনাকে শ্রীরাধা ভাবিতেছেন, আর ভাবিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ফেলিয়া মথুরায় গিয়াছেন। স্বরূপকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "স্বরূপ! তুমি আমাকে প্রবোধ দেও, আর প্রবোধ না মানিলে দুঃখিত হও। কিন্তু বল দেখি এমন হতভাগিনী জগ মাঝে কে? কৃষ্ণ কাল আসিব বলিয়া গেলেন, আর কত যুগ বয়ে গেল। আমি বেঁচে আছি কেন জান? কেবল কঠিন প্রাণ বলিয়া। কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এ দুঃখ না দিয়া আমাকে বধ কর," এই বলিয়া প্রভু ধূলায় পড়িলেন।

তখন দুইজনে আস্তে আস্তে ধরিয়া প্রভুকে উঠাইলেন। রামানন্দ প্রভুর মনের ভাব ফিরাইবার নিমিত্ত শ্লোক পড়িলেন যে, কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ

করিয়া কখন যান না। প্রভু এই কথা শুনিয়া সহর্ষে বলিতেছেন, "কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন? তবে আর কি? চল আমাকে নিয়া চল।"

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন, এই আনন্দে প্রভুর মনের ভাব ফিরিয়া গেল। তখন বলিতেছেন, "সরূপ, আমার কৃষ্ণের রূপ একবার বল, আমি শুনি।" এই কথা বলিয়া আপনি বলিতে লাগিলেন। তখন সুধার সমুদ্র উথলিয়া উঠিল।

গৌরাঙ্গের মনে যখন যে ভাব হইতেছে বদনে তাহা তদ্দণ্ডে প্রকাশ পাইতেছে। অতি সরলা বালিকা মনের ভাব গোপন করিতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গের মনও বালিকার মনের ন্যায় সরল। যখন যে ভাবটি হইতেছে, তাহা তখনই বদনে দেখা যাইতেছে। সরূপ রামরায় যেমন প্রভুর সমুদায় কথা শুনিতেছেন, আবার ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিতেছেন। ইহাতে প্রভুর মুখে নব নব রূপের উদয় হইতেছে, প্রত্যেক রূপ তুল্য মনোহর।

কখন প্রভু একেবারে বিহ্বল হইতেছেন। সরূপকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ললিতে! তোরা কৃষ্ণ দর্শনে যাবি কি না আমাকে বল? আমি এই বেরোলাম।" ইহাই বলিয়া প্রভু উঠিলেন ও দ্রুত পদে গমনোদ্যত হইলেন। তখন সরূপ রামরায় তাঁহাকে ধরিলেন, ধরিয়া তাঁহাকে একটু সচেতন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অগ্রে বলিলেন, প্রভু শান্ত হউন, বসুন, কোথা যাইবেন, ধৈর্য্য ধরুন।

কিন্তু ইহাতে প্রভু কর্ণপাত করিলেন না। তখন সরূপ বলিতেছেন, চুপ কর। জটিলা বুড়ী এখনও জাগ্রত আছে। সে নিদ্রা যাউক, তবে আমরা যাবো। অমনি প্রভু ভয়ে চমকিত হইয়া বসিলেন, ও চুপে চুপে কথা কহিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে প্রভুর হঠাৎ একটু চেতন হইল। তখন সরূপকে বলিতেছেন, সরূপ! তুমি ত ললিতা নও। তুমি না সরূপ? আর আমি না কৃষ্ণচৈতন্য? আমিত রাধা নই, তবে আমি এখন কি প্রলাপ করিলাম?

সরূপকে প্রভু এইরূপ বলিতেন, তাহাতেই প্রভুর এই সমুদায় ভাবকে "প্রলাপ" বলিয়া উক্ত হইতেছে।

প্রভু বলিতেছেন, "সরূপ! আমি কি প্রলাপ বকিলাম? আমি যেন স্বপ্নে দেখিতেছিলাম? দেখিতেছিলাম কি—" বলিতে গিয়া আর বলিতে পারিলেন না, আবার বিহ্বল হইলেন। তখন সরূপের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া

বলিতেছেন, সরূপ! তুমি যদি আমাকে ভাল বাস, তবে আমাকে কৃষ্ণ আনিয়া দিয়া আমাকে প্রাণে বাঁচাও। আমার প্রাণ যায়, তুমি একবার আমার উপকার কর। আমি চিরকাল তোমার হইব। তুমি একবার আমা কে কৃষ্ণকে দেখাও। সরূপ এই আমার প্রাণ গেল। ইহাই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনেক যতনে প্রভু চেতন পাইলেন। প্রভু নীলাচলে, শচী বিষ্ণুপ্রিয়া ও মর্ম্মী ভক্তগণ নবদ্বীপে, সুতরাং তাঁহার মনে দুঃখ হইবার কথা। কিন্তু ভক্তগণ নীলাচল ত্যাগ করিলেন, অমনি প্রভু কৃষ্ণ বিরহে একেবারে ডুবিলেন। প্রভুর দিবা ভাগে কিছু চেতন থাকে বটে, কিন্তু সন্ধ্যা হইলে আর কেহ তাঁহার ভাব ভঙ্গ করিতে পারে না। প্রভু সরূপ রামানন্দকে শ্লোকবন্ধে তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা এইরূপে উঘাড়িয়া বলিতেছেন। যথা প্রভু কৃত শ্লোক—

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা যযৌ বিষাদোজ্ঝিত দেহ গেহঃ।
গৃহীত কাপালিক ধর্ম্মো কো মে বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয় শিষ্য বৃন্দং॥

এই শ্লোকের অর্থ কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ করিতেছেন যথা—

প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া, তার গুণ স্মঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় সরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হাহা হরি হরি,
ধৈর্য্য গেল হইল চপল॥
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়ি লোক বেদধর্ম্ম,
যোগী হইয়া হইল ভিখারী॥ ধ্রু

প্রভু কৃষ্ণ বিরহে কাতর হইয়া সরূপকে শ্লোক বন্ধে আবার কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন, যথা—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

অর্থাৎ—হে সরূপ, কৃষ্ণ বিরহে আমার নিমেষ কাল যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে, আমার নয়ন বর্ষার মেঘের ন্যায় হইয়াছে, ও ভুবন অন্ধকার হইয়াছে।

এইরূপ প্রভু আমার, হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, কোথা আমি কৃষ্ণ পাবো, কে আমাকে কৃষ্ণ দিবে, কি করিলে কৃষ্ণ পাইব, করিয়া নীলাচলে অষ্টাদশ বর্ষ কাটাইলেন।

প্রভু কৃষ্ণ বিরহে কান্দিতেছেন আবার সরূপ রাম রায়কে দাও বলিতেছেন, "তোমরা আমার কৃষ্ণকে নিন্দা করিও না। তিনি আমার প্রাণনাথ, তিনি যাহা করেন সবই ভাল।" এখন প্রভুর শ্রীমুখের অদ্ভুত শ্লোক শ্রবণ করুন যথা—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।

প্রভু বলিতেছেন, "সরূপ! আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে লম্পট বলিতেছ। তাহাই হউক। তিনি আমাকে আলিঙ্গন দিয়া আনন্দ দিয়া থাকেন, কি অদর্শন হইয়া দুঃখ দিয়াও থাকেন। কিন্তু তিনি যাহাই করুন, তবু তিনি আমার অপর নহেন আমার প্রাণনাথ।

প্রভুকে অনেক কষ্টে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ভুলাইয়া রামরায় ও সরূপ শয়ন স্থানে লইয়া গেলেন। প্রভুকে শয়ন করাইয়া, প্রদীপ নির্ব্বাণ করিলেন, দ্বার বন্দ করিলেন, করিয়া রামরায় গৃহে গমন করিলেন, আর সরূপ ও গোবিন্দ দ্বারে শয়ন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

অপরূপ রথ আগে। ধ্রু

নাচে গোরারায়, সঙ্গে মেলি গায়,
যত যত মহা ভাগে॥

ভাবেতে অবশ, কি রাতি দিবস,
আবেশে কিছু না জানে।

জগন্নাথ মুখ, দেখি মহা সুখ,
নাচে গর গর মনে॥

খোল করতাল, কীর্ত্তন রসাল,
ঘন ঘন হরিবোল।

জয় জয় ধ্বনি, সুর নর মুনি,
গগনে উঠয়ে রোল॥

নীলাচল বাসী, আর নানা দেশী,
লোকের উথলে হিয়া।

প্রেমের পাথারে, সভেই সাঁতারে,
ডুবি যদু অভাগিয়া॥

ভক্তগণ বিদায় লইলেন। প্রভুর নবদ্বীপ বিরহ উপস্থিত হইল। একবার শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন ইহা মনের মধ্যে সঙ্কল্প রহিয়াছে। সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া কাটোয়া হইতে সেই দিবস ছুটিয়াছিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে সেবার যাইতে দেন নাই। তাহার পরে নানা কারণে এই চারি বৎসর যাবেন যাবেন করিয়া যাইতে পারেন নাই। সন্ন্যাসের নিয়মানুসারে তাঁহার একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হইবে। সন্ন্যাসী গণের ইহা করিতে হয়। এখন ভাবিলেন যে, জননী, জন্মভূমি, গঙ্গা দর্শন করিয়া ঐ পথে বৃন্দাবন যাইবেন। এই মনস্থ করিয়া সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের নিকট মনের কথা খুলিয়া সমুদায় বলিলেন। এ কথা শুনিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। এ কথা রাজা শুনিলেন, শুনিয়া বড় ব্যাকুল হইলেন। প্রভু যখন যাইবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন তখন তাঁহাকে

আর কে রাখে? তাহার পরে প্রভু বৃন্দাবন গমন করিলে কি আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন? তিনি স্বেচ্ছাময়,তাঁহার মনে কি আছে তাহা কে জানে। বৃন্দাবনের নাম করিলে প্রভু মূর্চ্ছিত হয়েন, সেই বৃন্দাবনে গমন করিলে তিনি কি আর প্রাণে বাঁচিবেন? রাজার ভরসা কেবল সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ। তিনি এই দুই জনকে বলিলেন যে, প্রভুর যাহাতে না যাওয়া হয় তাহাই যেন তাঁহারা যে প্রকারে পারেন করেন।

গদাধর ক্ষেত্রে সন্ন্যাস লইয়াছেন, তাঁহার ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইবার অধিকার নাই। প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিলে তিনি সঙ্গে যাইতে পারিবেন না। কিন্তু প্রভুকে না দেখিলে তিনি এক মুহূর্ত্ত বাঁচেন না। তিনিও সেই দলে মিলিয়া গেলেন। সকলে জুটিয়া প্রভুকে নানা কথা বলিয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গদাধর প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন যে, তিনি কেন বৃন্দাবন যাইবেন? তিনি যেখানে থাকেন সেই না বৃন্দাবন? প্রভু হাঁসিয়া বলিলেন যে, তিনি অবশ্য যাইবেন। একটী বার পুণ্যস্থান দর্শন করিয়া, আবার সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। রামরায় ও সার্ব্বভৌম বলিলেন যে, প্রভু শীতকাল আসিয়াছে, পশ্চিম দেশে বড় শীত, শীত গেলে তবে যাইবেন। প্রভুকে তাঁহারা এইরূপ কাতর হইয়া ধরিলে তিনি শীতের কয়েক মাস থাকিতে স্বীকার করিলেন। শীত গেল ফাল্‌গুন আইল তখন আবার প্রভু অনুমতি চাহিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন, প্রভু! এই সম্মুখে দোল আসিতেছে এই দোল দেখিয়া যাইবেন। দোল হইয়া গেলে বলিলেন যে, গৌড়ীয় ভক্তগণ অতি শীঘ্র রথ দর্শনার্থে নবদ্বীপ ত্যাগ করিবেন। তাঁহারা আসুন আইলে তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। প্রভু করেন কি তাহাই স্বীকার করিলেন।

সার্ব্বভৌম, রাজা, ও রামানন্দের এই কার্য্যে গৌর ভক্তগণ মনে একটু ব্যথা পাইতে পারেন। প্রভু বৃন্দাবনে যাউন কি না সে অন্য কথা, প্রকৃতই গদাধর যাহা বলিয়াছিলেন যে, তিনি যেখানে সেই স্থানেই বৃন্দাবন, সে ঠিক কথা। কিন্তু প্রভু একবার দেশে যাইবেন, স্বদেশ দর্শন করিবেন, প্রভু জননীকে দর্শন করিবেন। জননীর বয়ঃক্রম সপ্ততি বর্ষ, তাঁহার এক পুত্র নিমাই। চির বিয়োগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া এই উদ্যোগে একবার স্বামীর শ্রীমুখ দেখিয়া চিত্ত জুড়াইবেন। এরূপ কার্য্যে কি বাধা দিতে আছে? এরূপ কার্য্যে কিছু স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়। কেন না, "প্রভু তুমি গেলে আমরা বাঁচি না,

অতএব তোমার মাতা ও ঘরণী তোমাকে দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকুন, এই রাম রায়ের কথা। এ কথা কি ভাল? শচী অতি বৃদ্ধা, তিনি যে কোন দিন মরিতে পারেন। যদি তিনি ইহার মধ্যে দেহ ত্যাগ করেন তবেত এ জগতে আর তাঁহার নিমাইয়ের মুখ দেখা হইল না?

কিন্তু রাম রায় প্রভুর সাড়ে তিন জন পাত্রের মধ্যে এক জন। তিনি প্রভুর প্রিয় হইতে প্রিয়।

অন্যের কা কথা প্রভু বৃন্দাবন যাইতে।
দুই বর্ষ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে চিত্তে॥
আজি রহ কালি রহ বলে রামানন্দ।
দুই বর্ষ রাখিলেন হয়ে প্রতিবন্ধ॥

যাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া বিশ্বাস তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া সোজা কথা নয়। হয়ত রাম রায় ভাবিলেন যে, শ্রীভগবানের আবার জননী কে? হয়ত ইহাও ভাবিতেন যে, শ্রীভগবানের ঘরণী ও জননী ইহাদের সামান্য মায়ায় কেন অভিভূত করিবে? বোধ হয় যে, তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রভুর ইচ্ছা না হইলে শচী কখন এ সংসার পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। প্রভু মোটে একবার দেশে যাইবেন, অতএব তাঁহার যত বিলম্ব করিয়া যাওয়া হয় ততই ভাল। বোধ হয় সেই জন্য তিনি ও সার্ব্বভৌম প্রভুকে যাইতে দেন নাই। প্রভুকে লোকে স্বেচ্ছাময় বলে, কিন্তু তিনি আবার ভক্তির বশ। প্রভু তখন গমন করিলেন না, নবদ্বীপ-বাসীগণের অপেক্ষা করিয়া নীলাচলে রহিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ে আসিয়া সুরধুনীর দুই তীর হরি নামে উন্মত্ত করিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসাশ্রমের যত আচার সমুদায় ত্যাগ করিলেন। উত্তম পট্ট বস্ত্র পরিধান করিলেন, অঙ্গে আভরণ ধরিলেন, পায়ে নূপুর পরিলেন, সুতরাং তাঁহার বৃহৎ এক দল শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। নিত্যানন্দ সুবর্ণবণিকগণকে হিন্দু সমাজের সহিত মিলন করিয়া দিলেন। তাঁহাদের সর্ব্ব প্রধান যিনি উদ্ধারণ দত্ত অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ভেক লইয়া নিতাইয়ের পশ্চাদ্গামী হইলেন। কত লক্ষ লোককে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু তবু নিতাই সমাজ কর্তৃক বড় প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। এমন কি, অনেক বৈষ্ণব পর্য্যন্ত তাঁহার বিপক্ষ হইলেন, কেহ তাঁহাকে একেবারে ত্যাগ, কেহ বা প্রভুর নিকট তাঁহার কলঙ্ক রটাইতে লাগিলেন। নিতাই

সামাজিক উৎপীড়নে জর্জ্জরীভূত হইয়া একক, কেবল দুই একটী ভৃত্য ও অনকয়েক পারিষদ সঙ্গে করিয়া, শচীর নিকট অনুমতি লইয়া, প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করিলেন। মনে মনে একটু ভয়ও হইয়াছে। যে প্রভু এত কঠোর সন্ন্যাস করিতেছেন তিনি কি তাঁহার সমুদায় আচার ত্যাগ রূপ কার্য্য অনুমোদন করিবেন?

শ্রীনিত্যানন্দ এইরূপে নীলাচলে আগমন করিয়া একটী পুষ্প উদ্যানে বসিয়া দুঃখে ও ভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। কি ছিলেন কি হইয়াছেন এই দুঃখ, প্রভু কি বলিবেন এই ভয়। যাঁহার হাস্য ময় শ্রীমুখ দেখিলে পুত্র শোকীর দুঃখ দুর হয় তাঁহার মুখ দেখিলে এখন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দের আর্ত্তনাদ সামান্য কথা নয়। উহা তখনি প্রভুর গোচর হইল। প্রভু জানিলেন নিতাই আসিয়াছেন, আসিয়া, বসিয়া, তাঁহার ভয়ে ও মনের দুঃখে রোদন করিতেছেন। তখন ভক্তবৎসল প্রভু আর এক তিল মাত্র বিলম্ব করিলেন না। একাকী সেই স্থানে ছুটিয়া আইলেন, আসিয়া দেখেন নিতাই জানুর মধ্যে মুখ রাখিয়া অস্ফুট স্বরে রোদন করিতেছেন।

নিতাইকে প্রভু ডাকিলেন না, কিছু বলিলেন না, তবে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। আর একটী শ্লোক রচনা করিয়া নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "শ্রীনিত্যানন্দ যদি অতি কুকর্ম্মও করেন তবু তাঁহার শ্রীপদ স্বয়ং ব্রহ্মার বন্দনীয় দ্রব্য।"

এখানে এ কথা রাখিয়া আর একটী অদ্ভূত কথা বলিব। শ্রীগৌর অবতারের বৈষ্ণবগণ হিন্দুগণের পক্ষে যে সমুদায় অসম্ভব কথা ও কার্য্য তাহা বলিতেন ও করিতেন। গঙ্গা জল ও তুলসী লইয়া প্রভুর চরণ পূজা করিতেন। প্রভু বলিতেছেন নিত্যানন্দের চরণ ব্রহ্মার বন্দনীয় বস্তু। ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, গৌর লীলা যাঁহাদের লইয়া তাঁহাদের গৌর অবতার সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র ছিল না অর্থাৎ প্রভু যে শ্রীকৃষ্ণ ও নিতাই যে বলরাম, ইহা কেহ একটু মাত্র সন্দেহ করিতেন না।

নিতাই নয়ন মেলিলেন, দেখিলেন প্রভু তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, তাঁহাকে স্তুতি করিতেছেন। ইহা নিতাই সহিতে পারিলেন না। তখন দ্রুত বেগে উঠিয়া প্রভুকে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন, কিন্তু অমনি আছাড় খাইয়া পৃথিবীতে পড়িয়া গেলেন। চিরদিন প্রভু আছাড় খাইলে নিতাই

তাঁহাকে তুলিয়া থাকেন, এখন তাহার উল্টা হইল, প্রভু যত্ন করিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন। এক দিন শ্রীঅদ্বৈত কাতর হইয়া শ্রীমহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন যে, "প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভৃতি তোমার সমুদায় ভক্তগণকে ভক্তি দিয়াছ। তাঁহারা সেই আনন্দে ভাসিতেছেন, তুমি আমাকে থামিক রাগ, অহঙ্কার, অবিশ্বাস দিয়াছ ও তাহাতে আমি জলিয়া পুড়িয়া মরি।" এখন নিত্যানন্দ প্রভুকে করযোড়ে কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন। বলিতেছেন, প্রভু—

অদ্বৈতাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সবারেই দিলে প্রেম ভক্তি আচরণ॥
মুনি ধর্ম্ম ছাড়াইয়া যে কৈলে আমারে।
ব্যবহারি জনে যে সকলে হাস্য করে॥ (চৈতন্য ভাগবত)

শ্রীঅদ্বৈত ভগবানের চিদংশ। তাঁহার অবিশ্বাস, অহংকার, ও ক্রোধ থাকিবারই কথা। আবার নিত্যানন্দ শ্রীভগবানের আনন্দাংশ, তাঁহার পক্ষে তপ ও বিধি পালন কি রূপে চলিবে? নিতাই বলিতেছেন, প্রভু আমি ছিলাম সন্ন্যাসী আমাকে গৃহী করিলে, এখন লোকে আমাকে দেখিয়া হাস্য করে।

কোন বা বক্তব্য প্রভু আছে তোমা স্থানে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে॥
মন প্রাণ সবারি ঈশ্বর প্রভু তুমি।
তুমি যে করাহ সেই রূপ করি আমি॥
আপনে আমারে তুমি দণ্ড ধরাইলে।
আপনিই ঘুচাইয়া এ সব করিলে॥
প্রভু বলে তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নববিধ ভক্তি বই কিছু নহে আর॥ (ভাগবত)

প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে শান্ত করিয়া বলিতেছেন, "শ্রীপাদ তোমার দেহে যে অলঙ্কার উহা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যে নববিধ ভক্তি ইহারই প্রকাশ আর কিছু নয়। তুমি বণিকগণকে যে ভক্তি দিয়াছ উহা স্বয়ং মহাদেব বাঞ্ছা করেন। তোমার যত সঙ্গীগণ যাঁহারা নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন, ইঁহারা সকলে গোপ বালক। গোপ বালকের জপ তপ শোভা পাইবে কেন? শ্রীপাদ তোমার আমার বিধি কি?"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রশ্রয় বাক্য শুনিয়া পরমাশ্বাসিত হইলেন। ত্রিজগতে

তিনি আর কাহার নয়, কেবল তাঁহার প্রভুর। নিতাই এইরূপ আপনি গৃহস্থ হইয়া জগতের জীবকে দেখাইলেন, যে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বৈষ্ণবাচারের বিরোধী নয়। তাহার পর প্রভু নিজ বাসায় গমন করিলেন। নিত্যানন্দ শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। সেখান হইতে যমেশ্বর টোটা, শ্রীগদাধরের স্থানে গমন করিলেন। গদাধর ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দের আগমন শুনিয়া দৌড়িয়া আইলেন।

নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে।
তাহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বর সে ধরে। (ভাগবত)

এইরূপ প্রীতি হইবারই কথা, কারণ, দুই জনেই গৌর ব্যতীত কিছু জানেন না। নিতাই, গদাধরের গোপীনাথের নিমিত্ত, এক মণ অতি শুভ্র ও সূক্ষ্ম তণ্ডুল ও এক খানি রঙ্গিন বস্ত্র আনিয়াছেন। গদাধর সে দিবস নিতাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণের উদ্যোগ এখন শ্রবণ করুন। গদাধর—

তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিল।
আপন টোটার শাক তুলিতে লাগিল॥

গদাধর মাটি কোপাইয়া শাক রোপণ করিয়াছিলেন তাহা নহে,—

কেহ করে নাই দৈবে হইয়াছে শাক।
তাহা তুলি আনিয়া করিল এক পাক।
তেতুল বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল।
তাহা আনি বাটি তায় দিল লোন জল॥

এই গেল নিমন্ত্রণের উদ্যোগ!

উভয়ের ইচ্ছা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু সাহস হইতেছে না। প্রভু তাঁহাদের মন জানিয়া আপনি আগমন করিলেন।

"গদাধর" "গদাধর" ডাকে গৌর চন্দ্র।
সম্ভ্রমেতে গদাধর বন্দে পদ দ্বন্দ্ব।
হাসিয়া বলেন প্রভু শুন গদাধর।
আমি কি না হই এই নিমন্ত্রণ ভিতর॥
নিত্যানন্দ দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন ইথে আছে মোর ভাগ॥ (ভাগবত)

অবশ্য ভাগ আছে তাহা কে না বলিবে। অতএব তিন প্রভু একত্র বসিয়া হাস্য কৌতুকে ভোজন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে নবদ্বীপ-ভক্তগণের শ্রীনীলাচলে আসিবার সময় হইল। এবার তাঁহাদের আসিতে একটু কষ্ট হইল। যেহেতু তখন দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দু মুসলমানে আবার বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় লোক চলাচলের পথ বন্ধ হইয়াছে। ভক্তগণ কোনক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় আগমন করিলেন। সেই সঙ্গে প্রভুর বাড়ী-রক্ষাকর্ত্তা দামোদর পণ্ডিত আইলেন। ভক্তগণের সহিত প্রভুর প্রীতি সম্ভাষণ হইয়া গেল। প্রভু দামোদর পণ্ডিতের দিকে চাহিলেন। অন্য লোক হইলে জিজ্ঞাসা করিত, মা কেমন আছেন। কিন্তু প্রভু তাহা করিলেন না। যখন প্রভু সন্ন্যাস লয়েন তখন জননীকে বলেন যে, "মা আমার এই ভিক্ষা মনে রাখিও, সদা কৃষ্ণ নাম লইও।" এখন প্রভু দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, দামোদর জননীর ত শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি আছে?

এক কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে যখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধার কোন্দল হয়, তখন সখীগণ রাধার পক্ষ লয়েন। সেই রূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যশোদার বচসা হইলে ধনিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ না হইয়া যশোদার পক্ষ হয়েন। সেইরূপ দামোদর শচীদেবীর সেবক, তিনি শচীর পক্ষ। প্রভু যখন বলিলেন জননীর কৃষ্ণ ভক্তি আছে ত, অমনি দামোদর ক্রুদ্ধ হইলেন। দামোদর অতি বড় রুক্ষ লোক, কাহাকেও ন্যায্য বলিতে ত্রুটী করেন না।

পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর।
শুনি ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর॥
কি বলিলে গোসাই মায়ের ভক্তি আছে।
ইহাও জিজ্ঞাস প্রভু তুমি কোন লাজে॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
যতেক আছয়ে বিষ্ণু ভক্তির বিকার॥
ক্ষণেক আইর দেহে নাহিক বিরাম।
নিরবধি শ্রীবদনে স্ফুরে কৃষ্ণ নাম॥ (ভাগবত)

দামোদর ক্রোধে আরও বলিলেন যে গোসাঞি তুমি যে কৃষ্ণ ভক্তি পাইয়াছ সেই জগজ্জননী শচীদেবীর কৃপায়।

প্রভুও ইহাই শুনিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রভু তখন উঠিয়া দামোদরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। বলিতেছেন—

আজ দামোদর তুমি আমারে কিনিলা।
মনের বৃত্তান্ত সব আমারে বলিলা॥

যত কিছু কৃষ্ণ ভক্তি সম্পত্তি আমার।
জননী এখানে সব দিয়া নাহি আর ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে মধুর হাসি এরূপ চিত্ত বিমোহিত করিত যে, অনেক ভক্ত শুধু সেই তাঁহার মধুর হাসি দ্বারা চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহার চরণে আকৃষ্ট হইতেন। কিন্তু প্রভুর হাসি যেরূপ বচনও সেইরূপ মধুর। শুধু গলার স্বর বলিয়া নয়, তিনি যখন যাহার সহিত কথা বলিতেন, তখন তাহার বোধ হইত যে, প্রভু তাহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন। অন্তর্যামি প্রভু সমুদায় জানেন। যদিও ভাবে বিভোর তবু যদি গার্হস্থ্য কথা কহিতে লাগিলেন, তখন সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, বহির্জগতের তিনি সমুদায় সংবাদ রাখেন। নবদ্বীপের ভক্তগণের প্রত্যেকের নিকট তাঁহার শারীরিক পারিবারিক ইত্যাদি সমুদায় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তি বুঝিল যে প্রভু তাঁহার বিষয় দিবানিশি চিন্তা করিয়া থাকেন, আর সমুদায় অবগত আছেন। সকলেই ভাবেন যে প্রভুর ন্যায় আত্মীয় তাঁহার ত্রিজগতে আর কেহ নাই। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

হেন সে তাঁহার রঙ্গ সবেই মানেন।
আমার অধিক প্রীত কারু না বাসেন ॥

সকলেই ভাবেন প্রভু তাঁহারি, আর তিনি প্রভুর, এইরূপ লক্ষ লক্ষ লোকের সহিত প্রভুর সম্বন্ধ। যাঁহারা নীলাচলে আসিতে পারেন নাই, প্রভু তাঁহাদের কথা ঐরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জিজ্ঞাসা করেন। ব্যক্তি গৃহে বসিয়া উহা শ্রবণ করে। করিয়া জানে যে প্রভু তাহাকে এক বিন্দুও ভুলেন নাই, তাহাতে সে প্রভুর সাক্ষাদ্দর্শনের ফল পায়।

ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তাঁহারা আইলে প্রভু বলিলেন যে, এবার তোমরা অধিক দিন এখানে থাকিও না, রথ দর্শন করিয়াই গৃহে গমন কর। আমি বিজয়া দশমী দিবসে শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিব। যাইবার বেলা গৌড়ে যে দুই দয়াময়ী আছেন, শ্রীগঙ্গা ও শ্রীজননী তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া যাইব। ভক্তগণ ইহাতে মহা আনন্দিত হইলেন। প্রভু দেশে গমন করিবেন, শচীর নিকটে যাইবেন, ইহাতে ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে প্রভুকে একেবারে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান; কিন্তু প্রভু তাহাতে সম্মত হইলেন না। ভক্তগণ রথ দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এক যুক্তি করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বরাবর প্রভুকে সন্দেহ করিয়া ভক্তগণকে দুঃখ দিয়াছেন, আপনিও দুঃখ পাইয়াছেন। তাহার প্রায়শ্চিত্তের স্বরূপ তিনি এবার একটি সংকল্প করিলেন। লোকে কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গৌর কীর্ত্তন প্রচার করিবেন মনস্থ করিলেন, ও একটি গীতও বাঁধিলেন। কিন্তু গাইবে কে? ঘরে বসিয়া গাইলে কোন ফল নাই, ঘরে বসিয়া গৌর-গুণ সকলেই গাইয়া থাকেন। প্রভুকে শুনাইয়া গাইতে হইবে, কিন্তু প্রভু তাহা করিতে দিবেন কেন?

এক জন ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভু ক্লেশে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন, দুই দিবস অহরহ ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সহজ অবস্থায় প্রভু দীনের দীন। কিসে কৃষ্ণের দাস হইবেন, কিসে কৃষ্ণ-নামে রুচি হইবে, কিসে তাঁহাকে কৃষ্ণ কৃপা করিবেন, ইহা দিবানিশি নিজ জনের গলা ধরিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে এ কথা বলিতে কাহার শক্তি হইত না, যে তুমি শ্রীকৃষ্ণ, তুমি ভগবান, কি তুমি ঈশ্বর।

তবে যখন ভগবানরূপে প্রকাশ অবস্থা, তখন প্রভু আবার বলিতেন যে, "আমি শ্রীকৃষ্ণ, ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমার আসিবার বহু কারণ আছে, তাহার মধ্যে এক কারণ জীবকে এই অভয় প্রদান করা, যে তাহারা আমার অতি প্রিয়, ও ভক্তি দ্বারা অতি সহজে আমাকে পাইতে পারে।" প্রকাশাবস্থায় ভক্তগণ অনায়াসে চন্দন তুলসী গঙ্গাজল দিয়া তাঁহার চরণ পূজা করিতেন। শ্রীঅদ্বৈত অনেক বিবেচনা করিয়া একটি পদ রচনা করিলেন। সে পদটি শ্রবণ করুন—

শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥

এ পদটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং ভগবান, তাহা স্পষ্ট বলা হয় নাই, প্রভু শুধু নারায়ণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এখন নারায়ণ সন্ন্যাসী মাত্রকে বলা যায়। অদ্বৈত ভাবিলেন, যদি প্রভু নিতান্ত রাগ করেন, তবে বলিবেন যে তিনি সন্ন্যাসী তাঁহাকে নারায়ণ বলিলে, তিনি আপত্তি করিতে পারেন না। যেহেতু সন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহাদিগকে নমো নারায়ণায় বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয়। শ্রীঅদ্বৈত ভক্তগণকে পদ শুনাইলেন, আর বলিলেন যে, "প্রভুর কৃপায় আমরা সর্ব্ব প্রকারে ধন্য

হইয়াছি। এসো আমরা সেই প্রভুর যশ গান করি। প্রভুকে জগতে প্রচার করিতে হইলে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন একান্তে করিতে হইবে।” ভক্তগণ শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলেন, কিন্তু প্রভু রাগ করিবেন এই কথা উপস্থিত করিলেন। তখন অদ্বৈত বলিলেন যে, সে ভার তাঁহার উপর। তখন প্রভুর দুই চারি শত ভক্ত যন্ত্র মিলাইয়া নব অবতারের কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে তখন বাঙ্গালিগণ প্রধান ইহা অনেকে স্বীকার করেন। বাঙ্গালি এখন প্রধান কি না এ কথার প্রতি অনেক সন্দেহ আছে। তখন যে তাঁহারা প্রধান ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ভারতের সৌভাগ্য ত্রিহুত হইতে নবদ্বীপে আগমন করিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ জগতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ তন্ত্র ধর্ম্ম সমুদায় ভারতবর্ষে বিস্তার করিলেন। কাশীতে বেদের প্রাধান্য রহিল বটে, কিন্তু সেই রূপ ন্যায়ের আকর স্থান নবদ্বীপ হইল। চণ্ডীদাস বাঙ্গালি, জয়দেব বাঙ্গালি, উমাপতি বাঙ্গালি। গীতার টীকাকার অর্জ্জুনমিশ্র বাঙ্গালি। সেই বাঙ্গালির মধ্যে প্রধান শ্রেণীর, দুই চারি শত লোক, আমাদের ন্যায় একজন দেহধারীকে,—যাঁহার ক্ষুধা আছে, পিপাসা আছে, নিদ্রা আছে, ভ্রম আছে, অচৈতন্য আছে,—তাঁহাদের “জীবনে মরণে গতি” স্থির করিয়া, তাঁহার যশ গান করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই দেহধারী বস্তুটি তাঁহাদের নিকটে থাকিয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতির যে পূজা তাহা লইতেছেন। কোন পরিষ্কার রজনীতে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিও যে কত নক্ষত্র। ইহাদের সংখ্যা করা যায় না। ইহারা এক একটি, আমাদের পৃথিবীর ন্যায় বহুতর জগতকে, আমাদের সূর্য্যের ন্যায় আলো দিয়া থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ড যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কিরূপ বৃহৎ বস্তু তাহা আকাশের দিকে চাহিয়া কতক বুঝিতে পারিবে। সেই ব্রহ্মাণ্ড যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম, তাঁহার যে স্বামী তিনি কাশীমিশ্রের আলয়ে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন! ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ শক্তিধর বুঝিবেন, আর এরূপ শক্তি মনুষ্যের সম্ভবে না।

এই উপরি উক্ত পদ ধরিবা মাত্র আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। তখন ভক্তগণের প্রভুর সম্বন্ধে যে কিঞ্চিৎ ভয় ছিল তাহা উড়িয়া গেল। তখন সমস্ত ভয় দূরে ফেলিয়া দিয়া নিষ্কপটে শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীহরি, তিনি যে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা একবাক্য হইয়া গাইতে লাগিলেন।

এবারে আর লুকাচুকি কিছু নাই। তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া গাইতে লাগিলেন যে, হে হরি! তুমি গোলক ত্যাগ করিয়া যে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত এখন কৃষ্ণ-চৈতন্য নামধারী হইয়া বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। ভক্তগণ গাইতে গাইতে আনন্দে পাগল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর সেই সুমঙ্গল কীর্ত্তন-ধ্বনি জগত ব্যাপিয়া উঠিল।

প্রভু বাসায় ছিলেন, এই ধ্বনি তাঁহার কর্ণে গেল। তখন শীঘ্র শীঘ্র বাসা ত্যাগ করিয়া এই কীর্ত্তনানন্দে প্রবেশ করিতে আগমন করিলেন। প্রভুকে দেখিয়া আর কেহ ভয় পাইলেন না, তখন আনন্দ ভয়কে একেবারে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে। প্রভু সহাস্যে আইলেন, তখন সকলে তাঁহার দিকে চাহিয়া অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গাইতে লাগিলেন, "তুমি কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার," "তুমি কৃষ্ণ, তোমার জয় হউক"। ভক্তগণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতেছেন ভাবিয়া, তাঁহারা কি করিতেছেন বুঝিতে প্রকৃতই প্রভুর একটু সময় গেল। কিন্তু একটু পরে প্রভু সমুদায় বুঝিলেন। তখন লজ্জায় তাঁহার চন্দ্রবদন মলিন হইয়া গেল। প্রভু আর কিছু বলিলেন না, যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

ভক্তগণ প্রভুর এই ভাব দেখিয়া একটু তটস্থ হইলেন, কাজেই কীর্ত্তন আপনা আপনি বন্ধ হইল। তখন তাঁহারা একত্র হইয়া প্রভুর বাসায় গমন করিলেন। দলপতি শ্রীঅদ্বৈত অগ্রে, তাঁহার পশ্চাৎ শ্রীনিবাস, তাঁহার পশ্চাৎ আর সকলে। বাসার নিকটে যাইয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু কি করিতেছেন। দ্বাররক্ষক গোবিন্দ বলিলেন যে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাসায় আসিয়া শয়ন করিয়া নয়ন মুদিয়া আছেন। ইহাতে ভক্তগণ আশ্বাসিত হইলেন না। বরং আরো ভীত হইলেন। তখন তাঁহারা শ্রীগোবিন্দকে তাঁহাদের আগমন সংবাদ দিতে বলিলেন, গোবিন্দ যাইয়া প্রভুকে জানাইলেন, প্রভু ভক্তগণকে আসিতে অনুমতি দিলেন। তখন ভক্তগণ নীরবে প্রভুর পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন, বসিয়া প্রভুর আজ্ঞা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভুও নয়ন মুদিয়া খানিক চুপ করিয়া থাকিলেন।

একটু পরে প্রভু উঠিয়া বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতকে বড় খাতির করেন বলিয়া, তাঁহাকে কিছু না বলিয়া শ্রীবাসকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! আজ তোমরা একি কীর্ত্তি করিলে?" শ্রীবাস ও ভক্তগণ সকলে দেখিলেন যে, তাঁহারা যত ভয় করিয়াছিলেন, প্রভুর তত রাগ হয় নাই। তখন আশ্বাসিত

হইয়া শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! কি অকীর্ত্তি করিলাম বলুন?" প্রভু তখন একটু উগ্র হইয়া বলিতেছেন, কি অকীর্ত্তি তাহা বলিতে হইবে? কৃষ্ণ-কীর্ত্তন রাখিয়া তোমরা একি আরম্ভ করিলে? পরিণামে তোমাদের ও আমার সর্ব্বনাশ। অগ্রে লোকের উপহাস, তাহার পরে পরকাল নাশ। শ্রীবাস তখন অতি নিঃশঙ্ক হইয়াছেন। প্রভু তাঁহাদিগকে মারিবেন কি গালি দিবেন এ ভয় তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের ভয়, প্রভু পাছে মনের ক্লেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, কি নীলাচল ত্যাগ করেন, কি প্রাণে মরেন। কিন্তু প্রভুর সেরূপ কিছুই ভাব না দেখিয়া ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর কোন ভয় নাই। শ্রীবাস বলিতেছেন, "প্রভু! আমি জীবের স্বাধীনতা স্বীকার করি না। তুমি প্রভু,আমরা অধীন। তুমি যেমন বলাইলে আমরা তেমনি বলিলাম।" ইহাতে প্রভু আরো ক্রোধ করিয়া বলিলেন "করিলে তোমরা, অপরাধী হইলাম আমি?" ইহা বলিতে বলিতে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তখন বহুতর লোকে প্রভুর বাসার দ্বারে দাঁড়াইয়া, "জয় কৃষ্ণচৈতন্য" বলিয়া গৌর-কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। কেহ বলে "জয় সচল জগন্নাথ," কেহ বলে "জয় সন্ন্যাসীরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ।" ইহাঁরা সমুদায় গৌড় দেশীয়, রথোপলক্ষে নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। প্রভুর দর্শন-লালসায় তাঁহারা বাসায় আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। আসিয়া প্রভুর নাম কীর্ত্তন করিয়া দ্বারে গাইতে লাগিলেন।

হেনকালে অদ্ভুত হইল আসি দ্বারে।
সহস্র সহস্র জন না জানি কোথাকারে।
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবারে॥
কেহ বা ত্রিপুরা কেহ চট্টগ্রামবাসী॥
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ কেহ বঙ্গদেশী।
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার করিয়া বর্ণন॥ (ভাগবত)

তখন শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু! আমরা তোমার দাস, যাহা বল তাহা আমাদের করিতে হইবে, কিন্তু এখন কি করিয়া ইহাদের মুখ বন্ধ করিবে?" প্রভু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "পণ্ডিত! তুমি কৃষ্ণের কৃপা পাত্র, তোমার শক্তির অবধি নাই। তুমি নিজ শক্তির বলে এই সমুদায় আনাইয়া আমাকে নিরুত্তর করিতেছ।"

শ্রীবাস বলিলেন, "তুমি ঘরে লুকাও, আর বাহিরে তুমি প্রকাশ হও, এ তোমার কি রীতি? এ সমুদায় লোক, যাহারা তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পূজা করিতেছে, ইহারা তোমাকে সম্ভবতঃ কখন দেখে নাই। ইহারা এ কথা কেন বলে যে তুমি ভগবান? তুমি যাই বল, আমরা কিন্তু উহাদের শিখাইয়া দিই নাই।"

প্রভু বলিলেন, "তোমরা নিজজন, তাই তোমাদের বলি যে তোমাদের এ সমুদায় লোকদিগকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য।" শ্রীবাস সঙ্কেত দ্বারা অনেক সময় মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। প্রভুর কথা শুনিয়া তিনি সেই কথার উত্তরে সরূপ দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে করিয়া যেন মুষ্টির মধ্যে কি পুরিয়া নিচে আনিলেন। প্রভু বলিলেন, "পণ্ডিত! তোমার সংকেত আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না।" শ্রীবাস বলিলেন, "এই হস্তের দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদিত করিলাম, আর কি?" ইহা বলিয়া আবার বলিলেন, "প্রভু! তোমার নির্ম্মল যশ জগৎ ব্যাপিতেছে, আমরা উহা রোধ করিতে পারি না। আমাদের রোধ করিতে ইচ্ছাও হয় নাই। তোমার শ্রীচরণ কৃপাবলে সমুদায় জগৎ উদ্ধার হইয়া গেল। প্রভু, লোকে কি সাধে তোমাকে পূজা করে?" এই কথা বলিতে শ্রীবাসের ও সকলের নয়নে জল পড়িতে লাগিল। প্রভু তখন নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—

শ্রীগৌরাঙ্গের যুগলপদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস সার।
শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
নির্ম্মল হৈল হৃদয় তাঁহার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তাঁর হয় প্রেমোদয়,
তাঁরে আমি যাই বলিহারি।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন যে, "গৌর নাম জপ করিলে সদ্য প্রেমের উদয় হয়।" ইহা আমরাও দেখিয়াছি। ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন, "যদি ভক্তি পথ অবলম্বন কর, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের পদ আশ্রয় কর," ইহা ঠিক। এমন কাণ্ডারী, এমন আশ্রয়, এমন আদর্শ, এমন গুরু, এমন আত্মীয়, আর জগতে মিলিবে না। ঠাকুর মহাশয় আবার বলিতেছেন যে, "গৌরলীলা হৃদয়ে প্রবেশ করিলে অন্তর নির্ম্মল করে।" ইহাও ঠিক। যাঁহারা ভগবৎ-প্রেম লোভেন, তাঁহারা গৌরলীলা আস্বাদ করুন। মন

নির্ম্মল ও অদ্বয় ব্রহ্ম বলিতে এমন তেজস্কর বস্তু আর ত্রিজগতে কিছুই নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের নাম তখন সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়াছে। দক্ষিণ দেশে যত ধর্ম্মাচার্য্য তাঁহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। পশ্চিম দেশেও তাঁহার গৌরব তখন সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সকলে শুনিয়াছেন যে, একটী মনুষ্য-দেহধারী বস্তু, যাঁহার সুবর্ণের ন্যায় অঙ্গের কান্তি, যাঁহার লোচন পদ্মের ন্যায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নবদ্বীপে ও নীলাচলে পূজিত হইতেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় প্রধান নগর বারাণসী, সেখানে সার্ব্বভৌমকে সকলে অতি মান্য করেন। সকলে শুনিলেন যে, সেই কৃষ্ণ বলিয়া পূজিত বস্তুটী সার্ব্বভৌমকে পাগল করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রধান সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ দশ সহস্র সন্ন্যাসী লইয়া কাশীতে বিরাজ করেন। ভাবুক সন্ন্যাসী চৈতন্য সার্ব্বভৌমের ন্যায় প্রবল পণ্ডিতকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া তিনি, প্রভুকে দণ্ড দিবার অভিপ্রায় করিলেন। ইহা ভাবিয়া একটি নীলাচল যাত্রীর দ্বারা প্রভুর নিকট একটী শ্লোক পাঠাইলেন, সেই ব্যক্তি নীলাচলে আগমন করিয়া ভক্তগণ দ্বারা উহা প্রভুর হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই শ্লোকটি এই—

> যত্রাস্তে মণিকর্ণিকা মলহরা স্বর্দীর্ঘিকা দীর্ঘিকা
> রত্নস্তারক মোক্ষদং তনুমৃতে শম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
> এতস্মাদ্ভুতধামতঃ সুরপুরো নির্ব্বাণমার্গস্থিতং
> মূঢ়োঽন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি॥

যে স্থানে মণিকর্ণিকা ও পাপনাশিনী মন্দাকিনী দীর্ঘিকা ও যে স্থানে স্বয়ং মহাদেব তারক মোক্ষপ্রদ দেবগণের অগ্রবর্ত্তী নির্ব্বাণ পথস্থিত রত্ন প্রদান করেন, মূঢ়গণ সেই প্রকৃতরত্ন ত্যাগ করিয়া পশুরা যেরূপ মৃগতৃষ্ণিকাতে ধাবিত হয়, তদ্রূপ প্রত্যাশায় অন্য দিকে ধাবিত হয়।

প্রভু প্রকাশানন্দের নাম শুনিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শ্লোক পড়িয়া সুখ পাইলেন না তবু প্রকাশানন্দের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত সেই যাত্রীর দ্বারা প্রভু উত্তর স্বরূপ একটি শ্লোক পাঠাইয়া দিলেন। সেই শ্লোকটি এই—

> যস্যাস্তোমণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদাম্বু ভাগীরথী,
> কাশীনাম্পতিরর্দ্ধদেবতজগতে শ্রীবিশ্বনাথ স্বয়ং।

অত্রৈভজদ্ধরি যার নগরে নিস্তারকং তারকং,
তস্মাৎ কৃষ্ণপদাম্বুজং ভজ সখে শ্রীপাদ নির্বাণদং॥

মণিকর্ণিকা ভগবানের পদজল ও ভাগীরথী ভগবানের চরণবারি ও কাশী-পতি স্বয়ং বিশ্বনাথ যাহাতে বিলীন হইয়া ভজনা করিতেন এবং বারাণসী নগর যাঁহার নাম নিস্তার তারক, অতএব হে সখে! সেই শ্রীকৃষ্ণের নির্বাণ-প্রদ চরণ কমল তাঁহাকে ভজনা কর।

প্রকাশানন্দ এই শ্লোক পাঠ করিয়া একেবারে চটীয়া উঠিলেন। তখন প্রভু যে জগন্নাথ প্রসাদকে উপেক্ষা করিতেন না, এই কথা লইয়া গালি দিয়া আর একটি শ্লোক পাঠাইলেন, সেটি এই—

বিশ্বামিত্রপরাশর প্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশিন
এতে স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্টৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়ো দধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা
স্তেষামিন্দ্রিয় নিগ্রহো যদি ভবে দ্বিন্দুস্তরেৎসাগরং॥

বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি মুনিগণ বায়ু জল পত্র মাত্র ভক্ষণ করিয়াও মনোহর স্ত্রীমুখ দর্শন করিয়াই মোহ প্রাপ্ত হন, যে মানবগণ ঘৃত-দধি-দুগ্ধ-যুক্ত ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করে, তাহারাও যদি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারে তবে চটক পক্ষীও সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে।

এই শ্লোক দেখিয়া প্রভু বলিলেন, ইহার উত্তর প্রয়োজন করে না, তাই প্রভু আর কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু ভক্তগণ ছাড়িলেন না। প্রভুকে গোপন করিয়া সে শ্লোকের একটী উত্তর পাঠাইয়া দিলেন—

সিংহোবলী দ্বিরদশূকর মাংসভোগী
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারং।
পারাবত স্তৃণশিখাকণমাত্রভোগী
কামী ভবেদনু দিনং বদ কোঽত্র হেতুঃ॥

বলবান সিংহ হস্তী শূকর প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিয়াও বৎসরে একবার মাত্র ক্রীড়া করে, কপোত সামান্য বস্তুর কণামাত্র ভক্ষণ করিয়াও নিয়ত ক্রীড়া করিতেছে, ইহার কি হেতু বল।

যেমন কাশীতে প্রকাশানন্দ বেদে, তেমনি পূর্ব্বকালে বেদে ও ন্যায়ে সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌম প্রকাশানন্দের গালিপূর্ণ পত্র দেখিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি প্রভুর নিকট অনুমতি চাহিলেন যে, তিনি বারাণসী যাইয়া

প্রকাশানন্দকে নিরস্ত করিয়া ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য! তুমি সে কার্য্য করিও না, সে অতি কঠিন স্থান, তুমি সেখানে যাইও না, সেখানে তুমি কিছু করিতে পারিবে না।" কিন্তু সার্ব্বভৌম এক শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট খাট হইয়াছেন, প্রকাশানন্দের নিকট কেন হইবেন? বিশেষ তখন তিনি প্রেমে ঢল ঢল করিতেছেন। মনে ভাবিলেন, প্রভু অতি প্রেমে তাঁহাকে যাইতে দিতেছেন না। তিনি প্রভুকে গোপন করিয়া যাইবেন। কিন্তু প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না, যেহেতু তাঁহার মনের গৌরব এই যে তিনি প্রভুকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। তখন ভাবিলেন, যে, ভক্তগণ যখন নীলাচলে আসিবেন, আসিয়া চারি মাস থাকিবেন, সে কয়েক মাস প্রভুকে তাঁহাদের হস্তে রাখিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, বিদেশে থাকিতে পারিবেন। ভক্তগণ আসিতেছেন শুনিয়া তিনিও লুকাইয়া গৌড় পথে বারাণসী চলিলেন। পথে শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত তাঁহার দেখা হইল ভক্তগণ সার্ব্বভৌমকে দেখিয়া অবাক হইলেন। হরিদাস সেবার নীলাচল ত্যাগ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে শান্তিপুর গিয়াছিলেন। তিনিও নীলাচলে আসিতেছেন। সার্ব্বভৌম শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া শেষে হরিদাসকে এই শ্লোক বলিয়া নমস্কার করিলেন যথা—

কুল জাত্যানপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ।

হরিদাস লজ্জা ও ভয় পাইয়া দৌড় মারিলেন। কিন্তু পাঠক সার্ব্বভৌম কি ছিলেন আর কি হইয়াছেন, একবার মনে করুন। এখানে [illegible]োদয় নাটক হইতে এই সম্বন্ধে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিব—

অদ্বৈত গোঁসাই সার্ব্বভৌমে জিজ্ঞাসিলে।
শ্রীপ্রভুর পদ ছাড়ি কি লাগি আইলে॥
সার্ব্বভৌম বলে মোর মনে এই লইল।
কাশীর সন্ন্যাসী সব ভক্তি না বুঝিল॥
ভাষ্য সহ বেদান্তাদি করয়ে বিচার।
কৃষ্ণ ভক্তি প্রতি পাদ্য অজ্ঞাত সবার॥
তৎ পদার্থ ত্বং পদার্থ ব্যষ্টি সমষ্টি।
ব্রহ্ম চিদানন্দ স্বরূপ করে হয়ে তুষ্টি॥
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
গৌরাঙ্গের মত না বুঝিল কোন জন॥

তাই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম প্রচার করিতে কাশীতে যাইতেছেন। সার্ব্বভৌম আরও বলিলেন যে তিনি প্রভুর অনভিমতে যাইতেছেন। যত অসুর ইহার কতক বলরাম নাশ করেন। যাহাদের নাশ বলরামের শক্তির বাহিরে তাহাদিগকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নাশ করেন। প্রকাশানন্দের ন্যায় মহা অসুর সার্ব্বভৌমের বধ্য নয়, ঠাকুরের নিজের। তাই গৌরাঙ্গ তাঁহাকে বারাণসী যাইতে নিষেধ করিলেন। সার্ব্বভৌমও বারাণসী যাইয়া কিছু করিতে পারিলেন না। পরে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং যখন বারাণসী গমন করেন, তখন প্রকাশানন্দকে তাঁহার চরণে আনয়ন করেন। সে প্রকাশানন্দ উদ্ধার কাহিনী বিস্তার রূপে আমার কৃত প্রকাশানন্দের জীবনীতে লেখা আছে।

ভক্তগণ তাহার পরে বিদায় হইয়া বাড়ী চলিলেন। প্রভু বলিলেন যে, তিনি বিজয়া দশমী দিবসে গঙ্গা ও জননী দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবেন। ভক্তগণ যাইবার বেলা কুলীন গ্রামবাসীগণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রভু, বৈষ্ণব কাহাকে বলে? তখন প্রভু পরিষ্কার উত্তর দিতে বাধ্য হইলেন, বলিতেছেন, বৈষ্ণবগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম। যাঁহাদের দর্শনে মুখে কৃষ্ণনাম আইসে তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবতম বলিয়া জানিবে।

অষ্টম অধ্যায়।

গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া।
প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
তোমার চরিত যত পূরব পীরিত।
গোঙরি গোঙরি এবে ভেল মুরছিত॥
সে হেন নদীয়া পুর গেছেন সঙ্গিয়া।
ধূলায় পড়িয়া কান্দে তোমা না দেখিয়া॥
কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি।
তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাব মরি॥

বিজয়া দশমী আসিতেছে, রামানন্দের প্রাণ শুখাইয়া যাইতেছে। সার্ব্বভৌমের এই দশা, রাজারও এই দশা। যাহারা গৃহী, তাহারা প্রভুর সঙ্গে যাইতে পারিবেন না। যাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের শ্রীজগন্নাথের সেবা আছে, তাঁহারাও যাইতে পারিবেন না। যথা গদাধর। তিনি ক্ষেত্র-সন্ন্যাস লইয়া গোপীনাথের সেবা করিতেছেন, তিনি নীলাচল ত্যাগ করিতে পারিবেন না। রাজার গুরু কাশীমিশ্র জগন্নাথের সেবক, তিনি যাইতে পারিবেন না। আর সকলে, যাঁহাদের যাইবার কোন বাধা নাই, প্রভুর সঙ্গে যাইবেন সংকল্প করিলেন। প্রভুকে ছাড়িয়া তাঁহারা থাকিতে পারেন না, সেখানে কেন তাঁহারা গৌর-শূন্য নীলাচলে বাস করিবেন? প্রভুর সঙ্গে স্বয়ং পুরী ও ভারতী চলিলেন, সরূপ অবশ্য চলিলেন। প্রভুর আশ্রিত অন্যান্য সন্ন্যাসীগণও চলিলেন, নবদ্বীপের প্রায় শত ভক্ত যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহারাও চলিলেন।

প্রভুর নবদ্বীপের নিজ জনের মধ্যে কেবল দুঃখী গদাধর রহিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের এক নাম "গদাধরের প্রাণ নাথ," সেই গদাধরের গৌর-শূন্য নীলাচলে একা থাকিতে হইবে। অবশ্য সঙ্গে যাইবার জন্য তিনি প্রভুকে অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন। কিন্তু প্রভু ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে আসিয়াছেন, গদাধর ক্ষেত্রের সন্ন্যাসী, তাঁহার ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে নাই, প্রভু তাহা করিতে দিবেন কেন?

প্রভু জননী ও অন্যান্য প্রধান ভক্তের নিমিত্ত নানাবিধ জগন্নাথ প্রসাদ

সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। প্রভু মহাব্যস্ত, একি নিজদেশে নিজজনকে দেখিতে যাইতেছেন বলিয়া, কি বৃন্দাবনে যাইতেছেন বলিয়া, তাহা কে জানে? তবু এ কথার বিচার পরে করিব। প্রভুর মনে একটি খেয়াল হইয়াছে। তিনি ভক্তগণকে লইয়া বাসা হইতে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে গমন করিবেন ও সেথান হইতে নৃত্য করিতে করিতে নিজ দেশাভিমুখে গমন করিবেন। তিনি নৃত্য করিবেন, আর গাইবেন—সরূপ।

প্রভাত হইল, ভক্তগণ প্রভুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু মন্দিরে যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। ইহা মনে স্থির আছে, সরূপ গাইবেন তিনি নৃত্য করিতে করিতে যাইবেন। কিন্তু সরূপ কোথা? সরূপকে পাওয়া গেল না। প্রভু অনেকক্ষণ বিলম্ব করিয়া সরূপকে না পাইয়া নৃত্য করিয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়া, বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। প্রভুর নৃত্য করা হইল না, অধিকন্তু সিংহদ্বারে সরূপকে অপেক্ষা করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। ভাবিতেছেন, আসিতে পথে ত নৃত্য করা হইল না। সরূপ আইলে সিংহ দ্বার হইতে ঠাকুরের সম্মুখ পর্য্যন্ত নৃত্য করিতে করিতে যাইবেন। তবু সরূপ আইলেন না। প্রভু এইরূপ বহুক্ষণ কষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু সরূপ নিরুদ্দেশ। প্রভু দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সরূপ আইলেন। প্রভুর হস্তে এক খানি গীতা গ্রন্থ।

সরূপের কি নিমিত্ত আসিতে বিলম্ব হয়, জানি না। সরূপকে দেখিবা মাত্র প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন সেই গীতা গ্রন্থ দ্বারা সজোরে তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত করিলেন, তাহার পরে শ্রীপাদ দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন, ইহা করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সরূপ প্রভৃতি তখন ভীত হইয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন।

প্রভু শিশুকালে জননীকে একটি ঢিল ছুড়িয়া মারিয়াছিলেন। জননী তখন নিমাইকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত কপট মূর্চ্ছাভাব অবলম্বন করেন। নিমাই তখন "মা" "মা" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া গলা ধরিয়াছিলেন। আর প্রভু সরূপকে প্রহার করিলেন, সরূপ ইহাতে ত্রিজগতের মধ্যে আপনাকে ভাগ্যবান মনে ভাবিলেন। সরূপের ভাগ্যকে শ্লাঘা করিয়া চৈতন্য চরিত কাব্য লেখক কবিকর্ণপুর এই দ্ব্যক্ষর শ্লোক দিতেছেন, যথা—

ভাবাভাবাভিভাবাভিভব ভাবে বভৌ ভবঃ।
বিভাবেবভাব ভাবে বভূব ভুবি বৈভবং॥

"এইরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সকলের অভাব জনিত বিয়োগে মহাপ্রভু ব্যাকুল হওয়ায়, সকলেরই জন্ম শোভা পাইয়াছিল এবং ভূমণ্ডলে মহা গৌরব হইয়াছিল।" অর্থাৎ মহাপ্রভু যাঁহার বিরহে ব্যাকুল তাঁহারই জন্ম সফল ও তাঁহারই গৌরব।

প্রভুর গৌড়ে গমন বৃত্তান্তের আরম্ভ আমরা, নানা কারণে, কবিকর্ণপুরের চৈতন্য চরিত কাব্য হইতে লইলাম। প্রভু দেশে আসিতেছেন, এই আনন্দে কবিকর্ণপুর তাঁহার এই ১৯শ সর্গটী নানা ভঙ্গিযুক্ত কবিতা দ্বারা পুরিত করিয়াছেন। উপরে একটী দিলাম, পরে আরও দিতেছি।

শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া প্রভু প্রভৃতি সকলে আনন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে বিদায় মাগিলেন, তখন সেবাইতগণ, প্রভু ও ভক্তগণকে আজ্ঞা মালা প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে সকলে, কেহ কীর্ত্তন কেহ নৃত্য করিতে করিতে মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। কর্ণপুরের ইহার ভঙ্গিমা বর্ণন শ্রবণ করুন—

কী র্ত্ত নং চ ক্রি রে কে চ স মুৎ সু ক ম নো ল য়াঃ।
× × × × × × × × × × × × × × ×
ন র্ত্ত নং চ ক্রি রে কে চ স মুৎ সু ক ম নো ল য়াঃ।

"এখন সকলে সেইরূপ কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্দিরের বাহির হইলেন, ও ঐরূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে দেশাভিমুখে চলিলেন।"

স্নানযাত্রার সময় পঞ্চদশ দিবস শ্রীজগন্নাথ অদর্শন থাকেন, মন্দিরের কবাট খোলা হয় না। সেই নিমিত্ত জগন্নাথ বিরহে প্রভু প্রতি বৎসর মৃত-প্রায় হয়েন। সেই প্রভু এখন কিরূপে শ্রীজগন্নাথকে ত্যাগ করিয়া আনন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন? কথা এই, যত গুলি ভাব ইহা সমুদায় প্রভুর দাসীর স্বরূপ ছিলেন। যখন কৃষ্ণ-বিরহ ভাব প্রভুর শরীরে প্রবেশ করিতেন, তখন তিনি সজীব হইয়া আসিতেন। প্রভু আপনি যজিয়া জীবকে কোন ভাব কিরূপ তাহা দেখাইতেছেন। এই তাঁহার অবতারের এক প্রধান উদ্দেশ্য। যখন জগন্নাথকে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া, প্রভু অনাহারে পড়িয়া থাকিতেন, তখন কৃষ্ণ-বিরহ জীবন্ত রূপে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করি-তেন এই মাত্র। এখন প্রভু আপন হৃদ্পদ্মাসনে শ্রীজগন্নাথের স্থানে শ্রীবৃন্দা-বনের শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপিত করিলেন। কাজেই শ্রীজগন্নাথকে ভুলিলেন, আর "বৃন্দাবন" "বৃন্দাবন" বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন।

প্রভু যখন নীলাচল ত্যাগ করিতে চলিলেন, তখন সেই নগরে হাহাকার

পড়িয়া গেল, নীলাচলবাসীগণ প্রভুর সঙ্গ লইলেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বৃদ্ধ, কি বালক, সকলে চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। এই রোদনের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কাশীমিশ্র, গদাধর প্রভৃতিগণকে প্রভু তাঁহার সহিত যাইতে নিষেধ করিলেন। কাশীমিশ্র আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। কিন্তু গদাধর সে আজ্ঞা পালন করিলেন না। অন্যান্য সকলকে প্রভু অতি মধুর ও কাতর স্বরে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহ শুনিলেন না। তাঁহারা সকলেই প্রভুর পশ্চাদ্গামী হইলেন। তাঁহাদের সকলের ভাব এই যে, গৃহ ও নিজ জন সমুদায় ত্যাগ করিয়া, প্রভু যেখানে গমন করেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবেন। শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রধান নাম কৃষ্ণ, অর্থাৎ জীবের চিত্ত আকর্ষক। শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে জীবের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন বলিয়া তাঁহাকে জীবে শ্রীভগবান বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

প্রভু এই পশ্চাদ্গামী লোক সমূহের হাত ছাড়াইবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, যথা পথ ছাড়িয়া বিপথে গমন, দ্রুতগতিতে গমন, লুকান, ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রভু পথাপথ জ্ঞান না করিয়া একেবারে দৌড় মারিলেন। যেমন মধুলুব্ধ ভ্রমর পুষ্পে বসিতে যায়, আর বায়ুতে পুষ্প কম্পিত হওয়ায় বসিতে পারে না, সেইরূপ নীলাচলবাসীগণ প্রভুকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ভক্তগণের অবস্থা বর্ণন করিয়া চৈতন্য চরিত কাব্য লেখক এই একাক্ষর শ্লোক দিয়াছেন—

লললীলো ললল্লোলো লোলো লোলো ললল্ললঃ।
লীলালালো হলিলীলালীঃ লীলালী লোললাং ললুঃ॥

"অনন্তর নীলাচল লীলাকে বিদূরিত করত ব্রজগমনরূপ লীলাই যাঁহার অভিপ্রেত, সুতরাং তন্নিমিত্তই মহাপ্রভু সতৃষ্ণ ও চঞ্চল হওত সমস্ত ভক্তগণকে ত্যাগ করিয়া বিলাসে চঞ্চলমনাঃ হইলেন। তথা অনুগামী ভক্তগণও যাহাতে সেই চঞ্চলমনাঃ গৌরচন্দ্রকে ধরিতে পারা যায় তাদৃশ ভ্রমরগণের লীলা সমূহের ন্যায় বিবিধ লীলা করিতে লাগিলেন।"

এই সমস্ত লোক প্রভুকে না দেখিয়া, কেহ ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে, কেহ মৃত্তিকায় পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রামানন্দ রায় বাবু লোক, হাঁটিতে পারেন না, প্রভুকে ছাড়িতেও পারেন না। তিনি দোলায় চাপিয়াছেন,

কোথা চলিয়াছেন, কতদূর প্রভুর সঙ্গে যাইবেন, তাহার ঠিকানা নাই। প্রভু হাঁটিয়া তিনি দোলায়, ইহা হইতে পারে না। অথচ হাঁটিতেও পারেন না, আবার না গেলেও নয়। তাই দোলায় চড়িয়া প্রভুর অনেক পশ্চাৎ আসিতেছেন। প্রভু রামানন্দকে দেখিয়া তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। রুক্ষ ভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন, কিন্তু রামানন্দ গ্রহগ্রস্তের ন্যায় প্রভুর কোন কথা যেন শুনিতে পাইলেন না। দোলায় চড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে চলিলেন। গদাধরকে প্রভু আবার নিষেধ করিলেন। গদাধর এই কথা শুনিয়া প্রভুকে ত্যাগ করিয়া অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। যাইতে ছাড়িলেন না। পরে সকলে ভবানীপুরে উপস্থিত হইলেন। দেখেন সেখানে বাণীনাথ দ্রুতপদ দূত দ্বারা বহুবিধ সদ্য মহাপ্রসাদ পাঠাইয়াছেন। প্রভু সদল সেখানে উপস্থিত হইলেন, মহাপ্রসাদও আইল। কর্ণপুর এই মহাপ্রসাদ যে অল্প নহে তাহা এইরূপে রঙ্গ করিয়া একাক্ষর শ্লোক বলিতেছেন, যথা—

নানান্না মুনি নানেনে নানা নূননন্ নন্নু।
নানা নূনে নাননান্নানে নো নানা নন্নন্নু॥

"তৎপরে কোন এক মহাত্মা বিবিধ প্রকারের প্রভুসদৃশ মহাপ্রসাদ অত্যল্প দেখিয়া ও "ইহা অত্যল্প কিন্তু প্রচুর নহে" এ কথা কেহই বলেন নাই অর্থাৎ অল্পতর প্রভুর প্রসাদকেও বহুরূপে জানিয়াছিলেন।"

প্রভু একটু বিশ্রাম করিয়া আবার চলিলেন। প্রভু আনন্দে টলমল করিতেছেন। ভক্তগণও সেই ভাবে বিভাবিত। কবি কর্ণপুর প্রভুর এই গমন বর্ণনা করিতেছেন। কবিবর সেই রসে মুগ্ধ হইয়া কাজেই নানা ভঙ্গির কবিতা প্রস্তুত করিতেছেন।

প্রভু চুপ করিয়া যাইতেছেন, ভাবিতেছেন বৃন্দাবনে যাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পাইবেন। নবদ্বীপ তাঁহার জন্ম ও ভালবাসার স্থান, তাঁহার অতিপ্রিয় ও নিজজনকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, প্রভুকে এ সমুদায় কথা জোর করিয়া মনে করিয়া না দিলে তাঁহার মনে হইত না। প্রভু প্রায় অহরহ রাধা ভাবে বিভাবিত, এখন সেই ভাবে বৃন্দাবন যাইতেছেন। এই ভাবে মুগ্ধ হইয়া চলিয়াছেন, বহির্জ্জগতের সহিত তাঁহার অল্প সম্বন্ধ। দেখেন, পথের ধারে একটী বৃক্ষ, উহা দেখিয়া এক দৌড়ে যাইয়া লম্ফ প্রদান করিয়া তাহার একটি শাখা ধরিলেন, ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন!"

ইহার মানে কি? সেই ধীর বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ, মহামহোপাধ্যায়, বৃক্ষতল-বাসী সন্ন্যাসী, সেই ভক্ত-শিরোমণি, সেই জগৎ-পূজ্য প্রতাপরুদ্রের সংত্রাতা, বৃক্ষের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন, তাহার কারণ কি? প্রভু অতি সুস্থকায়, বলবান, তখন যুবা পুরুষ ছিলেন, তাই কি সেই তেজে এইরূপ বাল-চাপল্য দেখাইলেন? তাহা নয়। কৃষ্ণ-প্রেমে এইরূপ চঞ্চল করে। কৃষ্ণ-প্রেমে আনন্দের উদয়, আনন্দে জীবগণকে ব্রজ বালকের ন্যায় সবল ও চঞ্চল করে। প্রভু তাই কি লাফ দিয়া বৃক্ষের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন? তাহাও নয়, ইহার অর্থ বলিতেছি। প্রভুর মনে ভাব কি তাহার নিজের কথায় পরে ব্যক্ত হইল। চরিত কাব্যকার বলেন—

অথ বীক্ষ্য ক্রমং শ্রেষ্ঠং ধাবন্নারাদবারিতঃ।
স্কন্ধমুৎপ্লুত্য ধৃত্বা চ লম্বমানঃ শ্রিয়ং দধে॥

"অনন্তর একটী বৃক্ষকে দেখিয়া নির্ব্বাধে ধাবমান হওত লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঐ বৃক্ষের স্কন্ধদেশ (মূল শাখা) ধারণ করিয়া লম্বমান হইলেন, এবং তাহাতে বিশেষ শোভাও পাইতে লাগিলেন।"

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন এই ভাবিতে ভাবিতে প্রভু যাইতে-ছেন। এমন সময় সেই সুন্দর বৃক্ষটি দেখিয়া প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইল। প্রভু দেখিতেছেন কি না, শ্রীকৃষ্ণ সেই বৃক্ষের উপর বসিয়া। প্রভু তাঁহার দিকে চাহিলে, শ্রীকৃষ্ণ যেন হাসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। তখন প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া দৌড়িলেন। দৌড়িয়া সেই বৃক্ষের শাখা ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত বৃক্ষে আরোহণ করিতে গেলেন। কিন্তু উঠিতে পারিলেন না। উঠিতে না পারিয়া সেই ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগি-লেন। এ দিকে, রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ যেন রাধা-রূপ-প্রভুর সঙ্গে আমোদ ভাবে সেই বৃক্ষ তখনি ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করিলেন। প্রভু তখন সে বৃক্ষ শাখা ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকায় নামিয়া, সেই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বৃক্ষের নিকট দৌড়িলেন। সেখানে যাইয়া প্রভু দেখেন, কৃষ্ণ অন্য বৃক্ষে গিয়াছেন!

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। প্রভুও তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিলেন। যে বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন, তাহার নিকটে যাইয়া দেখিলেন

কৃষ্ণ তখন অন্য স্থানে গিয়াছেন। তাহাতে সেই বৃক্ষটিতে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া, তাহার প্রতি অতি প্রেমের উদয় হওয়ায়, তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন। এই গাঢ় আলিঙ্গনে ক্ষুদ্র বৃক্ষ চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কখন বৃক্ষের কণ্টক প্রভুর অঙ্গে আঘাত দিতেছে। কখন এই কারণে বৃক্ষকে চুম্বন করিতেছেন, কখন শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত শাখা অবলম্বন করিয়া বৃক্ষের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন। কখন কোন বৃক্ষকে শ্লাঘা করিয়া তাহার ভাগ্যকে প্রশংসা করিতেছেন। কখন কোন বৃক্ষকে চুপে চুপে কি বলিতেছেন, কি বলিতেছেন তাহা তিনিই জানেন।

হইয়াছে এই যে, প্রভু তখন জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছেন, সুতরাং প্রভু যে বৃক্ষের পানে চাহিতেছেন সেই খানেই কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন। এক বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধরিতে যাইতেছেন, এমন সময় দৈবাৎ নয়ন অন্য দিকে অর্পিত হওয়ায় সেখানেও কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন। দেখিতে পাইয়া ভাবিতেছেন যে কৃষ্ণ তাঁহাকে ধরা দিবেন না বলিয়া অন্য বৃক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। তখন সেই কৃষ্ণ-পরিত্যক্ত বৃক্ষকে গাঢ় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া কৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় বৃক্ষের দিকে ছুটিতেছেন।

প্রভু এইরূপে শত শত ভক্তের সমক্ষে এই রঙ্গ করিতে লাগিলেন! ভক্তগণ প্রথমে কিছু বুঝিতে পারেন নাই, দেখেন প্রভুর বাহ্যবৃত্তি নাই, একেবারে দেব চক্ষু হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ ব্রণের ন্যায় পুলকে আবৃত করিয়াছে। প্রভু কখন বা স্ত্রীলোকের ন্যায় করুন স্বরে রোদন করিতেছেন। কৃষ্ণ দর্শন লালসায় ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতেছেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। তবে প্রভু বৃক্ষে আরোহণ করিতে যাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, বরং মৃত্তিকায় পড়িবার সম্ভব হইতেছেন। ইহা দেখিয়া পরমানন্দ পুরী প্রভৃতি মুখ্য ভক্তগণ তাঁহাকে নীচে হইতে জড়াইয়া ধরিতেছেন, যেন মাটিতে পড়িয়া না যান, কি আঘাত না পান। যথা চৈতন্য চরিত কাব্যে—

অধঃ কণ্টক সংকীর্ণে নিপতিষ্ণুস্তরুস্তসা।
ধৃতা পুরিপ্রভৃতয়ো জগৃহুর্ব্বরবাহুভিঃ ॥

"কণ্টক সমাকীর্ণ অধঃ প্রদেশে প্রভু পতিত হইবেন, এমন কালে পরমানন্দ পুরী প্রভৃতি ভক্তগণ সভয়ে শীঘ্র স্বীয় বিশাল বাহুদ্বারা ধারণ করিলেন।"

প্রভু কি করিতেছেন তাহার বর্ণনা চৈতন্য চরিত্র কাব্যের ১৯শ সর্গে ৪৪ ও ৪৬ শ্লোকে এইরূপে বর্ণিত আছে। যথা, প্রভু প্রেমানন্দ জলে ভাসিতেছেন। বন মধ্যে বৃক্ষ সকলকে আলিঙ্গন করিতেছেন। প্রভু এইরূপ বিহ্বল হইয়া এরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন যে, বৃক্ষ চূর্ণ হইবার সম্ভব হইতেছে। প্রভু খঞ্জনের ন্যায় ফিরিতেছেন। প্রভু কেন এরূপ করিতেছেন, তাহা তিনি পরে যাহা বলেন তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে অন্বেষণ করিতে করিতে প্রভু হঠাৎ একবার শ্রীকৃষ্ণকে দুই স্থানে দেখিতে পাইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত পক্ষে কোন স্থানে, মনে এই বিচার করিতে লাগিলেন। প্রভু অন্বেষণে ক্ষান্ত দিয়া এই কথা মনে বিচার করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি অন্য স্থানে পড়িল। সেখানেও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তখন কৌতুহলী হইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। দেখেন কি যে চারিদিকে কৃষ্ণ! তখন ঊর্দ্ধে চাহিলেন দেখেন আকাশে কৃষ্ণ, পথে চাহিলেন দেখেন সেখানে কৃষ্ণ, বৃক্ষে কৃষ্ণ, লতায় কৃষ্ণ, কুসুমে কৃষ্ণ, পশ্চাতে কৃষ্ণ, দক্ষিণে কৃষ্ণ, সম্মুখে কৃষ্ণ। প্রভু তখন এই জগতে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহার একটু বাহ্য হইল, ও বিস্মিত হইয়া ভক্তগণ পানে চাহিলেন, চাহিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, শ্রীকৃষ্ণকে দেখ। তিনি প্রত্যেক বৃক্ষে ও নানা স্থানে বিচরণ করিতেছেন।" আগে বলিলেন, "প্রত্যেক বৃক্ষে", পরে "নানা স্থানে" বলিতেছেন। "তাহা নয়, শ্রীকৃষ্ণকে যে সকল দিকে দেখিতেছি, তিনি যে জগৎ ময়?" যথা, চৈতন্য চরিত কাব্যে—

উচেঃথ পশ্য পশ্যায়ং কৃষ্ণচন্দ্রোঽভিতোঽভিতঃ।
প্রতিদ্রুমং বিলসতি জগত্যেতন্ময়ীক্ষ্যতে॥

"অনন্তর অর্থাৎ গৌরচন্দ্র প্রেমে বিহ্বল হইয়া কহিলেন যে, দেখ দেখ, এই কৃষ্ণচন্দ্র ইতস্ততঃ প্রত্যেক বৃক্ষে বিলাস করিতেছেন, আমি কৃষ্ণময় জগৎ দেখিতেছি।"

তখনি ভক্তগণ বুঝিলেন, সমুদায় বুঝিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, কেন প্রভু প্রথমে দৌড় মারিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া বৃক্ষের শাখা ধরিয়া উহাতে উঠিতে

চেষ্টা করিয়াছিলেন, কেন চঞ্চল গতিতে এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষে যাইতেছিলেন, কেন প্রতি বৃক্ষকে আলিঙ্গন ও কোন কোন বৃক্ষকে চুম্বন করিতেছিলেন। প্রভু এ পর্য্যন্ত এক মনে শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। যখন চতুর্দ্দিক কৃষ্ণময় দেখিতে পাইলেন তখন মনে একটু সন্দেহ উদয় হইল। মনে উদয় হইল, এই যে আমি কৃষ্ণ দেখিতেছি একি সত্য না ভ্রম? মনে এই সন্দেহ উদয় হওয়াতে অমনি অল্প একটু বাহ্য হইল, ও ভক্তগণের কথা মনে পড়িল। তখন ভক্তগণের নিকট সন্দেহ ভঞ্জনার্থে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ ব্যাপার কি বল দেখি, আমি কি সচেতন আছি না অচেতন? কেন আমি জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছি?

ভক্তগণ এ পর্য্যন্ত প্রভুর মনের ভাব ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া শুধু প্রভুর কোন দুঃখ কি বিপদ না হয় তাহারি চেষ্টা দেখিতেছিলেন। এখন প্রভুর মুখে শুনিলেন যে, তিনি বৃক্ষে ও চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ দেখিতে পাইতেছেন। তখন তাঁহার সমুদায় কার্য্যের হেতু বুঝিতে পারিলেন। পারিয়া তাঁহারাও সেই ভাবে বিভাবিত হইলেন। তখন বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহাদেরও এই আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা যেন দেখিতে পাইলেন যে, পক্ষীগণ সুখে গান করিতেছে, বৃক্ষ লতা কুসুমিত হইয়াছে ও সেই কুসুম হইতে মধু ঝরিতেছে। প্রকৃতই তখন পালে পালে ময়ূর আসিয়া সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। আবার তাহাদের মধ্য হইতে যখন কোন কোন ময়ূর নৃত্য আরম্ভ করিল, তখন ভক্তগণ প্রেমে বিহ্বল হইলেন। একে শরৎ কাল, তাহাতে এই সমুদায় কাণ্ড, সুতরাং কবিকর্ণপুর ছাড়িবেন কেন? এখন সে স্থানের অবস্থা বর্ণিত অদ্ভুত রঙ্গিম কবিতা সকল শ্রবণ করুন। যথা—

লীলা লোলালিললনা ললল্ললিন লালনৈঃ।
ললাল ললনা লীলাং লীলাং লালনিলো ললন্॥ ৪১।

"তৎকালে পবন দেবও পদ্ম সঞ্চালন দ্বারা বিলাস নলিনী অলি মালাতে অভিলাষ করত স্ত্রী বিলাস ইচ্ছা করিয়াই যেন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়াছেন।"

এই শ্লোক ব্যাখ্যা। তাহার পর শ্রবণ করুন—

কা কে নে ব ব নে কে কা,
কা ম কে ম ন কে ম কা।

ত কা সা র র সা কা ত,
হু তি রা হু হু রা তি হু।

"কানন মধ্যে কাকের ন্যায় লাবক নামক পক্ষীগণের ধ্বনির সহিত ময়ূরের উচ্চ ধ্বনি হইল। এবং প্রকৃত পক্ষেই ময়ূর ধ্বনি বিশুদ্ধ বর্ষা ঋতুর সম্বন্ধ বশতঃ উৎকৃষ্ট হইয়া যেন মদ মত্ত ব্যক্তিকেও অতিক্রম করত উচ্চ স্তব পাঠের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।"

এই উপরের শ্লোক বাম হইতে দক্ষিণে দক্ষিণ হইতে বামে সমান। তাহার পর আর একটী শ্লোক শ্রবণ করুন—

সা র সা স র সা সা রং
র সা নূ ত ন নূ ত না।
না ত নূ ন ত নূ সা র
রং সা সা র স সা র সা॥

"যে শরৎ রসা অর্থাৎ পৃথিবীর সরসা উৎকৃষ্ট বস্তু স্বরূপ এবং যে অসার অর্থাৎ বর্ষণ বিহীন হইয়াও রস অর্থাৎ জল দ্বারা সম্যক প্রকারে উৎকৃষ্ট নূতন হইয়াছিল এবং যে বহুতর সারস অর্থাৎ তন্নামক জলচর পক্ষী বিশিষ্ট। হইয়া না তনু ও ন তনু কি শরীরী ও কি অশরীরী সকলেরই সার তেজঃ বা বল দান করত সেই প্রসন্না শরৎ (শোভা পাইয়াছিল) (শরীরী বৃক্ষ লতাদি অশরীরী সময় দিক প্রভৃতি) শরৎকালে বৃক্ষ লতায় সবি-শেষ বিকাশ হয়। এবং শীত ঋতুর অংশ থাকায় সময়ও উত্তম এবং দিক্ সকল প্রসন্ন হয়।"

প্রভু ক্রমে শান্ত হইলেন, আবার পথে চলিলেন। প্রভুর নিমিত্ত মুহু-মুর্হু জগন্নাথের প্রসাদ, পানা, পিঠা প্রভৃতি দ্রুত-পদ দূত দ্বারা বাণিনাথ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইতেছে। এইরূপ সুন্দর বন্দবস্ত যে প্রভু যেখানে বিশ্রাম করি-বেন সেখানে দেখেন প্রচুর পরিমাণে সদ্য ও অতি উত্তম মহাপ্রসাদ প্রস্তুত রহিয়াছে। শুধু তাহা নয়, রামানন্দ রায় প্রয়োজন বুঝিয়া, নূতন নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রভু সেই নূতন গৃহে রজনী বাস করিতেছেন।

প্রভু ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া চলিলেন। রজনীতে এইরূপে রামানন্দ নির্ম্মিত একটি গৃহে মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া সমস্ত রজনী রামরায়ের সহিত কৃষ্ণ কথায় যাপন করিয়াছেন। প্রভু ও পরমানন্দ পুরী সর্ব্বাগ্রে, প্রভু নাম বলিতে বলিতে চলিয়াছেন। রামানন্দ [illegible] পশ্চাতে, যেখানে প্রভু

বিশ্রাম করিতেছেন, দোলা হইতে নামিয়া সেখানে যাইয়া প্রভুর সহিত কৃষ্ণ কথায় যাপন করিতেছেন। প্রভু যাইতে যাইতে নদী তীরে রামানন্দ নির্ম্মিত অতি সুন্দর বাসস্থান দর্শন করিলেন। দেখিয়া বড় মুগ্ধ হইলেন। তখন প্রভু মনের আনন্দে ভাম গুণ গীত গাইতে লাগিলেন। ইচ্ছা সেখানে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে রসাস্বাদন করেন। তাই পরমানন্দ পুরীকে উপলক্ষ করিয়া সকলকে বলিলেন যে, আমি এখানে একটু বিশ্রাম করিব, আপনারা অগ্রবর্ত্তী হউন। কটকে গোপীনাথের মন্দিরে আমাকে পাইবেন। ভক্তগণ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া চলিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ অগ্রবর্ত্তী হইলে প্রভু একা রাম রায়কে লইয়া সেই নূতন গৃহে কৃষ্ণ কথায় যাপন করিতে লাগিলেন। তখন যে কি সুধা উঠিল তাহা কে বলিতে পারে? শ্রীভগবান এরূপ বস্তু যে তার নামে সুধা ক্ষরণ হয়। তাঁহার সম্বন্ধীয় কথায় কত মধু আছে তাহা কে বর্ণিতে পারে? প্রভুর রামানন্দ রায় ও স্বরূপ দামোদরের সহিত বসিয়া এই কৃষ্ণ কথা, ইহার আভাস পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রভু তখন শ্রীমতী রাধা হইয়া তাঁহার যে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম উহার সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম যে গতি, তাহা মন উঘাড়িয়া বলিতেন। সেই তাঁহার মুখচন্দ্রের সুধা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলা প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ও তাহাই জীবগণে এখন আস্বাদ করিয়া থাকেন।

শ্রীপরমানন্দ পুরী প্রভৃতি অগ্রে কটকে গমন করিয়া সংবাদ দিলেন যে, প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিয়াছেন। পূর্ব্বে যখন শুনিতেন যে, প্রভু বৃন্দাবন যাইবেন তখনি রাজা ব্যাকুল হইয়া রাম রায় ও সার্ব্বভৌমকে মিনতি করিয়া বলিতেন যে, প্রভুকে যেন না যাইতে দেওয়া হয়। রামরায় ও সার্ব্বভৌম নানা উপায়ে দুই বৎসর পর্য্যন্ত প্রভুকে যাইতে দেন নাই। শেষে যাইতে অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েন। রাজা এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিলেন যে, প্রভু গমন করিলে আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? এখানে শ্রীজগন্নাথ বিরাজমান করিতেছেন ইহা সত্য, কিন্তু তবু প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিলে আমার ভুবন অন্ধকার হইবে। যথা, রাজার সার্ব্বভৌমের প্রতি উক্তি (চন্দ্রোদয় নাটক)—

যদ্যপি জগদীশো নীল শৈলস্য নাথঃ,
প্রকট পরম তেজা ভাতি সিংহাসনস্থঃ।
তদপি চ ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবে,
[illegible]

ইহার অর্থ—

রাজা কহে ভট্টাচার্য্য কি কহিব আর।
যদ্যপিও জগন্নাথ সাক্ষাৎ আমার॥
প্রকট পরম তেজা নীল শৈলনাথ।
সিংহাসনে বসিয়াছে বলভদ্র সাথ॥
তথাপি চৈতন্য চন্দ্র পুরি ছাড়ি গেলা।
এ তিন ভুবন মোর শূন্য যে হইলা॥

সার্ব্বভৌম ও রামরায় রাজাকে বলিলেন যে, শ্রীভগবান স্বেচ্ছাময়, তাঁহাকে রোধ করা যায় না, তাঁহার সঙ্গে অতি হঠকারিতা ভাল নয়। তিনি ভক্ত-বৎসল, এই দুই বৎসর ভক্ত অনুরোধে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন নাই, এখন চলিলেন, আর তাঁহাকে রাখিতে পারা গেল না।

প্রভু বিজয়া দশমী দিনে নীলাচল ত্যাগ করিবেন। তাহার পূর্ব্বেই রাজা নীলাচল ত্যাগ করিয়া কটকে গমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এখন পরমানন্দ পুরী প্রভৃতির নিকট শুনিলেন যে, প্রভু আগতপ্রায়।

প্রভু যখন বিরলে কৃষ্ণ কথা বলেন, তখন তাঁহার সঙ্গী রামরায় ও স্বরূপ। এখন সুধু রামরায়কে লইয়া বসিলেন। রাম রায় প্রভুর ভাবি বিরহে ব্যাকুল। রামরায় প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন। প্রভু আড্ডায় আড্ডায় বলিতে-ছেন, রামরায় বাড়ী যাও। রামরায় এ কথা শুনিলেই কান্দিয়া আকুল হয়েন। বলেন, প্রভু আর খানিক যাইব। আর এক আড্ডায় যাইয়া প্রভু রামরায়কে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলেন। আবার রামরায় কান্দিয়া বলেন, আর খানিক যাইব। এইরূপ করিয়া রামরায় প্রভুর সঙ্গে এতদূর আসিয়াছেন।

ভক্তগণ কটকে আসিয়া একবারে গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কোন একজন ব্রাহ্মণ পুরী ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এমন সময় গৌরচন্দ্রের উদয় হইল। প্রভু আইলে স্বপ্নেশ্বর নামক কোন বিপ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভুর সঙ্গে আর যে শতাবধি ভক্ত, সে সমুদয় রামরায় তাঁহার কটকে নিজ বাটীতে আহ্বান করিলেন। রসিক চূড়ামণি রামরায়ের বাড়ীর নিকট অবশ্য অপরূপ উদ্যান আছে। সেখানে ভক্তগণকে লইয়া গেলেন। সেই উপবন মধ্যে এক অতি

মনোরম ও প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ ছিল। তাহার তলায় ভক্তগণ বিশ্রাম, কেহবা রন্ধনের উদযোগ করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভিক্ষা করিয়া ক্রমে সেখানে পরমানন্দ পুরী ও স্বয়ং গৌরচন্দ্র আইলেন। প্রভু সেই বকুলের মূলে উপবেশন করিয়া সহাস্য বদনে শোভা পাইতে লাগিলেন।

ভক্তগণকে ভোজন করাইয়া রামরায় রাজার ওখানে ছুটিলেন। রাজা প্রভুর আগমন পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া প্রস্তুত হইয়া আছেন। এবারে রাজা দীনবেশে, একমাত্র ধুতী পরিয়া আইলেন না। রামানন্দের পরমর্শানুসারে রাজবেশ পরিলেন, ও হস্তি ঘোড়া সৈন্য প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া, প্রকাণ্ড সজ্জায় প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন। অতি সমারোহের সহিত গমন করিয়া উপবনের নিকট যাইয়া সকলে স্থির হইলেন। যদিও সৈন্যগণ কোলাহল করিতেছে না, কিন্তু হস্তি ও ঘোড়া সমূহ চিৎকার করিয়া রাজার আগমন প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা হস্তির উপর ছিলেন, মৃত্তিকায় অবতীর্ণ হইলেন। তখন মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রামানন্দের বাহু ধরিয়া মন্থর গতিতে উপবনে প্রবেশ করিলেন। সে কিরূপ, না, যেমন শ্রীমতী রাধা, ললিতার কর ও অন্যান্য সখীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, শ্যাম দরশনে বৃন্দাবনে যাইতেন। রাজা প্রভুর শ্রীচর অধিকার করিবার জন্য চতুরঙ্গ দল কর্ত্তৃক কিরূপ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন, উহা চরিত কাব্য লেখক কর্ণপুর মহাসুখে ১৯শ সর্গ ৮৮ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন।

রাজা উপবনে প্রবেশ করিয়া বকুল বৃক্ষমূলে প্রভুকে দর্শন করিলেন। প্রতাপরুদ্র মুখ উঠাইয়া প্রভুর সহাস্য আহ্বান সূচক চন্দ্রবদন দেখিলেন, অমনি তাঁহার নয়ন দিয়া আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। রাজা নির্নিমেষহারা হইয়া প্রভুর বদন দর্শন করিতে লাগিলেন। রূপ দেখিয়া তাঁহার সাধ মিটিল না। রাজা আনন্দ জলে নয়ন তারা ডুবিয়া যাওয়ায়, তাঁহার পথ দেখিবার শক্তি গেল। কাজেই হাঁটিতে পদস্খলন হইতে লাগিল। তখন রামানন্দের অঙ্গে হেলন দিয়া, মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে, অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। কিন্তু বড় অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। সেই রাজবেশ লইয়া সেই রাজ-মুকুট সহিত প্রভুর চরণতলে ধূলায় পড়িয়া গেলেন।

প্রভু তখন প্রেমার্দ্র হইয়া রাজাকে উঠাইলেন, উঠাইয়া তাঁহাকে হৃদয়ে

ধরিয়া আপাদ মস্তক আলিঙ্গন করিলেন। রাজা আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন, আর ভক্তগণ, রাজ কর্ম্মচারীগণ, সৈন্তগণ, যাঁহারা সেখানে ছিলেন, সকলে আনন্দে মুগ্ধ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তাহার পরে প্রভু রাজার সহিত অতি প্রেম সহকারে বাক্য আলাপন করিলেন। রাজার মনে প্রতীত হইল যে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের, আর শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার। প্রভু সত্বর ফিরিয়া আসিবেন, এই কথা শ্রীমুখে শুনিয়া, রাজা নিতান্ত শান্ত হইলেন। রামানন্দ তাঁহাকে নানা প্রকারে প্রবোধ বচন বলিলেন। রাজা প্রভুর নিকট বিদায় লইলেন, রাজ কর্ম্মচারীগণ সৈনাগণ সকলে প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন, কেহ নিকটে যাইয়া, কেহ দূরে দাঁড়াইয়া।

রাজা বাহিরে আসিয়া, কিরূপে প্রভুর গমন সুলভ হয় তাহার উপায় চিন্তিয়া, আপনার দুই প্রধান মন্ত্রী, মঙ্গরাজ ও হরিচন্দন, (হরিচন্দন যিনি শ্রীবাসের হস্তে চপেটাঘাত প্রসাদ পাইয়াছিলেন) এই দুই জনকে আজ্ঞা করিলেন যে, তোমরা প্রভুর সঙ্গে গমন কর। এইরূপে রামানন্দ, মঙ্গরাজ, ও হরিচন্দন রাজার তিন জন মহাপাত্র প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। রাজা আরো আজ্ঞা করিলেন যে, যেখানে প্রভু বাস করিবেন সেখানে তাঁহার ও ভক্তগণের থাকিবার নিমিত্ত, পাঁচ সাত খানা নূতন গৃহ প্রস্তুত, আর নানাবিধ আহরীয় দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হউক। প্রভুর সঙ্গে বহুতর ভক্ত, পুরী, ভারতী, স্বরূপ, প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ, হরিদাস, জগদানন্দ, মুকুন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর, দামোদর, গোপীনাথ, নন্দাই, প্রভৃতি সকল লোক চলিয়াছেন। রাজা আবার পথে যত প্রধান প্রধান আচার্য্যগণ বাস করেন, তাঁহাদের নিকট আজ্ঞা-পত্র পাঠাইলেন যে, প্রভু যাইতেছেন, যাহাতে তাঁহার কোন অভাব না হয় এইরূপ মনোযোগী হইয়া থাকেন। সার্ব্বভৌম প্রভুর সঙ্গে আছেন, তিনি একটু হাসিয়া রাজাকে বলিলেন যে, মহারাজ তোমার এ সমুদয় অতি প্রীতির কার্য্য একটুকু হাস্যকর। তুমি যাঁহার বিপদাশঙ্কা করিয়া উহা নিবারণার্থে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছ, তাঁহার নাম স্মরণ করিলে বিঘ্ননাশ হয়, অতএব তিনি তাঁহার নিজের রক্ষা অবশ্য করিতে পারিবেন।

রাজা ইহা শুনিয়া আরো আর্দ্র হইলেন। তখন কান্দিতে কান্দিতে পাত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন যে, প্রভু যেখানে স্নান করেন, যেন সেখানে

একটি স্তম্ভ প্রস্তুত করা হয়। সে অতি পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানে আমি প্রত্যহ স্নান করিব। আর যদি প্রভুর চরণে আমার মতি থাকে, তবে সেখানে মরিব। রাজা আরো আজ্ঞা করিলেন যে, ঘাটে প্রভুর পারের নিমিত্ত যেন এক খানা নৌকা থাকে। রামানন্দ প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন, সুতরাং রাজার বড় ভরসা যে প্রভুর কোন কষ্ট হইবে না।

বিজয়া দশমী দিবস প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া কটক আসিয়াছেন, কাজেই জ্যোৎস্না-রজনী। এ দিকে শরৎকাল। প্রভু রাত্রে চলিবেন এ ইচ্ছা করিলেন। সন্ধ্যাকালে চিত্রোৎপল্লা নদীতে স্নান করিলেন। সেখানে প্রভু পার হইবেন। রাজ-পরিবারগণ প্রভুকে দর্শন করিবেন মনে নিতান্ত বাঞ্ছা। রাজা তাঁহাদের দর্শন সুলভ নিমিত্ত, হস্তীর উপর তাঁবু খাটাইয়া, সেই ঘাটে সারি সারি হাতী রাখিলেন। প্রভু গজেন্দ্রগমনে আসিতেছেন, সন্ধ্যা হয় হয় সময়, সুতরাং রাজ-পরিবারগণ তাম্বুতে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে দর্শন করিতে পারিলেন। প্রভুকে দর্শন মাত্র তাঁহাদের প্রেমের উদয় হইল—

> প্রভুর দর্শনে সভে হইল প্রেমময়।
> কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে অশ্রু নেত্রে বরিষয়॥
> এমত কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
> কৃষ্ণ প্রেমা হয় যার দূর দরশনে॥ (চরিতামৃত)

শ্রীগদাধর, যিনি পণ্ডিত গোঁসাই বলিয়া পরিচিত, প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। প্রভু নানা মতে নিবারণ করিতেছেন, গদাধর শুনেন না। প্রভু বলেন, "গদাধর! ক্ষেত্র-সন্ন্যাস লইয়াছে, তুমি নীলাচল ত্যাগ করিলে পতিত হইবে।" গদাধর বলেন, "প্রভু! তোমার শ্রীচরণে যদি আমার মতি থাকে, তবে আমার কোন বিপদ নাই। প্রভু ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "গদাধর এ নিতান্ত স্বার্থপরতা। নিয়ম প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে তুমি, দোষী হইব আমি, একি তোমার ভাল কাজ? তুমি কি শুন নাই যে শ্রীভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া কোন কু-কাজ করিলে তিনি উহা কখন মার্জ্জনা করেন না? তুমি আমার উপর নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞা সেবা-ভঙ্গ রূপ মহা পাপ করিতেছ, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কেন উহা হইতে অব্যাহতি দিবেন?"

গদাধরের একমাত্র উত্তর ক্রন্দন। প্রভু যদি এখন বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার কথা ফুটিল।

গদাধর বলিলেন, যে দোষ হয় আমার। তোমাকে আমি দোষ হইতে

অব্যাহতি দিলাম। আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি না, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। আমি তোমার জন্য যাইতেছি না। আমি শচী জননীকে দেখিতে যাইতেছি।

গদাধরের কথার তাৎপর্য্য এই যে, প্রভু! আমি তোমার সঙ্গে যাইব, ইহাতে নরকে যাই তাহাও স্বীকার। হে কৃপাময় পাঠক! এই ঘটনা দ্বারা আপনি কতক বুঝিবেন যে ভগবৎ-প্রেম কেন পরকীয়া প্রেমের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রভু হারিলেন, আর এ পর্য্যন্ত হারিয়া চলিয়া আসিতেছেন। এখন কটকের নদী পার হইবার সময় গদাধরকে ডাকাইলেন, ডাকাইয়া হাত দু'খানি ধরিলেন, তাহার পরে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া, ছল ছল আঁখিতে বলিতে লাগিলেন, "গদাধর! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিও না, আমি দুঃখ পাই। তুমি কি অকাজ করিতেছ, তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। আমার সঙ্গ সুখের লোভে প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িতেছ, গদাধর এ কাজ ভাল নয়। শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া যাও, আমি সত্বর ফিরিয়া আসিব। তুমি চিরদিন আপনার সুখ অনুসন্ধান না করিয়া আমার সুখ খুজিয়া থাক। তুমি যদি আমার সঙ্গে গমন কর, আমি দুঃখ পাইব। যদি ফিরে যাও সুখী হইব। আমাকে সুখ দেওয়া তোমার জীবনের প্রধান সুখ। অতএব তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কর। আর যদি কথা কও আমার মাথা খাও।"

গদাধর তখন মুখ উঠাইয়া প্রভুর পানে চাহিলেন, চাহিয়া নিমিষহারা হইয়া মুখ খানি একটুকু দেখিলেন। যেন জন্মের মত সেই মুখ খানি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইতেছেন। পরে তাঁহার নয়ন-তারা স্থির হইয়া উর্দ্ধে উঠিল। একটু কাঁপিলেন, আর অমনি ধপাৎ করিয়া সেই বালুকার উপর পড়িয়া গেলেন। গদাধর যেমন পড়িলেন, অমনি সার্ব্বভৌম তাঁহাকে যতদূর পারিলেন ধরিলেন।

যেমন বিদ্যুৎ চলিয়া যায়, সেইরূপ প্রভুর অন্তরের তীক্ষ্ণ দুঃখের রেখা হৃদয় বাহিরে চলিয়া গেল। উহার কিঞ্চিৎ আভা বদনে প্রকাশ হইবা মাত্র উহা লুকাইয়া গেল। প্রভু সার্ব্বভৌমের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, আপনি গদাধরকে সুস্থ করিয়া উঁহাকে এখান হইতে নীলাচলে লইয়া যাউন।" প্রভু এইরূপে একটী বাটুলে দুইটি জীব বধ করিলেন। সার্ব্বভৌম, এমন কি প্রথমে প্রায় সমগ্র নীলাচলবাসী, প্রভুর সঙ্গে আসিতেছিলেন। প্রভু সকলকে নানা উপায়ে নিবৃত্ত করিয়া পথে রাখিয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা

প্রধান,—অবশ্য তাহার মধ্যে, সার্ব্বভৌম একজন,—তাঁহাদিগকে পারেন নাই। প্রভুর ইচ্ছা যে সার্ব্বভৌমকে কটকের এদিকে আসিতে দিবেন না। তাই ছল ছল আঁখিতে, একবার মাত্র মূর্চ্ছিত গদাধরের পানে চাহিয়া, সার্ব্বভৌমকে উপরি উক্ত আজ্ঞা করিয়া, তূর্ণ নৌকায় উঠিলেন, আর উহা তখনি ছাড়িয়া দিতে নাবিককে আজ্ঞা করিলেন।

সার্ব্বভৌম প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া বসিয়া পড়িলেন। এদিকে মূর্চ্ছিত গদাধর কোলে, ওদিকে প্রভু ছাড়িয়া চলিলেন। যখন প্রভু দক্ষিণে গমন করেন, তখন সার্ব্বভৌম প্রভুকে বলিয়াছিলেন, "শতপুত্র-শোক সহিতে পারি, তবু তোমার বিরহ সহিতে পারি না।" সার্ব্বভৌম প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর গদাধরের গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। বলিতে-ছেন, "গদাধর! উঠ, মহাপুরুষের কার্য্যই এইরূপ, তাঁহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ কুসুম হইতে কোমল, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে উহা বজ্র হইতে কঠিন হইয়া থাকে। শ্রীভগবান তোমার বিরহে দুঃখ পাইতেছেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। যাহাতে তোমার ধর্ম্মনষ্ট না হয় ইহাই ভাবিয়া সে দুঃখ স্বেচ্ছায় নিজস্কন্ধে লইলেন।" এদিকে নৌকা তূর্ণ গতিতে এ পারে আইল, প্রভু অমনি নামিলেন, আর পাছে না ফিরিয়া দ্রুতগতিতে চলি-লেন। এমন সময় গদাধর উঠিলেন। তখন তিনি আর সার্ব্বভৌম সজল নয়নে প্রভুর গমন দর্শন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকাল, প্রভু অতি শীঘ্র অদর্শন হইলেন। তখন দুইজন দুইজনের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া, ধীরে নীরবে রোদন করিতে করিতে, নীলাচলে ফিরিয়া চলিলেন।

প্রভু চতুর্দ্বারে রামরায়ের সহিত কৃষ্ণ কথায় রজনী যাপন করিলেন। প্রভুর সঙ্গে অসংখ্য লোক, তাঁহারা যিনি যেখানে পাইলেন সেখানে থাকিলেন। প্রভাত হইল, প্রভু তখন স্নান করিলেন। সদ্য প্রসাদ সম্মুখে উপস্থিত, বহু প্রকারের। প্রভু তখন সেবা করিলেন, করিয়া আবার ভক্তগণ সমভিব্যাহারে চলিলেন। একে যাহারা প্রভুর নাম শুনিয়াছেন, তাহারাই তাঁহাকে দেখিতে উৎসুক। (শ্রীভগবান সন্ন্যাসীরূপে জগতে বিচরণ করিতেছেন, যে সন্ন্যাসী এরূপ পূজিত তাঁহাকে দেখিতে কাহার না সাধ হয়? সুতরাং যিনি শুনিতেছেন যে, সেই সন্ন্যাসী গৌড়-পথে চলিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতেছেন।) তাহার উপর আরো রাজা পুত্র। যেখানে যেখানে নূতন ঘর প্রস্তুত হইতেছে,—আর ঘর প্রস্তুত সহস্র লোক

দ্বারা সদ্যাই হইতেছে,—সেখানে সেখানে লোকের ভিড় হইতেছে, সকলে যাহার যেরূপ সাধ্য ভেটের সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। প্রভু অদ্য কি কল্য, কবে সেখান আসিবেন ঠিক নাই। সকলে এইরূপ দুই-এক দিনই প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রভু যে পথ দিয়া যাইবেন সে পথের দু'ধারে লোক দাঁড়াইয়া যাইতেছে। এই লোক ভিড়ের কথা আমি পরে বলিব। এই-রূপে, কি পথে কি আরামের স্থানে, সকল স্থানেই সর্ব্বদা কেবল লক্ষ-বদন-উত্থিত হরিধ্বনির কোলাহল হইতেছে।

প্রভু যাজপুরে উপস্থিত হইলেন। যাজপুরে বহুদেব মন্দির ও সে অতি পবিত্র স্থান। সেখানে বহুতর ভদ্রলোকের বাস। প্রধান লোক সকল "কই প্রভু কৃষ্ণচৈতন্য কোথায়," বলিয়া একেবারে প্রভুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। প্রভুর তিনটি ভাব ছিল, সহজ ভাব, আবেশ ভাব, ও শ্রীভগবান ভাব। মধ্যে মধ্যে সহজ ভাব ও মধ্যে মধ্যে ভগবান ভাব হইত, কিন্তু আবেশ ভাব প্রায় সর্ব্বদা থাকিয়া যাইত। প্রভুর বদনের দিকে চাহিলেই জানা যাইত যে, তিনি আপনাতে আপনি নাই। যেন তাঁহার চিত্ত কে চুরি করিয়া লইয়াছে। প্রভু চক্ষু মেলিয়া এদিকে ওদিকে চাহিতেছেন, কিন্তু বুঝা যাইতেছে যে বাহ্য জগত তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না। এই যে প্রভু আভ্যন্তরিক জগতে বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু তবু তিনি কি ভাবিতেছেন, কি দেখিতেছেন, তাহা প্রায় তাঁহার কার্য্য দ্বারা জানা যাইত। অন্ততঃ সরূপ প্রভৃতি মর্ম্মি ভক্তগণ উহা জানিতে পাইতেন। প্রভুর এই আবেশ ভাব আবার তিন রূপ। উদ্ধবের ভাব, গোপীর ভাব, ও রাধার ভাব। যখন উদ্ধবের ভাব, তখন প্রভু দীন হইতেও দীন; কিসে তাঁহার কৃষ্ণ-নামে রুচি হইবে, কিসে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাইবেন, এই নিমিত্ত কান্দিয়া ব্যাকুল। যখন গোপীভাব, তখন বাহিরের জগত কিছু দেখিতেছেন না, কি অতি অল্প দেখিতেছেন। নানাবিধ কৃষ্ণ-লীলা দেখিতেছেন। আর যখন রাধা ভাব, তখন একেবারে অচেতন। একে-বারে ঠিক রাধা, রাধার সহিত আর কিঞ্চিৎ মাত্র বিভিন্নতা নাই। প্রভুর যখন যে ভাব, তাহার সঙ্গী ভক্তগণও সেই ভাবে বিভাবিত হয়েন।

যখন প্রভুর ভগবান ভাব, তখন কাহার সাধ্য তাঁহাকে শ্রীভগবান না ভাবিয়া থাকিতে পারে। যাহার যত বড় অবিশ্বাস হউক না কেন, প্রভুকে তখন ভগবান না ভাবিয়া থাকিতে পারিবেন না। দুখের মধ্যে

ভক্তগণ এই ভগবান ভাবের কথা মুহুর্মুহু ভুলিয়া যাইতেন, তাহা না ভুলিলে তাঁহারা অধিক ক্ষণ প্রভুর সঙ্গ করিতে পারিতেন না। ভগবান জানিয়া, জীব অধিক ক্ষণ শ্রীভগবানের সঙ্গ করিতে পারে না। যে দিবস মহাপ্রকাশ হয়, সে দিবস প্রভু সপ্ত প্রহর ভগবানরূপে প্রকাশ পায়েন, তাহাতে ভক্তগণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে আবার মানুষ হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহা আপনাদের স্মরণ আছে।

শ্রীভগবানের সহজ ভাব সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। সহজ ভাব মানেই ঐশ্বর্য্য-শূন্য ভাব। যেখানে যতখানি ঐশ্বর্য্য, সেখানে ততখানি মাধুর্য্যের অভাব। শ্রীনিমাইয়ের যখন সহজ ভাব, তখন অতি সুন্দর, ভুবনমোহন, যুবা পুরুষ। অতি লাজুক, অতি দীন, অতি স্নেহশীল, অতি সরল, অতি অনুগত। আরো এই সমুদায় গুণের-মধ্যে অতি বুদ্ধিমান, অতি পণ্ডিত, অতি রসিক, অতি চঞ্চল। যখন প্রভুর এই সহজ অবস্থা, চাঁদ বদনে মধু হাসি লাগিয়াই আছে। অন্তরে যে আনন্দ, তাহার অবধি নাই। বদন সেই নিমিত্ত ঝল মল করিতেছে। উহাতে নয়ন পড়িলে আপনা আপনি আনন্দ জল আইসে। নিমাই তখন সর্ব্বদা হাস্য কৌতুক করিতেছেন, এমন কি নিমাই তখন ব্রজের কৃষ্ণ।

যখন যাজপুরের আচার্য্যগণ ব্যস্ত হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কই, প্রভু কোথায়? কই, কৃষ্ণচৈতন্য কোথা?" তখন প্রভুর সম্পূর্ণ সহজ ভাব। তাই রসিকশেখর প্রভু করিলেন কি শ্রবণ করুন। তিনি উঠিয়া, অতি গাম্ভীর্য্যের সহিত সেই সমুদয় আচার্য্যগণকে বলিতেছেন, "এই যে প্রভু, ইঁহাকে প্রণাম কর।" ইহা বলিয়া পরমানন্দ পুরীকে ধরিয়া দেখাইয়া দিতেছেন! পুরী গোঁসাই নিতান্ত ভাল মানুষ, প্রভুর এই কার্য্য দেখিয়া কি করেন, দিশেহারা হইয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "না না আমি না, আমি প্রভু না।" নিমাইয়ের বদন অতি গম্ভীর। তিনি আবার আচার্য্যগণকে বলিতেছেন, "আপনারা উঁহার কথা শুনিবেন না। উনিই প্রভু, সকলে উঁহাকে প্রণাম করুন। এই দেখুন আমি করিতেছি, ইহা বলিয়া প্রভু প্রকৃতই পুরীকে প্রণাম করিলেন।" পুরী ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন, "আমি না, আমি না, উনি। শুন নাই কৃষ্ণচৈতন্য সুবর্ণের ন্যায় পুরুষ। ঐ দেখ সত্য কিনা। উনি আমাকে লোক শিক্ষার নিমিত্ত প্রণাম করেন।"

প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া প্রথমে ভক্তগণ অবাক। পরে তাঁহার গম্ভীর মুখ ও পুরীর দিশিহারা ভাব দেখিয়া সকলে মহা কলরব করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয় তিন দিবস পূর্ব্বে প্রভু প্রতি বৃক্ষে, প্রতি গুল্মে, প্রতি লতায়, শ্রীকৃষ্ণকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার অদ্য আর এক মনোহর ভাব দেখুন। প্রভু ও পুরী দুই জনে দুইজনকে প্রভু বলিয়া দেখাইয়া দিতেছেন।

এখানে প্রভু মঙ্গরাজ ও হরিচন্দনকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাঁহারা যাইতে চাহেন না, কিন্তু প্রভু ছাড়িলেন না। তখন অমাত্যের মধ্যে এক রাম রায় সঙ্গে চলিলেন। প্রভু আর রামরায় এই দুইজনে চলিয়াছেন, ইহার মানে এই যে, প্রভু কেবল রামরায়ের সহিত কৃষ্ণ কথায় সমুদায় সময় যাপন করিতেছেন। আর সকলে বরাবর সঙ্গে যাইবেন, কিন্তু রাম রায়ের সহিত ছাড়া ছাড়ি হইবে। রেমুণাতে সকলে আইলেন। রাম রায়ের সীমা এই পর্য্যন্ত, সেখান হইতে তাঁহার ফিরিয়া আসিতে হইবে। প্রভু ও রাম রায় হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রভু রাম রায়ের নিকট বিদায় লইবেন, কিন্তু কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। রাম রায় প্রভুর মুখ পানে চাহিয়া ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া মৃত্তিকার পড়িয়া গেলেন।

সেই শত শত দাস দাসী সেবিত অঙ্গ এখন ধূলায় পড়িয়া রহিল। প্রভুর দৃঢ় মন, কিন্তু রামানন্দের নিকট উহা পরাজিত হইল। তাঁহার নয়নে জল আইল। তখন বসিলেন, বসিয়া, রায়কে কোলে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু রায়কে ফেলিয়া চলিলেন, তিনি মৃত্যুবৎ পড়িয়া রহিলেন। প্রভুর ইচ্ছায় রায় প্রাণে মরিলেন না, কিন্তু মর মর হইয়া বাঁচিয়া উঠিলেন। তখন দোলায় করিয়া, তাঁহার রক্ষক ও সেবকগণ তাঁহাকে কটকে আনিলেন। রামানন্দ তখনি সেই পথে রাজ দর্শনে গমন করিলেন।

রাজা রায়কে দেখিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। বলিতেছেন, "রাম রায়, আমার প্রভু কোথায় গেলেন। কাহার হাতে আমাদের সেই পরম ধন, জীবনের জীবনকে ন্যস্ত করিয়া আইলে?" রামানন্দ কান্দিতে ছিলেন। বলিতেছেন, "মহারাজ, জানেন আমি প্রভুকে কেন ফেলিয়া আইলাম? কেবল আপনার ভয়ে। আমি, আপনার সেবক, আপনার অন্নে এ দেহ পালিত। তাই যখন প্রভু আমাকে বিদায় দিলেন, তখন ভাবিলাম যে আমি কি করি। সেই

করুণার সিন্ধু আমার গৌরচন্দ্র ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব? আবার ভয় হইল যে, তোমার বিনা আজ্ঞায় কিরূপে যাইব? তখন প্রভুর পায়ে মনে মনে এই প্রার্থনা করিলাম যে, এখনি আমার মরণ হউক। কিন্তু মহারাজ! তাহা হইল না। এই দেখুন বাঁচিয়া আছি।" কথা এই, রাম রায় আপনাকে অপরাধি ভাবিতেছেন। বিষয়ী রাজার ভয়ে হৃদয়ের রাজা শ্রীগৌরচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, রাম রায়ের মনের এই বিষম অনুতাপ।

নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিতে তিনটি পথ। প্রভুর কি ইচ্ছা বুঝি না, সেই সময় এমন যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছে যে, এই তিন পথই বন্ধ। এই নিমিত্ত প্রভু ভক্তগণকে এবার শীঘ্র শীঘ্র গৌড়ে পাঠাইয়াছেন। প্রভু কিরূপে গৌড়ে আসিবেন, যে হেতু পথ বন্ধ, ইহা সকলের ভয়। কিন্তু তিনি স্বয়ং সে কথা মুখেও আনেন নাই। এখন সকলে উড়িষ্যার রাজ্যের সীমানায় আইলেন। ও পারে মুসলমান ঘাট রক্ষক, অতি প্রবল ও ভয়ানক।

উড়িষ্যার অধীনে সেখানকার অধিকারী প্রভুর চরণে আসিয়া প্রণাম করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু, এখানে কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আমি ওপারের মুসলমান অধিকারীর সহিত সন্ধি করি, করিয়া আপনাকে ওপারে পাঠাইব।" প্রভু সে কথা শুনুন না শুনুন তাহার কোন উত্তরে হাঁ কি না বলিলেন না। প্রভু আইলে সেখানে লক্ষ লোক সমবেত হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে কাজেই গগনভেদী হরিধ্বনি উঠিল। ওপারে যবন অধিকারী এই কলরব শুনিল, শুনিয়া ভাবিল যে বিপক্ষদের বহুতর নূতন সৈন্য আসিয়াছে। ইহা ভাবিয়া তথ্য জানিবার নিমিত্ত একজন গুপ্ত চর পাঠাইয়া দিল। এই গুপ্তচর মুসলমান, হিন্দুর বেশ করিয়া আইল।

সে বেচারি আসিয়াছে কি করিতে, আর কি তরঙ্গে পড়িয়া গেল! আসিয়া দেখে যে, যে দিকে চায় সে দিকে নৃত্য ও হরিধ্বনি। এইরূপে সে সর্ব্বস্থানে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্ব স্থানে হরিধ্বনি, সর্ব্বস্থানে ভক্তির তরঙ্গ। স্বভাবতঃ সে ব্যক্তি অভিভূত হইল। তখন সেও হরিধ্বনি আরম্ভ করিল। সেই তরঙ্গে অনেকক্ষণ হাবু ডুবু খাইয়া শেষে ভাসিতে ভাসিতে স্বয়ং প্রভুর নিকট উপস্থিত। সে বেচারির তখন পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে, সে বাহু তুলে হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহার যাহা একটু বাকি ছিল, প্রভুর দর্শনে তাহা গেল। এই অবস্থায় সে মুসলমান অধিকারীর

নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাঁহার প্রভুর নিকট যাইয়া কি বলিবে ? তাহার হাস্য, রোদন, নৃত্য, মূর্চ্ছা, প্রভৃতি ভাবে সে এত মুগ্ধ যে প্রথমে কিছু বলিতেই পারিল না। তৎপরে তাহার হাব, ভাব, কটাক্ষ, লাবণ্য দেখিয়া মুসলমান অধিকারী বিস্মিত হইলেন। এখন প্রভুকে যিনি যাহাই ভাবুন, তাঁহার এই অননুভবনীয় শক্তি ছিল। কখন তাঁহাকে দর্শনে, কখন স্পর্শে, কখন তাঁহার মুখের বাক্য শুনিয়া জীবে অভিভূত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিত, কি হরি হরি বলিত, বলিয়া নৃত্য করিত। তাহার কৃষ্ণ কি হরি বলিতে ইচ্ছা নাই, তাহার নৃত্য করিতে অনিচ্ছা, কিন্তু তবু সে আপনাকে নিবারণ করিতে পারিত না। প্রভুর লীলায় এরূপ শতশত ঘটনা বর্ণিত আছে। এরূপ করিয়া বর্ণিত আছে যে, তাহা পড়িয়া সহজেই বিশ্বাস হয় যে, সে সমুদয় ঘটনা সত্য। ভক্তগণ, যাঁহারা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা এতবার এতরূপে দর্শন করিয়াছেন যে, ইহাতে কোন আশ্চর্য্য আছে তাহা বর্ণনাকালে ভুলিয়া গিয়াছেন। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, শুধু দর্শনে ও স্পর্শে প্রভু এই শক্তি সঞ্চার করিতেন তাহা নহে, উহা লোক দ্বারা প্রেরণ করিতেও পারিতেন। যখন শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরামকে, শ্রীঅদ্বৈতকে ডাকিতে পাঠান, তখন তাঁহার সঙ্গে ঐরূপ শক্তি পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরাম অদ্বৈতকে প্রভুর সন্দেশ বলিলেন, অমনি শ্রীঅদ্বৈত প্রেমে বিহ্বল হইলেন। সেইরূপ প্রভু এই মুসলমান দ্বারা মুসলমান অধিকারীর নিমিত্ত শক্তি পাঠাইলেন। মুসলমান দূতের নৃত্য দেখিয়া, তাহার মুখে কৃষ্ণ-নাম শুনিয়া, অধিকারী একবারে বিহ্বল হইলেন। দূত বলিতে লাগিলেন যে, যাঁহাকে দেখিয়া আইলাম তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি সেই "তিনি," যিনি হিন্দু মুসলমান সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, রূপ অমানুষিক, তাঁহার নূতন যৌবন, তাঁহার প্রকাণ্ড দেহ। তাঁহার পদ্ম চক্ষু দিয়া অনবরত প্রেমধারা পড়িতেছে, তাঁহাকে দর্শন করিলে যে আনন্দ তাহা শত সহস্র বাদসাহী হইতে শ্রেষ্ঠ। ভাটমুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ শুনিয়া যেরূপ রাধা উন্মাদগ্রস্তা হইয়াছিলেন, অধিকারী সেইরূপ হইয়া পড়িলেন। এখন কিরূপে প্রভুকে দর্শন করিবেন, তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইলেন।

তখন সরস্বতী ঠাকুরাণী, তাঁহার সেবা ছাড়িবেন কেন? তিনি তাহাকে সদবুদ্ধি দিলেন। মুসলমান অধিকারী উড়িয়া অধিকারীর নিকট চর পাঠাইলেন। চরগণ আইলেন, আসিয়া উড়িয়া অধিকারীর নিকট

বলিলেন যে, তাহাদের অধিকারী মহাপ্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হইয়াছেন, যদি অনুমতি পান তবে আসিয়া দর্শন করিয়া যান। উড়িয়া অধিকারী মহা চিন্তিত হইয়াছিলেন, ভক্তগণও কতক বটে, কিরূপে প্রভুকে গৌড়ে পাঠাইবেন। তাহার উপায় না পাইয়া সকলে বসিয়া ভাবিতেছেন। প্রভুর কোন অনুসন্ধান নাই। তিনি গৌড়ে যাইতেছেন পথে আটকা পড়িয়াছেন। এই সমুদয় সংবাদ যে তিনি কিছু রাখেন, তাহার চিহ্নও তাঁহার কথায়, কার্য্যে, কি মুখে পাওয়া যাইতেছে না। তিনি যে চলিতেছেন, আর এখন মাঝপথে, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি দুই চারি দিন সেখানে কেবল প্রেমানন্দে বাহ্য হারাইয়া, দিবা নিশি বিহ্বল রহিয়াছেন। এখন মুসলমান অধিকারীর চর আগমন করিলে, উড়িয়া অধিকারী ও ভক্তগণ একেবারে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহাদের আবার মনে উদয় হইল যে, প্রভু যে বস্তু, তিনি উহা অপেক্ষাও সহস্র গুণে অসাধ্য কার্য্য করিতে পারেন। চরের কথায় উড়িয়া অধিকারী বলিলেন যে, এ অতি উত্তম কথা। প্রভুতে সকলেরই অধিকার আছে। তিনি পাঁচ সাত জন সঙ্গী লইয়া নিরস্ত্র হইয়া আসিতে পারেন। তাঁহাকে সম্মানের ত্রুটি হইবে না। তাই মুসলমান অধিকারী যখন আইলেন, তখন উড়িয়া অধিকারী বাহু পসারিয়া তাহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া প্রভুর নিকটে লইয়া গেলেন। মুসলমান প্রভুকে দর্শন করিবা মাত্র অমনি বিবশ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। উড়িয়া অধিকারী, অভ্যাগত মুসলমানকে উঠাইয়া প্রভুর সমীপে লইয়া গেলেন। মুসলমান অধিকারীর মুখে তখন প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণনাম লাগিয়া গিয়াছে। তিনি প্রভুকে যোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "প্রভু! আমি হিংসা করিয়া জীবন কাটাইয়াছি, আমাকে তুমি অঙ্গীকার কর, করিয়া উদ্ধার কর।" উড়িষ্যার অধিকারীও যোড়হস্তে বলিতেছেন, "প্রভু! যাঁহার নাম স্মরণ মাত্র ভব বন্ধন ঘুচিয়া যায়, তাঁহার দর্শনে হিংস্রক মুসলমান পবিত্র হইবে তাহার বিচিত্র কি?" কিন্তু প্রভু, কে তাঁহাকে প্রণাম করিল, ইহার কিছুই লক্ষ্য না করায়—

প্রভুর পার্ষদগণ প্রভু প্রতি কন।
ইহা প্রতি কর প্রভু কৃপাবলোকন॥
ভক্ত বাক্য অনুরোধে প্রভু তার প্রতি।
কৃপা দৃষ্টিপাত কৈল গোলকের পতি॥

প্রভু কৃপা দৃষ্টি পেয়ে সুকৃতি সে জন।
প্রেমে মত্ত হৈল যেন গ্রহ গ্রস্ত জন॥
পুলকে ব্যাপিল সেই যবন শরীর।
গদ গদ স্বরে নেত্রে বহে অশ্রু নীর॥ (চন্দ্রোদয় নাটক)

তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, ওহে অধিকারি, প্রভু গণসহ গৌড়ে যাই-বেন, তুমি তাঁহার সহায়তা কর। অধিকারী জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু কত দূর যাইবেন? গোপীনাথ বলিলেন, পানিহাটী পর্য্যন্ত। ইহাতে মুসল-মান অধিকারী কৃতার্থম্মন্য হইলেন। বলিতেছেন—

চৈতন্য দেবের আমি সাহায্য করিব।
মনুষ্য জনম আইজ সফল হইব॥

তখন— এক নৌকা নবীন অত্যন্ত সুগঠন।
তার মধ্যে দিব্য ঘর বসিতে আসন॥ (চন্দ্রোদয়)

সেই নৌকা আনিয়া প্রভু ও তাঁহার নিজ জনকে উঠাইলেন। অধি-কারীর প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করিবার একটুও ইচ্ছা নাই, তাই ছল উঠাই-লেন যে, পথে জল-দস্যু ভয়, অতএব তিনিও যাইবেন। এইরূপে দশ নৌকা সৈন্য সঙ্গে করিয়া প্রভুর নৌকার অগ্রবর্ত্তী হইয়া আগে পাছে চলিলেন। উড়িয়া অধিকারী বিদায় হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া কান্দিতে লাগিলেন। এদিকে হরিধ্বনির সহিত প্রভুর নৌকা গৌড়দেশে ছুটিল। মুসলমান অধিকারী প্রভুকে মন্ত্রেশ্বর নামক দুষ্ট নদ পার করাইলেন। শেষে পিছল-দহ পর্য্যন্ত আইলেন। সেখান হইতে জনালয়, সেখান হইতে আর ভয় নাই। তখন প্রভু মুসলমান অধিকারীকে ডাকাইলেন। তিনি আইলে—

জগন্নাথ প্রসাদ মোদক মনোহরা নাম।
আপনার হস্তে করি গৌর ভগবান॥

তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। ইহাতে মুসলমান অধিকারী—

উচ্চৈঃস্বরে হরি বলি কান্দে ফুকরিয়া।
মহাভাগবত হৈল প্রভু কৃপা পাইয়া॥
ছাড়িয়া না যায় প্রভু কান্দিতে লাগিলা। (চন্দ্রোদয়)

এইরূপ তিনি শুধু প্রভুর গণ হইলেন তাহা নয়, পরম ভাগবত জগত-মান্য বৈষ্ণব হইলেন।

নবম অধ্যায়।

শ্যামচাঁদ নেচে নেচে নেচে যায়॥ ধ্রু॥

ব্রজ জুড়াল, দুঃখ গেল,

ব্রজ জনার প্রাণ এল।

তামসী রজনী গেল, শ্যামচাঁদের উদয় হলো,

উঠিল প্রেমেরি হিল্লোল।

ফুল ফুটিল, জুটিল পিক শুক অলি কুল॥

নৌকা চলিয়াছে, যাহারা নাবিক তাহারাও প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে! তাহারাও নৌকা বাহিতেছে ও উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ-নাম বলিতেছে। নৌকা তীরের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে পানিহাটী গ্রামে উপস্থিত হইল। প্রভুর এক অদ্ভুত শক্তির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহা কি, না লোক আকর্ষণ করা। যেমন শ্রীকৃষ্ণ বেণু দ্বারা গো গোপী আকর্ষণ করিতেন, পানিহাটীতে যেই নৌকা লাগিল, অমনি সকলে দেখেন যে উঠিয়া যাইবার পথ নাই, একেবারে লোকারণ্য হইয়াছে। প্রভু নৌকা পথে আসিয়াছেন। অবশ্য রাঘব—যাহার বাড়ীতে প্রভু উঠিলেন জানিতেন যে, প্রভু বিজয়া দিবসে নীলাচল ত্যাগ করিয়া গৌড়াভিমুখ যাইবেন। প্রভু নৌকা পথে আসিতেছেন, এত দ্রুত আসিতেছেন যে, হাঁটিয়া নৌকার সহিত যাওয়া যায় না। প্রভু কোথাও নামেন নাই, কারণ গ্রন্থে দেখিতেছি যে পিচ্ছলদহ হইতে এক দিনে পানিহাটি আইলেন। কিন্তু যে ঘাটে নৌকা লাগিল, অমনি "অকস্মাৎ কোথা হইতে লোকময় হইল।"

বিবেচনা করুন, প্রভুকে সকলের প্রয়োজন, পরিমিত দেহধারী প্রভু বাড়ী বাড়ী যাইতে পারেন না। প্রভু জীবগণের সহিত মিশিতে আসিয়াছেন, তাই এক স্থানে বসিয়া তাঁহার কার্য্য উদ্ধার করিতেছেন। প্রভু যে অবধি নীলাচল ত্যাগ করিয়াছেন, সেই অবধি লোকারণ্য। তবে নদী যেমন ক্রমে পরিসর হয় সেইরূপ এই লোক-স্রোত ক্রমে বাড়িতেছে। পানিহাটিতে কিরূপ লোকারণ্য হইল তাহা চন্দ্রোদয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে।

যথা।— গঙ্গাতীর সীমা প্রভু যেই মাত্র গেল।
অকস্মাৎ কোথা হৈতে লোকময় হইল॥
যত লোক আইল তাহা কহিতে না পারি।
এই কথা শুনি মনে বুঝিবে বিচারি॥
ধরণীতে ধূলি রাশি যতেক আছিল।
হেন বুঝি সেই সব মনুষ্য হইল॥

এইরূপ পানিহাটি হইতে প্রভুর গতির সঙ্গে ক্রমে লোক বাড়িয়া চলিল। সেখানে এক রাত্রি বাস করিয়া প্রভু আবার চলিলেন। প্রভু নৌকায় চলিয়াছেন, লোকের আকিঞ্চনে বাহিরে আসিয়া বসিয়া আছেন।

সুমধুর কণ্ঠ স্বরে, প্রসন্ন বদনে হেরে,
কৃষ্ণ বলি গৌর ভগবান।
নৌকা পরে বসি যায়, অনিমিখ নেত্রে চায়,
দুকূলে যতেক ভাগ্যবান॥
প্রভু চলে গঙ্গা জলে, লোক সব দুই কূলে,
উচ্চৈঃস্বরে করে হরিধ্বনি।
বাল বৃদ্ধ নর নারী, সবে বলে হরি হরি,
ব্যাপিলেক আকাশ অবনী॥

পাঠক মহাশয়, মনে অনুভব করুন যে প্রভু নৌকায় বসিয়া যাইতেছেন, কখন বা লোকের তৃপ্তির নিমিত্ত, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাহু তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীবদনে হরি বলিতেছেন। দুই ধারে লোকের অন্ত নাই, নিরপেক্ষ প্রভু তাই মাঝ গঙ্গা দিয়া যাইতেছেন। কিন্তু তবু শ্রীভগবানের কি কৃপা, লোকের নিষ্ঠা এরূপ যে, যদিও প্রভুর নৌকা পরিসর গঙ্গার মধ্যস্থান দিয়া গমন করিতেছে, তবু তাঁহারা তাঁহাকে পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছেন। ইহা প্রভুর শক্তির নিমিত্ত নহে, লোকের ভক্তির নিমিত্ত। প্রভুর শ্রীবদন দর্শন নিমিত্ত লোকের এরূপ গাঢ় বাসনা হইয়াছে যে, চক্ষুর দীপ্তি স্বভাবত অতি তীক্ষ্ণ হইয়াছে। সকলে প্রভুর আপাদ মস্তক অতি পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাইতেছেন। কাজেই উভয় কূলের লোকে ভাবিতেছেন যে, কৃপাময় প্রভুর তাহাদের প্রতি বড় কৃপা, তাই তাহাদের কূল দিয়া যাইতেছেন। সকলে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন। যাঁহারা অগ্রে পথ রোধ করিয়া দাড়াইয়া আছেন, তাঁহারা অগ্র হইতে চলিয়াছেন। প্রভু মাঝে মাঝে উঠিয়া বাহু তুলিয়া হরিধ্বনি করিতেছেন, আর

দুই কুল হইতে লোকে তাহা শুনিতে পাইতেছেন। কিরূপে, না যেরূপে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন। প্রভুর মুখে হরিধ্বনি শুনিয়া অমনি লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিয়া উঠিতেছেন।

এই মতে প্রভু কুমারহট্টে উঠিলেন। প্রভু সেখানে নামিয়া সেই ভূমিকে প্রণাম করিলেন। প্রভু সেখানকার এক মুষ্টি মৃত্তিকা লইলেন, লইয়া বহির্বাসে ইহাই বলিতে বলিতে বান্ধিতে লাগিলেন, "এ কুমারহট্ট পবিত্র স্থান, এখানকার কুকুর শৃগাল আমার প্রণম্য, যেহেতু ইহা শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান, এই মৃত্তিকা আমার প্রাণ হইতে প্রিয়।"

প্রভুকে তখন সকলে সান্ত্বনা করিয়া লইয়া গেলেন। কোথায়? কাহার বাড়ী? যাঁহার বাড়ীতে প্রভু আট নয় মাস নৃত্য করিয়াছিলেন। যাঁহার বাড়ী তাঁহার নিজের বাড়ীর ন্যায় তাঁহার লীলার স্থান। অর্থাৎ প্রভুকে, শ্রীবাস আদর করিয়া তাঁহার কুমারহট্টের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। শ্রীবাসের, এমন কি তখনকার বহুতর লোকের, নবদ্বীপে এক বাড়ী, আর বাহিরে আর এক বাড়ী ছিল। প্রভুর শুভাগমনে শ্রীবাসের বাড়ী,—তাঁহার স্ত্রী মালিনী, তাঁহার তিন ভ্রাতা শ্রীরাম, শ্রীকান্ত ও শ্রীনিধি ও তাঁহাদের পত্নী, শ্রীবাসের কন্যা, চৈতন্তভাগবত প্রণেতা বৃন্দাবন দাসের মাতা, নারায়ণী, তখন নয় বৎসরের,—ইহাদের মধ্যে কিরূপ হুলু স্থূল পড়িয়া গেল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। শ্রীবাসের বাড়ীতে সকলে আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যথা—

সেই ত প্রাণ নাথ হে।

আমি পেলাম, আমি পেলাম, হারা ধনে ॥

এই গণ্ডগোলের মধ্যে জগদানন্দ প্রভুকে কি অন্য কাহাকে না বলিয়া চুপে চুপে কাঞ্চন পাড়ায় শ্রীশিবানন্দ সেনের বাড়ী চলিয়া গেলেন। কুমারহট্ট কাঁচড়া পাড়ার অতি নিকটে। শ্রীজগদানন্দ উদাসীন, যখন গৌড়ে থাকিতেন, তখন এই শিবানন্দ সেনের বাড়ীতে। ইনি সত্যভামার প্রকাশ। প্রভুর সহিত ইহাঁর কিরূপ প্রীতি ছিল, না, যেমন শ্রীকৃষ্ণে ও সত্যভামায়। প্রভুর সহিত সর্ব্বদা কলহ করিতেন, কলহ আর কোন বিষয় লইয়া নয়, তিনি প্রভুকে ভাল খাওয়াইবেন, আরামে শুয়াইবেন। কিন্তু প্রভু তাহা শুনিতে পারিতেন না। জগদানন্দ তখন রাগ করিয়া উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। প্রভু যাইয়া তাঁহাকে সাধিয়া খাওয়াইতেন।

এখন একটী কাহিনী বলিব। প্রভু পূর্ব্বে যখন নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিবেন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন রামরায় ও সার্ব্বভৌমের অনুরোধে উহা হইতে নিরস্ত হয়েন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই সংকল্পের সময় শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেখানে ছিলেন। কথা এই, ভক্তগণ কার্ত্তিক মাসে চলিয়া আইলে, শ্রীকান্ত আর কিছু দিন নীলাচলে ছিলেন। শ্রীকান্ত যখন গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন প্রভু তাঁহাকে বলেন যে, তিনি গৌড়ে যাইবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, আর যাইয়া জগদানন্দের হস্তে ভিক্ষা করিবেন। শ্রীকান্ত এই কথা শুনিয়া মনে বুঝিলেন যে, প্রভু শিবানন্দ সেনের বাড়ী আসিবেন, যেহেতু জগদানন্দ সেই বাড়ীতে থাকেন। ইহা বুঝিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া সেই সংবাদ মামা শিবানন্দকে বলিবার নিমিত্ত গৌড়ে ছুটিলেন। গৌড়ে আসিয়া এই শুভ সংবাদ দিলেন। তখন অগ্রহায়ণ মাস।

শিবানন্দ আনন্দে একবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া সেইদিন হইতে প্রভুর সেবা বস্তু আহরণ করিতে লাগিলেন। প্রভু বাস্তশাক ভাল বাসেন, কিন্তু শীতকালে উহা হয় না। প্রভু গর্ভ থোড় ভাল বাসেন, কিন্তু শীতকালে উহা সংগ্রহ করা দুষ্কর। তবু শিবানন্দ নানা স্থানে শাক রোপণ করিয়া উহাতে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কোথা গর্ভ থোড় পাওয়া যাইবে উহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর তাঁহার চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে বলিতেছেন যে, শ্রীকান্ত আসিয়া তাঁহার পিতাকে সংবাদ বলিলে,—

সেই দিন হইতে শিবানন্দ ভাগ্যধর।
ভিক্ষার সামগ্রী লাগি হইলা তৎপর॥

এদিকে প্রভু আসিবেন আসিবেন মনে করিতেছেন। রামানন্দ রায় নানা ছলে নানা উপায়ে তাঁহাকে বাধা দিতেছেন, আসিতে পারিলেন না। তখন অবশ্য শিবানন্দ বড় কাতর হইলেন। প্রভুর নিমিত্ত সংগৃহীত দ্রব্য কাহাকে ভুঞ্জাইবেন? নীলাচলে বাস্ত শাক গর্ভ থোড় পাঠাইতে পারেন না। তখন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক তিনি আশ্বাসিত হইলেন। ইনি বড় তেজস্কর ভক্ত। কথিত আছে ইঁহার উপাস্য দেবতা শ্রীনৃসিংহ ঠাকুর ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ রূপে কথা কহিতেন। এদিকে গৌরাঙ্গের পরম ভক্ত। তাঁহার নাম ছিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, প্রভু তাঁহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ। ব্রহ্মচারী শিবা-

নন্দকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তিনি গৌরাঙ্গকে প্রেম ডোরে বান্ধিয়া তাঁহাকে তাঁহার (সেন মহাশয়ের) বাড়ীতে আনিয়া, সেন-দত্ত সমুদায় সামগ্রী খাওয়াইবেন। ইহা বলিয়া ব্রহ্মচারী কঠোর ধ্যানে বসিলেন। সারা দিন রাত্র এইরূপে গেল, তাহার পর দিবস ভোগ দিলেন। খানিক কান্দিলেন, হাসিলেন, নৃত্য করিলেন, আর বলিলেন গৌরাঙ্গ আসিয়া সমুদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে শিবানন্দ দেখিতে পাইলেন না। প্রভু যে আসিয়া সেবা করিয়াছেন, তাহার কিছু প্রমাণ ছিল না। ভোগের সামগ্রী যেমন তেমনি রহিল। শিবানন্দ সেন দেহধারী ভগবানকে পূজা করেন, তাঁহার ওরূপ মনে মনে ভোগে তৃপ্ত হইবে কেন? ব্রহ্মচারী যে প্রকৃতই গৌরাঙ্গ প্রভুকে আনিয়াছিলেন, আর তাঁহাকে খাওয়াইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। কিন্তু সেই বার ভক্তগণ নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করিয়া ইহার তথ্য পাইলেন। প্রভুর সম্মুখে সকলে বসিয়া, শিবানন্দ সেনও আছেন। এমন সময় প্রভু হঠাৎ বলিলেন, "এই বার পৌষ মাসে আমি কাঁচনা পাড়ায় শিবানন্দের আলয়ে নৃসিংহানন্দের হাতে অপরূপ বাস্তু শাক খাইয়াছি।" এই কথা শুনিয়া শিবানন্দ সেনের মনের সন্দেহ গেল। প্রভু যে তাঁহার বাড়ী গমন করিয়া ভোজন করিয়াছেন ইহা বিশ্বাস হইল।

শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ সত্যভামা, প্রভুর সেইরূপ জগদানন্দ, অর্থাৎ প্রভুর সঙ্গে জগদানন্দের এত প্রীতি। জগদানন্দ চিরদিন শিবানন্দ কর্ত্তৃক তাঁহার বাড়ীতে প্রতিপালিত। তিনি ভাবিলেন এই উদ্যোগে প্রভুকে সেন মহাশয়ের বাড়ীতে লইয়া যাইয়া তাঁহার নিকট তাঁহার যে ঋণ, তাহার কিছু শোধ করিবেন। তাই প্রভু কুমার হট্টে আইলে, জগদানন্দ গোপনে গোপনে শিবানন্দের বাড়ী গমন করিলেন। শিবানন্দকে বলিলেন, "তুমি নৌকা লইয়া প্রভুকে নিবেদন কর যে, তোমার বাড়ী তিনি পদার্পণ করেন, আর আমি এদিকে বাড়ী সুসজ্জীভূত করি।" শিবানন্দ তাই প্রভুকে আনিতে চলিলেন। কুমার হট্টে শ্রীবাসের বাড়ীতে প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণের নিকট মস্তক রাখিয়া শিবানন্দ কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "হে ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু! তোমার এই দীন ভক্তের চির দিনের মনের সাধ এই বারে পূর্ণ কর।" প্রভু তখনি বুঝিলেন, শিবানন্দ

কি প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি মধুর হাসিয়া বলিলেন, "শিবানন্দ, তোমার বাঞ্ছা অভিরুচি।" প্রভুর অনুমতি পাইয়া, শিবানন্দ দ্রুতপদে দূত দ্বারা এই সংবাদ জগদানন্দের নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু এই লীলাটী শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপুর স্বয়ং বর্ণনা করুন। যথা—(চন্দ্রোদয় নাটক)

শিবানন্দ সুখী হইল, ঘাটে নৌকা আনাইল,
শেষ রাত্রে প্রভু যাত্রা কৈল।
অকস্মাৎ লোক সব, করি হরি হরি রব,
চতুর্দ্দিকে ধাইতে লাগিল॥
কেহবা চড়ে প্রাচীরে, কেহ বৃক্ষডালে চড়ে,
কেহ নাচে কেহ গায় পথে।
পৃথ্বী হইল লোকময়, উচ্চ হরিধ্বনি হয়,
মহাপ্রভু চলিলা নৌকাতে॥

মনে ভাবুন প্রভু লোকের ভয়ে শেষ রাত্রিতে লুকাইয়া যাইতেছিলেন। আবার শুনুন,—

মহাপ্রভু কুতুহলে, কাঞ্চন পাড়াতে চলে,
শিবানন্দ সেন সঙ্গে যায়।
গঙ্গায় দুকুল ভরি, সবে বলে হরি হরি,
গঙ্গায় উজান নৌকা যায়॥

কাঁচনা পাড়ায় নৌকা লাগিল, শিবানন্দের ঘাটে প্রভু উঠিলেন। দেখেন যে পথ সুসজ্জিত হইয়াছে। প্রথমে পথের দুই ধারে কদলীবৃক্ষ, প্রদীপ, কুম্ভ, ফুলের মালা, অস্রের পল্লব, ঘাট হইতে সেনের বাটী পর্য্যন্ত বস্ত্র সুমণ্ডিত। প্রভু সেই পথে চলিয়াছেন, পশ্চাতে ভক্তগণ, দুই ধারে অসংখ্য লোক। পথের সুরচনা দেখিয়া প্রভু হাসিয়া, শিবানন্দের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এ সমুদয় জগাইয়ের কাজ, না?" তাহা হউক "জগাই" আমার (গ্রন্থকারের) মনের মত মানুষ। প্রভু সুখে পথের সজ্জা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন।

কতদূর গিয়া আগে, দুই পথ দুই দিকে,
সমান মণ্ডিত সুরচন।
(চন্দ্রোদয় নাটক।)

প্রভু দুই দিকে দুই পথ দেখিয়া, কোন পথে যাইবেন ভাবিয়া সেখানে দাঁড়াইলেন। তখন মুকুন্দের দাদা বাসুদেব দত্ত চরণ তলে পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন, "এই পথে অধমের বাড়ী যাইতে হয়। আগে শিবানন্দ সেনের বাড়ী গমন করুন, পরে কৃপা করিয়া এ অধমের বাড়ী যাইবেন।" এই কথা শুনিয়া প্রভু শিবানন্দ সেনের বাড়ী আগে চলিলেন।

প্রভু বাহির বাটী মন্দিরের নিকট দাঁড়াইলেন। গ্রামের যত রমণীগণ অভ্যন্তরে আসিয়াছেন, তাঁহারা গগন ভেদিয়া হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, ঝাঁঝর-ধ্বনি আরম্ভ করিলেন। শিবানন্দ সেন উত্তম আসনে ঠাকুরকে বসাইলেন। জগদানন্দ ঝারিতে জল আনিয়া আপনি প্রভুর পদধৌত আরম্ভ করি-লেন। প্রভুর সেই চরণামৃত লইয়া জগদানন্দ সমস্ত বাড়ী ছিটাইতে লাগি-লেন। প্রভু এইরূপ কিয়ৎক্ষণ শিবানন্দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া বাসুদেবের গৃহে গমন করিলেন। বাসুদেব যদিও গৃহী, তবু প্রভুর বড় প্রিয়। তিনি জগতের জীবের সমুদায় পাপ লইবেন এই বর প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। প্রভু বাসুদেবের বাড়ী এইরূপ কিছুকাল বসিয়া শেষে যাইয়া আবার নৌকায় উঠিলেন। ইহাতে শিবানন্দ বাসুদেবে, সগোষ্ঠিতে উচ্চৈঃ-স্বরে "কান্দেন নৌকার পানে চাঞা।"

প্রভু যে পথে হাটিয়া শিবানন্দের ও বাসুদেবের বাটী গমন করিয়াছিলেন,

সে স্থানের ধূলি নিতে, লোক যায় শতে শতে,
গর্ত্তময় হয় ক্রমে ক্রমে।

প্রভু আবার নৌকায় চলিলেন। প্রভু বড় ব্যস্ত, কিন্তু লোকের আকি-ঞ্চনে যাইতে পারিতেছেন না। প্রভু চলিয়াছেন, দুই ধারে অসংখ্য লোক হরি হরি বলিয়া প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন।

প্রভুর চরণ জল লইবার তরে।
সহস্র সহস্র লোক জলে আসি পড়ে॥
আকণ্ঠ হইল জল তবু ব্যগ্র হইয়া।
পাদোদক লাগি লোক চলিল ভাসিয়া॥
লোকের ব্যস্ততা দেখি করুণা জন্মিল।
প্রভু ইচ্ছায় পাদোদক সর্ব্বলোকে পাইল॥

কিন্তু তবু লোক ফিরিতেছে না, ক্রমেই লোকের জনতা বাড়িয়া যাই-তেছে। কোন ক্রমে প্রভু শান্তিপুরে আসিয়া পহুছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার প্রাণনাথ পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু বৃন্দাবনে যাইবেন অনুমতি মাগিলেন, আর শীঘ্র যাইবেন বলিয়া শান্তিপুরে থাকিতে পারিলেন না, নদীয়া অভিমুখে চলিলেন।

প্রভুর ইচ্ছা ছিল কয়েকদিন একটু নির্জ্জনে বাস করিয়া শ্রীনবদ্বীপ হইতে বিদায় লইবেন। কিন্তু দিবানিশি তাঁহার লোকারণ্য মাঝে বাস করিতে হইতেছে; যত অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন, ক্রমেই লোক সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা যে, ক্রমেই জনপূর্ণ স্থানে আসিতেছেন শুধু সে নিমিত্ত নহে। যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহারা নাচিতেছেন, গাইতেছেন, অর্থাৎ সুখে ভাসিতেছেন। ভক্তি হইতে উত্থিত এই অভিনব অতি সুস্বাদু স্ফূর্ত্তিকর আনন্দ পাইয়া, অনেকে আর গৃহে যাইতেছেন না, সুতরাং প্রভুর সহিত লক্ষাধিক লোক রহিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের অবশ্য দেহধর্ম্মের প্রয়োজন। কিন্তু ভক্তির শক্তিতে তাঁহারা দেহধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলেন যে, এইরূপ কেহ কেহ ভক্তি-সুখে উন্মাদ হইয়া এক মাস পর্য্যন্ত উপবাস করিয়াও ক্লিষ্ট হইতেন না। প্রভু কিছু কাল নির্জ্জনে আরাম করিবেন, এই আশায় শ্রীনবদ্বীপের এক অংশ বিদ্যা-নগর, সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির বাড়ীতে বাস করিবেন, মনে সংকল্প করিলেন। লোকের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত, অতি গোপনে, গভীর রজনীতে নৌকা আরোহণ করিলেন, করিয়া অতি প্রত্যূষে আঁধার থাকিতে বিদ্যানগর বাচস্পতির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন নিদ্রিত। মৃদুস্বরে তাঁহাকে ডাকা হইল। তিনি নয়ন মুছিতে মুছিতে আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন, দ্বারে স্বয়ং নবদ্বীপচন্দ্র উদয় হইয়াছেন, তখন আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন। প্রভু বলিলেন, আমরা তোমার অতিথি, দিন কয়েক তোমার আলয়ে বাস করিয়া গঙ্গাস্নান করিব। আমাদিগকে প্রকাশ করিবা না, আমরা নিতান্ত গোপনে থাকিব ইচ্ছা করিয়াছি। বাচস্পতি বলিলেন, আমার বাড়ী কি ছার, আমার গোষ্ঠি সমেত আপনাকে মন প্রাণ সমুদায় সমর্পণ করিয়াছি। তবে আপনাকে গোপন যতদূর সাধ্য তাহা করিব।

প্রভুর উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়া বিদ্যানগর হইতে আগমন লীলা প্রধানতঃ কবিকর্ণপূরের চন্দ্রোদয় হইতে গৃহীত হইয়াছে। পরের লীলার নিমিত্ত আমরা শ্রীবৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থের আশ্রয় লইলাম।

এখন শ্রীনবদ্বীপের এক অংশে প্রভু লুকাইয়া থাকিবেন ইহা সম্ভব নয়। প্রভু আসিবা মাত্র একথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, যে নিমাইচাঁদ বাচস্পতির বাড়ীতে আসিয়াছেন। প্রভু তাঁহার বাড়ীতে আইলে তিনি আনন্দে উন্মাদ হইলেন। তাহার ভাব দেখিয়া প্রথমে লোকে বুঝিল যে কি একটা কাণ্ড হইয়াছে। কাজেই লোকে অনুসন্ধান আরম্ভ করিল, আর কাজেই প্রভু ধরা পড়িলেন। লোকে জানিল প্রভু আসিয়া লুকাইয়া আছেন। ইহাতে ভক্ত অভক্ত, নিমাইয়ের শত্রু মিত্র, সকলেই তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ছুটিলেন। প্রভুর মহিমা তখন সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপে প্রভুর অনুগত ভক্ত ছিলেন ও বিদ্বেষী অভক্ত ছিলেন। যাহারা বিদ্বেষি তাহারা সুখ বিলাসী নিমাইকে হঠাৎ নবীন সন্ন্যাসী দেখিয়া বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শেষে সমাজের মধ্যে এরূপ অবস্থা হইল যে, প্রভুর যে অতি বড় শত্রু সেও বলিতে লাগিল যে, নিমাইয়ের ন্যায় ভক্ত জগতে কস্মিন্ কালেও হয় নাই। ভক্তির নিমিত্ত মাধবেন্দ্র ভারত পূজ্য ছিলেন। প্রভুর যশে পুরী গোসাঞির মহিমা মলিন হইয়া গেল। যাহারা প্রভুর অতি বড় বিপক্ষ তাহারাও তাঁহাকে শুক বা প্রহ্লাদের সহিত তুলনা করিতে লাগিলেন। প্রভুকে যাহারা পূর্ব্বে নিন্দা করিতেন, তাহাদের এখন প্রভুর কঠোর তপস্যা দেখিয়া কিরূপ ভাব হইয়াছে, তাহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর একটি গীতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

কান্দয়ে নিন্দুক সব করে হায় হায়।
এইবার নদীয়া এলে ধরিব তার পায়॥
না জানি মহিমা গুণ কহিয়াছি কত।
এবার নাগালি পেলে হব অনুগত॥
দেশে দেশে যত জীব তরাইল শুনি।
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন।
এইবার পাইলে তার লইব শরণ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পারিষদগণ।
তারা সব শুনিয়াছি পতিত পাবন॥
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পাইল প্রকাশ।
কান্দিতে কান্দিতে কহে বৃন্দাবন দাস॥

প্রভু বাচস্পতির বাড়ী আসিয়াছেন, একথা মুখে মুখে সমস্ত নবদ্বীপ প্রচার হইয়া পড়িল। মনে ভাবুন শ্রীনবদ্বীপ নগরীতে অন্ততঃ দশ বিশ লক্ষ লোকের বাস, দশ বিশ লক্ষ লোকেই প্রভুকে দেখিবেন ইচ্ছা করিলেন। শুধু তাহা নহে, নবদ্বীপ যেরূপ জনাকীর্ণ নগর উহার নিকটের গ্রাম সমুদায়ই এক একটি প্রধান নগরের মধ্যে গণ্য, সে সমুদায় স্থানের লোকও আসিতে প্রস্তুত হইলেন।

বাধার মধ্যে এই যে অন্য নগর হইতে বিদ্যানগর আসিতে পার হইতে হয়। প্রথমে এক দুই করিয়া বাচস্পতির গৃহে লোক আসিতে লাগিল। বাচস্পতির বাড়ী শীঘ্র লোকে পুরিয়া গেল। শেষে সমুদায় বিদ্যানগর লোকে পরিপূর্ণ হইল। এ পারের এই দশা, ও পারে অসংখ্য লোক পার হইতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া। আবার অসংখ্য লোক নানাদিক হইতে আসিতেছে। ওপারে লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিয়া তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। এপারের লক্ষ লোক হরিধ্বনি করিয়া তাহার উত্তর দিতেছে। এপারে ওপারে এইরূপে মুহুর্মুহু উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে। প্রভু যে গোপনে থাকিবেন সে কথা আর কাহারও মনে নাই। প্রভু নিতান্ত বালকের ন্যায় ঘরের কোণে লুকাইয়া আছেন। লোকে বাচস্পতির বাড়ী ক্রমে সমস্ত নগর অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। লোকের পদাঘাতে গ্রামটি পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

বাচস্পতির গৌরবের সীমা নাই, সকলেই তাঁহাকে ডাকিতেছে। বলিতেছে, "বাচস্পতি ঠাকুর! একবার প্রভুকে দেখাও।" বাচস্পতি প্রভুকে দেখাইবেন কি, তিনি এক ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনিয়া গঙ্গাতীরে ছুটিলেন। তিনি শুনিলেন সহস্র সহস্র লোক নৌকা না পাইয়া অধৈর্য্য হইয়া গঙ্গায় ঝম্প দিয়াছে, দিয়া এপারে আসিতেছে, আর সেই নিমিত্ত লোক ডুবিয়া মরিতেছে। বাচস্পতি এই কথা শুনিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন, করিয়া অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলেন। দেখিলেন ওপারে অসংখ্য লোক, দেখিলেন আরো অসংখ্য লোক আসিতেছে, আর দেখিলেন গঙ্গা যুড়িয়া লোকে সাঁতার দিয়া এপারে আসিতেছে। কেহ সাঁতার দিতেছে, কেহ কলসী লইয়াছে, কেহ কলার গাছ। গঙ্গায় কেবল মনুষ্যের মাথা ভাসিতেছে।

লোক পার করিবার নিমিত্ত বহুতর নৌকা আপনা আপনি ছুটিয়া গিয়াছে। পারের কড়ি পাঁচ গণ্ডা অর্থাৎ সিকি পয়সা ছিল। এক রাত্রে

এক টাকা (তঙ্কা) হইল। লোকে নৌকায় উঠিতে নৌকা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। কখন নৌকায় এত লোক উঠিতেছে যে উহা কখন কূলে কখন মাঝখানে ডুবিয়া যাইতেছে, কিন্তু তবু প্রভুর কৃপায় লোক মরিতেছে না। যখন নৌকা ডুবিতেছে, তখন সেই নৌকার লোকে হরিধ্বনি করিতেছে। যাহারা সেই নৌকায় নাই, তাহারা তাই দেখিয়া হরিধ্বনি করিতেছে। লোকের উৎসাহে কাহার প্রাণে ভয় নাই, লোকে দেখিতেছে যে শত শত নৌকা ডুবিতেছে তাহা দেখিয়াও কেহ সাবধান হইতেছে না। আবার ঐরূপ নৌকায় বহুতর লোক উঠিতেছে, ও আবার ডুবাইতেছে, কি কখন উহা ভাঙ্গিতেছে। ভরা নৌকা সহিত জলে ডুবিয়া যাওয়া সেও এক আমোদের কাজ হইল! সমুদায় গঙ্গায় মনুষ্যের মাথা ভাসিতেছে, আর ওপারে লক্ষ লোক পার হইবার চেষ্টা করিতেছে। তখন বাচস্পতি ভাবিলেন যে প্রভুকে দেখিতে সমুদায় লোক তাঁহার বাটিতে আসিতেছে, ইহাদিগকে তাঁহার পারের সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। তাই আপনি যত্ন করিয়া বহু লোক দ্বারা বহু নৌকা আনাইতে লাগিলেন। দুই চারি ক্রোশের মধ্যে যেখানে যত নৌকা আছে সব ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। প্রভুকে বাচস্পতি গোপনে রাখিবেন ভার লইয়া ছিলেন। এখন প্রভুকে গোপন করার আশা ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে লোকের দর্শন সুলভ হয় তাহাই করিতে লাগিলেন। বাচস্পতির নিজের দেহধর্ম্মের চেষ্টা নাই, গ্রামের লোকেরও সেইরূপ। গ্রামের মধ্যে হরিধ্বনির হুঙ্কার হইতেছে, নৃত্য হইতেছে, বাচস্পতির গৃহ দ্বার আর থাকে না, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই।

পথ নাহি পায় কেহ লোকের গহনে।
বন জল ভাঙ্গি যায় প্রভুর দর্শনে॥
মনুষ্য হইল পরিপূর্ণ সর্ব্ব গ্রাম।
নগর প্রান্তরেও নাহিক কিছু স্থান॥
সহস্র লোক এক এক বৃক্ষের উপরে।
গৃহের উপরে বা কত লোক চড়ে॥ (ভাগবত)

প্রভু ঘরের কোণে লুকাইয়া আছেন। বাহিরের লোকে দর্শন দাও বলিয়া হুঙ্কার করিতেছে। লোকে জানিতেছে যে প্রভু সম্মুখের ঘরে লুকাইয়া আছেন, জানিতেছে তাহাদের আর্ত্তনাদ তিনি শুনিতেছেন, জানিতেছে তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম, জানিতেছে তিনি দয়াময়। এই কয়টি জ্ঞানের

দ্বারা (প্রথম তিনি সম্মুখে লুকাইয়া, দ্বিতীয়তঃ তিনি আর্ত্তনাদ শুনিলে দয়ার্দ্র হইবেন) চালিত হইয়া, ভক্তগণ প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন। সুতরাং প্রভুর প্রতিজ্ঞা যে তিনি লুকাইয়া থাকিবেন, তাহার শক্তি হ্রাস হইল, কাজেই তিনি লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। কথা এই, শ্রীভগবান লুকাইয়া থাকেন। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ও দয়ার্দ্র জানিয়া যদি তাঁহাকে প্রাণের সহিত-ডাকা যায়, তবে তিনি লুকাইয়া থাকিতে পারেন না। এই তাঁহার প্রকৃতি, কি এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা, কি এই তাঁহার নিয়ম। তুমি যদি শ্রীভগবানকে নিকটে জানিয়া, তাঁহাকে দয়ার্দ্র জানিয়া, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ডাকিতে থাক, তবে তিনি তোমাকে দর্শন দিতে বাধ্য, কি রূপ ? না যেরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ তিনি গোপনে থাকিবেন এই প্রতিজ্ঞা সত্বেও এই সমস্ত লোকদিগকে পরিশেষে দর্শন দিয়াছিলেন।

প্রভু দেখিলেন বিদ্যানগর উজাড় হইবার উপক্রম। আর দেখিলেন যে, বাচস্পতির গৃহ দ্বার বাগান আর কিছু থাকে না। তখন কোথায় লুকাইবেন এই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। শ্রীনবদ্বীপের ওপার কুলিয়া, সেখানে মাধব দাস বৈরাগীর বাড়ী থাকিবেন, পরিশেষে ইহাই সাব্যস্ত করিলেন। করিয়া, স্বগণে সকলকে ফাঁকি দিয়া, কুলিয়ায় মাধব দাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই যে প্রভু গেলেন, ইহা কেহ জানিতে পারিলেন না, বাচস্পতিও না। তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাকে লুকাইয়া প্রভুর চলিয়া যাইতে কঠিন হইল না। বাচস্পতি, প্রভু গিয়াছেন এই দুঃখে, ও লোকের ভয়ে, আপনি তখন গৃহের মধ্যে লুকাইয়া থাকিলেন। কিন্তু তাহাও অধিকক্ষণ পারিলেন না। দর্শন দাও দর্শন দাও বলিয়া যে লোকের হুঙ্কার, তাহার শব্দ তখন শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। বাচস্পতি অগত্যা বাহিরে আইলেন, আসিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "আপনারা শান্ত হউন। প্রভু আমাকে না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।" এ কথা লোকে বিশ্বাস করিল না, তাহারা বলিল, "প্রভু এইমাত্র এখানে দর্শন দিয়াছিলেন, অতএব এখানেই আছেন।"

বাচস্পতি বলিলেন যে, তাহা সত্য, কিন্তু তাহার পরেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

লোকে ভাবিল বাচস্পতি ফাঁকি দিতেছেন, তাহাই ভাবিয়া পরামর্শ করিল যে প্রভু হরিধ্বনিতে তুষ্ট, অতএব মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিলে তিনি

অবশ্য বাহিরে আসিবেন। ইহাই ভাবিয়া লোকে সব কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া এক স্বরে হরি হরিবোল হরি হরিবোল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। লক্ষাধিক লোক এইরূপে পলকে পলকে হরিধ্বনি করিয়া করিয়া হুলুস্থুলু, এমন কি শ্রীভগবানকে পর্য্যন্ত অস্থির করিলেন। কিন্তু প্রভু তখন কুলিয়া গিয়াছেন।

বাচস্পতি যদিও বারংবার বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে, প্রভু তাঁহার বাড়ীতে নাই, লোকে তবু উহা প্রত্যয় করিল না। তাহারা ভাবিল যে বাচস্পতি প্রভুকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। লোকে হুতাশ্বাস হইয়াছে, তাহাদের ক্রোধের বস্তু এক জন প্রয়োজন হইয়াছে। প্রভুর উপর রাগ করিবার অধিকার নাই। তাই বাচস্পতিকে সকলে গালি পাড়িতে লাগিল। লক্ষাধিক লোকে তাঁহার বাড়ী ঘিরিয়া। তাহারা গালি পাড়িলে তিনি কি করিতে পারেন? লোকে বলিতে লাগিল, বাচস্পতি ঠাকুর! প্রভুকে ঘরে পাইয়া তুমি কৃতার্থ হইয়াছ সত্য, কিন্তু আমরা যদি ভব সাগর পার হইতে পারি, তোমার তাহাতে ক্ষতি কি? লোকে বলিতেছে, (চৈতন্য-ভাগবতে)—

> আমরা তরিলে বা উহার কোন দুঃখ।
> আপনিই মাত্র তরি এই কোন সুখ॥
> কেহ বলে সুজনের এই ধর্ম্ম হয়।
> সবারে উদ্ধার করে হইয়া সদয়॥

বাচস্পতি মহা বিপদে পড়িলেন, পড়িয়া কান্দিয়া তখন প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন। বলিলেন, প্রভু! অদ্যকার বিপদ হইতে অধমকে উদ্ধার কর। ইহা বলিতে বলিতে, একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার কর্ণে বলিল যে, প্রভু কুলিয়া মাধব দাসের বাড়ী গিয়াছেন। তখন বাচস্পতি আনন্দিত হইয়া, বাহিরে আসিয়া সকল লোককে বলিলেন যে, প্রভু কুলিয়া গমন করিয়াছেন, চল তোমাদের আমি সেখানে লইয়া যাইব। এই কথা শুনিয়া সকলে তাঁহার কথা প্রত্যয় করিয়া, তাঁহার সঙ্গে চলিল।

সকলে সেখানে আসিয়া দেখেন ইহার মধ্যেই সেখানে লোকারণ্য হইয়াছে। যে লোকারণ্য সঙ্গে লইয়া বাচস্পতি আসিতেছেন, তাঁহাদের যাইবার আর পথ নাই। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলিতেছেন যে, প্রভুর কুলিয়ায় জীবের আকর্ষণ এত প্রকাণ্ড ব্যাপার যে উহা একবারে বর্ণনার অসাধ্য।

বোধ হইল যে, পৃথিবীর সমস্ত লোক নদিয়ায় উপস্থিত হইয়াছে। পৃথিবীতে কখন এত লোক নাই, ইহা মনে ভাবিয়া অনেকে অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তেত্রিশকোটি দেবগণ মনুষ্য আকার ধারণ করিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন যে, প্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান তাহার আর কোন প্রমাণ প্রয়োজন করে না, এই লোক সংখ্যা দেখিলেই বুঝা যাইবে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিতেছেন, এত লোক ইচ্ছা মাত্র একত্র করা কি মনুষ্যে পারে? কে এ সমুদায় লোককে সংবাদ দিলে, কেন এত লোকে সুখ দুঃখ, রোগ ক্রীড়া, বিষয় ধর্ম্ম, আহার নিদ্রা, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল? বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মন্তব্য এই যে, যিনি এইরূপে সর্ব্ব-চিত্ত আকর্ষণ করেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

ইহার কিছুকাল পরে প্রভু যখন এইরূপে লক্ষাধিক লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গৌড়ের এপারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন পাতসাহ ওপারে লোকের কলরব শুনিয়া তথ্য জানিবার নিমিত্ত অট্টালিকায় উঠিলেন। সেখান হইতে লোক সমুদ্র ও তাহাদের জীবন্ত ভাব নৃত্য গীত ও হরিধ্বনি, ও নানা আনন্দ সূচক কলরব দেখিয়া শুনিয়া ভয় পাইলেন। ভাবিলেন বা কেহ বুঝি তাঁহার রাজধানি আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। কেশব লাল বসু, খান উপাধি, তাঁহার মন্ত্রী। পাতসাহ ভয় পাইয়া তাঁহাকে ডাকাইলেন। কেশব লাল বলিলেন, একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বই নয়। পাতসাহ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই লক্ষ কোটি লোক তাঁহার সঙ্গে কেন? কেশব বলিলেন, ভবসাগর পার হইবার জন্য। পাতসাহ বলিলেন, এই সন্ন্যাসী আমা অপেক্ষা শক্তিধর সন্দেহ নাই, এত লোক সংগ্রহ করি আমার এ সঙ্গতি নাই, আর যদি কেহ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারা স্বার্থপর হইয়া তাহাদের প্রভুর সেবা করিবে। যিনি বিনা বেতনে, এই লক্ষাধিক লোকের উপর এরূপ আধিপত্য করিতে পারেন, তিনি সামান্য জীব নহেন। তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান। অতএব পাতসাহাও বৃন্দাবন দাসের মীমাংসায় অনুমোদন করিলেন।

এই যে লক্ষ কোটি লোক আসিতেছে ইহারা প্রায় কেহ ফিরিয়া যাইতেছে না। ইহারা কি করিতেছে, অগ্রে ইহা শ্রবণ করুন। তাহার পরে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও পাতসাহ যে তত্ত্ব কথা বলেন, তাহা বিচার করিব। এই সমস্ত কাণ্ড বৃন্দাবন দাস স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি শ্রীবাসের

ভাতৃ-কন্যা-সুত, শ্রীনদীয়ায় তাঁহার বাড়ী, সুতরাং তাঁহার এই সমুদায় এক প্রকার চক্ষে দেখা বলা যাইতে পারে। শত শত সাধু লোকে, যাঁহারা এই ভিড়ে ছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়া তিনি ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

বাচস্পতি গ্রামেতে যতেক লোক ছিল।
তার কোটি কোটি গুণে সকল বাড়িল॥
কুলিয়া আকর্ষণ না যায় বর্ণন।
কেবল বর্ণিতে পারে সহস্র বদন॥
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সবে পার হয়েন পরম কুতূহলে॥
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জ্জন।
কত হাট বাজার বসায় কত জন॥
সহস্র সহস্র কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায়।
স্থানে স্থানে সবেই পরমানন্দে গায়॥

মাধব দাস প্রভুকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছেন, কিন্তু এই পরম ধন প্রাপ্তির সঙ্গে যে বিপদ আছে তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। বন্যা আসিতেছে, প্রথমে লোকে অগ্রাহ্য করে। ধান্য ক্ষেত্রে এক অঙ্গুলি জল আসিয়াছে বই নয়, তাহাতে ভয় কি? অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে দেখে যে হাঁটু পরিমাণ জল হইল। শেষে ধান্য রক্ষা ত পাছের কথা, নিজের বাড়ী রক্ষা, প্রাণরক্ষা বিপদ হইয়া পড়ে। জন কয়েক সঙ্গী লইয়া প্রভু আইলেন। মাধব দাস কৃত কৃতার্থ হইয়া প্রণাম করিলেন। মাধব দাস ভাবিতেছেন, প্রভু আসিয়াছেন এ সংবাদ তাহার বন্ধু বান্ধবের নিকট পাঠাইতে হইবে। কিন্তু এক দণ্ডের মধ্যে সহস্র লোক দুই দণ্ডের মধ্যে লক্ষ লোক হইল। যখন সন্ধ্যা হইল তখন মাধব দাস প্রভুর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। প্রভুর প্রাণের ভয় কেন বলিতেছি। যে ঘরে প্রভুর বাস, সে ঘর আর রক্ষা করিতে পারেন না। পশ্চাৎ হইতে লোকে এরূপ অগ্রবর্ত্তী হইবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছে যে, প্রভুর বাসগৃহের নিকট যাঁহারা, তাঁহারা গৃহের উপর পড়িতেছেন; প্রভু যে গৃহে রহিয়াছেন উহা রক্ষা করিতে পারেন না, দেখিয়া, মাধব দাস সন্ধ্যার সময় সহস্র লোক লইয়া বাঁশ কাটাইতে লাগিলেন। এই বাঁশ কাটাইয়া প্রভুর রক্ষার নিমিত্ত অতি দৃঢ় করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। প্রাতে সকলে দেখে, দুর্গ দুরস্কার হইয়া গিয়াছে।

সহস্র সহস্র নৌকা ডুবিয়া আইল।
তথাপি মনুষ্যে পার করিতে নারিল॥
কেহ বলে জন প্রতি কাহনেক দিব।
মোরে পার করি সেই প্রভুকে দেখিব॥
বড় বড় ধনী লোক যত ছিল তায়।
জন প্রতি তঙ্কা দিয়া পার হৈয়া যায়॥
কেহ কলা গাছ বান্ধি গঙ্গা পার হয়।
কেহ ঘট ধরি যায় না করয়ে ভয়॥
আজ সে খেলার সঙ্গী পড়ুয়া সকল।
দেখিতে আইলা সঙ্গে আনন্দে বিহ্বল॥
ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপক নবদ্বীপে যত।
লোক দ্বারে শুনি ছিলা চৈতন্য মহত্ব॥
বাসুদেব সার্ব্বভৌম ন্যায় টিকাকার।
তার মত লৈয়া তারা করে ব্যবহার॥
হেন সার্ব্বভৌম প্রভু বৈষ্ণব করিলা।
ষড়ভুজ ঈশ্বর মূর্ত্তি তারে দেখাইলা।
পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ী গর্ব্ব খণ্ডি নদীয়ায়।
নবদ্বীপ মর্য্যাদা রাখিলা গৌররায়॥
হেন প্রভু আইলেন কুলিয়া নগরে।
সব অধ্যাপক চলে প্রভু দেখিবারে॥
কুলিয়া নগরে সংঘট্টের অন্ত নাই।
বাল বৃদ্ধ নর নারী হৈলা এক ঠাঁই॥
নিশায় মাধব দাস বহু লোক লঞা।
বড় বড় বাঁশ কাটি দুর্গ বান্ধি যাঞা॥
প্রাতঃকালে বাঁশ গড় সব চূর্ণ হয়।
লোক ঘটা নিবারিতে কার শক্তি নয়॥

যাহারা আসিতেছে তাহারা আর যাইতেছে না, তাহাদের আহার নিদ্রা নাই। তাহারা কি করিতেছে? নৃত্য গীত করিতেছে, কখন কান্দিতেছে, কখন হাসিতেছে। ফল কথা, সকলে আনন্দে ভাসিতেছে, তাহাদের নৃত্য দেখিলে বোধহয় যে সকলে পরমানন্দে উন্মাদ হইয়াছে। একপ

শত কোটী জীব, এক বস্তুর এরূপ আশ্রয় লইতে কখন কোন কালে শুনা যায় নাই। মনে ভাবুন, এই যে সমুদায় লোক আসিতেছে, ইহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আছেন। কোন সাধুর পশ্চাৎ কখন কখন বহু সংখ্যক লোক দেখা যায় বটে, কিন্তু সে স্বার্থের নিমিত্ত, কেহ ঔষধ লইতে, কেহ পুত্র কামনা করিয়া আসিয়াছেন। কেহ বা সাধুর কৃপায় বড়লোক হইবেন, লৌহকে সোণা করিতে শিখিবেন, সেই নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইতেছেন।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে এই যে শত কোটী লোক ফিরিতেছেন, ইহা কি নিমিত্ত? ইহাতে স্বার্থসাধন লেশ নাই। শ্রীভগবদ্ভক্তি জীবমাত্রের হৃদয়ে আছে, কখন জাগ্রত ভাবে, কখন সুষুপ্ত ভাবে থাকে। যখন শ্রীভগবদ্ভক্তি আছে, তখন শ্রীভগবান আছেন। কারণ স্বভাব কখন নিস্ফল কিছু করেন না। স্বভাব যখন ভগবদ্ভক্তি রূপ ভাব দিয়াছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তাহার তৃপ্তির বস্তু দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনে সেই ভগবদ্ভক্তিটুকু জাগ্রত হইয়াছে। যেমন লোকের পিপাসা হইলে, যেখানে জল পায় সেখানে দৌড়ায়, সেইরূপ লোকের হৃদয়ে ভক্তিরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায়, উহা নির্ব্বাপিত করিবার নিমিত্ত প্রভুর নিকট দৌড়িয়া আসিতেছে।

হৃদয়ে এই ভক্তিরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায় কুজ্ঝটিকারূপ অজ্ঞানতা ও নাস্তিকতা নষ্ট হইয়াছে, ও জ্ঞানরূপ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। কেহ বলেন জ্ঞান হইতে ভক্তি, কেহ বলেন ভক্তি হইতে জ্ঞান। এ অনর্থক বিচারে আমার যাইবার প্রয়োজন নাই। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এখানে অন্ততঃ ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনে ভক্তি উদয় হইয়াছে, তাহার পরে মনে গুটি কয়েক অতি জাজ্জ্বল্যমান সিদ্ধান্ত আসিয়াছে। সে জ্ঞান এই যে, এ জীবন পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দুর ন্যায়, এই আছে এই নাই। আমি বৃথা কতকগুলি সামান্য বস্তুর লোভে মুগ্ধ হইয়া পরম ধন ভুলিয়া আছি। সেই শ্রীভগবানের শ্রীচরণ আশ্রয় করা না জীবের পরম ধর্ম্ম? তাহা আমি কই করিলাম? তাহা না করিয়া আমি কি করিতেছি? হে শ্রীভগবান! এ অধমকে কি মনে আছে? এ অধম তোমাকেত ভুলিয়া গিয়াছে, তুমি তাই বলিয়া কি আমাকে ভুলিয়া যাইবে? ছি! আমি এ কি করিতেছি, আমি আপনার দোষ তোমার ঘাড়ে দিতেছি? সমুদায় দোষ না

আমার ? তোমা হইতে উৎপত্তি তোমার কাছে যাইব, আমি এখন তোমাকে ভুলিয়া নানা অকাজ বিষয়ে মত্ত হইয়া নানা দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

এই সমুদায় মনের ভাব হওয়ায় ভক্তি-মুগ্ধ ব্যক্তি ভাবিতেছেন যে, তাঁহার ন্যায় নির্বোধ ও অপরাধী জীব জগতে নাই। তিনি আপনাকে আপনি নষ্ট করিয়াছেন,—আর করিবেন না। তাঁহার দিন প্রায় গিয়াছে, তাঁহার আর সময় মাত্র নাই। তাই সেই লোক-কলরবের মাঝে হয় চীৎকার করিয়া, কি মনে মনে বলিতেছেন যে, "হে প্রভু! আমি অপরাধী আমার দিন গিয়াছে। এখন তুমি কৃপাময় দীনজনের বন্ধু আমাকে কৃপা কর।" মনে ভাবুন যে, একজন অকূল পাথারে পড়িয়া একবার ডুবিতেছে একবার ভাসিতেছে, চারিদিকে চাহিয়া দেখে কূল কিনারা নাই, তাহার সাঁতার দিবার শক্তিও নাই। তখন সেই ব্যক্তি ঘোর বিপদে সেই ভবকাণ্ডারীকে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ডাকিয়া বলিতেছে, হে দয়াল-কাণ্ডারি! আমি ডুবিয়া মরিলাম, আমাকে চরণ-তরী দিয়া আশ্রয় দাও। আবার বলিতেছে, "হে দয়াল-কাণ্ডারি! আমার নৌকা পাইলেও উঠিবার শক্তি নাই, তুমি আমাকে চুলে ধরিয়া তোমার নৌকায় উঠাইয়া প্রাণ দান কর।" এইরূপে ঘোর বিপদে পড়িয়া ডাকিতে ডাকিতে যেন কর্ণে শুনিতে পাইল যে, শ্রীভগবান অভয় দিয়া বলিতেছেন, "ভয় নাই, এই যে আমি আসিতেছি।" তখন আশার সঞ্চার হইল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হইল।

নিরাশা হইয়া লোকে আর্ত্তনাদ করিতেছে বটে, কিন্তু এ নিরাশ ভাব বহুক্ষণ থাকিতেছে না। দৈন্য ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলেই তাহার পরে আনন্দ আপনা আপনি উদয় হইতেছে। তখন আপনার দুর্ম্মতির কথা ভুলিয়া শ্রীভগবানের কৃপার কথা ভাবিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে সকলের শ্রীভগবানের করুণার কথা মনে হইতেছে। শ্রীভগবান আমাদের পিতা মাতা, কি বন্ধু, আমরা তাঁহার নিজজন। তিনি আমাদের দুর্ম্মতি দেখিয়া দুঃখিত হইয়া, তাঁহার বংশী পীতাম্বর দূরে ফেলিয়া দিয়া, ডোর কৌপীন পরিয়া, আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন। ভগবান এরূপ দীন অবস্থায় কেন আসিয়াছেন? তাহার কারণ এই যে, এবার তাঁহার সুখের অবতার নয়, দুঃখের অবতার। এবার তাঁহার চূড়া বংশী শোভা পাইবে কেন? তাই কৌপীন পরিয়াছেন, তাই করোয়া লইয়াছেন, তাই বংশী বাদন ছাড়িয়া হরিধ্বনি অবলম্বন করিয়াছেন। সেই হাস্য কৌতুক ক্রীড়া ছাড়িয়া দিয়া রোদন সম্বল করিয়াছেন;

এই অবস্থায় সেই "তিনি" আসিয়া অভয় দিতেছেন। বলিতেছেন কিনা, ভয় কি? এই যে আমি! যম তোমাদের কি করিবে? যম ত আমারি ভৃত্য? তোমরা অপরাধ করিয়াছ? তাহাতে ব্যস্ত কি? আমি তাহার সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি। মুখে কৃষ্ণ বল, আর সমুদায় অপরাধ নষ্ট হইয়া যাইবে। দেখ, তোমরা দুর্ব্বল, সাধন ভজন করিতে পারিবা না। তাই আমি তোমাদের সুবিধার নিমিত্ত হরিনাম লইয়া আসিয়াছি। ইহা মুখে বল, আর জগতে বিলাও, সমস্ত অপরাধ মোচন হইয়া অন্তিমে আমাকে পাইবে।

যাঁহারা শ্রীভগবানের দয়ার সাগরে ডুবিয়াছেন, তাঁহারা ভাবিতেছেন যে, স্বয়ং সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদিগকে গোলোকধামে লইবার নিমিত্ত আসিয়াছেন, আসিয়া তাহাদের সম্মুখে সন্ন্যাসীর রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ইহাতে তাহাদের ভয় গিয়াছে, আশা আসিয়াছে। ইহাতে দুঃখ গিয়াছে, আনন্দ আসিয়াছে। তাই লোকের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছে, না, যে ভাবে প্রভু স্বয়ং রথের সময় জগন্নাথের অগ্রে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া তাল ঠুকিয়াছিলেন। লোকে মনে ভাবিতেছেন, আর ভয় কি? এক জন আহ্লাদে গলিয়া পুড়িয়া আর এক জনকে বলিতেছেন, "বড়ই আনন্দ!" সহস্র সহস্র সম্প্রদায় হইয়াছে, আর সেইরূপে লক্ষ লোকে দুই বাহু তুলিয়া "আর ভয় নাই" "পেয়েছি" "তারে পেয়েছি" এইভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছেন।

পাঠক মহাশয়, আপনি একবার গৌরলীলার আমূল চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিবেন যে, এই গৌরলীলা কাণ্ডটি যে দৈবাৎ হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না। একটু স্থির হইয়া বিচার করিলে বুঝিবেন, এই লীলাখেলাটি শ্রীভগবান স্বয়ং পাতাইয়াছেন। আপনা আপনি এরূপ হয় নাই। এ দেশে ব্রাহ্মণ তিন শ্রেণীভুক্ত, যথা বৈদিক, বারেন্দ্র ও রাঢ়ী, প্রভু স্বয়ং বৈদিক, নিতাই রাঢ়ী, অদ্বৈত বারেন্দ্র। হে পাঠক! এইরূপ আপনি আগা গোড়া দেখিবেন যে, এই লীলাটি সেই সর্ব্বশক্তিমান পাতাইয়া আপনি ইহা চালাইয়াছেন।

যদি এই গৌরলীলা মনে বিচার করিয়া আপনি বুঝিতে পারেন যে, এই খেলাটি শ্রীভগবান অন্তরালে থাকিয়া পাতাইয়া আপনি খেলিয়াছেন, তবে ইহা বুঝিবেন যে, এই খেলা দ্বারা শ্রীভগবান জীবকে এই শিক্ষা দিয়া-

হন, কি না (১) শ্রীভগবান আছেন, (২) পরকালও, আছে (৩) শ্রীভগবানের প্রিয় জীব ও জীবের প্রিয় শ্রীভগবান।

এখন শ্রীভগবান আছেন ইহা দুটি প্রক্রিয়া দ্বারা অনুভব করা যায়। এই সংসার দেখিলে আপনা আপনি মনে উদয় হয় যে, একজন সর্ব্বশক্তিমান স্রষ্টা আছেন। কিন্তু তিনি কিরূপ প্রকৃতির বস্তু ইহা গোপন রাখিয়া শ্রীরসিকশেখর জীবকে বড় ধাক্কায় ফেলিয়াছেন। তিনি দয়াময় তাহার সন্দেহ নাই। কারণ মাতৃহৃদয়ে দুগ্ধ দিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ বিচারে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, তিনি নিষ্ঠুর, নতুবা সর্পের বিষ কেন দিলেন? আবার রসিকশেখর মনুষ্যকে আর এক ধাক্কায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা মরিলে কি থাকিবে? যদি থাকে, তবে কিরূপে? আর এক ধাক্কা এই যে, জীবের সহিত শ্রীভগবানের কি সম্বন্ধ? এইরূপ ধাক্কায় পড়িয়া জীব নিরাশ সাগরে ভাসিতেছিল। মহম্মদকে মুসলমানগণ "রসুল" বলেন, অর্থাৎ তিনি শ্রীভগবানের নিকট হইতে জীবের নিমিত্ত সম্বাদ আনিয়াছেন। সেইরূপ যিশু "সুসমাচার" আনিয়াছেন, ইহা খৃষ্টীয়ানগণ বলেন। ঠিক সেইরূপ, কুলিয়ার অনন্ত কোটি লোক, শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু সুসমাচার আনিয়াছেন, তাহা নয়, তাহাদের নিমিত্ত আরো কিছু আনিয়াছেন বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

মহম্মদ মুসলমানগণের নিমিত্ত সংবাদ আনিলেন যে, শ্রীভগবান আছেন, জীবগণ মরিয়াও বাঁচিবে, ও যাহারা শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন করে, তাহারা সুখে ও যাহারা অপালন করে তাহারা দুঃখে থাকিবে। মহম্মদ যে সংবাদ আনিয়াছেন ইহা কাল্পনিক নহে। ইহা বিশ্বাস করিয়া, যে সমস্ত জীব নিরাশ সাগরে ভাসিতেছিল, তাহারা কুল পাইল, পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল।

জীব মাত্রে অকুল পাথারে ভাসিতেছে। কিন্তু শ্রীভগবানের এরূপ মায়া যে, তাহারা তাহাদের নিজের দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। যাহার শ্বাস রোগ আছে, তাহার ক্রমে ক্রমে বোধ হইবে যে তাহার পীড়া জনিত বিশেষ কষ্ট নাই। কিন্তু তাহার শ্বাস আরাম হইলে তখন সে বুঝিতে পারে যে, সে এ যাবৎ বড় দুঃখে কাল কাটাইতে ছিল। সেইরূপ মনুষ্য হাসিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহার কোন দুঃখ নাই। তাহার যে, যে কোন মুহূর্ত্তে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহা তাহার বোধও নাই। যে কোন জীবের যে কোন মুহূর্ত্তে দারিদ্র্য, অপমান, পীড়া, ও শোক হইতে পারে। কিন্তু

লোকে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, যেন তাহার কোন দুঃখ কি চিন্তার বিষয় নাই, এই রূপে জগতে বিচরণ করিতেছে। তবু তাহার অন্তরের অতি গুহ্য স্থানে হা হুতাশরূপ দুঃখের লহরী সর্ব্বদা অনেক সময় তাহার অজ্ঞাতসারে চলিতেছে। এই অবস্থায় যদি তাহার বিশ্বাস হয় যে, সে মরিবে না, মরিলেও বাঁচিবে, ও তাহার অতি শক্তিসম্পন্ন একজন পরম সুহৃদ আছেন, যিনি তাহার সমুদায় দুঃখ মোচন, ও সমুদায় আশা পূরণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত, তখন তাহার পূর্ব্বকার উপায়হীন অবস্থা স্বপ্নের ন্যায় হৃদয়ে প্রকাশ পায়। ইহাতে, সে ব্যক্তি অকূলে ছিল এখন কূল পাইয়াছে, এই আনন্দে উন্মাদ হয়।

সেইরূপ যিশুখ্রীষ্ট "সুসমাচার" আনিলেন, তাঁহার গণ ঐরূপ আহ্লাদে মাতোয়ারা হইল। এই সমস্ত লোক "রসুল" অর্থাৎ শ্রীভগবানের দূতের নিকট সুসমাচার পাইয়া উহা ঘোষণা করিবার নিমিত্ত জয় পতাকা উঠাইয়া, দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিল। তাহারা ভক্তিতে গদ্‌গদ বলিয়া, অন্য জীবগণকে মুগ্ধ করিতে শক্তি পাইল। তাহাদের আনন্দ ও বিশ্বাস দেখিয়া, যে সমস্ত জীবগণ অকূলে ভাসিতে ছিলেন, পালে পালে আসিয়া তাঁহাদের আশ্রয় লইতে লাগিলেন।

মনুষ্য হৃদয়ে ভগবৎ কৃপার সহিত গুটি কয়েক শত্রু প্রবেশ করে, যথা দম্ভ ও অহঙ্কার। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গী। তিনি পরম পুরুষের স্কন্ধে চড়িতে গিয়াছিলেন। অতএব সামান্য জীবের কথা কি? মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ান কৃপা পাইয়া ভাবিলেন যে, তাহারা শ্রীভগবানের প্রিয় পুত্র, নতুবা তিনি তাহাদের নিকট সুসমাচার কেন পাঠাইবেন? তাহারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ পাইয়াছেন, অতএব তাহাদের কথা যাহারা না শুনে তাহারা শ্রীভগবানের বিদ্রোহী। অতএব তাহাদিগকে বধ করিলে পাপ ত নাই, বরং শ্রীভগবানকে তুষ্ট করা হইবে। তাহারা ইহা ভাবিলেন না যে, যদি শ্রীভগবান কোন রসুল পাঠান, তবে তিনি সকল স্থানেই পাঠাইবেন, কারণ সকলেই তাঁহার সন্তান, আর তিনি অতি মহাশয়।

যে আনন্দে মুসলমানগণ দিগবিদিগ জ্ঞানশূন্য হইয়া সমস্ত জগত ওলট পালট করেন, কুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণের সেই জাতীয় আনন্দ উপস্থিত হইয়াছে। তবে এই আনন্দে মুসলমানগণ তরবারি ধরিলেন, বৈষ্ণবগণ জীব মাত্রকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এই কুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণ "রসুল" পাইয়াছেন, ইনিও গোলোক হইতে সুসমাচার আনিয়াছেন। সে সুসমাচার

ই যে, শ্রীভগবান আছেন, তোমরাও চিরদিন থাকিবে, আর তিনি মনুষ্যের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত নরলীলা ও নরের ন্যায় আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে সুসমাচার আনিলেন, তাহাও লোকে বিশ্বাস করিল। অধিকন্তু তিনি আসিয়া শ্রীভগবানের প্রকৃতি বড় মধুর বলিয়া পরিচয় দিলেন। মহম্মদ ঈশ্বরের যেরূপ বর্ণনা করিলেন, তাহাতে লোকে ইহাই বুঝিলেন যে, শ্রীভগবান ভয়ঙ্কর হইয়া সিংহাসনে বসিয়া জীবগণের পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যেরূপ শ্রীভগবানের পরিচয় দিলেন, তাহাতে বুঝা গেল যে, শ্রীভগবান অতি সুন্দর নবীন পুরুষ, রসিক চূড়ামণি, বংশীধারীও নৃত্যকারী। শ্রীগৌরাঙ্গ জীবগণকে অধিকন্তু বুঝাইয়া দিলেন যে শ্রীভগবান অতি প্রেমময়। যথা পদ—

"জানি জানি তার মন জানি।
প্রেমে গড়া তনু খানি।
আর, চিরদিন সে ভালবাসে কাঙ্গালিনী॥"

কাজেই মুসলমানগণ তরবারি ধরিলেন। বৈষ্ণবগণ জীবগণকে আলিঙ্গন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আবার দেখুন যিশু সুসমাচার আনিলেন যে, শ্রীভগবান আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে জানা গেল যে, তিনি এবার কাহাকে প্রেরণ করেন নাই, স্বয়ং আসিয়াছেন। সুতরাং কুলিয়াবাসীগণের আনন্দের আর সীমা নাই। তাঁহারা অকূলে ভাসিতেছিলেন, এখন কূল পাইলেন। লোকের আনন্দের কারণ একটি উদাহরণ দ্বারা বলিব। এক জন নিগড়ে আবদ্ধ আছেন, তাঁহার আশার লেশ মাত্র নাই। এইরূপ তিনি রজনী আসিলে কখন দিন হইবে ভাবেন, আবার দিন আসিলে কখন রজনী আসিবে ভাবেন। এখন তিনি হঠাৎ শুনিলেন যে, তাহার বন্ধন কিছু নয়, তাহার পিতা যিনি তিনি রাজরাজেশ্বর, তাঁহাকে বিশেষ কোন কার্য্য উপলক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যুবরাজ, তাঁহার পিতার সমস্ত ধনের অধিকারী। সেই রাজপুত্রের অবস্থা একবার মনে অনুভব করুন, তাহা হইলে কুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণের আনন্দের কতক পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। পাঠকের মধ্যে অনেকে হয়ত বুঝিবেন না যে, জীবগণ কেন অকূলে ভাসিতেছে? যাহার উপস্থিত কোন বলবৎ দুঃখ নাই তিনি ভাবিতে পারেন যে, "কই, আমি ত বেশ সুখে আছি।" হয়ত তিনি বড় জ্ঞানী, মনে ভাবেন তিনি শান্ত, বড় বেশ আছেন। কিন্ত

তিনি যে বেশ আছেন এই জ্ঞানই তাহার পতনের মূল। যে তাহার জ্ঞান হইবে তিনি বেশ নাই, অমনি তাঁহার উন্নতি আরম্ভ হইবে।

তিনি বেশ নাই তাহার প্রমাণ দিতেছি। আমি কেন দিব, তিনি নিজেই তাঁহার রোগ, শোক, ও অন্যান্য তাপের সময় জানিবেন যে তিনি বেশ নাই। যে ব্যক্তির ঘোর বিয়োগ হইয়াছে, কি হঠাৎ দারিদ্র চাপিয়াছে, কি কারাগারের ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তিনি সেই সময় বুঝিতে পারিবেন, তিনি বেশ নাই। তিনি যদি একটু ভাবিয়া দেখেন যে, তাঁহার বিন্দুমাত্র শক্তি নাই, এই আছেন মূহুর্ত্ত পরে তিনি যাহা আছেন তাহার কিছুই না থাকিতে পারেন, তখন তিনি বুঝিবেন যে, তিনি বেশ নাই, বরং দিবা নিশি অকুল পাথারে ভাসিতেছেন।

"আমি বেশ আছি", "আমি শান্ত অতএব অন্যাপেক্ষা অনেক উন্নতি করিয়াছি", ইহা মনে গৌরব করিও না। ইহা তোমার গৌরবের কথা নয়। যখন তুমি জানিবে যে, তুমি ত্রিতাপে জর্জ্জরীভূত, আর সেই দুঃখ ভাবিয়া তোমার নয়নে জল আসিবে, তখনি জানিবে তোমার জ্ঞানের অঙ্কুর হইয়াছে। কুলিয়ায় উপস্থিত জীবগণ ভাবিতেছেন কি না—

"সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
গোলোক ধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিত পাবন॥"

কাজেই উন্মাদ হইয়া এই অসংখ্য লোক নৃত্য করিতেছেন।

এদিকে বাচস্পতি আসিয়া লোকের ভিড়ে আর প্রভুর নিকট যাইতে পারেন না। কিন্তু অন্তর্য্যামী প্রভু তাঁহার আগমন ও দুঃখ জানিলেন। জানিয়া লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন বাচস্পতি আসিয়া শ্লোকবন্ধে (এই শ্লোকগুলি তল্লাস করিয়া পাই নাই) প্রভুকে এই স্তুতি করিলেন, যথা প্রথম শ্লোকের বৃন্দাবন দাসের ব্যাখ্যা—

সংসার উদ্ধার লাগি যে চৈতন্য রূপে।
তারিলেন যতেক পতিত ভব কূপে॥
সেই গৌরসুন্দর কৃপা সমুদ্রের প্রায়।

বাচস্পতি বলিলেন, প্রভু! তুমি চির দিন স্বেচ্ছাময়, কুলিয়ায় আসিবে ইচ্ছা হইল আসিলে, কিন্তু তোমার দাস এই ব্রাহ্মণ মারা যায়। আমি তোমাকে লুকাইয়া রাখিয়াছি, এই ভাবিয়া লোকে আমার ঘর দ্বার ভাঙ্গিতেছে। আপনি একবার বাহির হউন।

প্রভু হাস্য করিয়া স্বীকার করিলেন। ফল কথা, প্রভু অবশ্য বাহির হইবেন, তবে কখন বাহির হওয়া কর্ত্তব্য তাহা তিনি আমাপেক্ষা ভাল জানেন। এই কথা হইতে হইতে পণ্ডিত দেবানন্দ আইলেন। ইহাঁর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইনি সর্ব্ব প্রকারে বিশেষতঃ ভাগবতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। অতি সচ্চরিত্র ও মহাজ্ঞানী, ভক্তি মানিতেন না, সুতরাং প্রভুর আশ্রয় লয়েন নাই। ভাগ্য-বশে বক্রেশ্বর তাঁহার আলয়ে কিছু দিন রহিয়াছিলেন। বক্রেশ্বরের নৃত্য দেখিয়া দেবানন্দের ভক্তির উদয় হয়। এখন কুলিয়া আসিয়া, পূর্ব্বে শ্রীবাসের নিকট অপরাধ মনে করিয়া, ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে আছেন।

অন্তর্যামী প্রভু তাঁহাকেও নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন কি মধুর আলাপ হইল, মনে করিলে শরীর আনন্দে টল মল করিয়া উঠে। প্রভু বলিলেন, "দেবানন্দ! তোমার সমুদায় অপরাধ ভঞ্জন হইল।" অমনি দেবানন্দ চরণে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু! আপনার বরে আমার সুখ হইল না। আপনি বর দিউন যে, যে কেহ অপরাধী হইয়া এই কুলিয়া আসিয়া আপনার নিকট অপরাধ ভঞ্জনের প্রার্থনা করিবে, আপনি তাহারই অপরাধ ভঞ্জন করিবেন।" প্রভু বলিলেন, তথাস্তু। এই কুলিয়ায় এইরূপে অপরাধ ভঞ্জন পাটের সৃষ্টি হইল। সেখানে সেই অবধি লোকে অপরাধ ভঞ্জনের নিমিত্ত যাইয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত তাঁহারা সহজেই দয়াময়, তাঁহারা চিরদিনই জীবের দুঃখে ব্যথিত।

বাহিরে কোটি কোটি লোকে কলরব করিতেছে। সহস্র সহস্র সম্প্রদায় হইয়াছে, তাহারা নৃত্যগীত করিতেছে। লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে। চকিতের মধ্যে কত শত সহস্র দোকান বসিয়া গিয়াছে। যাহার যেরূপ প্রকৃতি তিনি সেইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দোকানে নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করা হইতেছে, কিছু প্রভুর জন্য, কিছু বিতরণের জন্য। কেহ মিষ্টান্ন কিনিয়া হরিধ্বনি করিয়া ছড়াইয়া দিতেছেন, আর লোকে হুড়াহুড়ি করিয়া উহা কুড়াইতেছে। কেহ বসিয়া কাঙ্গালী খাওয়াইতেছেন। কেহ কম্বল ও বস্ত্র কিনিয়া বিতরণ করিতেছেন। কেহ আপন মনে নৃত্য করিতেছেন। কেহ ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। কেহ কেবল প্রণাম কি কোলাকুলি করিয়া, কেহ পদধূলি লুটিয়া বেড়াইতেছেন। কেহ বসিয়া কেবল সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিতেছেন।

কুলিয়ায় প্রভাস যজ্ঞ আরম্ভ হইল।

এখানে গুরুজন, বয়স্য, শিষ্য, কুটুম্ব, প্রতিবেশী, নিজজন, ভক্ত,

সকলের সহিত প্রভু মিলিত হইলেন। প্রভু প্রায় জন্মাবধিই শ্রীনবদ্বীপে বিখ্যাত। তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় ছিল না। সুতরাং শিশু বেলায় যে তাঁহাকে দেখিত, তাহারই মনে এই প্রশ্ন উদয় হইত যে, এটী নরশিশু না দেবশিশু? নিমাই যত বড় হইতে লাগিলেন, ততই লোকের নিকট পরিচিত ও সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কি শত্রু কি মিত্র সকলেরই মনের এই ভাব যে,-এই যে বস্তুটী, ইনি কে একজন হইবেন। এমন কি একটি প্রবাদ ছিল যে, গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হইবেন। ইহা উল্লেখ করিয়া অনেকে বলিতেন যে, সেই ব্রাহ্মণটী এই জগন্নাথের পুত্র। শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত যদি কাহার কোন কথা হইত তাহা লইয়া আলোচনা হইত। সে কথাটী সে গোষ্ঠীতে রহিয়া যাইত। এরূপ কথার মধ্যে অনেক গুলি অদ্যাপিও রহিয়া গিয়াছে। এমন অনেক সময় হইয়াছে যে, গ্রন্থকারের কাহার সহিত কথা হইতেছে, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের কথা উঠিল। অমনি সেই ব্যক্তি বলিয়া উঠিল যে, এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু, ইহাঁর আমাদের গোষ্ঠীর প্রতি বড় করুণা ছিল। কারণ ইনি আমাদের বাড়ীতে বসিয়াছিলেন, কি গোষ্ঠীর কোন এক জনকে এই কথা বলিয়াছিলেন। নিমাই যখন পাঠাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার সমাধ্যায়ীগণ সকলেই বুঝিলেন যে, তাঁহার সহিত কাহার কোন রকম পাল্লা পাল্লি চলিবে না। তখনকার সময় ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান দিধীতী গ্রন্থকার রঘুনাথ। রঘুনাথের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর বাল্যকালের প্রী[illegible] ও বচসা সম্বন্ধে আমি প্রভুর বাল্যলীলা বর্ণন কালে আভাস দিয়াছি। এই সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে একটি কথা চলিয়া আসিতেছে, এবং ইহা আমরা পণ্ডিত শ্রীল মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। যথা শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত শ্রীরঘুনাথের তর্ক চলিতেছে। সে কখন, না যখন প্রভু কিছুকাল ন্যায় পাঠ করিতেছিলেন। সামান্য লক্ষণা সম্বন্ধে রঘুনাথের মুখে অন্যায় তর্ক শুনিয়া প্রভু বিদ্রূপ করিয়া রঘুনাথকে এই শ্লোক বলিলেন,—

বক্ষোজপানকৃৎ কাল-সংশয় জাগ্রতি স্ফুটম্।
সামান্য লক্ষণা কস্যাদকস্মাদবলুপ্যতে॥

বলা বাহুল্য যে এই তর্কে রঘুনাথের অন্যায়। এইরূপে প্রভু তাঁহার জন্মাবধি নবদ্বীপবাসীগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। যদিচ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার দ্বেষ করিত, কিন্তু তবু যে তিনি শ্রীনবদ্বীপের

কি ভারতবর্ষের কি কলিকালের গৌরব স্বরূপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিতেন। তাহার পর প্রভু সন্ন্যাস লইয়া গমন করিলে তাঁহার প্রতি বিপক্ষদিগের আর দ্বেষ রহিল না। এমন কি, এরূপও ঘটনা হইয়াছিল যে, প্রভু সন্ন্যাসী হইলে, তাঁহাকে যিনি যত খানি দ্বেষ করিতেন, তিনি ততখানি কাঁদিয়াছিলেন। কাজেই প্রভু যখন কুলিয়ায় গমন করিলেন, তখন শ্রীনবদ্বীপে আর কেহই রহিলেন না, সকলেই প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। এখানে প্রভু সপ্ত দিবস রহিলেন, থাকিয়া সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। এই সপ্ত দিবানিশি প্রভুর সহিত এই কোটি লোকে কেবল নৃত্য করিয়া যাপন করিলেন। প্রভু এই সহস্র সহস্র সম্প্রদায়ে নৃত্য করিলেন। সকলেই বোধ করিলেন যে প্রভু তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিলেন, বিশেষ কৃপা দেখাইলেন।

শ্রীনবদ্বীপ প্রায় শূন্য, সকলে এপারে, ওপারে সারি দিয়া লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা এপারে কোটী লোকের নৃত্য দেখিতেছেন, কলরব শুনিতেছেন। সুতরাং মধ্যস্থানে একটি নদী থাকায় তাঁহাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হইতেছে না। এপারে লোকের যেরূপ আনন্দ, ওপারেও স্ত্রীলোকের সেইরূপ আনন্দ। অবশ্য এই স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রভুর বড় ঘনিষ্ঠ দুইজন আছেন। যথা শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া। সেখানে গঙ্গা যেরূপ পরিসর তাহাতে ওপারের লোকে এপারের লোকের সমুদায় কাণ্ড স্বচ্ছন্দে দেখিতে পারেন। এমন কি, একটু ঠাউরিয়া দেখিলে এপারের লোক অপর পারের লোক চিনিতে পারেন। অন্যের সঙ্গে প্রভুর একটু বিশেষ ছিল। লক্ষ লোকের মাঝে দাড়াইলেও সকলের মস্তকের এক বিঘাত প্রমাণ উপরে প্রভুর মস্তক দেখা যাইত। জীবের দর্শন সুলভের নিমিত্ত প্রভু এইরূপ দেহ ধারণ করেন যে প্রকৃতই তাঁহার শ্রীঅঙ্গ, মহাপুরুষের যে সাড়ে চারি হস্ত দীর্ঘে, তাহাই ছিল। সুতরাং লক্ষ লোকের মাঝে প্রভু দাঁড়াইয়া থাকিলে, তবু দূর হইতে তাঁহাকে বেশ দেখা যাইত। শ্রীশচী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ওপার হইতে প্রভুকে বেশ দেখিতে পাইতেছেন। প্রভু এই কুলিয়ায় নিজজনের নিকট জনমের মত বিদায় লইলেন।

এখন শ্রীকৃষ্ণ বা কোথা, শ্রীমতী রাধা বা কোথা? জীবের ভাগ্যক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের অনেক নিকটে। অতএব হে পাঠক মহাশয়! আসুন এই যে ভাবোল্লাস রস, ইহা দ্বারা আমরা শ্রীভগবান গৌরচন্দ্রকে সেবা করি। তিনি এখন নদীয়া আসিয়াছেন, তিনি ঘরের ধন ঘরে আসিয়াছেন, শচীর দুলাল, বিষ্ণুপ্রিয়ার বল্লভ, শচীবিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নগোচর হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-চন্দ্রকে অবহেলা করিও না। যদি তুমি তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ বলিতে না পার, তবু তোমাকে বলিতে হইবে যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনের সংবাদ আনিয়া জীব-গণকে আশ্বস্ত, আর তাহাদিগকে গোলোকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সন্ন্যাস রূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। দেখ মহাম্মদের নিমিত্ত মুসলমানগণ, যীশুর নিমিত্ত খ্রীষ্টিয়ানগণ কি না করিতেছেন? শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদের কোন অংশে ন্যূন নহেন, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রজের নিগূঢ় রস পূর্ব্বে জীবে "অনর্পিত" ছিল। অতএব হে পাঠক মহাশয়, যদি আপনি শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারেন, তবু তিনি অবতারের শিরোমণি, এ কথা বলিতেই হইবে। সেই আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ এখন আমাদের নদীয়া আসিয়া-ছেন, আসুন সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও সেবা করি। শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর স্থাপিত করিয়া মহাজন কৃত ভাবোল্লাসের কয়েকটি পদ পাই-য়াছি। কিন্তু একটীও পূর্ণ কি ভাল অবস্থায় পাইলাম না। অতএব মহাজনগণের দ্রব্য লইয়া আমি যোজনা করিয়া এই নিম্নের ভাবোল্লাসের মালাটী প্রস্তুত করিলাম।

দশমী দিবস প্রভু দেশাভিমুখে শুভাগমন করিবেন তাহা শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া জানেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দিন গণিতেছেন। তাঁহার বল্লভ যে সন্ন্যাসী তাহা মধ্যে মধ্যে অবশ্য তিনি ভুলিয়া যান। তাহার মনের স্বাভাবিক এই ভাব যে পতি প্রবাসে গিয়াছেন, এখন গৃহে আসিতেছেন। সেই ভাবের কথা সখীর সহিত বলেন। মনের যত সুখ দুঃখ তাঁহাকে উঘারিয়া বলিয়া আপনার মনকে শান্ত করেন। তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনাকে বলিতেছেন, সখি!

কি লাগি বল না, আনন্দ ধরে না,
অঙ্গ কাঁপে থর থর।
চারিদিকে সখি, শুভ চিহ্ন দেখি,
বুঝি এল প্রাণেশ্বর॥

আঙ্গিনায় দাঁড়াবেন হরি। ধ্রু॥
ঘোমটা টানিব, দ্রুত ঘরে যাব,
রুণু ঝুনু রব করি॥
ঘরে লুকাইয়া, শ্রীমুখে চাহিয়া,
দেখিব পরাণ ভরি।
দেখিবারে মোরে, উকি বারে বারে,
মারিবেন গৌরহরি॥
নয়নে নয়ন, হইলে মিলন,
বল কি করিব সখি।
বলরাম বলে, হইবে তা হলে,
লজ্জায় নমিত মুখী॥

প্রভু বাচস্পতি-গৃহে আইলেন, শচী বিষ্ণুপ্রিয়া সংবাদ পাইলেন। কিন্তু যাইবার আজ্ঞা নাই, সময়ও পাইলেন না, যাইতে পারিলেন না। প্রভু কুলিয়া আইলেন, মধ্যে একটী নদী। সন্ন্যাসীর একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। প্রভু হঠাৎ স্বদলে নবদ্বীপ আইলেন, অমনি ঘোষণা পড়িয়া গেল। লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুর সহিত চলিলেন, স্ত্রীলোকগণ ছাদে উঠিলেন। প্রভু আপনার ঘাটে উঠিলেন,—তাহার সন্তরণের, বিকালে ও সন্ধ্যায় বসিবার, বয়স্যগণ সহিত হাস্য কৌতুক ও বিদ্যাযুদ্ধ করিবার স্থান। প্রভুর পায়ে খড়ম, ধীরে ধীরে নদীর গর্ভ হইতে তীরে উঠিলেন। শুক্লাম্বর আসিয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু নিজ পরিচিত যত বৃক্ষ লতা ঘর দেখিতে দেখিতে চলিলেন, ক্রমে নিজগৃহে আসিলেন, আসিয়া গৃহের সম্মুখে দাড়াইলেন,—সেখানে, না যেখানে ছয় বৎসর পূর্ব্বে গয়ার গদাধরের পাদপদ্ম বর্ণনা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শচীর সঙ্গে প্রভুর অন্য স্থানে দেখা শুনা হইয়াছিল। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত এই একবার। তিনি স্বামীর কাছে কি যাইবেন? প্রভু স্ত্রী লোকের মুখ দেখেন না। স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিলে দূরে গমন করেন, তিনি কি সাহসে প্রভুর নিকটে যাইবেন? বিশেষতঃ সেখানে লক্ষ লোক, তাঁহার বয়ক্রম ঊনবিংশতি, তিনি কোণের কুলবধূ, সূর্য্যের মুখ দেখেন না। প্রভু প্রকাশ্য স্থানে লক্ষ লোক পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া। সেখানে হিন্দু-মহিলা পূর্ণ-যৌবনা গৌরাঙ্গের ঘরণী কিরূপে যাইবেন?

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বেণী বাঁধেন নাই, বেশভূষা করেন নাই, কারণ তখন তাঁহার

বাহ্যজ্ঞান আছে। শ্রীমতী পতির নিকট গমন করিবেন কিনা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।* অন্তরালে দাঁড়াইয়া পতির মুখখানি দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পারিলেন না। জন্মের মত দেখিয়া লইবেন মনে এইরূপ বাসনা। আবার ভাবিলেন তাঁহার পতি তাঁহার ইহকাল পরকালের আশ্রয়, তাঁহার নিকট যাইবেন তাহাতে আবার লোকাপেক্ষা কি? ইহা ভাবিতে ভাবিতে শেষে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ হইল। তখন সেই মলিনবেশে, আপাদ মস্তক অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া, দ্রুত গমনে যাইয়া তাঁহার গৃহের সম্মুখে রাজপথে, গলায় বসন দিয়া প্রভুর চরণে একটি কাতর ধ্বনি করিয়া পড়িলেন।

প্রভু স্ত্রীলোক দেখিয়া "কে তুমি?" বলিয়া দুই পদ পশ্চাৎ হটিলেন। প্রভুর প্রশ্নের উত্তর কেহ দিলেন না। প্রভু যখন নিজ গৃহের সম্মুখে দাড়াইয়া এক দৃষ্টে প্রাচীন পরিচিত সমস্ত দ্রব্য এ জন্মের মত দেখিয়া লইতেছেন, তখন সকলে অবশ্য নীরবে রোদন করিতেছেন। এখন হঠাৎ সম্মুখে এই কাণ্ড দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত ও নীরব হইলেন, হইয়া এক চিত্তে পলকহারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও সেই সাড়ে চারি হস্ত পরিমিত সুন্দর সুগঠিত মনুষ্যটি ও তাঁহার পদতলে মলিনবস্ত্র পরিধান করিয়া পতিতা পরমা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে লাগিলেন।

কেহ যদি উত্তর না করিলেন, তখন শ্রীমতী স্বয়ংই কথা কহিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি তোমার দাসীর দাসী।"

প্রভু বুঝিলেন যে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া। তখন দুঃখে প্রভুর মুখ আন্ধার হইয়া গেল।

প্রভু কষ্টে স্রষ্টে বলিলেন, "তোমার কি প্রার্থনা?" বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, "প্রভু! ত্রিজগত উদ্ধার করিলেন, কেবল বিষ্ণুপ্রিয়া দাসী ভবকূপে পড়িয়া রহিল!"

তখন ক্রন্দনের রোল উঠিল, সকলে কান্দিতেছেন কেবল প্রভু ও বিষ্ণু-প্রিয়া ছাড়া। প্রভু মস্তক অবনত করিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে-ছেন, "তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি তোমার নামের সার্থকতা কর, তুমি শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া হও।"

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি তোমাকে ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাই না।

প্রভু আবার চুপ করিলেন, তখন পায়ের দুখানি খড়ম খুলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিলেন, "হে সাধ্বি, আমি সন্ন্যাসী, আমার দিবার কিছুই নাই। তুমি আমার খড়ম লও, ইহা দ্বারা আমা জনিত যে তোমার বিরহ তাহা শান্তি করিও।"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তখন সেই খড়ম দ্বয়কে প্রণাম করিলেন, করিয়া উহা উঠাইয়া মস্তকে ধরিলেন, ধরিয়া উহা চুম্বন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। লক্ষ লোক তখন হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

সমাপ্ত।

প্রার্থনা
বিষ্ণুপ্রিয়া